—মস্কোর লাল কালি সায়গনের ধোপায় তুলবে। এতটা আশা আপনার করাই উচিত ছিল।

আঁদ্রে মরিশ মিঃ ওয়াকারের কোটটি এক পাশে সরিয়ে রেখে অর্থপূর্ণ একটু হেসে মন্তব্য করলেন।

—আপনি রসিক লোক জানি, কিন্তু থাকতেন যদি সেখানে, এক নতুন অভিজ্ঞতা হ'ত। গত সাত বছর ধরে মিঃ পার্কার আছেন ওখানে—এক রুশ সামরিক অফিসার মিঃ পার্কারকে বলেছেন, ১৯১৮-র পর এ-রকম কাণ্ড মস্কোতে আর ঘটেনি।

—বলেন কী। এতবড় কাণ্ড। বিরাট মিছিল?

আমার কৌতূহলী প্রশ্নে একটু বিরক্তই হন মিঃ ওয়াকার। কালি মাখা গরম কোটটার দিকে এক নজর তাকিয়ে শুরু করলেন,

—মিছিল, হ্যাঁ বেশ বড় মিছিলই বলতে পারেন। তবে মস্কোর মিছিল চিরদিনই একটা ধরাবাধা অভ্যস্ত নিয়ম মেনে চলে। ঠিক জায়গায় যথাসময়ে জমায়েত, চায়কোভস্কী এভিনিউ ধরে পতাকা হাতে নিয়ে মিছিল আসে, এক ধরনের শ্লোগান, একটু বক্তৃতা—তারপর পুলিশের নির্দেশে সভা শেষ। শান্ত জনতার নীরবে ঘরে ফেরা। এতেই মস্কো অভ্যস্ত। বিশেষ করে একটানা তুষার পড়ছিল ক'দিন—নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ-ই পথে বেরোয় না। সেই কারণে মিছিলের ব্যাপারটায় আমাদের দূতাবাস খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। আমি ছিলাম মিঃ পার্কারের ঘরে। ইন্দোনেশীয়ায় ইউ. এস. আই. এস.-এর পাঁচটা লাইব্রেরী গুটিয়ে নেওয়া, আর জাকার্তায় রাষ্ট্রদূত হাওয়ার্ড জোনস্-এর বাড়িতে ছাত্রদের আক্রমণের ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলছিল। এমন সময় মিছিলের চীৎকার আমার কানে এলো। রাস্তার দিকে পাঁচতলায় মিঃ পার্কারের ঘর, জানলার সামনে [illegible] এসে দাঁড়ালাম। দেখি চায়কোভস্কী এভিনিউ দিয়ে একটা বিরাট মিছিল আমাদের দূতাবাসের দিকে ক্রমশঃ নিকটবর্তী হচ্ছে। ভিড়ে থ্যাক-থ্যাক করছে দিন, [illegible] একাকার হয়ে বরফে ঢেকে গেছে। হাজার হাজার মানুষের ঠোঁটে [illegible] সঙ্গীত। কয়েকটা ছবি তুললাম।

—দূতাবাস পর্যন্ত একটা শৃঙ্খলা ছিল। তারপর অতর্কিতে শুরু হ'ল হামলা। কয়েক শত ব্যানর আর ফেস্টুন। হিটলারের গোঁফ বসানো প্রেসিডেণ্ট জনসনের বিরাট ছবি। বোমা হাতে নিয়ে ম্যাকনামারা তেড়ে আসছেন—এ ছাড়া আরও অনেক মার্কিন বিরোধী ছবি।

— সিকিউরিটি থেকে দূতাবাসে জানানো হ'ল— উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণের প্রতিবাদ মিছিল। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে প্যাট্রিস লুমুম্বা য়ুনিভার্সিটির চীনা, আফ্রিকান ও ভিয়েতনামী ছাত্ররাই বেশি। তারাই সক্রিয়। ব্যাপারটা অনেক দূর যাতে গড়াতে না পারে তার জন্যে আমরা অশ্বারোহী পুলিশ পাঠাচ্ছি।

—এদিকে তখন সোজাসুজি আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। গেট ভাঙতে শুরু করেছে বিক্ষোভকারীরা। গেটের পতাকা নামিয়ে নেওয়া হ'ল। দশতলা বাড়িটার কাঁচ লক্ষ্য করে বরফের টুকরো, ইট আর কালির দোয়াতের অবিশ্রান্ত আক্রমণ শুরু হয়। বিক্ষোভকারীরা তৈরি হয়েই এসেছিল। বড় বড় গুলতিতে বরফ আর কালির দোয়াত লাগিয়ে তারা উঁচু তলার কাঁচগুলো ভাঙছিল। রাষ্ট্রদূত কয় কহলার ওভারকোট পরে ছুটোছুটি করছেন।

জানলায় দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিলাম। ছ'শো অশ্বারোহী পুলিশ বাহিনী এলো। বিক্ষোভ বন্ধ করে অবিলম্বেই দূতাবাস ছেড়ে যাবার আদেশ দিল। সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল আরও বেড়ে ওঠে। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে রুশ অশ্বারোহী পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হ'ল। ছাত্রদের ওপর ঘোড়া চার্জ করতেই এক হুলুস্থূল কাণ্ড। মিলিশিয়াদের লক্ষ্য করে বিক্ষোভকারীদের চীৎকার—ফ্যাসিস্ট! বর্বর পুলিশ ধ্বংস হোক। মস্কোতে, যাই বলুন, এ দৃশ্য অভূতপূর্ব। আমাদের রাষ্ট্রদূতের ফোন পেয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনবার জন্যে মস্কো গ্যারিসনের পাঁচশো ট্রুপস ইতিমধ্যে এসে হাজির হয়। একদিক থেকে তারা অগ্রসর হয়—একটা দেওয়াল যেন সামনে এগিয়ে চললো। বিক্ষোভকারীরাও মরিয়া। হাতাহাতি, কিল, ঘুষি আর চড় দু'পাশ থেকে চলতে থাকে। সত্যি কথা বলতে কী ছাত্রদের ওপর পুলিশের ঘোড়া চার্জ করতে দেখে আমরা প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারিনি। ইট, বরফ আর কালির অবিশ্রান্ত আক্রমণ কিন্তু বন্ধ হচ্ছিল না। দেখলাম, সাতজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। জানালা বন্ধ করে চলে আসছিলাম, এমন সময় সামনের কাঁচটা তছনছ হয়ে গেল। একটা লাল কালির দোয়াত দেওয়ালে লেগে দু'টুকরো হয়ে আমার দিকে ছুটে এলো। স্যুটটা নষ্ট করে দিল।

মিঃ ওয়াকারের বাস্তব অভিজ্ঞতা শুনে আমার দুর্মূল্য মার্টিনীর নেশা ছুটে যাবার উপক্রম হ'ল।

মিঃ ওয়াকারকে বললাম,

—অন্য কেউ এসব কথা বললে আমি বলতাম সোভিয়েট বিরোধী মার্কিনী প্রচার। কিন্তু আপনার যখন চোখে দেখা!

মিঃ ওয়াকার নিজের অভিজ্ঞতা বলে চলেন,

—বিক্ষোভকারীরা দাবি তুললো বন্দীদের মুক্তি না দিলে তারা দূতাবাস ছেড়ে যাবে না। শেষ পর্যন্ত অবস্থা আয়ত্তে আনতে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। বিক্ষোভকারীরা ফিরে গেল। নানা বর্ণের কালিতে দূতাবাসের সে এক অদ্ভুত চেহারা, একটা কাঁচও দশতলা বাড়িটার কোথাও আস্ত নেই। রাষ্ট্রদূতের কড়া নোট পেয়ে আঁদ্রে গ্রোমিকো জানালেন,

—অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত। সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্ব আমাদের। প্রয়োজনীয় মেরামতের জন্যে এখনই মিস্ত্রী পাঠাচ্ছি।

মিঃ ওয়াকার পানীয়ের পাত্রটি শেষ করে একটু মৃদু হেসে বললেন,

—উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিনী আক্রমণের বিরুদ্ধে মস্কোর প্রতিবাদ মিছিল আমার দীর্ঘদিন মনে থাকবে।

মালে বুঁদ হয়ে আছেন আঁদ্রে মরিশ। মিঃ ওয়াকারের কথা শেষ হতেই সোফা ছেড়ে উঠে নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ঢঙে শুরু করলেন,

—*The Moscow student demonstration has torn the mask from the Khrushchevite revisionist troika—Brezhnev, Kosygin and Mikoyan. It showed how deeply they have plunged into the mud of revisionism and capitulation when faced with the pressure and blackmail of American imperialism*—আলবানিয়া রেডিও তা'হলে খুব একটা মিথ্যে বলেনি! দিন বোতলটা স্যার, একটু এগিয়ে দিন। আপনার হংকং থেকে আনা বোতল বোধ হয় আমিই শেষ করলাম।

মার্টিনীর বোতল নিঃশেষিত। তবে আঁদ্রে মরিশকে মানায়। সামান্যরকম বেসামাল হন না। কথার হেরফের হয় না এতটুকু। প্রৌঢ় এই মানুষটির বিস্তৃত জীবন অস্পষ্ট। সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছেন। বড় বড় রাজনৈতিক দৃশ্যপটে এঁকে চলচ্চিত্র-ফিল্মতে দেখা গেছে। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে আঁদ্রে মরিশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎবাণী। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংহতি ও ঐক্য

জোরদার করবার জন্যে নিকতা ক্রুশ্চেভের কনফারেন্স ডাকবার ইচ্ছে তখনও প্রকাশ পায়নি, সাড়ে ন'হাজার শব্দের পিপলস্ ডেইলি-র ক্রুশ্চেভ বিরোধী প্রবন্ধ তখনও অপ্রকাশিত—এই হোটেলেরই সর্বোচ্চ তলায় পুরো স্কচের বোতল শেষ করে কথাপ্রসঙ্গে আঁদ্রে মরিশ সেদিন আমাকে বলেছিলেন, *You can expect a sudden Kremlin Coup very soon.*

কথাটা আমার আদৌ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। কিন্তু খুব একটা বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি।

কয়েক মাস পরের কথা। নিকতা ক্রুশ্চেভ সেদিন তাঁর ব্ল্যাক-সী ভিলায় অবসর যাপন করছিলেন। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার, তবে বারবেলা নয়, রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সোজা ভিলাতে এসে হাজির। নিকতা তখন ফ্রেঞ্চ এ্যাটামিক সায়েন্স মিনিস্টার গ্যাস্টন পালিউস্কীর সামনে বসে খোসগল্প করছিলেন। আগন্তুককে দেখে একটু অবাক হন নিকতা। মুহূর্তে সে ভাব কাটিয়ে উঠে পরিচয় করিয়ে দেন,

—আমার ছোট ভাইয়ের মত। শ্রীমান উর্স্টিনভ। ডিমিট্রে উর্স্টিনভ, সুপ্রীম ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। হঠাৎ কী মনে করে উর্স্টিনভ! বিশেষ কোন খবর আছে কী!

ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি কমরেড উর্স্টিনভের ভাল লাগে না। ইঙ্গিতে নিকতাকে ডেকে নিয়ে বাইরের লাউঞ্জে এলেন। নিকতা একটু বিচলিত,

—গোপন সংবাদ!

—প্রেসিডিয়ামের জরুরী মিটিং, আপনাকে এখনই যেতে হবে। বিকেলের আগেই আমাদের মস্কো ফিরতে হবে।

—হঠাৎ জরুরী এমন কী ঘটলো! পিকিং থেকে কেউ এসেছে না কি!

—ওসব কিছু নয়। মস্কোতে ফিরেই সব শুনবেন। আমি শুধু আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

নিকতা দু'দণ্ড ভাবলেন। ঝিম ধরে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ঘরে ফিরে এসে পালিউস্কীকে ডাহা একটা তাল মারলেন,

—ভস্তক্-এর ব্যাপারে আমাকে এখনই মস্কো যেতে হচ্ছে।

মস্কোর ভানুকোভো এয়ারপোর্ট। সারা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছেন। সাতায় সালের টালমাটালের কথা মনে হলেও প্রেসিডিয়ামের এগারো জনের মধ্যে নিজের

অতিশয় বিশ্বাসভাজন সাত জন সদস্য থাকায় নিকতা কোন সময়ই বিপদের কথা ভাবেননি। মিকোয়ান কী অবসর চান! সুশলভ-এর কিডনীর দোষ কী বেড়েছে! মাও কী তাঁর সঙ্গে কোন রকাতে আসতে চান !!

বিমান থেকে মই বেয়ে নামতে গিয়ে চোখে পড়ে দিগন্তে অস্তগামী সূর্য। দীর্ঘ কালো জিল্ লিমোসিন-এ ওঠবার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে সে দৃশ্যটি দেখলেন। কিন্তু ঐ দৃশ্যটি যে তাঁর জীবনে আশ্চর্য রকম সিম্বলিক্, মুহূর্তের জন্য ভাবতেও পারেননি নিকতা ক্রুশ্চেভ।

এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি শহরের দিকে ছুটে চলে। লেনিন হিলস্ পেছনে পড়ে রইলো। ক্রেমলেভস্কায়া কোয়াই আর মস্কোভা নদী পেরিয়ে ক্রেমলিনের পাশে কুবাইশেভ স্ট্রীটের চার নম্বর বাড়ির সামনে নিঃশব্দে জিল্ এসে থামে। সোনালী অক্ষরে লেখা 'সোভিয়েট ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি কেন্দ্রিয় পরিষদ'। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। দরজার পাশে থার্মোমিটার-পারা বলছে—চল্লিশ ডিগ্রী ফারেণ হিট।

ঘরে প্রবেশ করেই দেখলেন প্রেসিডিয়ামের দশজনই উপস্থিত। প্রমাদ গোণেন। ফিরে দেখেন উস্টিনভ পেছনে নেই। তাঁর জন্যই যেন জরুরী মিটিং অপেক্ষা করছিল। ভূমিকা সামান্যই। এলোমেলো মাথার চুল, চশমা ঠিক করে সুশলভ উঠে দাঁড়ালেন। দেখে মনেই হয় না সুশলভ কিডনীতে কষ্ট পাচ্ছেন। অদৃশ্য এক ছুরি চালিয়ে শুরু থেকেই তিনি নিকতার ছাল-চামড়া তুলতে শুরু করলেন। ক্রুশ্চেভের নয়া কাল্ট অফ পারসোনালিটি। ইজভিস্তিয়ার জামাই সম্পাদকের প্রসঙ্গ তুলে আত্মীয় পোষণ, স্বজন পোষণ ও পাঁচ বছর আগে জাতি সঙ্ঘের অধিবেশনে জুতো দিয়ে তাল ঠোকার অভিযোগ—কিছুই বাদ পড়লো না।

সুশলভের ছুরি চালনা চার ঘণ্টা ধরে চলে। কিন্তু বিভীষণ তখনও আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। অন্যতম স্নেহভাজন ও প্রেসিডিয়ামের সর্ব কনিষ্ঠ সভ্য ডিমিট্রি পলানেস্কীকে উঠতে দেখে অস্ফুট স্বরে নিকতা হয়তো বলেন, ব্রুটাস তুমিও! পলানেস্কী ধারালো যুক্তিতে একের পর এক নজীর তুলে কৃষিব্যবস্থার ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করলেন। ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন নিকতা। ১৯৫৭ সালের কথা মনে পড়ে। তখন তিনি ফিনল্যাণ্ডে। ৭—৪ ভোটে প্রেসিডিয়াম তাঁকে প্রায় ক্রেমলিন থেকে উৎখাত করেছিল। জুকভ সেদিন তৎপরতার সঙ্গে বিমানযোগে মেম্বারদের নানান জায়গা থেকে মস্কোতে তুলে নিয়ে আসেন। সেন্ট্রাল কমিটি সেদিন ভরাডুবি থেকে নিকতাকে রক্ষা করে।

আত্মপক্ষ সমর্থনে ঝাড়া তিন-চার ঘণ্টা বক্তৃতা ব্যর্থ হ'ল। শেষ পর্যন্ত নিকতা চীৎকার করে উঠলেন,

—সেণ্ট্রাল কমিটির মিটিং ডাকা হোক।

সুশলভ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন,—সেণ্ট্রাল কমিটির সভ্যরা আটঘণ্টা বাইরে অপেক্ষা করছেন।

সাতান্নর ভুল এবার আর হয়নি। ভোটাভুটিতে অল্প ভোটের ব্যবধানে নিকতা পরাজিত হন। পদত্যাগপত্র পেশ করে নীরবে হলঘর ত্যাগ করলেন।

কালো জিল্ লিমোসিন বাইরে অপেক্ষা করছিল। অভ্যস্ত নিয়মে পাশে হাত দিয়ে দেখেন অন্যদিনের মত ইজভিস্তিয়া নেই।

গতকাল রাত্রে ইজভিস্তিয়া প্রকাশিত হয়নি।

রাত্রের শেষ প্রহর। জনশূন্য রাজপথ। জিল্ ছুটে চলে। অনেক কথাই মনে পড়ে। "*The day you call your so-called summit, you will step into your grave*"—মাও-এর এই সতর্কবাণী হয়তো বার বার মনে হয়। কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চয়ই ব্রেজনেভকে মনে পড়ে। ইউক্রেনের পার্টিতে তিনিই ব্রেজনেভকে আবিষ্কার করেন। যুদ্ধের সময় রেড-আর্মিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন। সাতান্নর টালমাটালের সময় এই ব্রেজনেভকেই অন্যতম পার্শ্বচর হিসেবে সঙ্গে পেয়েছিলেন। কিন্তু আজ! তাঁর পতনের সংবাদ ওয়াশিংটন কী ভাবে নেবে! দুনিয়া খবরটা কী ভাবে গ্রহণ করবে! গত দশ বছর গোটা দুনিয়ায় তিনিই ছিলেন অদ্বিতীয় বীরপুরুষ। অনেক কথাই নিকতার মনে পড়ছিল। পৃথিবীর কোন মানুষ এত সম্বর্ধনা কোনদিন পায়নি। ভারতে এক কোটি মানুষ তাঁকে দেখবার জন্যে পথে নেমেছিল এই সেদিন। ওয়াশিংটনে মিগ থেকে নামার দৃশ্য নিশ্চয়ই মনে পড়ে। স্বয়ং প্রেসিডেন্টও কোন দিন আমেরিকার কোন এয়ারপোর্টে অতগুলো ক্যামেরা একসঙ্গে দেখেননি। ইজিপ্টে নাসেরের দেওয়া অভ্যর্থনা মার্ক এণ্টনিকে দেওয়া ক্লিওপেট্রার ওভেশনও যেন ম্লান করে দিয়েছিল।

বাড়ির সামনে যখন জিল্ এসে থামে, ভস্তক থেকে রেডিও-টেলিফোন সোভিয়েট ইউনিয়নের সেণ্ট্রাল কমিটির জয়ধ্বনি জানান দিচ্ছে। নিকতার কথা নেই।

অবিস্মরণীয় ঊষাকাল। ধীর পদক্ষেপে নিকতা ফিরে চল্লেন ঘরে। এক মর্মান্তিক গৃহপ্রবেশ। নিষ্ঠুর স্বর্গ থেকে বিদায়।

মাও-এর সতর্কবাণীর আগেই আন্দ্রে মল্লিশের ক্রুশ্চেভ সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী

আমার বার বার মনে পড়ে। আঁদ্রে মরিশ যেদিন বলেছিলেন চুন বড়াদনেরা আগেই আনবিক বোমা ফাটাবে, সেদিন অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলেন অনেকেই। সি. আই. এ.-র ডিরেক্টরের পদে এল. বি জে. লুফে নেবেন এমন বিদ্রূপাত্মক চটুল মন্তব্যও আমার কানে এসেছে।

কিন্তু সবাইকে নির্বাক করে দিয়ে বড়দিনের বহু আগেই, গত অক্টোবরের যোলই চীন তার প্রথম আনবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

আঁদ্রে মরিশ আমাকে পছন্দ করেন। বিদগ্ধ পণ্ডিত মানুষটিকে আমার ভাল লাগে। একই হোটেলে আছি। আমি সায়গনে নতুন। আঁদ্রে মরিশের সীমানা বিস্তৃত। এক প্রথম শ্রেণীর নিউজ এজেন্সীর সঙ্গে যুক্ত। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকটি পত্র-পত্রিকার তিনি নিয়মিত সংবাদদাতা। দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় কমিউনিস্ট অভিযান সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি—বৃটিশ প্রেস তাই মনে করে। আঁদ্রে মরিশ গোটা কোরিয়া যুদ্ধ কভার করেছেন। পানমুনজন চুক্তির সময় সেখানে ছিলেন। হাতা সরকার যখন কমিউনিস্ট বিপ্লবী আমীর জাবিফুদ্দিনকে হত্যা করে ও গোটা ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করে, আঁদ্রে মরিশ জাকার্তা থেকে আমীরকে গুলি করে হত্যা করবার গোপন দলিল সিঙ্গাপুরে পাচার করেছিলেন। নগো দিন দিয়েমের শেষ দশ দিনের ছমছমে ঘটনা অন্য কারো কাছে এত বিশদভাবে শুনিনি। তার কথা শুনে মনে হয় ভিয়েত কং দের তিনি সমর্থন করেন। লেখা পড়ে মনে হয়, একজন প্রথম শ্রেণীর নিহিলিস্ট। কাউকেই যেন দেখতে পারেন না। মেয়েদের প্রতি অবিশ্বাস তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কোন অবাঞ্ছিত ঘা খাওয়া ঘটনার প্রতিক্রিয়া বলে আমার সন্দেহ হয়। নিয়মিত ফুল কেনেন। দামী সিগারেট খান। পর্যাপ্ত মদের স্টক্ তাঁর ঘরে সর্বসময়েই মজুত থাকে।

মিঃ ওয়াকার আমেরিকান। মাকিন এক সংবাদ সংস্থার অন্যতম কর্মচারী। দেশে দেশে নিযুক্ত কর্মচারীদের কাজ দেখে দেখে বেড়ান। সপ্তাহে তিন হাজার মাইল ট্যুর করতে হয়। তিন হাজার মাইলের পর চব্বিশ ঘণ্টার অবসর। সায়গনের কাজ শেষ হয়েছে, কাল সকালেই রওনা হয়ে যাবেন টোকিও। পরশু ম্যানিলায় গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠকে তাঁকে হাজির থাকতে হবে। রাজনীতি করেন না, কিন্তু আমেরিকা যে এশিয়ায় এক মহান দায়িত্ব পালন করছে তাতে তাঁর সন্দেহ নেই। মিঃ ওয়াকারের ঘরে বসেই কথা হচ্ছিল। লাল কালিতে নষ্ট হয়ে যাওয়া কোটের প্রসঙ্গ ধরে মস্কোর মিছিল ও দূতাবাস আক্রান্ত হবার চাক্ষুস বর্ণনা শুনলাম।

পূর্ব প্রসঙ্গ ধরে মিঃ ওয়াকার বলেন,

—আলবানিয়ার চীৎকার অবশ্য আমি পিকিং-এর ইয়োরোপীয়ন লাউডস্পীকার ছাড়া কিছু মনে করি না। কিন্তু ফরাসী পত্রিকাতেও ব্যাপারটা নিয়ে দারুণ হৈ-চৈ হয়েছে।

—মস্কোতে ক্রুশ্চেভের পর কী কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন ?

—কিস্যু না। শুধু কোসিগিন আসবার পর ক্রুশ্চেভের প্রিয় প্লাস্টিকের টয়-কার আর পেপার-ওয়েট্‌গুলো টেবিলে লক্ষ্য করা যায় না। যেমন চলছিল তেমনই চলছে। ক্রুশ্চেভ এখনও জিল্ লিমোসিন চড়ছেন। কাণাডিয়ন এ্যাম্বাসীর পাশে ছ'কামরার ফ্ল্যাটে বেশ বহাল তবিয়তেই আছেন। মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে ভোট দিতে গেলে একটা অবাধ্য মেয়ে পোলিং অফিসার ক্রুশ্চেভের পরিচয়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত ব্যালট পেপার দিতে অস্বীকার করেছিল। কোসিগিন-ব্রেজনেভ নতুন কিছু করবেন বলে আমার মনে হয় না।

মার্টিনীর দ্বিতীয় বোতলটাও কোমর পর্যন্ত নিঃশেষিত। সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকটা ঢেলে নিয়ে অল্প কয়েক টুকরো বরফ ফেলে নিজের জায়গায় ফিরে এসে আঁদ্রে মরিশ বলেন,

—চৌদ্দ বছরের ক্রুশ্চেভের তৈরি বনিয়াদ কী একদিনে ধুয়ে যায়। সেণ্ট্রাল কমিটি থেকে ইউক্রেনিয়ান চাষাগুলো বিদায় না নিলে কোন পরিবর্তনের আশা নেই। ডেনমার্কের রাজার মত ক্রুশ্চেভের ভূত ক্রেমলিনের চূড়োর ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াবে আর বলে চলবে :

Adieu, adieu, adieu ! Remember me.

মিঃ ওয়াকার বলেন,

—স্তালিন বেঁচে থাকতেই আদর্শগত বিরোধ দানা বেঁধেছিল। আমরা জানতে পারিনি। আপনার কী মনে হয় !

—বলতে প্যারেন, কমিন্‌টার্ন তুলে নেওয়া থেকেই বিভেদের শুরু। কমিন্‌ফর্ম ভেঙে দেবার পর অবস্থা আরও জটিল হয়।

—আদর্শগত বিরোধ বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ইরেনবুর্গের প্রবন্ধটা পড়েছেন ? স্তালিনের অত্যাচার সম্পর্কে ইরেনবুর্গ বলেছেন, *if he just read the list of all his victims, he would not have been able to do anything else.*

—মিঃ ওয়াকার, ইরেনবুর্গের প্রবন্ধ আমি পাঠ করেছি। ওভাবে বিচার

করলে ইরেনবুর্গের *People, Years, Life*-এর মত লেনিন সম্পর্কে আমিও একটা '*Darker side of the Lenin era*' বানাতে পারি। আসলে কমিনটার্ন তুলে নেওয়া থেকেই এসব শুরু হয়েছে। উনবিংশ পার্টি কংগ্রেসে মালেনকভ যখন মূল রিপোর্ট কংগ্রেসে পেশ করেছেন তার আগে থেকেই আদর্শগত বিভেদের শুরু। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই এই বিভেদের সূত্রপাত। ঝানভের মৃত্যুই তার প্রথম নিদর্শন।

—আপনি কী স্তালিনের মৃত্যুকে এই বিভেদের দ্বিতীয় নিদর্শন বলতে চান?

আঁদ্রে মরিশ মিঃ ওয়াকারের দিকে একনজর তাকিয়ে আমার দিকে ফিরে একটু মিষ্টি হেসে বললেন,—আপনার কী মত মিঃ সেন? সোভিয়েট পলিটিক্সে আপনি নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল।

আমার মতামতের অপেক্ষা না করেই আঁদ্রে মরিশ একটু নড়েচড়ে বললেন, —স্তালিনের মৃত্যুকে বিভেদের দ্বিতীয় নিদর্শন আমি বলতে চাই না। কিন্তু মার্শাল স্তালিনের মৃত্যুকে আমি আজও স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারিনি। ছোট-খাটো কতগুলো খবর, হয়তো সংবাদদাতার কাজ করি তাই সেগুলো আমার দৃষ্টি এড়ায়নি—আপনারও নিশ্চয়ই জানা আছে।

—আপান কি মনে করেন স্তালিনের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়? মার্টিনীর বোতল আপনার ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছে দেখছি।

—যে কোন লোকের যখন তখন মৃত্যু হতে পারে। স্তালিন প্রাক-বিপ্লব যুগে সাইবেরীয়ায় নির্বাসনে ছিলেন, হৃদরোগে সেখানেও তিনি ভুগেছেন। সত্তর বছর বয়সে স্তালিনের মৃত্যুকে অস্বাভাবিক মনে করার স্বাভাবিক কোন কারণ নেই। কিন্তু মিঃ ওয়াকার, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে একজন উৎসাহী রিপোর্টারের চোখ দিয়ে যদি দেখেন, তবে কতগুলো প্রশ্ন আপনার মনে আসবেই। আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, উনিশশো তেপ্পান্ন সালের মার্চ মাসের প্রথম বুধবার মস্কো রেডিও প্রচার করলো—গত রবিবার, অর্থাৎ ঘটনার তিন দিন পর বলা হ'ল, মাথার শির ছিঁড়ে স্তালিন গুরুতর অসুস্থ। তারপর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। দু'দিন পর স্তালিনের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করা হ'ল। মেডিক্যাল রিপোর্টে একমাত্র মৃত্যুসংবাদ ছাড়া আর কিছুই প্রকাশিত হয়নি। গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ প্রচার করে, পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টার নীরবতা যেন দেশবাসীকে স্তালিনের মৃত্যুসংবাদের জন্তে মানসিক প্রস্তুতি পর্ব বলা চলে। স্তালিনের অসুস্থতার

কথা যেদিন প্রকাশ করা হ'ল, সেদিন সকালে ক্রুশ্চেভ ও মিকোয়ানের নেতৃত্বে নীতিগত বোঝাপড়ায় একটি দল স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই বোঝাপড়ার সময় স্তালিনের মৃত্যু হয়। বোঝাপড়া এমন এক স্তরে নিয়ে যাওয়া হয় যাতে স্তালিনের মৃত্যু হয়। ধরে নিলাম, এ অভিযোগ মিথ্যে, কিন্তু ঘটনার দু'সপ্তাহ আগে, সতেরই ফেব্রুয়ারী ইজভিস্তিয়ায় ছোট্ট একটা খবর প্রকাশিত হয়—ক্রেমলিনের নিরাপত্তা সচিব, জেনারেল কাজিনকিনের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে। স্তালিনের চিকিৎসার তত্ত্বাবধায়ক স্বাস্থ্য সচিব ত্রেতিয়াকভকে স্তালিনের মৃত্যুর পর আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেক্রেটারিয়েটের প্রধান কর্মচারী লেঃ জেনারেল পস্ক্রেবিশেভ—যাঁর হাতে স্তালিন পার্টির মধ্যে মার্কিন ও বৃটিশ গুপ্তচরদের খুঁজে বার করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁকে স্তালিনের কফিনের পাশেই শেষ দেখা যায়। পস্ক্রেবিশেভের আর পাত্তা পাওয়া যায়নি। মস্কো শহরের প্রধান সেনাপতি লেঃ জেনারেল সিজিলভ ও কর্নেল জেনারেল আর্তেমেভ-এর কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। বেরিয়ার ট্রায়ালের ছ'মাস পর পৃথিবী তাঁর অপরাধের কথা জানতে পারে। নিউ ইয়র্কে আঁদ্রে ভিশিনিস্কী-র আকস্মিক মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মরদেহ মস্কোতে আনা হ'ল। আমেরিকান কোন ডাক্তার আঁদ্রে ভিশিনিস্কীকে পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছেন বলে আমি শুনিনি। মস্কোতে পোলিশ নেতা বেইরুতের দুম করে মারা যাওয়া ও গোমুল্‌কার পুনঃ প্রতিষ্ঠায় ক্রুশ্চেভের পোল্যাণ্ড দৌড়ানো আশ্চর্যরকম গোলমেলে। মার্শাল টিটো এলেন মস্কোতে। মার্শাল টিটো এমন একজন লোক যাঁর কথা কমিউনিস্ট দুনিয়া বিশ্বাস করে না। মস্কো থেকে ফিরে গিয়ে এক বৃটিশ প্রেসকে ঘটা করে জানালেন,

—স্তালিনকে খুন করা হয়েছে।

—কমিউনিস্ট দুনিয়ায় মার্শাল টিটো এমন একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি যে তাঁর কথায় এই সময়ে উল্টো ফলই হতে দেখা যায়। সর্বত্র স্তালিনের শোকসভা ডাকা হয় কিন্তু তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কোথাও সন্দেহ প্রকাশ করা হয় না। লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিংশতি কংগ্রেসের আগেই ক্রুশ্চেভ স্তালিন ও তাঁর সুযোগ্য পার্শ্বচরদের সরিয়ে ফেলেছেন। খবরগুলো আপনাদের সবারই জানা কিন্তু ঘটনাগুলো পর পর মিলিয়ে দেখেছেন কোনদিন?

আলোচনা ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছিল। আঁদ্রে মরিশ প্রচুর মার্টিনী গিলেও সন-তারিখ, নাম-ধাম এতটুকু গোলমাল করছেন না। কিন্তু মিঃ ওয়াকার আমার

দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল তিনি যেন বলতে চাইছেন, আঁদ্রে মরিশ আর মার্টিনী যেন না গেলেন।

একটা ফোন এলো। বোধ হয় কালকে টোকিও যাওয়া নিয়ে বিমান অফিসের সঙ্গে কথা বললেন। ফোন নামিয়ে রেখে মিঃ ওয়াকার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইলেন। বললেন,

—এবার সায়গনে এসে একটা লাভ হ'ল—হো চি-মিন ট্রেল সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারলাম।

টেবিল থেকে একটা চটি বই আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন,

—এটা দেখেছেন? উত্তর ভিয়েতনাম থেকে গেরিলারা প্রথম থেকেই দক্ষিণে আসছে। জিনিভা বৈঠকের পর পরই এই সামরিক অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছে। এমন প্রামাণ্য দলিল—

হো হো করে আঁদ্রে মরিশ হেসে উঠলেন,

—আপনার ঐ '*aggresion from the North*' বইটায় নতুন এমন কী দেখলেন! হো চি-মিন ট্রেলটাকে বড় বেশি মূল্য দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষের সামরিক প্রস্তুতিকে লঘু করা হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। তাতে একদিক দিয়ে লিবারেশন ফ্রন্টের শক্তিকে আমরা খাটো করছি। আমরা ভুল করছি। এ ধরনের যুদ্ধ পৃথিবীতে আর কখনও হয়নি। আমি নিজের চোখে না দেখলে কখনই বিশ্বাস করতাম না মিঃ ওয়াকার।

মিঃ ওয়াকার বাধা দিয়ে বলেন,

—হ্যানয়ের কাছে যুয়ান মাই বেস্ থেকে এরা রওনা হয়। গত বছর প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার গেরিলা উত্তর থেকে দক্ষিণে এ ভাবে পাচার হয়েছে। রসদ এরা আনছে কাম্বোডিয়ার মধ্য দিয়ে, তারপর মেকং নদী ব্যবহার করছে। মার্কিন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন রসদ আমদানীর জন্যে জঙ্গলে এদের চল্লিশটা ঘাঁটি আছে।

—থাকতে পারে। কিন্তু মিঃ ওয়াকার, সায়গনে আমি অনেকের চেয়ে একটু বেশি দিন আছি। আমি যুদ্ধ এলাকায় দিনের পর দিন ঘুরেছি। ভিয়েতনামের এই যুদ্ধ দেখে আমার মনে হয়েছে, শুধু সামরিক শক্তি ভিয়েত কং-দের ধ্বংস করতে পারবে না। সত্যি কথা বলতে কী, প্রতিটি ভিয়েতনামীই এখন কম-বেশি মাত্রায় ভিয়েত কং। ভিয়েতনাম আর কোরিয়া ঠিক এক জিনিস নয় মিঃ ওয়াকার। দেখি বোতলটা এদিকে একটু এগিয়ে দেবেন।

মার্টিনীর দ্বিতীয় বোতলটাও যখন নিঃশেষ হ'ল তখন কাঁটায় কাঁটায় বারোটা।

মিঃ ওয়াকার তড়িঘড়ি। কথা বলছেন, কাজও করছেন তার সঙ্গে। সকাল ছ'টায় বিমানঘাঁটিতে পৌঁছোতে হবে তাই টেলিফোন অপারেটারকে ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আঁদ্রে মরিশ আরও কতক্ষণ বসতে পারেন জানি না কিন্তু আমার আর ভাল লাগছিল না। আমার ভাবগতিক দেখে আঁদ্রে মরিশ বলেন,

—কাল সকালে আমার দানং যাওয়ার কথা আছে। এখনই উঠবো। আপনার সকালে কী কাজ?

—ওয়ার ফ্রণ্টে যাবার জন্যে জেনারেল জেরী মর্গানের সঙ্গে আমার দেখা করবার কথা আছে। মার্কিন দূতাবাসের জোরালো সুপারিশ আজ সকালে নিয়ে এসেছি।

—পেয়ে যাবেন। সায়গনে এসে মেরিন হেলিকোপ্টারে যদি যুদ্ধ এলাকায় না ঘুরলেন, তবে আর কী দেখলেন। আজকাল একটু কড়াকড়ি হয়েছে। তবে আপনার হেলিকোপ্টার থেকে যখন বোমা নিচের দিকে ছুটে যাবে, কানের পাশ থেকে মাটিতে অবিশ্রান্ত মেশিনগান করা হবে আপনার কেমন লাগবে জানি না কিন্তু আমার অসম্ভব ভয় লাগে।

অজস্র বিলিতি দিব্যির আদান-প্রদান হয়। মিঃ ওয়াকার দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আমার শরীরে মার্টিনীর অভিযান শুরু হয়েছে। মাথাটা তির তির করছে। কিন্তু আঁদ্রে মরিশের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। শুধু কথা একটু বেশি বলছেন।

—দানং হঠাৎ যেন কেমন থমকে গেছে। আমেরিকান জি. আই. যখন তীব্র ও ব্যাপক আক্রমণ আশা করছে, সেখানে কোন আক্রমণই হ'ল না। দানং আশ্চর্য রকম থমথমে।

আমার ঘরের সামনে এসে আঁদ্রে মরিশ দাঁড়ালেন। হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন,

—*Retreat in the face of superior force, choose your own time and place for battle, and cultivate patience as if it were rice. Mr. Sen, Viet Cong follows Mao tse-tung's combat tested guerrilla formula.* এই থমথমে ভাবটাও অর্থপূর্ণ। এ এক তাজ্জব যুদ্ধ মিঃ সেন।

নিস্তব্ধ হোটেল। জনশূন্য লাউঞ্জ। আঁদ্রে মরিশ ফিরে চললেন নিজের ঘরে। বেচাল না হলেও মেজাজ এসে গেছে। বহুল প্রচলিত মার্কিনী দ্রুত সঙ্গীত '*On Top of Old Smoky*'-র সুরে গেয়ে চললেন,

The paratroops landed
A magnificent sight
There was hand-to-hand combat
But no VC's in sight.

চার্লি চ্যাপলিনের আত্মজীবনী পড়ছিলাম। এয়ার কণ্ডিশাণ্ড ঘরের আরামের চেয়ে দক্ষিণ খোলা সাততলার এই লাউঞ্জে সোফায় বসে ব্ল্যাক কফি খেতে ভালই লাগছিল। মিঃ ওয়াকার ভোরে চলে গেছেন। আঁদ্রে মরিশ সারাদিনের মত হোটেল ছেড়ে গেছেন অনেকক্ষণ। দূতাবাসের সুপারিশপত্র নিয়ে জেনারেল জেরী মর্গানের সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ঠিক দশটায়। এখনও বেশ কিছু সময় আমার হাতে আছে। চার্লির আত্মজীবনী বেশ লাগছিল। আত্মজীবনীতে নিজেকে মহান করে তোলবার আত্মপরায়ণতার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি চার্লির শিল্পীস্বভাবের বৈশিষ্ট্য। নিজেকে অদ্বিতীয় করে তোলবার চূড়ান্ত সুযোগগুলোর প্রতি তাঁর গভীর নিরাসক্তি আমাকে স্পর্শ করেছে বেশি।

লাউঞ্জ নির্জন। সরু সরু গলির দু'পাশে পর পর ঘর। কাঁচ আর পর্দায় মোড়া প্রমাণ মাপের ঘর। দেওয়ালগুলো পাতলা কাঠের আস্তর দিয়ে ঢাকা। প্রচুর ঘর। কিন্তু জায়গা পাওয়া দুষ্কর। প্রায় শতাধিক ঘর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। বাড়িটা ফরাসী ঢঙে তৈরি। এয়ার ফ্রান্স-এর টাকায় এই হোটেল প্রথম তৈরি হয়। সায়গনে অন্য আকর্ষণীয় হোটেল অল্পদিনে কয়েকটি গড়ে উঠলেও 'হোটেল ক্যারাভেলী' নিঃসন্দেহে পহেলা নম্বর। 'কন্টিনান্টাল প্যালেস,' 'ম্যাজিস্টিক্'-এ যত সুবিধেই থাক, আমার মত পরের পয়সায় যাঁরা হোটেলে ওঠেন তারা 'হোটেল ক্যারাভেলী'-ই পছন্দ করেন।

দশতলায় হোটেল-রেঁস্তোরা। সায়গনের অনেকটা নজরে আসে সেখান থেকে। রাত দুটো পর্যন্ত বার খোলা পাওয়া যায়। তবে এখানে সুইমিং পুল নেই। ট্যুরিস্টের চোখে আকর্ষণীয় করে তোলবার হোটেল ক্যারাভেলীর আদৌ কোনো চেষ্টা নেই। শীতাতপ কক্ষের কথা বাদই দিলাম—মোটামুটি মন্দ নয়—এমন ঘরে জায়গা পাওয়াও ভাগ্যের কথা। বিভিন্ন এয়ার লাইনস্-এর মাধ্যমে হোটেল কামরা অনেক আগে থেকেই রিজার্ভ থাকে। ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার পর্যন্ত বিলিতি খানা। তবে বিশেষ রসনা তৃপ্তির জায়গারও বড় অকুলান নেই সায়গনে। ত্রিপলীর ট্যুরিস্ট 'ব্যুইলাবেস্' আর আলজেরিয়ান 'কুশকুশ'-এর খোঁজে ২-১[illegible] ডায়াল ক'রে 'লা সিগাল'-এর টেবিল বুক করেন। 'সুকিয়াকী' আর 'টেমপুরা'-র স্বাদ খুঁজতে জাপানীরা আসে হাং ফং স্ট্রীটের 'ফুজি' রেঁস্তোরায়।

পুরোপুরি ফরাসী ডিশ নিয়ে রাত দুটো পর্যন্ত ঠোঁটে হাসি আর কানে পেন্সিল নিয়ে ওয়েটার 'কারুশো' রেঁস্তোরায় অপেক্ষা করে। একসঙ্গে অনেকগুলো সাউথ আমেরিকান দেখা যাবে প্যাপ্‌রিকা-য়। আমি মাঝে মাঝে 'ইভনিং ইন বম্বে'তে মাংসের ঝোল খুঁজতে যাই।

—স্যার!

বই থেকে চোখ তুলে সামনে দেখি অল্পবয়েসী ছোকরা বয় লাউঞ্জের টেলিফোনের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। নামানো রিসিভারটা ধরতেই ইনকোয়ারী থেকে জানতে চাইলো, একজন রিচার্ড লী আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। চিনলাম না। কামরায় পাঠিযে দিতে বলে ঘরে এসে ঢুকলাম। পরিচয় শুধু নয়, রিচার্ড লী-র নাম কোনদিন শুনেছি বলে মনে হ'ল না।

পরক্ষণেই ভদ্রলোক এলেন। লম্বায় অনেকটা। চোখে চশমা। দামী স্যুটের সঙ্গে সরু টাই। হাল ফ্যাসানের নতুন ব্যাগ হাতে। অতিরিক্ত খুশির হাসি, করমর্দন করে বললেন,

—আমি 'ম্যাগ'-এর লোক। আমার নাম মেজর রিচার্ড লী।

শূন্য সোফা দেখিয়ে বসতে বলি। মনে মনে ভাবি 'ম্যাগ'-এর মেজর অথচ টেরিলিনের স্যুট পরনে। দেখে মনে হয় পুরোপুরি অসামরিক ব্যক্তি। রিচার্ড লী হয়তো আমার মনোভাব আন্দাজ করেছিলেন। তাই সোফায় বসেই বললেন,

—আমি সিকিউরিটি অফিসার।

প্রথম থেকেই আমি সতর্ক হয়ে কথা বলতে শুরু করি। 'সিকিউরিটি অফিসার' পদটিতে আর যাই থাক নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই। যে কোন বেয়াড়া কাজের ভার এঁদের ওপরেই ন্যস্ত হয়।

চওড়া সিগারেট কেস আমার সামনে মেলে ধরে বললেন,

— আপনি ব্যস্ত মানুষ, বেশিক্ষণ সময় আপনার নেবো না। আপনি হয়তো পুরোপুরি ওয়াকিবহাল নন—আমরা ভিয়েতনামে গ্যাস যুদ্ধ করছি না। আপনার খবরে হয়তো কিছু ভুল আছে।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে ব্যাপারটা আমার বুঝে নিতে হ'ল। গত সপ্তাহে গ্যাস যুদ্ধ সম্পর্কে আমার একটা তথ্যবহুল লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আমি লিখেছি, হিটলার ও মুসোলিনীর মত আমেরিকা নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে হেগ কনভেনশন, জিনিভা প্রটোকল ও আন্তর্জাতিক সমস্ত চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। প্রমাণ হিসাবে কিছু ছবিও আমি সঙ্গে দিয়েছি।

মিঃ লী তৈরি হয়েই এসেছিলেন। নিজের নিয়মে যুক্তি সাজিয়ে রেখেছিলেন। আমি কিছু বলবার আগেই নিতান্ত অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,

—জঙ্গল সাফ করবার জন্যে নিতান্ত সীমাবদ্ধভাবে আমরা কিছু রাসায়নিক বিষ ছড়িয়েছি। কিন্তু তাতে খুব একটা সুবিধে হয়নি। জঙ্গল নেড়া করে গেরিলাদের খুঁজে বার করবার প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। তা'ছাড়া এই রাসায়নিকে কিছু রবার বাগিচা ধ্বংস হওয়ায়, ফরাসী মালিকদের প্রতিবাদ আসায় ঐ পরিকল্পনা আমাদের ত্যাগ করতে হয়। আমার মনে হয় মিঃ সেন, আপনি আমাদের রাসায়নিক রঙ-কেই দূর থেকে গ্যাস বলে ভুল করেছেন।

—রাসায়নিক রঙ! সেটা আপনারা কি জন্যে ব্যবহার করছেন?

আত্মপ্রসাদের হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলে মিঃ লী বললেন,

—মুষ্টিমেয় গেরিলাদের জন্যে পুরো গ্রামবাসীকে শাস্তি দেওয়া যায় না। তাই আমাদের নতুন পরিকল্পনা, রাত্রে জঙ্গলে রাসায়নিক রঙ ছড়িয়ে দেওয়া। রাত্রে জঙ্গলে একমাত্র গেরিলা ছাড়া সাধারণ মানুষের থাকার কথা নয়। সুতরাং পরদিন গ্রাম ঘিরে রঙ লাগা লোক দেখলেই তাকে গেরিলা বলে সনাক্ত করা যায়। গ্রেপ্তার করতে সুবিধে হয়। মজা হ'ল হাজারো চেষ্টা করলেও এই রঙ গা থেকে তোলা যায় না। সপ্তাহ দু'তিন পর অবশ্য এ রঙ আর থাকে না। পরিকল্পনাটা আপনার কেমন মনে হয়?

—যাই বলুন মিঃ লী, প্লেয়কু-তে গ্যাস ব্যবহার করতে আমি নিজে দেখেছি। মেঘের মত সে গ্যাস গড়িয়ে গড়িয়ে আকাশ থেকে নীচে নামে। গরু-মোষ, হাঁস মুর্গী ধ্বংস হতে দেখেছি। শত শত একরের মরা ধান আমার স্বচক্ষে দেখা। অক্ষত অবস্থায় নিরীহ নারী ও শিশুর মৃতদেহ আমার চোখে দেখা।

—বুঝেছি, আপনার ভুল হয়েছে কোথায়। আমাদের রায়ট কণ্ট্রোল গ্যাস-এর সঙ্গে আপনি ভুল করেছেন। কিন্তু তিন রকমের রায়ট কণ্ট্রোল গ্যাস আমরা চার বছর ধরে এখানে সাপ্লাই দিচ্ছি। এ তো এমন নতুন কিছু নয়।

আমার ভুল খুঁজতে মিঃ লী-র আগ্রহে বিরক্ত বোধ করি। ভিয়েতনামে গ্যাস-যুদ্ধের কথা আজ বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আমার লেখাতে প্রামাণ্য কিছু দলিল চিত্র ছাড়া খুব একটা নতুনত্ব নেই। মিঃ লীর অভিপ্রায় আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

—রায়ট কণ্ট্রোল গ্যাস এক ধরনের কড়া কাঁদানে গ্যাস বলতে পারেন। যেখানে গুলি চালানো আমরা এড়াতে চাই সেখানে এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে এই গ্যাস খুবই অব্যর্থ। সত্যি কথা বলতে কী রায়ট কণ্ট্রোল গ্যাস ব্যবহার করে বড়ই সুফল পাচ্ছি।

—রায়ট কণ্ট্রোল গ্যাসে মানুষ আর জন্তু-জানোয়ার কী কখনও মারা পড়ে। আপনাদের *CN*, *CS* বা *DM* গ্যাসের কথা আমি জানি। চুলকুনি, বুকে ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা, বমি ও অসহ্য পেট ব্যথা, বড় জোর পনের মিনিট থেকে দু'তিন ঘণ্টা মানুষকে কাহিল করে রাখে। এ গ্যাসে জীবনহানি হয় বলে আমার জানা নেই। গৃহপালিত পশু ও শস্যক্ষেত ধ্বংস হয় কী? এ গ্যাসে লোক মার পড়বে কেন?

—মারা যাওয়া উচিত নয়। তবে দুর্বল কেউ কেউ এ গ্যাসে প্রাণ হারাতেও পারে। তা'ছাড়া গোটা পৃথিবীতে এই গ্যাস গত চল্লিশ বছর ব্যবহার হচ্ছে। বৃটিশ *CS* গ্যাস সাইপ্রাস আর বৃটিশ গিনিতে ব্যবহার করে। ফ্রান্স করেছে আল-জেরিয়াতে। বার্লিন ওয়ালের দু'পাশেই এ গ্যাসের ব্যবহার নতুন নয়। বৃটিশ ফার্ম অস্ট্রেলিয়া থেকে ভেনেজুয়ালা পর্যন্ত এই গ্যাস বিক্রী করছে। বিলিভিয়া ও ব্রাজিলকে আমরাও বেচেছি। সবচেয়ে বড় কথা, দাঙ্গা-হাঙ্গামাতে আমরা আমেরিকাতেও এ গ্যাস ব্যবহার করেছি। বিশেষ করে পানামার ক্যানেল জোন ক্রাইসিস-এ আমরা এই গ্যাস ব্যবহার করে যথেষ্ট উপকার পেয়েছি। আসল কথা কী জানেন মিঃ সেন, গ্যাসযুদ্ধ বলতেই সাধারণ মানুষ আঁৎকে ওঠে। আমি ব্যক্তিগতভাবে নপাম বোমাকে সে তুলনায় আরও তীব্র ও ভয়ঙ্কর মনে করি। '*Conventional ordnance*' বলতে আমার বিবেকে বাধে। হাড় পর্যন্ত ছাই করে দেয়। পাথর পর্যন্ত জ্বলতে থাকে। তবু নপাম নিয়ে হৈ-চৈ হয় না, কিন্তু গ্যাসযুদ্ধ বলতেই সাধারণ মানুষ ফ্রান্সের ওপর জার্মানীর ধূসর বর্ণের ক্লোরিন গ্যাস ব্যবহারের কথা মনে করেন। ক্লোরোপিক্রিন আর মাস্টার্ড গ্যাসের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে আঁৎকে ওঠেন। কিন্তু ওসবের সঙ্গে আমাদের কোন যোগাযোগই নেই। একটানা মেশিনগান না করে, নিরীহ গ্রামবাসীকে কোন বিপদের মধ্যে না ফেলে, আমরা মৃদু গ্যাস ব্যবহার করে গেরিলাদের ধরতে চেষ্টা করি। এইভাবে কাজ চালানো অনেক বুদ্ধিমানের কাজ নয় কী? আপনি কি বলেন মিঃ সেন?

—গ্যাসযুদ্ধ আপনারা করছেন না?

—বলতে পারেন! কিন্তু আমরা যেটা চালাচ্ছি সেটা পুরোপুরি 'নশিয়া গ্যাস' বলতে হয়। আমি এসেছি প্রকৃত ব্যাপারটা আপনাকে জানাতে। বিদেশী

সাংবাদিকদের সঙ্গে এতদিন আমরা একত্রে খুব ভালভাবেই কাজ করেছি। শুভ প্রচেষ্টা সব সময়ই অনুযোগী। ভুল বোঝাবুঝি আলোচনার মাধ্যমে সহজ করে নেওয়া উচিত। আপনি কী বলেন ?

—মিঃ লী, আপনার কী অন্য কিছু বলবার আছে ?

—আমি আপনাকে অনুরোধ করছি একদিন আমাদের হেডকোয়ার্টার্স-এ আসুন। আমাদের বিশেষজ্ঞরা নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত কথা ও যাবতীয় সন্দেহের সঠিক উত্তর দিতে পারবেন।

আমি 'ম্যাগ' প্রতিনিধির সঙ্গে কোন অপ্রীতিকর আলোচনায় যেতে চাইলাম না। আমি আমার সাক্ষীপ্রমাণ তুলে ধরে দেখাতে পারি যে, ভিয়েতনামে মার্কিন সমর দপ্তর ভয়াবহ গ্যাস ব্যবহার করে গ্রামকে গ্রাম সাবাড় করবার চেষ্টা করছে। নিরীহ গ্রামবাসী, গৃহপালিত পশু ও শস্যক্ষেত্র সে ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। মিঃ লী যা বলতে চান তাতে *CN*, *CS* ও *DM*-এর বাইরে তাঁরা যে কিছু চালাচ্ছেন মনে হয় না। কিন্তু গোপন খবর আমাদের হাতে আছে যে তারা *phosgene* গ্যাস ব্যবহার করছে। *BZ* নামে নতুন একটা মারাত্মক গ্যাস ব্যবহার হয়েছে। *DNC* আর *Calcium Cyanamide* গ্যাস নিরীহ মানুষের ওপর যত্রতত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। মিলিটারী কোডে যে *CN* গ্যাস ব্যবহার হয়, আসলে সেটা *omega chloroacetophenon* ($C_6H_5-CO-CH_2Cl$). এই গ্যাসের ব্যবহারে ফু-ইয়েন নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক কিউবিক মিটারে ৪'৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত মানুষ সহ্য করতে পারে। *DM* গ্যাস হ'ল *phenarsazin-chloride* ($NH(C_6H_4)_2ASCl$) বা *Adamsite*. এক কিউবিক মিটারে ০'১ মিলিগ্রামই সাধারণ মানুষকে কাহিল করে। ৩ মিলিগ্রাম মানুষ মারার পক্ষে যথেষ্ট। পেট ব্যথা, বুকে অসহ্য কষ্ট ও মাথার যন্ত্রণায় মানুষ ছটফট করতে থাকে। মিলিটারী কোডের *CS* গ্যাস হচ্ছে *thiophosgene* ($CSCl_2$)। এই গ্যাসে চোখে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। ৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত কষ্ট হয় না। মাত্রা যত বাড়বে এর তীব্রতাও বাড়ে। পেটে কিছু না থাকলে রক্ত বমি করতে করতে মানুষ প্রাণ হারায়। এ ছাড়া সাম্প্রতিক মার্কিন বিমানবহর *organo-phosphorous* গ্যাস ব্যবহার করছে। কিন্তু রিচার্ড লী-কে আমি কী বোঝাবো! এই সব ভয়াবহ, বীভৎস গ্যাস ব্যবহারের স্বপক্ষে মার্কিন সামরিক উপদেষ্টারা যদি বলেন, নিতান্তই '*temporary means to paralyse the enemy forces*' তা'হলে আমার কিছুই বলার নেই।

রিচার্ড লী-কে তবু বলি,

—গ্যাসযুদ্ধের ওপর বৃটিশ প্রেসের অনেক লেখা, এমন কী পার্লিয়ামেন্টের অনেকেই এ সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

—বৃটিশ প্রেস আমাদের ব্যাপারে নাক গলানোর আগে যদি সাইপ্রাসে তাঁদের কীর্তি একবার ভেবে দেখতেন, আর পার্লিয়ামেন্টের মেম্বাররা উইল্টসায়ারের পোর্টনে 'মাইক্রো-বায়োলজিক্যাল রিসার্চ এস্‌টাবলিশ্‌মেন্ট' তুলে দেবার দাবী জানাতেন, তা'হলে তাদের প্রতিবাদ ভেবে দেখা যেতো, আপনি কি বলেন? পিকিং আমাদের বলছে—ফ্যাসিষ্ট কানাইবলস্‌। তাই যদি হবে তবে আনবিক বোমা না মেরেও সামান্য দু'চার আউন্স বোটুলিনাস টক্সিন ঠিকমত প্রয়োগ করে চীনের সত্তর কোটি মানুষকেই তো সাবাড় করে দেওয়া যেতো। আপনি কী বলেন?

এক তাজ্জব মানুষ রিচার্ড লী। ভয়াবহ কথাগুলো এমন স্বচ্ছন্দে বলে যান, নিজের কথায় সমর্থন চান, অবাক লাগে। আমার নাকি ধৈর্য আছে, কিন্তু আমি উত্তেজনায় অস্থির হয়ে পড়ছিলাম।

আবার অভ্যস্ত কায়দায় হেসে রিচার্ড লী বলেন,

—লণ্ডনে অনেকেই মার্কিন গ্যাসযুদ্ধের নিন্দা করেছেন, আপনি বলছেন। বৃটিশ ফরেন সেক্রেটারী মাইকেল স্টুয়ার্ট ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে আমাদের এই '*riot control agents*' সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে বক্তৃতা দিয়েছেন, আমি কাগজেও দেখেছি। কিন্তু আপনি দয়া করে অনুসন্ধান করবেন, বৃটিশ বায়োলজিস্ট জোক্রে বেকন হঠাৎ প্লেগ রোগে মারা গেলেন কেন? তিনি যে বৃটিশ সরকারের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় জীবাণুযুদ্ধের উপকরণ তৈরিতে ব্যস্ত ছিলেন একথা বল্লে কী অন্যায় হবে? পক্ষাঘাত সৃষ্টির জন্যে টক্সিন তৈরিতে আর প্লেগ জীবাণু উৎপাদনে জোক্রে বেকন ছিলেন অন্যতম কর্ণধার। এসব কথা তুলতাম না, আপনি বললেন তাই সেই প্রসঙ্গে মনে হ'ল। আপনি হয়তো জানেন না, খবরটা পেয়ে প্রথম আমাদের প্রেসিডেন্ট জনসনই আপত্তি করেছিলেন। স্বয়ং ম্যাকনামারা ব্যাপারটা বোঝালেন যে, নিরীহ গ্রামবাসীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই। নপাম বোমা আর আগুনের বোমাবর্ষণ করার ঝুঁকি অনেক। বরং এই মৃদু গ্যাস ব্যবহারে অবাঞ্ছিত প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব। আপনি শুনে আরও অবাক হবেন স্বয়ং ম্যাকনামারা এজউড্‌ ট্রেনিং চেম্বারে নিজের ওপর এই *CS* গ্যাস প্রয়োগ করে দেখেছেন। চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে মুখ বিকৃতি করে শুধু বলেছেন—'*damned unpleasant*.'! আমুল একদিন

আমাদের হেডকোয়ার্টার্স-এ। আমরা শীঘ্রই আমাদের দানং বেস্ ক্যাম্পে সাংবাদিকদের ডাকছি। আমরা কী করতে চাই, আমাদের প্রস্তুতি কী—অবশ্য সামরিক গোপনীয়তা বজায় রেখে যতটুকু প্রকাশ করা সম্ভব সব আমরা দেখাবো। আশা করি আপনি অনেক নতুন কিছু দেখতে পাবেন। আপনার কী মনে হয়?

—এ ধরনের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আমার কাজে আসবে।

—আমি আপনাকে জানাবো।

মিঃ লী উঠে দাঁড়ালেন ব্যাগ নিয়ে। করমর্দন করলেন। প্রচুর সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন। ঘড়িতে দেখলাম ন'টা। জেনারেল জেরী মর্গানের সঙ্গে দেখা করবার কথা আমার কাঁটায় কাঁটায় দশটায়।

ব্যস্ত শহর। স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় এতটুকু বিক্ষেপ নেই। অবিশ্রান্ত স্কুটার ছুটে চলেছে অফিস পাড়ায়। দোকানে মানুষের ব্যস্ত আনাগোনা। সিনেমার 'এ্যাডভান্স' কাউণ্টারে উৎসাহী তরুণের অভাব নেই। ড্রেন-পাইপ ট্রাউজার্স আর সরু মুখ-ওয়ালা জুতো পরে এলিজাবেথ টেলরের ছবি দেখছে নয়ন ভরে। কনট্ প্লেসের খাদি গ্রামোদ্যোগের মত টো ডো স্ট্রীটের 'হ্যাণ্ডিক্রাফট ডিভালাপমেণ্ট সেণ্টার' সরগরম। সাধারণ ভ্রমণকারী অবশ্য এখন এখানে মেলা দুষ্কর। যদিও নানা দেশের লোকের যাতায়াত আছে নিত্য, তবে সবাই কিছুটা পলিটিক্স ঘেঁষা ট্যুরিস্ট। খোলা মন নিয়ে দালাত শৈলাবাসেও এখানে কেউ আজ আসেন না।

সায়গনে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে পথে ঘাটে আমেরিকান সেনাদের আশ্চর্য রকম অনুপস্থিতি। সিনেমা পাড়ায় ঘোরা, মেয়েদের পিছু নিয়ে সিটি মারা বা জিপে তুলে নেওয়া অথবা নতুন ফিঁয়াসীর কোমর ধরে নিরালা জায়গায় প্রেম করা—কোন ইয়াঙ্কীর পক্ষে কল্পনাতীত। আমেরিকান সেনাদের ওপর কড়া নির্দেশ—উপযুক্ত অনুমতিপত্র না নিয়ে কেউ যেখানে সেখানে চলা ফেরা করতে পারবে না। বিশেষ বিশেষ হোটেল ও বার, বিশেষ সামরিক পাহারা ছাড়া রাস্তায় চলা-ফেরা নিষিদ্ধ। সন্ধ্যের পর একা একা রাস্তায় ঘোরার কথা হয়তো অতি বড় সাহসী মার্কিন বীরপুরুষও কল্পনা করতে পারেন না। বারোয়ারী সিনেমাহলে টিকিট কেটে ঢুকতে এ পর্যন্ত আমি কোন আমেরিকানকে দেখিনি। যদি কোন আমেরিকান সামরিক বা অসামরিক ব্যক্তি বাস স্টপেজে বা ট্যাক্সি

স্টাণ্ডে অপেক্ষা করে, অন্তত তার ধারে কাছে কোন মানুষ সেখানে দাঁড়াতে সাহস করে না। যে কোন মুহূর্তে গেরিলার হাতের বিষাক্ত ছোবল ছুটে আসতে পারে। বেমওকা একটা হাতবোমা যখন তখন ছুটে আসবে। সিগারেট লাইটারের আগুন দেওয়া নেওয়া করবার অত্যল্প সময়ে পরস্পরের দৈহিক নৈকট্য পরক্ষণেই কীভাবে ছুরিকায় বিদীর্ণ রক্তাপ্লুত একটা ভয়াবহ দৃশ্যে রূপান্তরিত হয়, আমি নিজে দেখেছি। সাবধানের মার হয়তো নেই কিন্তু মারেরও সাবধান নেই। আমি যতদূর সম্ভব পথেঘাটে, গাড়িতে শ্বেতাঙ্গদের এড়াতে চেষ্টা করি। সাহেব মানেই শ্বেতাঙ্গ, অনেকের চোখে শ্বেতাঙ্গ হলেই ইয়াঙ্কী। একটি মাত্র শব্দ—ভিসি! ইয়াঙ্কীদের কাছে ভয় নয়—ত্রাস। এরা সর্বত্র আছে, আবার কোথাও নেই। আমার এক আমেরিকান বন্ধু বলেন, এদের দেখা গেলেও ধরা যায় না। ধরা গেলেও জীবিত অবস্থায় পাওয়া দুষ্কর।

স্ফূর্তির হাট কিন্তু বন্ধ নেই। মদ আর মেয়েমানুষের অভাব নেই সায়গনে। তবে অভ্যস্ত নিয়মে ব্যাভিচার অতীব শৃঙ্খলা মেনে চলে। ঝগড়া নেই, চেঁচামেচি নেই, দর কষাকষির সোরগোল নেই। দালালের মাধ্যমে ফটো পছন্দ হয়, ঘর ঠিক হয় বহু আগেই। সুন্দরী রমণীর দেহের বিস্তৃত বর্ণনা ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় ছবির তলায় টাইপ করে সাঁটা। উচ্চতা, বুক ও কোমরের মাপ। ওজন, বয়স ও জাতি। কী ভাষায় কথা বলে? *any psychological problem?* অর্থাৎ উলঙ্গ অবস্থায় ক্যামেরার সামনে ছলাকলায় রাজি কিনা, ইত্যাদি।

ইয়াঙ্কী পৌরুষে অতি অল্পদিনেই এই পাপ ব্যবসা অসম্ভব বেড়ে উঠেছে। পেশাদারী মেয়েমানুষ ছাড়াও এক শ্রেণীর সোসাইটি গার্ল সৌখীন বেশ্যাবৃত্তিকে স্পোর্টস্ হিসেবে নিয়েছে। দালালীর ভাগ যারা দিতে চায় না তাদেরকে বড় বড় হোটেলের বার-এ চলতে ফিরতে দেখা যায়। ইংরেজী না জানা মেয়েরা রপ্ত করা কথা লিখে জানান দেয়। গায়ের চামড়ায় ঘোরতর অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও স্টুয়ার্ড-এর মাধ্যমে আমি একদিন এক চিরকুট পেয়েছিলাম। সোজাসুজি প্রস্তাব এক সুন্দরীর—*I don't mind being nud.* আমি *nud*-এর শেষে একটা শুধু '*e*' বর্ণ পরিয়ে চিরকুটটা ফেরৎ পাঠিয়ে বীয়ারের স্বাদের সঙ্গে কিছু বিস্বাদ নিয়ে বার ছেড়ে আসি।

ক্যাপ্টেন জেরী মর্গান আমাকে কিন্তু হতাশ করলেন। সোনালী গোঁফে

পাতলা হাসি। নিতান্ত ভদ্রভাবে দূতাবাসের সুপারিশপত্রের ওপর চোখ রেখে বললেন,

—*Where the Marine helicopter is operating! Impossible.*

ক্যাপ্টেন মর্গান লম্বায় ছয় তিন বা ছয় চার। চকচকে সামরিক পোষাকের কোথাও এতটুকু টোস খায়নি। সামনের দিকে নিচের পাটির একটি দাঁত সোনায় বাঁধানো। ছোট্ট করে চুল ছাঁটা। ডিম্বাকৃতির বিরাট টেবিলের ওপর তিনটে টেলিফোন। একদিকে কিছু কাগজপত্র। দেওয়াল জোড়া বিরাট মানচিত্রে হলদে, নীল আর লাল জোন—লক্ষ্য করা যায়। হলদে জোন—সরকারী নিয়ন্ত্রণ যেখানে পুরোপুরি, নীল জোন—আমেরিকান সশস্ত্র হেলিকোপ্টারের সঙ্গে গেরিলাদের যুদ্ধ যেখানে অব্যাহত। আর লাল জোনগুলো পুরোপুরি গেরিলাদের অধিকারে। ম্যাপের পাশে মার্কিন সেনাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির গ্রাফডেক্স ঝোলানো।

তবে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব কতটা সত্যি সে প্রসঙ্গে ঘোরতর মতবিরোধ আছে। বিরুদ্ধপক্ষ মার্কিন সেনাবাহিনীর আরও বিপুল ক্ষয়ক্ষতি দাবী করে। স্বয়ং মার্কিন দূতাবাসের হিসেব কিছুদিন আগে যে প্রকাশিত হয় তার সঙ্গে বিরাট অঙ্কের ফারাক। নিউ ইয়র্ক টাইমস্ আরও বেশি ক্ষয়ক্ষতি দাবী করে। পেণ্টাগনের এখন কড়া নির্দেশ তাদের হিসেব ছাড়া দূতাবাস কোন রিপোর্ট দিতে পারবে না।

ক্যাপ্টেন জেরী মর্গান একটু বিরক্তই হন,

—দূতাবাস থেকে এ ধরনের চিঠি দিয়ে যে কেন পাঠায় বুঝি না। এতে আমাদের অপ্রস্তুতই করা হয়। সামরিক সংবাদদাতা ছাড়া আমরা ওয়ার জোন-এ এখন কাউকে নিচ্ছি না। অবশ্য বিশেষ ছাড়পত্র মার্কিন সমর দপ্তর মঞ্জুর করলে সানন্দে আপনাকে আমরা নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু সেটা ওপরতলার ব্যাপার। আমার হাতের বাইরে। আমি আপনাকে পরামর্শ দেবো দূতাবাসের মাধ্যমে আপনি এই নিয়ে লিখুন—হয়তো তাতে কাজ হবে।

গত অক্টোবরের পর থেকেই ওয়ার জোন-এ প্রবেশ করা মুস্কিল আমি জানি। নিজের দায়িত্বে উপদ্রুত অঞ্চলে প্রবেশ করা নিতান্তই খরচের খাতায় নাম লেখানো ছাড়া কিছু নয়। সমালোচকেরা বলেন, বীভৎস অত্যাচার মার্কিন সমর দপ্তর বাইরে প্রকাশিত হবার ভয় পায়, তাই তাদের মিলিটারী করসপণ্ডেণ্ট ছাড়া অন্য সবার প্রবেশ নিষেধ। ইউ. এস. মিলিটারী এ্যাসিস্ট্যান্স কম্যাণ্ড বলে—হেলিকোপ্টারে অসামরিক লোক থাকলে তাদের কাজে অসুবিধে হয়।

ক্যাপ্টেন মর্গানের সঙ্গে এই নিয়ে আর আলোচনা করা অর্থহীন। আরেকজন

নামঞ্জুর হলেও ভদ্রতার এতটুকু অভাব নেই। কফি আনালেন। আমার সময় নষ্ট হওয়ার দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমার মত একজন ভারতীয় নির্ভীক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করে ধন্য হলেন—এসব কথা মিষ্টি হেসে কবুল করলেন।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করি,

—কতদিন আছেন এখানে?

—তিন মাস।

—ভিয়েতনামে আর কতদিন আপনার থাকবার কথা?

—নভেম্বরে আমার ফেরার কথা। কিন্তু প্রয়োজন হলে আরও কয়েকটা নভেম্বর আমি এখানে থাকতে রাজি।

চোখের ওপর চোখ তুলে একটু হাসলেন ক্যাপ্টেন মর্গান,

We can't afford to lose another one like we lost Korea.

কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়, চোখেমুখে একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে। কী ভেবে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। পরক্ষণেই দেখলাম হিপ্‌পকেট থেকে একটি ওষুধের কৌটো টেনে বার করলেন।

—ক্লোরোকুইন! এখানকার মশাগুলো ভিসি-র মত বিপজ্জনক ও গতিবিধি সর্বত্র। হোয়াইট জোন আক্রমণ করে আমাদের হেভি ট্রান্সমিটার নিয়ে ভিসি-র পালানো যেমন অসম্ভব মনে হয়—আমার মশারীর মধ্যে এই মশাগুলোর প্রবেশ তেমনি আমার আশ্চর্য লাগে।

ক্লোরোকুইনের ক্যাপসুল কফির সঙ্গে গলাধঃকরণ করেন ক্যাপ্টেন মর্গান।

আমি বিস্ময় প্রকাশ করি,

—হোয়াইট জোন পেরিয়ে ভিসি কী ভাবে আসে?

—ওরা আণ্ডার গ্রাউণ্ড ট্যানেল ব্যবহার করছে। জোরালো সার্চ লাইট ফেলে ওপর থেকে আমরা কী করবো।

আমেরিকান অ্যাডভাইসারী মিশনের ডক্টর স্টেলীর পরিকল্পনা অনুযায়ী এই হোয়াইট জোন। আমেরিকান মেরিন সারা দেশের ভৌগোলিক অবস্থা ব্যাপক ভাবে পর্যবেক্ষণ করে ডক্টর স্টেলীর নির্দেশে রচনা করেছে কয়েকটা হোয়াইট জোন। চিরুণী দিয়ে আঁচড়ানোর মত চওড়া রাস্তার মধ্যে মানুষ, জনপদ, বাড়ি, গাছপালা, পুকুর ও সমস্ত কিছু উপড়ে ফেলা হয়েছে। হোয়াইট জোন-এ কোনকিছুই থাকতে পারে না। শুধু হা হা করা শূন্য চওড়া রাস্তায় নিরবিচ্ছিন্ন ব্যবধান রেখে সামরিক অবজার্ভেটারী থাকবে। সার্চলাইটের সজেই

মেশিনগান ফিট করা। ঘূর্ণায়মান সেই আলোর বৃত্তের মধ্যে কোন মানুষ বা পশুও যদি পড়ে তবে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করা হবে। হোয়াইট জোন-এর পেছনে ডক্টর স্টেলীর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল গ্রামকে গুটিয়ে সামরিক বেড়াজালের অভ্যন্তরে 'স্ট্রেটেজিক ভিলেজ' তৈরি করা। কোনক্রমেই যেন সাধারণ গ্রামবাসী ভিয়েত কং-দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে। লিবারেশন ফ্রন্ট যেন কোন ভাবেই গ্রামবাসীর সাহায্য না পায়।

—ডক্টর স্টেলীর প্ল্যান কিছু ব্যর্থ হয়েছে।

প্রশ্নবোধক চিহ্নের ঢঙের পাইপ ঠোঁট থেকে নামিয়ে ক্যাপ্টেন মর্গান বলেন,

—এটা রাজনীতির কথা। এ সম্পর্কে আমার মতামত দেওয়া ঠিক হবে না। তবে এটুকু বলতে পারি, আজ আমাদের হাতে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, বছর চারেক আগে এই ভার যদি আমরা পেতাম, অবস্থা এত খারাপের দিকে যেত না। লিবারেশন ফ্রন্টটাই একটা ভাঁওতা। এই সব গেরিলারা আসছে হানয় থেকে। এই গেরিলাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করবার কোন চেষ্টাই আমরা করিনি। কমিউনিজম অনেকটা গ্যাংগ্রিনের মত—এর ক্রমবর্ধমান পচন দ্রুত ও অনিবার্য। তাই হাত পা এম্পুটেশনের মত সীমান্তে আরও ব্যাপক পাহারা ও হোয়াইট জোন তৈরি করা উচিত ছিল। কাম্বোডিয়া দিয়ে ঢোকবার সমস্ত পথ বন্ধ করার দরকার ছিল। মেকং নদীতে আমাদের অনেক বেশি সক্রিয় থাকার প্রয়োজন ছিল গোড়া থেকে। সব কিছুই দেরি হয়ে গেছে। ডীন রাস্ক বলেছিলেন —ম্যাকনামারা তখন কোন গুরুত্বই দেননি। প্রথম থেকেই সামরিক বাহিনীর হাতে ভিয়েতনাম তুলে দিলে আজ অন্য অবস্থা দেখতেন।

একমুখো পাল্লা সরিয়ে সামরিক পোষাকের এক তরুণীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখা যায়। অসম্ভব তড়িঘড়ি। ব্রিফ-কেসটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই ক্যাপ্টেন মর্গান চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। করমর্দন করে বললেন,

—আপনার অনুরোধ আমি রাখতে পারলাম না। আশা করি ভবিষ্যতে আপনাকে নিশ্চয়ই আমি সাহায্য করতে পারবো।

মিলিটারী ইনফরমেশন ব্যুরো। সায়গনের প্রাক্তন ফরাসী এ্যারিস্টোক্র্যাট পাড়ায় পুরোনো মজবুত কংক্রিটের বাড়ি। উঁচু দেওয়ালের ওপর কাঁটাতারের বেড়া। ভারী গেটের দুইদিকে আমেরিকান জি. আই. চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা রত। বিস্তীর্ণ এলাকায় নানা সাইজের সামরিক যানবাহন। বড় বড় ড্রামের স্তূপ একদিকে।

ত্রিপল দিয়ে ঢাকা পুব দিকে আরও মালপত্তরের পাহাড়। ছোট বড় গো
দশেক খাকী রঙের তাঁবু। পায়রার খোপের মত এয়ারকুলার তার স
লাগানো। এলাকার সর্বত্র সামরিক চিহ্ন। সাংকেতিক নির্দেশ সাধারা
বোধগম্য নয়। মাল তোলা হচ্ছে একদিকে। খালি গায়ে জনাছয়েক ইয়
সেনা বিশাল বিশাল ট্রাক বোঝাই করবার কাজে নিযুক্ত। ভিয়েতনামী ম
ভারী বোঝা ট্রলিতে তুলছে-নামাচ্ছে। টেনে আনছে ট্রাকের সামনে। সামরি
রসদ ট্রাকে বোঝাই হয়ে যাবে এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে বিভিন্ন রণাঙ্গ
এলাকায় চালান হবে। বিপুল আয়োজন, চারদিকে একটা সাজ সাজ রব।

বসতি এদিকে কম। সমস্ত বড় বড় বাড়িগুলো এখন মার্কিন বিশেষজ্ঞ
দখলে। ফরাসী কর্তাব্যক্তিদের চক্রান্তের পীঠস্থান ছিল এই অঞ্চল। বটানিক্যা
গার্ডেনস্ ও রেডিও স্টেশন ছাড়া অসামরিক কোনকিছুই এদিকে চোখে প
না। বড় বড় বাগানবাড়ির একটাও মিলিটারী রিকুইজেশন-এর হাত থেকে রক্ষা
পায়নি। মার্কিনী সেনাদের জন্যে পৃথক বার এ-অঞ্চলে কয়েকটা গড়ে উঠেছে
চোরাই নাচঘর ও নাইট ক্লাবও এখানে আছে। মোবাইল ইউনিট নতুন নত
ছবি দেখাতে আসে। সারা রাত্রিব ধরে হুইস্কী গেলা, সোফিয়া লরেনের শরীর
হিচককের কায়দায় খুন দেখে পরদিন ইয়াঙ্কী সেনারা চাঙা হয়ে ওয়ার ফ্রন্টে চ
যায়। এখানকারই কোন একটা বাড়িতে জাপানীদের নিরস্ত্র করার জন্যে বৃটি
জেনারেল ডগলাস গ্রেসী জাপানী জেনারেল টেরাউচির সঙ্গে পরামর্শে বসেছিলে
আজ এখানে মার্কিন সমরদপ্তরের অন্যতম মন্ত্রণালয়। মার্কিন জেনারে
ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের নেতৃত্বে পেণ্টাগন এখানে দিবারাত্র সজাগ।

সোজা হোটেলে ফিরে আসছিলাম। সামরিক এলাকা অতিক্রম করে শহরে
পথ ধরি। অগণিত গাড়ি। প্রচুর ভেস্‌পা আর ল্যামব্রেটা। মোটর বাইক আ
স্কুটারের মিছিল। পুরোনো ফরাসী ঢঙের বাড়ির পাশে অল্প জায়গার ওপর ন
দশতলা বাড়ি। আমেরিকান ডজ, বৃটিশ সিডন্-এর পাশে পেছনে ইঞ্জিন লাগানো
ফরাসী ঝরঝরে রেনল্ট রাস্তা ছাড়তে চায় না। ফুটপাতের চেয়ে রাস্তায় লো
হাঁটতে ভালবাসে। প্রতিটি মোড়ে সামরিক সাংকেতিক চিহ্ন। যৌন ব্যাধি থেকে
দূরে থাকবার পরামর্শের বিরাট বিরাট হোর্ডিং। কাশির ওষুধ থেকে সিনেমা
রবারের বিজ্ঞাপনেও অর্ধনগ্না যুবতীর প্রমাণ মাপের ছবি।

গাড়িতে যেতে যেতে ক্যাপ্টেন মর্গানের কথা মনে হচ্ছিল। শতের অক্ষাংশে
এপাশে আরও চওড়া হোয়াইট জোন্ চার বছর আগে তৈরি করলে লিবারেশ

ফ্রন্টকে কতটা হাতের মধ্যে রাখা যেত বলা দুষ্কর। কী পরিমাণ গেরিলা হ্যানয় থেকে এদিকে পালিয়ে এসেছে সে সম্পর্কে আদৌ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা মনে করেন সমস্ত কিছুই উত্তর ভিয়েতনামের নির্দেশেই ঘটছে।

আমি যা দেখছি শুনছি, তা থেকে মনে হয় স্ট্রেটেজিক ভিলেজগুলোতে দিয়েমের মিলিশিয়া আর মার্কিন সেনাদের অত্যাচারে সাধারণ গ্রামবাসী বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সকল শ্রেণীর মানুষ, হাজার হাজার বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, লেখক—এমন কী গোঁড়া ক্যাথলিকও যারা জেল, টর্চার চেম্বার বা ফায়ারিং স্কোয়াডের হাত থেকে পালাতে পারে তারাও অংশগ্রহণ করে। সায়গনে দিয়েম বিরোধী অভ্যুত্থানের পরেই এই ফ্রন্টের সৃষ্টি। ডেমোক্রেটিক পার্টি র‍্যাডিকাল সোসিয়ালিস্ট পার্টি ও পিপলস্ রেভোলিউশনারী পার্টির বুদ্ধিজীবী, ছোট ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী, সামরিক বাহিনী ও ধর্মীয় নেতারাও এই লিবারেশন ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত। নেতৃত্ব কমিউনিস্টের হাতে, কিন্তু দেশব্যাপী এই প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের সঙ্গে হ্যানয়ের কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না।

ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষ জঙ্গলের যুদ্ধের সঙ্গে দীর্ঘদিন পরিচিত। মাওৎসে-তুং ও চে গুয়েভারা না পড়েই এককালে এরা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বিদ্রোহীরা নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছে গেরিলা রণনীতির অন্যতম শক্তি শত্রুপক্ষের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব—সামরিক উপকরণ নয়। দিয়েম—টেলর-লজ রাজত্বে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সঙ্কটের ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আজ ভিয়েত কং মুক্তি বাহিনীকে সামরিক এই চূড়ান্ত বোঝাপড়ার মুখে নিয়ে এসেছে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকার প্রতিদিনই বদল হচ্ছে। সায়গনে মার্কিন তিন সতীনের ঝগড়া ভেতরে ভেতরে গভীর ফাটল সৃষ্টি করেছে। একদিকে ম্যাক্সওয়েল টেলর-এর নেতৃত্বে স্টেট্ ডিপার্টমেন্ট—এক পা এগুতে গেলে ওয়াশিংটনে দৌড়তে হয়। জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড-এর নেতৃত্বে পেন্টাগন মুণ্ডহীন কেতুর মত হ্যানয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। আর আছে সি. আই. এ.-র হিম শীতল সাপের চুমু। এদেরই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে সায়গনের এক একটি নায়ক উঠছে পড়ছে। স্টেট্ ডিপার্টমেন্টের আনুকূল্যে আজ যে সামরিক নায়কের জীবনে ভরা কোটাল, কালই সি. আই. এ.-র অদৃশ্য চুম্বনে নিলীয়ে ওঠা সামরিক নেতার কফিনের ওপর পূর্ণসামরিক মর্যাদায় পেন্টাগনের মাল্যদান।

পাঁচ মাথায় মোড়ে একটা ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। ড্রাইভারকে বললাম,

—হোটেল ক্যারাভেলী!

—কিন্তু সামনে তো গাড়ি ঢুকতে দিচ্ছে না। দুটো দমকল রাস্তা আটকে রেখেছে। এখানে হয়তো কিছু হয়েছে।

কিছুটা অন্যমনস্ক ছিলাম। ড্রাইভারের কথায় ফিরে তাকাতেই চোখে পড়লো বিশৃঙ্খল যানবাহন। সামনের রাস্তা ধরা অসম্ভব। সমস্ত গাড়ি ডান দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভিয়েতনামী পুলিশ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যস্ত। আমার সামনে আরও গোটা দশেক গাড়ি পথ রোধ করে আছে। বিরাট একটা পেট্রোল বোঝাই ট্রাক শম্বুক গতিতে সামনে পেছনে বাঁক নিয়ে নিয়ে ডানদিকের রাস্তা ধরবার চেষ্টা করছে। ফুটপাতে অগণিত মানুষ। সামনের দিকে পুলিশ গুটিয়ে মিলিটারী নামানো হয়েছে। ভিয়েতনামী সেনার চেয়ে আমেরিকান জি. আই.-এর সংখ্যাই বেশি। গাম বুট পরা দমকলের কর্মচারীরা হোস্ পাইপ টানাটানি করছে। জনতাকে তাড়া করে ভিয়েতনামী সেনারা জেব্রা মার্কের ওপারে ঠেলে নিয়ে চলেছে। সমস্ত পরিবেশ গুমোট। অসম্ভব থমথমে।

নেমে দাঁড়ালাম গাড়ি থেকে। সামনে পা চালাতেই অন্য গাড়ির একজন বলে উঠলেন,

—সামনে যাবেন না মশাই, ভো দি গাই-এর রাস্তায় যুদ্ধ হচ্ছে। গাড়িতে গিয়ে বসুন।

জেব্রা লাইন অতিক্রম করতেই একজন ভিয়েতনামী সেনা আমার গতিরোধ করে,

—রাস্তা বন্ধ, সরে যান।

—প্রেস, আমার পথ আটকাবেন না।

মুখোমুখি একজন আমেরিকান এম. পি.। উত্তরটা আমি তাঁকে দিলাম। ভিয়েতনামী সেনা সরে দাঁড়ায়। এম. পি. আমার প্রেস কার্ড দেখে হেসে বলে,

—আপনি যেতে পারেন।

—উপদ্রব কোথায়?

—কমিউনিস্ট সুইসাইড স্কোয়াড মার্কিন দূতাবাস আক্রমণ করেছে।

—দূতাবাস আক্রমণ করেছে?

এম. পি. কী উত্তর দিল শোনা গেল না। প্রায় গোটা দশেক এ্যাম্বুলেন্সের কনভয় সামরিক পাহারায় তীব্র সাইরেন বাজিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে গেল।

বেশ কিছুটা পথ। আমি দ্রুত হেঁটে চলি। পুরো অঞ্চলটাই সামরিক বাহিনীর হাতে চলে গেছে। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। দু'পাশের বাড়ির দরজা জানলা একটাও খোলা নেই। সামরিক জিপ আর ওয়েরলেস ভ্যানের ব্রস্ত আনাগোনা। কয়েকটা কর্ডনের সামনে আমাকে থামতে হয়েছে। ব্যাগ খুলে কার্ড দেখাতেও হয়েছে এক জায়গায়। পাইলট কারের জন্য মাঝে মাঝে সবে দাঁড়াতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে এই পথেই গিয়েছি। প্রতিদিনের মত অফিস টাইমের ব্যস্ততাই লক্ষ্য করেছি।

সাপের মত হোস্ পাইপ অনেকটা পথ টেনে আনা হয়েছে। তবে পাইপগুলো শুকনো আর পথে জলের চিহ্ন না থাকায় মনে হয় অগ্নিকাণ্ড কিছু ঘটেনি।

বিস্তর পরিশ্রমের পর যখন উপদ্রুত অঞ্চলে পৌঁছোলাম তখন সব শেষ। স্ট্রেচার নিয়ে আহতদের এ্যাম্বুলেন্সে তোলা তখনও অবশ্য শেষ হয়নি। রক্তাক্ত আধ পোড়া মানুষ। আহত মার্কিন ও ভিয়েতনামীদের দ্রুত হাসপাতালে অপসারণ করা হচ্ছে।

আধা বিধ্বস্ত মার্কিন দূতাবাস। সমস্ত পথটা ভাঙা কাঁচের টুকরোতে ভর্তি। কিছু জিনিসপত্রও বাইরে টেনে আনা হয়েছে। একটা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত মোটর গাড়ি চোখে পড়লো। দলা পাকানো চেসিস্—ভারী ইস্পাতের দোমড়ানো অংশ ছাড়া বিশেষ কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। খানিকটা কংক্রিটের রাস্তা ভেঙে বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সামনের রেঁস্তোরাটা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। সশস্ত্র সেনা বাড়িটা অধিকার করেছে। রেঁস্তোরা থেকে হতাহতদের এখনও সরানো বাকি।

আমাকে হয়তো অসুবিধেতে পড়তে হতো কিন্তু মেজর জন ডডসনের সঙ্গে দেখা হওয়ায় অনেকটা ভরসা পেলাম। মেজর ডডসন মার্কিন দূতাবাসের একজন লিয়াজোঁ অফিসার। আমার বিশেষ পরিচিত। হাসিখুশি আমুদে মানুষটির বিস্ময় ও ত্রাসের ঘোর তখনও কাটেনি। ইঙ্গিতে তিনি আমাকে ভেতরে ডেকে নিলেন।

করিডোরও বিশৃঙ্খল। সমস্ত কিছুই যেন লণ্ডভণ্ড করে গেছে। সর্বত্র কাঁচ আর কাঁচ। পোড়া রবার আর ঝাঁজালো একটা কেমিক্যালের গন্ধে তখনও ভেতরের হাওয়া ভারী। রক্তাক্ত ইতস্তত পদচিহ্ন করিডোর আর সিঁড়িতে লক্ষ্য করলাম। লিফ্‌ট কাজ করছে না। কংক্রিটের বাড়িটির প্রথম তিনতলা ভয়ঙ্করভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত। বড় বড় ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। ওপরের চুন সুরকীর আস্তর খুলে পড়ে লোহার ছড় বেরিয়ে পড়েছে। করিডোরের একপাশে ত্রিপল দিয়ে খানিকটা জায়গা ঢাকা। মাঝে মাঝে জমাট রক্তচিহ্ন দেখে মনে হ'ল নিহত কিছু মানুষ ত্রিপলে হয়তো ঢাকা। একটা হাত দেখলাম বেরিয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেও ভয় করছিল।

মেজর ডডসনের কাছে পুরো ঘটনাটা জানতে পেলাম। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য যেন রোমহর্ষক ঘটনা।

ঠিক একঘণ্টা আগে একটা ধূসর বর্ণের রেনল্ট ফ্রিগেট্ সিডন ভো দি গাই স্ট্রীটে দূতাবাসের ঠিক চারগজ দূরে এসে থামে। সশস্ত্র ভিয়েতনামী দু'জন পুলিশ তখন রাস্তায় পাহারায় ছিল। গাড়ি থেকে ড্রাইভার নেমে এসে যান্ত্রিক গোলমাল পরীক্ষা করছিল। একজন পুলিশ এগিয়ে এসে ড্রাইভারকে গাড়ি সরিয়ে নিতে বলে। আরও জানায় দূতাবাসের সামনে সাধারণের গাড়ি রাখবার নিয়ম নেই। ড্রাইভার কলকব্জা ফেলে অতর্কিতে সরাসরি পুলিশটাকে গুলি করে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে একটি ল্যামব্রেটা স্কুটার এসে থামে। ড্রাইভার স্কুটারের পেছনে উঠে পালাতে চেষ্টা করে কিন্তু অপর এক পুলিশের গুলি খেয়ে ড্রাইভার পড়ে যায়। পরক্ষণেই স্কুটার আরোহীকে আর দেখা যায় না। গোটা ব্যাপারটা ঘটতে এক মিনিটও লাগেনি। ড্রাইভার ও পুলিশ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারায়।

বেলা তখন পৌনে এগারোটা। দূতাবাসের পুরো স্টাফ তখন সবে যে যার কাজে মন দিয়েছেন। রাষ্ট্রদূত টেলর নেই। প্রেসিডেণ্ট জনসনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় তিনি ওয়াশিংটনে। সহকারী রাষ্ট্রদূত এ্যালক্সী জনসনের হাতে তখন দূতাবাসের ভার। তিনি তখন ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন।

পর পর দুটো গুলির আওয়াজ শুনে দূতাবাসের কর্মচারীদের অনেকে জানলায় এসে দাঁড়ায়। কেউ কেউ গাড়ির পেছনের জানালা দিয়ে সাদা ধোঁয়া বেরোতে দেখে। পরক্ষণেই ভয়াবহ বিস্ফোরণে মোটর গাড়িটা আত্মপ্রকাশ করে।

বিস্ফোরণ যে কত ভয়াবহ দূতাবাসের চেহারা দেখলেই তা বোঝা যায় তিনতলা পর্যন্ত সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বড় বড় ফাটল ও জানালা দরজার দোমড়ানো চেহারা দেখলেই বিস্ফোরণের তীব্রতা উপলব্ধি করা যায় ক্ষতবিক্ষত দেহগুলো দ্রুত হাসপাতালে অপসারণ করা হয়। ছিন্নভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে।

সহকারী রাষ্ট্রদূত এ্যালক্সী জনসনের ঘর পাঁচতলায়। কাঁচের টুকরোতে তাঁর ডান দিকের ভ্রূর ওপর অনেকটা কেটে যায়।

মেজর ডড্‌সন বললেন,

—আমাদের ভাইস কন্সাল এডিথ স্মিথের উপস্থিত বুদ্ধি দোতলায় বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতি থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। সাদা ধোঁয়া দেখেই তিনি চীৎকার করে সবাইকে সতর্ক করে দেন। আহত হয়েছেন প্রায় সবাই। কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। সবাই তখন সিঁড়ির দিকে ছুটতে থাকে। কিন্তু তেতলায় আমাদের একজন স্টেনোগ্রাফার বারবারা রবিনস্‌ বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। বারবারা কাজ করছিলেন। চেয়ারে বসে ছিলেন। মৃত্যুর পরও হাতে তাঁর বল পয়েন্ট পেন ধরাই ছিল। ছ'মাস আগে বারবারা সায়গনে আসে। শুনে আপনি আশ্চর্য হবেন মিঃ সেন, বারবারা সেই সময়ে ডেনভারে চিঠি লিখছিলেন। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—*Fear is a luxury one can't afford.*

কথাটা আমার মনে লাগে। মেজর ডড্‌সনকে বললাম,—ঐ চিঠিটার একটা ফোটোস্ট্যাট্ কপি আপনি আমাকে দেবেন। *Fear is a luxury one can't afford*—এই শিরোনামা দিয়েই আজকের ড্যাসপ্যাচ আমি তৈরি করতে চাই।

ছোট্ট করে তাকালেন মেজর ডড্‌সন। বললেন,

—চমৎকার! নিশ্চয়ই আপনাকে আমি দেবো।

দূতাবাসের ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা ঘুরে দেখালেন তারপর।

সিঁড়িতে, মেঝেতে, দেওয়ালে চাপ চাপ রক্ত। বারান্দায় শুকনো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রক্তাক্ত পদচিহ্ন। সে এক বীভৎস দৃশ্য।

আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে মেজর ডড্‌সন কাঁপা গলায় বলেন,—*It was unexpectedly shocking to see our pretty girls in bright print dresses suddenly all turned to bloody.*

বারবারা রবনিস্‌ ছাড়া নৌবিভাগের এক তরুণ মার্কিন স্টোর কিপার ঘটনাস্থলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে অপসারণ করা হয়েছে পঁচিশ জন। মোট আহত আমেরিকান বাহান্ন জন। কুড়িজন ভিয়েতনামীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনজন ফরাসী ও একশো একত্রিশ জন ভিয়েতনামীকে আহত অবস্থায় সরানো হয়েছে। কিন্তু মেজর ডড্‌সন ক্রিপলের রহস্য সম্পর্কে পুরোপুরি নীরব রইলেন। মুহূর্তের জন্য জেরী মর্গানের ঘরের গ্রাফস্তেল-এর কথা মনে হ'ল।

দূতাবাস ফাঁকা। সামরিক কর্ডনের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত বিধ্বস্ত বাড়িটা স্তব্ধ। এ্যালস্টী জনসন অল্পক্ষণ আগে দূতাবাস ছেড়ে গেছেন। দেশী বিদেশী জন সাতেক রিপোর্টার তখনও দূতাবাসের চারদিকে ছোঁক্ ছোঁক্ করে ঘুরছেন। অবিশ্রান্ত ছবি তুলছেন।

—আমাদের ভাগ্য ভাল, রাষ্ট্রদূত মিঃ টেলর আজ সায়গনে নেই।

—এ রকম জায়গায় আপনাদের দূতাবাস বেছে নেওয়াটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি।

—বাড়িটা তৈরি হয়েছিল একটা হোটেল করবার জন্যে। আমরা এই বাড়িটায় সাময়িক ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এর আগের সমস্ত রাষ্ট্রদূতই দূতাবাসের জন্যে নিরাপদ অঞ্চলে একটা মজবুত সুরক্ষিত বাড়ির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। দু'বছর আগে 'হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্' দূতাবাস নির্মাণের জন্যে টাকাও মঞ্জুর করেন। কিন্তু ডিজাইন নিয়ে কী একটা গোলমাল হ'ল, তাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা খরচা করা গেল না। ব্যাপারটা ওখানেই চাপা পড়ে আছে।

খবরটা আমাকে চমক লাগিয়ে দিল। খোদ মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের এতবড় জরুরী কাজও যে বেরসিক লালফিতের গেরোতে আটকে থাকতে পারে সত্যিই ভাবতে পারিনি।

মেজর ডডসন বললেন,

—ল্যামব্রেটা স্কুটারটা পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় লোকটা ধরা পড়েছে শুনেছেন?

—কখন?

—কিছুক্ষণ আগে। লোকটা প্রায় হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল কিন্তু পুলিশের দুটো পর পর গুলি খেয়ে পড়ে যায়। লোকটাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে।

—পরিচয় কিছু পাওয়া গেছে?

—না। একটা কথাও মুখ থেকে বার করা যায়নি। নামটাও না।

—লোকটা বাঁচবে?

—দুটো গুলি লাগলেও খুব মারাত্মক নয়। প্রাণহানির আশঙ্কা কম। কিন্তু আমি কী ভাবছি জানেন মিঃ সেন, হাসপাতালে যাওয়ার পথে লোকটা যদি বিষ খেয়ে ফেলে তা'হলে আমরা সমস্ত সূত্র হারাবো। সায়গনে ভিয়েত কং নেট্ওয়ার্ক-এর আমরা কিছুই জানতে পাবো না।

মেজর ডডসন বিভ্রান্ত। আমি স্তব্ধ। সম্পূর্ণ নির্বাক।

সারাটা দিন অদৃশ্য একটা টাইম বোমার ওপর যেন বসে রইলাম। ভয় নয়, আশঙ্কা। গত ছ'মাসের ঘটনা পর্যালোচনা করলে মনে হয় সায়গনে মার্কিন দূতাবাসে ভয়াবহ আক্রমণ নিশ্চয়ই পেণ্টাগন মুখ বুজে সহ্য করবে না। প্রচণ্ড আঘাতের জবাবে চূড়ান্ত প্রত্যাঘাত হয়তো উত্তর ভিয়েতনামের কোথাও আছড়ে পড়বে।

দূতাবাস আক্রান্ত হবার খবর ওয়াশিংটনে যখন পৌছোয় তখন সন্ধ্যে। প্রেসিডেন্ট জনসন এক শ্যাম্পেন টোস্ট্-এর আসরে উপস্থিত ছিলেন।' এমন সময় হোয়াইট হাউসের এক অফিসার প্রেসিডেন্ট জনসনের হাতে একটা বাদামী খাম দিয়ে যায়। খবরটা পড়েই প্রেসিডেন্ট খামটি সেক্রেটারী অব স্টেটস্ ডীন রাস্কের হাতে তুলে দেন। ডীন রাস্ক দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করেন। সেই দিনই পরে জরুরী মন্ত্রীসভা বসে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রতিশোধ নেবার জন্যে বড় রকমের কোনো পরিকল্পনা হাতে নেওয়া ঠিক হবে না। দীর্ঘ বৈঠকের পর ম্যাক্সওয়েল টেলর প্রেসকে জানান,

We are simply going to stay on our program of doing what we did before. We've just got to do what we have been doing more ffectively.

এ পর্যন্ত যেটুকু খবর পাওয়া গেছে, এই মন্ত্রণাসভায় পেণ্টাগনের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড রাষ্ট্রদূত ম্যাক্সওয়েল টলরের সিদ্ধান্তকে কি চোখে দেখবেন কে জানে!

গাল্‌ফ অফ টনকিনে গত অক্টোবরের ঘটনাটি আমার চোখে ভাসছিল। উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমা বর্ষণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে পেণ্টাগন বলে, মার্কিন ডেস্ট্রয়ার বিনা প্ররোচনায় কমিউনিস্ট টর্পেডো বোট দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় তারা উত্তরে আঘাত হানতে বাধ্য হয়েছে।

এল. বি. জে. দেশবাসীকে জানালেন,

—As President and Commander-in-Chief, it is my duty to the ...ican people to report that renewed hostile actions against U. S. ... the high seas in the Gulf of Tonkin have required me to·

order the military forces of the U. S. to take action in reply.

এখানে একটি সামরিক প্রশ্ন জড়িত। পেণ্টাগনের ষড়যন্ত্র ও এল. বি. জে.-র অভিযোগ মেনে নিলেও স্বভাবতই একটা কথা মনে জাগে, সোভিয়েট টাইপ পি—৪ টর্পেডো বোট, ম্যাডক্স ডেস্ট্রয়ার ও টিকণ্ডারোগা-র মত এয়ারক্রাফট্ কেরিয়ার আক্রমণ করবার ঝুঁকি নেবে কী জন্যে? একটি চড়াই পাখীর দ্বারা ঈগলের ঝাঁক আক্রান্ত হবার গল্পে কতটুকু শিশুকে ভোলানো চলে? এতবড় সামরিক হঠকারিতার মধ্যে হ্যানয় আদৌ যাবে কেন! একটি মশা কর্তৃক একটি হাতি ভক্ষণের ইংরেজি তর্জমা যদি কেউ করতে বলে, তবে নিঃসন্দেহে পেণ্টাগনের প্রেস-হ্যাণ্ড আউটের হেডলাইন বসিয়ে দেওয়া চলে—*Attack the Seventh Fleet with small P. T. boats.*

ছোটবড় ১২৫টি যুদ্ধজাহাজ, তিনটি এয়ার ক্রাফট্ কেরিয়ার, একটা এ্যান্টি সাব এয়ার ক্রাফট্ কেরিয়ার ও ত্রিশটি ডেস্ট্রয়ার নিয়ে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের এই শাখা তখন টনকিন, রেড রিভার ও হংকং-এ দোল খাচ্ছিল।

হ্যানয়ের পি. টি. বোটের সঙ্গে যে লড়াই হয়, তাতে যে মার্কিন রণপোত অংশ গ্রহণ করে তাদের পরিচয় আমি কিছু সামনে রাখছি:

—এয়ারক্রাফট্ কেরিয়ার 'কনস্টিলেশন', ৬৬,৫০০ টন, ৪৬০০ ফৌজ, ৯০ থেকে ১০৮ টি বিমান; ৩১৯ মিটার লম্বা, ৩৩ নট্, চারটে ১২৭ এম. এম. কামান ও ৮০টি ক্ষেপণাস্ত্রে সজ্জিত।

—এয়ারক্রাফট্ কেরিয়ার 'টিকণ্ডারোগা', ৩৩,১০০ টন, ৩,৩০০ ফৌজ, ৮০টি বিমান, ২৭৯ মিটার লম্বা ও ৩৩ নট্।

—ডেস্ট্রয়ার 'টার্নার জয়' ২০৭০ টন, ৩২৮ ফৌজ, তিনটে ১২৭ এম. এম. কামান, চারটে ৭৬ এম. এম. কামান, চারটে টর্পেডো ও দুটো এম্. কে. II ক্ষেপণাস্ত্র।

—ডেস্ট্রয়ার ম্যাডক্স ২২০০ টন, ৩৪৫ ফৌজ, ছয়টি ১২৭ এম. এম. কামান, ছয়টা টর্পেডো, একটা হেলিকোপ্টার ও ইলেক্ট্রনিক সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র।

রাজনৈতিক মত গোটাটাই বানানো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামে নপাম পৌঁছে দিয়ে রাশিয়ার মনোভাবটি জানতে চায়। চীন আর একটা নতুন কোরিয়া সৃষ্টি করবার জন্যে কতটা প্রস্তুত—আমেরিকা তার মূল্যায়ন করতে চায়।

অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে গেছে। সত্যের অন্ধকাংশের ব্যবধান খসে গেছে। ম্যাকনামারা হাওয়াই-তে ওয়ার রুমে এডমিরাল সার্প-এর সঙ্গে হট লাইনে কথা

বলেন। সোনালী বর্ণের টেলিফোনে এখার লাইট জলে ওঠে, কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে ম্যাকনামারার কণ্ঠ ভেসে আসে,

—*Could the Carriers do the job?*

—*Hell, yes!*

এইটুকুই জানতে চেয়েছেন ম্যাকনামারা।

সন্ধ্যেতে হোয়াইট হাউসের পশ্চিম প্রবেশ পথে কালো কয়েকটি ক্যাডিলক-কে ঢুকতে দেখা যায়। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের জরুরী অধিবেশন। নপামের আগুনে ক্রেমলিন কতটা বিচলিত প্রেসিডেণ্ট জানতে চান। ক্রেমলিনের নরম প্রতিবাদ '*Open and hostile action*'. পিকিং বলেছে : *U. S has gone over the brink of war. The debt of blood incurred by the U. S. to the Vietnamese people must be repaid.*

ডীন রাস্ক ভরসা দেন—আমরা এখন উত্তর ভিয়েতনামে নিয়মিত আক্রমণ করতে পারি। সি. আই. এ. বলছে—চাইনীজ ট্রুপস্ মুভমেণ্ট হচ্ছে না।

প্রেসিডেণ্ট জনসন টেবিলে মুষ্টাঘাত করে বলেন,

—*All right, let's go.*

অধিবেশনের ফলাফল সেদিনের মত গোপনই থাকে। প্রেস বহু চেষ্টা করেও কোন খবর বার করতে পারেনি।

ফলাফল জানা গেছে বারো ঘণ্টা পর। সমস্ত দায়িত্ব এডমিরাল সার্প-এর হাতে চলে গেছে। দক্ষিণ চীন সাগরের রেঞ্জার, হ্যানকক আর কোরাল সী জাহাজের ডেক শূন্য করে ৪৯ ইউ এস. এ-৪ স্কাইহকস্ আর এফ-৮ ক্রুসেডারস্ সড়ের অঞ্চলের অভ্যন্তরে অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণ করে।

ম্যাকনামারা প্রেসকে জানিয়েছেন,

—*Bombers inflicted considerable damage.*

প্রেসিডেণ্ট জনসনের পরবর্তী আদেশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। খোলামনে কাজ করবার সুবিধে থাকা দরকার। মার্কিন সামরিক অসামরিক সমস্ত কর্মচারীদের আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম ত্যাগ করবার জরুরী নির্দেশ দিলেন। রাষ্ট্রদূত টেলর ও জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড আপত্তি তুলেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট জনসন রাজি হননি। অত্যল্প সময়ের মধ্যে সবাইকে তৈরি হতে হয়। সংসার গোছাতে গুছোতে হিমসিম খেতে হয়েছে। কমার্শিয়াল এয়ার লাইনস্ ধরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রায় হাজার দুই যাত্রী দক্ষিণ ভিয়েতনাম ত্যাগ করে যায়।

সায়গনের তান সন হট এয়ারপোর্টে বিমানে ওঠবার আগে মিসেস ম্যাক্সওয়েল টেলর সাংবাদিকদের কাছে অনুযোগ করেছেন,

—*I don't like it I like to be with my husband.*

একটার পর একটা ঘটনা ঘটেছে তারপর। ছোট বড় সংঘর্ষ হয়েছে অসংখ্য। আমেরিকান ঘাঁটির ওপর ভিয়েত কং-দের আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে দেখা যায়। গেরিলারা আসে অন্ধকারে চুপিসারে। আক্রান্ত হয়েছে বিয়েন-হোয়া বিমান ঘাঁটি। নয় জন আমেরিকান জি. আই. সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ে। শতাধিক আহত আমেরিকানকে হাসপাতালে সরিয়ে ফেলা হয়। সায়গনের ব্রিঙ্ক্ হোটেল ও ক্যাম্প হলোয় আক্রমণ করে গেরিলারা প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। প্লিয়কু আর্মি বেস্-এ প্রায় দুশো আমেরিকানদের ওপব আক্রমণ করা হয়। কুইন হোন্-এর আধাসামরিক হোটেলে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে গেরিলারা অগ্রসর হয়। দ্রুত সঙ্গীতের সঙ্গে সোনালী মদের ফোয়ারা ছুটছিল তখন। অবাধ্য যৌবন তখন স্ফূর্তিতে ব্যস্ত। খুপরী খুপরী ঘরে মেয়েমানুষের শরীর নিয়ে কাড়াকাড়ি চলেছে জোর। এমন সময় বিস্ফোরণ। ইউ. এস মেরিন বলছে—ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে একুশটা আমেরিকানের দেহ তারা উদ্ধার করেছে। নিদারুণ ট্রিপটিস্—গায়ের চামড়া পর্যন্ত খসে গেছে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে অতিকম দুশো আমেরিকান বেস্ ছড়িয়ে আছে। পেণ্টাগন বলে, অন্তকম পঞ্চাশটি মিলিটারী পুলিশ ব্যাটালিয়নে অন্তত দু' লাখ মানুষের প্রয়োজন। ম্যাকনামারার বিশেষ সুপারিশে দনং অতি অল্প সময়ে নতুন সাজে সেজেছে। কয়েক ব্যাটালিয়ন মেরিন, চব্বিশটা হেলিকোপ্টারের ছয়টি স্কোয়াড্রন নতুন আমদানী করা হয়। সেই সঙ্গে এসেছে অসংখ্য ১০৫ এম. এম. হাউড্জার, এম·৪৮ মিডিয়াম ট্যাঙ্ক ও ১০৬এম. এম.-এর সংখ্যাতীত রিকয়েল্লেস রাইফেল। হক্ মিজাইলস্ পাতবার জন্যে যমদূতের মত বুলডজার এসেছে পাহাড় কাটতে। মার্কিন রণসম্ভারের বিপুল আয়োজন শতাধিক যুদ্ধজাহাজে হনলুলু থেকে গালফ অব টনকিন পর্যন্ত ছড়ানো। যে কোন সময়, যে কোন চাহিদা মেটাবার জন্যে সেভেনথ্ ফ্লিট তৈরি। জানলাহীন ওয়ার[illegible] [illegible]কৃতি টেবিলের সামনে [illegible]মিরাল সার্প দিবা-রাত্র প্রস্তুত।

সামরিক ব্যাখ্যা ও রাজনৈতিক অপব্যাখ্যা মিলিয়ে মার্কিনী-সায়গনী যে শাসক

আজ অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে তাতে মার্কিনী পররাষ্ট্র দপ্তরের আশু ত্রাণ থাকলেও খোদ দক্ষিণ ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষের পরিত্রাণ নেই।

মালয়ে ইংরেজদের বারো বছর লেগেছে, আমাদের না হয় চব্বিশ বছর লাগবে —পেণ্টাগন তাই মনে করে। কিন্তু স্যার রবার্ট টমসন মালয়ে যে নিয়মে স্ট্রেটেজিক ভিলেজ গড়েছেন—ভিয়েতনামে সেই কায়দায় গড়া স্টেলীর পরিকল্পনা পুরোপুরি ব্যর্থ হতে চলেছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের কিছু পেটোয়া লোক ও সামরিক নেতা ছাড়া গোটা দেশের মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ও সাহায্যে বর্তমান লিবারেশন ফ্রণ্ট অবিশ্বাস্যকর শক্তি সংহত করেছে, এটা পেণ্টাগন বুঝতে পারে না।

ভিয়েত কং সংক্ষেপে ভি.সি.—এক তাজ্জব মুক্তিফৌজ। চেহারা ও আকৃতিগত গঠনে আদৌ চমকপ্রদ কিছু নয়। উচ্চতায় গড়ে এরা পাঁচ-তিন বা পাঁচ-চার। ওজন একশো বিশ পাউণ্ড। নিয়মিত গেরিলাদের চব্বিশ ঘণ্টার খাবার পলিথিনের ব্যাগে পিঠে রাখা থাকে। অসম্ভব কষ্টসহিষ্ণু। ফায়ারিং রেঞ্জ-এর মধ্যে এলেও নারী-পুরুষ অনেক সময় বোঝা মুস্কিল। শিশুসন্তান পিঠে নিয়ে গেরিলা মেয়েরা স্বচ্ছন্দে রাইফেল চালাতে পারে। রিকয়েল্‌লেস রাইফেলকে এরা যে পরিমাণ ভালবেসেছে, শত্রুকে এরা তার চেয়ে অনেক বেশি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতে শিখেছে। এদের অফুরন্ত প্রাণশক্তি। এরা যেন শপথ নিয়েছে, বাঁচবেই—মৃত্যুর সঙ্গে তাই আজ শেষ বোঝাপড়ায় আসতে চায়। ক্লোরোকুইন ক্যাপ্টেন জেরী মর্গানের হিপ্-পকেটেই থাকে। একটা মরা মশাকে তিনি যখন এনোফিলিস বা কিউলেক্স বলে চিনতে চান, তখন অন্ধকার ভূমিগর্ভের সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে অর্ধ উলঙ্গ গেরিলা ফক্স-হোল-এর মাটির আর ঘাসের চাবড়া সরিয়ে কাঁটাতারের সঙ্গে লাগানো অতি শক্তিশালী বিদ্যুৎ শক্তি ও চোরা মাইন এড়িয়ে মেরিন বেস্ ক্যাম্প আক্রমণ করতে চলেছে।

অপর্যাপ্ত রণসম্ভার ও প্রবল-পরাক্রান্ত আমেরিকান মেরিনকে পুরোপুরি ব্যবহার করেও দক্ষিণ ভিয়েতনাম আজ প্রচণ্ড সঙ্কটের সম্মুখীন। ক্যাথলিক ও বৌদ্ধদের মধ্যে লাগিয়ে দিয়ে নতুন এক ধর্মযুদ্ধ শুরু করা, অসম্ভব। খোদ সায়গনে আজ শ্রমিক ও কর্মচারীদের সাংগঠনিক শক্তি ব্যাপক ও বলিষ্ঠ। ধর্মঘটের ডাকে জল, বিদ্যুৎ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া যায়। শাসনযন্ত্রের অন্যতম দুই হাতিয়ার সৈনাদল ও পুলিশ বাহিনীর দ্বন্দ্ব সর্বসময়েই উপস্থিত।

গতবছর সেনাবাহিনীতে প্রায় শতাধিক ছোট-বড় বিদ্রোহ হয়েছে চল্লিশ

হাজার ভিয়েতনামী সেনা লিবারেশন আর্মিতে যোগ দেয়। মজার কথা, পালানোর আগে চোদ্দ সপ্তাহের বিশেষ মার্কিনী ট্রেনিং এরা নিয়ে যেতে ভোলেনি। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় ৪৫,০০০ সায়গনী সেনা নিহত ও আহত হয়েছে। মার্কিন উপদেষ্টার সংখ্যা ১১২৭ জন। এই সংখ্যার মধ্যে দু'জন মেজর জেনারেলও আছেন। গেরিলারা ১৮১-টি পোস্ট দখল করেছে। ১১১-টি মার্কিন বিমান ভূপাতিত করেছে। ২৬টি সামরিক বোট ধ্বংস করেছে। শত শত গ্রাম হাতছাড়া হয়ে গেছে। বহু জেলা মুক্ত হয়েছে।

গত দশ বছরে আমেরিকা হাজার হাজার মিলিয়ন ডলার দক্ষিণ ভিয়েতনামে খরচা করেছে। একমাত্র আনবিক বোমা ছাড়া প্রায় সমস্ত রকম সমরাস্ত্রের অপর্যাপ্ত সম্ভার এখানে মজুত করা হয়েছে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে মার্কিন প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টার নির্দেশে এখানকার রণনীতি নির্ধারিত। সায়গন সরকার দাবী করে, এ পর্যন্ত ৭৫ হাজার ভিয়েত কং গেরিলা তারা হত্যা করেছে। হাতে-নাতে ধরা পড়েছে ১৪ হাজার। তবু গেরিলা শক্তি খর্ব হয়নি এতটুকু। ভিয়েত কং দাবী করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের তিন চতুর্থাংশ এখন তাদের দখলে। অর্ধেকের বেশি দেশবাসী এখন তাদের দিকে।

এই গেরিলা বাহিনীর সদর দপ্তর বর্তমানে যে কোথায় তার কোন নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ নেই। মার্কিন বিশেষজ্ঞরা সন্দেহ করেন তাইনিন্ প্রদেশের গভীর জঙ্গলে কাম্বোডিয়ার বর্ডারে এই ঘাঁটি। এদের নেট-ওয়ার্ক কল্পনাতীত। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এরা দক্ষিণ ভিয়েতনামের সমস্ত ইউনিটের কাছে খবর পৌঁছোতে পারে। জঙ্গলেই এদের খবরের কাগজ ছাপা হয়। আণ্ডার গ্রাউণ্ড হাসপাতালে সর্বাধুনিক অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থাও আছে। গোপন রেডিও স্টেশন থেকে কয়েকটি ভাষায় প্রচার চলে নিয়মিত। ভিয়েত কং-দের সম্পর্কে অতি বড় মার্কিন বিশেষজ্ঞ সেদিন স্বীকার করেছেন—*World's most effective soldiers.*

এরা দিনের বেলায় মাঠে চাষ করে, সদরে দুধ বেচতে যায়। মার্কিন বোটের পাশে জেলে ডিঙি নিয়ে মাছ মারে। ছেলে পিঠে নিয়ে দুপুরে স্বামীর ভাত মাঠে পৌঁছে ঘরে ফেরার পথে জঙ্গলে বিষ মাখানো বাঁশের ফাঁদ পেতে আসে। লোলচর্মসার বৃদ্ধা, যে সারাদিন সুপারী চিবোয় আর রোদ পোহায়, সূর্য ডোবার পর সে-ই হয় ভীষণা। অগ্রবর্তী গেরিলাদের সঙ্গে গ্রাম-রক্ষীবাহিনীর ঐ বৃদ্ধাই একমাত্র যোগাযোগ। দু'হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে প্রিয়জনের কাঁধে ভর দিয়ে স্বামীর শবানুগমনে কোন হতভাগিনীকে দেখে হাইওয়ের মার্কিন ফৌজের

কনভয়ও দাঁড়িয়ে যায়। চুয়িংগাম চিবানো বন্ধ থাকে কিছুক্ষণ। উৎসাহী কোন ইয়াঙ্কী সেনা ছবিও হয়তো তুলে নেয়। কিন্তু কেউ জানতেই পারে না, পুরো একটা ভিয়েত কং গেরিলা ফোর্স গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ে পজিশন নিতে চলেছে। শবাধারটির আড়ালে প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র ও রসদ পাচার হচ্ছে। হতভাগিনী আর কেউ নয়—ইউনিটের অবিসংবাদিত নেত্রী।

শহরেও এদের অবাধ গতিবিধি। ব্যাঙ্কে লেজার সুমুখ করে শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করে। চেক ও টোকেন দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে চেয়ারে বসেই খবর দেওয়া-নেওয়া চলে। স্কুটারে স্টেপনি-তেই হয়তো ভয়াবহ অস্ত্র লুকানো। উদ্ভিন্ন যৌবনা সুন্দরী তরুণীর ফ্রকের সঙ্গে ক্লিপে আঁটা চকচকে দ্রব্যটি কলম বলেই মনে হবে। ভুলেও সন্দেহ হয় না ঐ ছোট জিনিসটি ছুঁড়ে মারলে বেশ কয়েকজনের জীবন হানির পক্ষে যথেষ্ট। ফরাসী সেন্টের শিশি কীভাবে ক্ষুদে মলোটভ ককটেলে রূপান্তরিত হয় ও মেয়েদের ব্যাগে লিপ্‌স্টিক ও টুকিটাকির সঙ্গে কী পরিমাণ পাচার হয় ভাবা যায় না। কাফেতেও গতিবিধি নিয়মিত। কাফ্‌কা বা সার্ত্রের এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম নিয়ে যারা মেতে ওঠেন তাদের মধ্যেও এঁরা আছেন। উচ্চ-বর্ণের রাজপুরুষ ও বোহেমিয়ান ইন্‌টেলেকচুয়াল ছেনালদের মদের টেবিলে গদগদ জড়িমায় মুভেল-ভাগ বা ফরাসী নবতরঙ্গ চর্চাতেও এদের এতটুকু ভুল হয় না। ছদ্মবেশী বোহেমিয়ানের আসল উদ্দেশ্য চীফ অব স্টাফের ট্যুর প্রোগ্রাম কী? রণাঙ্গণের ট্রুপস্‌ মুভমেণ্ট বা মপিং-আপ অপারেশন কোথায় কোথায় শুরু হবে ইত্যাদি। এরা সর্বত্র আছে, আবার কোথাও নেই। এদের বেতন নেই। নিয়মিত আহার নেই। সামরিক বাঁধাধরা কোন ইউনিফর্ম-এর বালাই-ই নেই এদের। দিনের বেলাতে এরা পরস্পরে চিনতে পারে না। রাতের অন্ধকারে, জঙ্গল আর পাহাড়ের বাঁকে, কাঁটাতারের পাশে যথাসময়ে সাথীকে এসে ঠিক জানান দেয়,

—আমি আছি।

মিঃ স্নাইডারের কাছে করাচীর গল্প শুনছিলাম। তাঁর সদর দপ্তর ম্যানিলা। বিশেষ জরুরী নির্দেশ পেয়ে চেন-ঈ ও চৌ-এন-লাই-এর পাকিস্তান সফর কভার করতে যান। সন্ধ্যেতে আজই চলে যাচ্ছেন ম্যানিলায়।

একদিকে কোটি কোটি মার্কিন ডলার, বৃটিশ ক্যাপিটালের ঢালাও অনুপ্রবেশ, রাশিয়ার সঙ্গে দোস্তী; আবার পিকিং-এর সঙ্গে বর্ডার এগ্রিমেণ্ট ও বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করে গাছের খাবার ও তলারও কুড়োনোর এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁন। মিঃ স্নাইডাবের কাছে আয়ুব খাঁনের সঙ্গে লাল চীনের প্রচুর মহব্বৎ-এর ছবি দেখলাম। চেন-ঈ আর চৌ-এন-লাই-এর গত সপ্তাহের ছবি। চেন-ঈ নতুন একটা বর্ডার এগ্রিমেণ্ট শেষ করে নেপাল চলে যান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চৌ-এন-লাই করাচীতে এসেছেন। বেনবেল্লা আর নাসেরকে দ্বিতীয় বান্দুং কনফারেন্সে সাইবেরিয়াতে মালিকানা থাকা সত্ত্বেও রাশিয়াকে আমন্ত্রণ জানাতে নাকি নিষেধ কবেছেন চৌ-এন-লাই।

মিঃ স্নাইডারের ছবির হাত সুন্দর। দুটো ছাবি আমার একটু বেশি নজরে পড়লো। উটের পিঠে চেন-ঈ বেড়াচ্ছেন। লাল কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন চৌ-এন-লাই। রক্ত পতাকা ও চাঁদ মার্কা পতাকা পাশাপাশি দোল খাচ্ছে। মাননীয় অতিথিকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ব্যানারে হাস্যকর একটা ভুল নজরে পড়লো। চৌ-এন লাই-এর '*chou*' বানান '*chau*'।

—ভিয়েতনাম সম্পর্কে চৌ করাচীতে নতুন কী বললেন ?

—দ্বিতীয় বান্দুং কনফারেন্স তাঁর মাথায় ঘুরছিল। ভিয়েতনাম সম্পর্কে নতুন কিছু বলেননি। চৌ-এন-লাই-এর একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোক অনেকগুলো ভাষা জানেন, ফ্রেঞ্চ-র মিডিয়ামে ইংরেজী, রুশ ও জর্মন শিখেছেন কিন্তু সমস্ত কিছুতেই দোভাষীকে সঙ্গে রাখেন। শুনেছি মস্কোতে গিয়েও তিনি রুশ ভাষায় কথা বলতে অস্বীকার করেছেন।

—অনেকে অনেক অর্থ করতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় দোভাষীর সাহায্য নিলে প্রতিটি কথা ভেবে বলা যায়। প্রায় দ্বিগুণ সময় হাতে পাওয়া যায়।

মিঃ স্নাইডার কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ফোন এলো। রিসিভার তুলতেই অপরপ্রান্ত থেকে ডাঃ খিন-এর কণ্ঠ শোনা গেল,

—আপনার কী হাতে সময় আছে ? একটু দরকার ছিল।

বিরক্ত বোধ করলাম। অবসর হাতে থাকলেও ডাঃ থিনের সঙ্গে গল্প করবার ইচ্ছে আমার ছিল না।

—এখন আপনি কোথায় ?

—ঘরেই আছি, দয়া করে যদি একটু সময় দেন তবে আপনার ঘরে আসতে পারি।

—এখন একটু ব্যস্ত আছি। আমি আপনার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করছি। আপনার কী খুব জরুরী প্রয়োজন ?

—বলা মুস্কিল। তবে কতগুলো কথা আমি জানাতে চাই।

—বেশতো, লাঞ্চের পর আপনার ঘরে আমি আসবো।

—আমি বেশিক্ষণ সময় নেবো না।

—ঠিক আছে, আমি লাঞ্চ সেরেই আপনার ঘরে আসছি।

—অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

অপর প্রান্ত থেকে ফোন নাবিয়ে রাখার শব্দ হ'ল। রিসিভার নামিয়ে রাখতেই আমার প্রচ্ছন্ন বিরক্তি লক্ষ্য করে মিঃ স্নাইডার বলেন,

—কোন অবাঞ্ছিত বন্ধু বলে মনে হচ্ছে।

—আগে জানলে এই ভদ্রলোককে আমি এড়িয়ে যেতাম। মদ পেটে পড়লেই বক বক শুরু করেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেণ্ট পদটি পেলে তিনি পাঁচ সপ্তাহে সমস্ত কিছু ঠাণ্ডা করে দিতে পারতেন, এমন কথাও দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন।

মিঃ স্নাইডার রসিক লোক। হেসে বলেন,

—বলা যায় না, যে ভাবে সায়গনে ক্ষমতা বদলাচ্ছে তাতে আপনার বন্ধুর সুযোগও আসতে পারে। চটাবেন না।

মিঃ স্নাইডার আর বসলেন না। জরুরী তাড়া ছিল। যাবার সময় আমার পোর্টেবল টাইপ রাইটারটা নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন।

ডাঃ থিন আমার বন্ধু নয় মোটেই। প্রৌঢ় ভদ্রলোক—বয়স ছাপান্ন-সাতান্ন হবে। কথা বলে মনে হয়েছে ছয়ে শহরের মোটা ফিস-এর সার্জেন। নিজের একটি নার্সিং হোমও আছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের একজন পাণ্ডা। উচ্চমহলে অবাধ গতিবিধি। সামরিক শাসনের বিরোধী, সায়গনে

জোরদার একটা জাতীয় সরকারই শুধু বর্তমান অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে পারে। হয়ে-তেই থাকেন। জরুরী প্রয়োজনে সায়গনে এসেছেন। হোটেলের দশ তলার বারে আমার সঙ্গে পরশু আলাপ। অনেক কথা হ'ল। হাত চেপে ধরে কাল রাত্রে ডিনারে ডেকেছিলেন। আজও টেলিগ্রাফ অফিসে দেখা, ব্যস্ত ও বিচলিত দেখছিলাম তখন। কিন্তু সামান্য সময়ের মধ্যে এত কী কথা আমাকে জানানোর মত জমা হ'ল বুঝলাম না।

আমি কথা রেখেছি। অপেক্ষা করছিলেন ডাঃ থিন। ঘরে ঢুকে ঠোঁটে হাসি টেনে বলি,

—আশা করি আমি খুব একটা দেরি করিনি।

—দেরি হলেও আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতাম।

দু'চার কথার পর আমি প্রয়োজনীয় কথায় আসতে চাইলাম। যদিও ডাঃ থিন খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে চেষ্টা করছিলেন, তবু আমি লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোক গভীর কিছু চিন্তা করছেন। ঠোঁটে চেষ্টাকৃত হাসি। একটা দ্বিধা, একটা সঙ্কোচ যেন কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। কালকে ডিনার টেবিলে এ ভাবান্তরটা আমি লক্ষ্য করেছি।

—কথাটা আমি কোথায় শুরু করবো তাই ভাবছি। কথাগুলো কী ভাবে আপনি গ্রহণ করবেন আমি জানি না। কিন্তু আপনাকে সবটা জানানোর একটা নৈতিক দায়িত্ব আমি বোধ করছি। আপনার মঙ্গলও আমার কাম্য।

—আপনার কথা অসঙ্কোচে বলতে পারেন। দ্বিধা করবার কোন দরকার নেই। আমার অমঙ্গল কী আবার দেখলেন?

ডাঃ থিন একটু ঝুঁকে পড়ে বলেন,

—তৃতীয় কোন প্রাণী এসব কথা জানুক আমি চাই না।

—আমি সমস্ত কথা গোপনই রাখবো। আপনার কথা বলতে পারেন।

ডাঃ থিন সোফা ছেড়ে উঠে জানালাটা ভাল করে বন্ধ করলেন। দরজাটাও একবার দেখে নিলেন। একটা সিগার ধরিয়ে আবার নিজের আসনে ফিরে এলেন। কথায় একটু জড়তা, সঙ্কোচ যেন কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছেন না।

—আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় খুব অল্পদিনের, জানি না, আপনি কী ভাববেন, পাগলামো মনে করবেন কি না কে জানে!

গল্পের খাতিরে গল্প ফাঁদার মন নিয়ে কথা বলছেন না, বেশ বুঝলাম। চোখে মুখে যথেষ্ট উদ্বেগের চিহ্ন বিদ্যমান। ডাঃ থিনের ভাবসাব দেখে একটু বিব্রতই বোধ করি।

—আপনাকে আমি কাল রাতেই ব্যাপারটা বলতাম। কড়া ডোজের ঘুমের বড়ি খেয়েও রাত্রে একদম ঘুমে তে পারিনি।

—কালকে ফেরার পথে আপনাকে একটু চিন্তিত দেখেছি। আজ সকালে টেলিগ্রাফ অফিসে আপনাকে খুব ব্যস্ত দেখলাম—আপনার বাড়ির কোন খারাপ খবর নয় তো?

—সে সব কিছু নয়। হয়তো পুরোটাই আমার আশঙ্কা—কিন্তু সমস্ত পরিস্থিতি বিচার করে একদম ভরসা পাচ্ছি না। আপনি ভাববেন না আমার নার্ভ খুব দুর্বল—কিন্তু কালকের ব্যাপারটার পর মনে হচ্ছে আমি বুড়ো হয়েছি।

—আপনি আমার কী অমঙ্গলের আশঙ্কা করছিলেন?

—সবটা আপনাকে না বললে আমার মনে হয়, অবস্থাটা আপনি পুরোপুরি বুঝবেন না।

আমি নিরুত্তর। একভাবে ডাঃ থিনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পরক্ষণেই পকেট থেকে একটা রিভলভার বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন। সোফার মধ্যে ডুবে গিয়ে আমার দিকে কাৎ হয়ে ঘুরে বসলেন। পূর্বস্মৃতি অনুসরণ করে এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী ধীরে ধীরে বলে চললেন ডাঃ থিন- -

বছর দুই আগে দিনের শেষে নিজের নার্সিং হোম থেকে বাড়ি ফিরছিলেন ডাঃ থিন। গুরুতর একটা অস্ত্রোপচারে সময় লেগেছিল অনেকক্ষণ। শরীর ছিল ক্লান্ত। মনটাও ছিল অন্যমনস্ক। অভ্যস্ত নিয়মে গাড়িতে এসে বসতেই তিনি আততায়ীর দ্বারা আক্রান্ত হন। বড় ডজ কিংসওয়ে। সামনে পেছনে চারজন লোক। ড্রাইভারও বদল হয়েছে। চেঁচাতে গিয়ে উদ্যত একটা রিভলভার দেখে থেমে যান ডাঃ থিন।

আলো-আঁধারির মধ্যে মনে হয় চারজনই জোয়ান। ছুরির মত ধারালো তাদের ক্ষিপ্রতা। ব্যাপারটা এত ক্ষণিকের মধ্যে ঘটলো, মুহূর্তের মধ্যে চারজন এমন বেপরোয়া হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো, যে ডাঃ থিন কিছুই বুঝে উঠতে পারেন-নি। গাড়ি তখন জোরে ছুটে চলেছে।

—তোমরা কী চাও?

—আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

—কোনদিকে তোমরা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছো ?

—ডাঃ থিন, আমাদের কথা শুনে চললে যথাসময়ে আপনাকে বাড়ি পৌঁ দেওয়া হবে। আমাদের বাধা দিলে, আমাদের কথা না শুনে চললে আপনা আমরা হত্যা করবো।

—তোমরা কী চাও বলো ?

—আপনার পকেটের সমস্ত কিছুই আমাদের হাতে দিন।

ডাঃ থিন বিনাবাক্যব্যয়ে পকেট থেকে সমস্ত কিছুই বার করে দেন। ঘড়িটি হাত থেকে খুলে দিলেন।

—আমরা যখন সঙ্গে আছি আপনার দায়িত্ব আমাদের। রিভলভারা আপনি আমাদের হাতে দিতে পারেন।

যন্ত্রচালিতের মত ডাঃ থিন কোটের পকেট থেকে রিভলভারটি বার করে হা তুলে দেন।

—অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

গাড়ি তখন শহরের উল্টোপথে নিরালা রাস্তা ধরেছে। ডাঃ থিন প্রতিবা করে ওঠেন,

—সবই তো দিয়েছি। আর কী চাও ? আমাকে তোমরা কোথায় নি চলেছো ?

—সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা জায়গায়। সেখানে গিয়েই সব জানতে পাবেন আপনার খুব খারাপ লাগবে শুনে, আপনার চোখ দুটো আমরা বাঁধবো

—কেন ?

—আমাদের ওপর সেই রকম নির্দেশ আছে।

—যদি বাধা দি ?

—আমরা জোর করতে বাধ্য হবো। জোর করাটা আমি ব্যক্তিগতভা অপছন্দ করি।

—তোমরা আমাকে ইলোপ্ করতে চাও।

—আপনাকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিতে হবে, তাই এ সতর্কতার প্রয়োজন।

অপর একজন মন্তব্য করে,

—আমরা অযথা যুক্তি দেখাচ্ছি।

—ডাঃ থিনের ওপর আমরা জোর করতে চাই না। তাই যুক্তির সাহা আমাদের নিতেই হবে।

ডাঃ থিন একটু হাসলেন। একটু থেমে বললেন,

—আমি বাধা দিলাম না। একটা ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমি পড়ে গেছি বুঝতে পারি। এদের কথা শুনে চললে প্রাণে বাঁচবার সুযোগ হয়তো মিলবে কিন্তু বাধা দিলে আর রক্ষা নেই। চোখ বাঁধতে দিলাম। কালো সিল্কের কাপড় দিয়ে যখন চোখ বাঁধছিল তখন ভয় হচ্ছিল বোধ হয় গলায় ফাঁস পরিয়ে এরা আমাকে হত্যা করবে। বাইরে আলো নেই। কালো পর্দায় দৃশ্যমান সমস্ত কিছুই আমার অন্ধকার হয়ে গেল। গাড়ি জোরে চলতে শুরু করে। অনুমান করি গাড়ির গতি সত্তর মাইলের নিচে নয়। কিছুই চিন্তা করতে পারছিলাম না। ক্লান্ত ছিলাম, আকস্মিক এই বিপর্যয় আমার প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে এনেছিল।

কতটা সময় গাড়িতে গেল খেয়াল নেই। তবে ঘণ্টা চারেকের পথ হবে নিশ্চয়ই। গাড়ি থেকে ডাঃ থিনকে একটা জায়গায় নামানো হ'ল। কিন্তু ড্রাইভার অপেক্ষা করলো না। সবাইকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে সে চলে গেল। ডাঃ থিন অসহায়ের মত বলেন,

—আমার গাড়ি।

—গাড়ি আপনি যথাসময়ে ফেরৎ পাবেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা আপনার সঙ্গে আছি।

—তোমাদের হেঁয়ালি আমি বুঝি না।

—এ অবস্থায় পড়লে হয়তো আমিও আপনার মত অসহিষ্ণু হ'তাম। কিন্তু আমরা নিরুপায়।

দু'জনে ডাঃ থিনকে দু'পাশে ধরে নিয়ে চললো। পায়ের শব্দ শুনে মনে হয় পেছনে আসছিল তৃতীয় জন। রাস্তা ছেড়ে নরম জমি, তারপর ঢালু পথ। লোক দুটোর আশ্চর্য ভদ্রতাবোধ ডাঃ থিনের অসহ্য লাগছিল। উঁচুনীচু জায়গা, সামনের গর্ত আগে থেকে বলে জানান দিচ্ছিল দু'জনে।

—ডাঃ থিন, এবার আমরা একটি নৌকাতে উঠছি।

—আপনাকে আমরা সাহায্য করবো—অসুবিধে হবে না।

ডাঃ থিন মৃদু হেসে বলেন,

—আপনাকে কী আমি রোমাঞ্চকর গল্পের মধ্যে নিয়ে চলেছি মিঃ সেন?

আমি একটা উৎকণ্ঠায় পৌঁছে গেছি। পরবর্তী ঘটনা জানবার আগ্রহ তখন। সিগারেট ধরিয়ে একটু সামনে ঝুঁকে উত্তেজনা নিয়ে বলি,

—আপনি থামবেন না। বলে যান।

ডাঃ থিন বলে চলেন,

—আগে থাকতেই যেন সব আয়োজন প্রস্তুত ছিল। নৌকাতেও দীর্ঘ পথ। সবাই চুপচাপ। কারো ঠোঁটে কোন কথা নেই। হিসেব করে দেখি তখন অনেক রাত। নৌকা থেকে নেমেও অনেকটা হাঁটা পথ। খানিকটা চড়াই। মনে হ'ল একটা জঙ্গলা পাহাড়ী পথে আমাকে হাঁটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এক জায়গায় এসে থামা হ'ল। এখানে পথ সমতল। আরও কয়েকজনের পায়ের শব্দ ঠিক সেই সময় আমার কানে এলো। হয়তো এদের আড্ডায় পৌঁছে গেছি। অনুমান আমার মিথ্যে নয়। পরক্ষণেই একজন আমাকে বসতে বললো। গলাটা অপরিচিত। হাত ধরে আমাকে বসালো। তারপর চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হ'ল। দেখলাম সম্পূর্ণ অপরিচিত এক যুবার মুখোমুখি আমি বসে আছি। একটা ঘর। বাঁশের দেওয়ালে মাটির আস্তর লাগানো অল্প পরিসর একখানা ঘর। এতক্ষণের অল্প চেনা তিনজনের একজনকেও চোখে পড়লো না। অপরিচিত যুবা ছাড়া ঘরে আর অন্য প্রাণী নেই।

যুবাই প্রথম কথা শুরু করে,

—জানি, আমাদের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ জমা হয়েছে। কিন্তু আমাদের নিরাপত্তার খাতিরে আপনার চোখ বাঁধা ছাড়া অন্য অশোভন আচরণ আমরা করিনি এ দাবী আমি করবোই।

যুবার ভদ্রতা ডাঃ থিনকে যেন বিদ্রূপ করে। ডাঃ থিন হঠাৎ ফেটে পড়েন,

—আমাকে জোর করে ধরে আনা হয়েছে। আমার সমস্ত কিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

যুবার ঠোঁটে আশ্চর্য হাসি,

—ব্যস্ত হবেন না। সবই আপনি ফেরত পাবেন। সহযোগিতার মন নিয়ে যদি আপনি কাজ করেন তবে আপনার ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করবার কোন চেষ্টাই আমরা করবো না।

—সহযোগিতা! আমাকে আপনারা কী জন্য এখানে ধরে এনেছেন? আমাকে কী করতে বলেন?

—আমাদের ডাক্তার মেজর প্যাট্ আহত হয়েছেন। অন্য ডাক্তার এসে পড়তে সময় লাগবে। গুরুতর কতগুলো অস্ত্রোপচারের জন্য আপনাকে আমরা নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। থাক, আপনি পরিশ্রান্ত। আপনাকে দীর্ঘপথ

আমরা কষ্ট দিয়েছি। রাত্রের খাবার আপনার প্রস্তুত। একটু বিশ্রাম করুন আপনি।

ডাঃ থিন ছাইদানে সিগার রেখে বললেন,

—আন্দাজ আমি আগেই করেছিলাম। তবে পুরোপুরি বুঝে উঠতে আমার সময় লেগেছে। বুঝলাম, আমি ভয়াবহ দস্যুদের হাতে বন্দী। এদের হাত থেকে বেঁচে ফেরা কঠিন। এদের দয়া নেই, মায়া নেই—এদের বিরুদ্ধাচরণ করলে কোনক্রমেই রেহাই নেই। এরা ভিয়েত কং। অল্পক্ষণ পরেই আমার খাবার এলো। আমি দেখে অবাক হ'লাম, আমার রাত্রের অভ্যস্ত আহারের পুরোপুরি ব্যবস্থা। শেষে এক পেয়ালা গরম কফিও বাদ গেল না। অল্পবয়সী একটা মেয়ে আমার দেখাশুনা করছিল। অল্প অল্প হাসে আর এটা সেটা এগিয়ে দেয়। অনেক কথাই ভাবছিলাম। এদের হাত থেকে আদৌ বেঁচে ফিরবো কিনা সেই চিন্তাই আমায় বেশি করে পেয়ে বসলো। অল্পক্ষণ পর পূর্বের যুবা আবার এসে হাজির হ'ল। বিনয়ের হাসি। পরনে কালো পাজামা, পায়ে টায়ারের তৈরি হো-চি-মিন স্যাণ্ডেল।

—আশা করি আপনি এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন।

—আমাকে দিয়ে এখন আপনারা কী করাতে চান?

—আপনাকে আজ রাত্রের মত বিশ্রাম দিতে পারলে খুব ভাল হতো। কিন্তু উপায় নেই। সাতজন লোকের দেহ থেকে গুলি বার করা যায়নি। আপনাকে এখনই হাত লাগাতে হবে।

—এখানে অপারেশন হতে পারে না। অস্ত্রোপচার মুর্গী ছাড়ানো নয়। কেরোসিনের আলোতে বা পেট্রোম্যাক্স জ্বেলে ছুরি ধরার চেয়ে সরাসরি গুলি করে মেরে ফেললে রোগীদের ওপর সুবিচার করা হবে। আমি মানুষ খুন করতে পারবো না।

ডাঃ থিনের কথায় যুবা একটু স্মিত হাসে। বলে,

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সমস্ত ব্যবস্থাই আমাদের আছে। আমাদের আলাদা ডায়নামো আছে—আলো আপনি পাবেন। অপারেশন টেবিলে আপনি যে জিনিসের প্রয়োজন বোধ করবেন, হয়তো সবই আপনাকে দিতে পারবো। আপনাকে সাহায্য করবার জন্যে দু'জন সহকারী পাবেন। আমিও আপনার পাশে থাকবো—আশা করি আপনার কাজে কোন অসুবিধে হবে না।

—আপনি কি ডাক্তার ?

—হ্যাঁ। তবে সার্জারীর প্রাথমিক কাণ্ডজ্ঞান ছাড়া আমি বিশেষ কিছু জানি না।

—আপনি কোথায় পড়েছেন ?

—সায়গন। তারপর প্যারীতে। আপনি আমাকে না চিনলেও আমি আপনাকে জানি। আদর্শগত বিরোধ বিস্তর, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে আপনি আমাদের শত্রু—কিন্তু ডাক্তার হিসাবে, সার্জেন হিসাবে আপনি একজন দক্ষ লোক। তাই আজ আপনাকে আমাদের দরকার।

ডাঃ খিন একটু থেমে বললেন,

—সেই রাত্রেই অপরিচিত সেই টায়ারের স্যাণ্ডেল পরা ডাক্তার আমাকে নিয়ে চললো। চোখ আর আমার বাঁধা হ'ল না। ঘর থেকে বেরিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু দরজার মুখে একজন ছোকরাকে দেখলাম সাব মেশিনগান নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া। জঙ্গলা সরু পথ পেরিয়ে একটা জায়গায় এলাম। কয়েকজন অপেক্ষা করছিল সেখানে। টিমটিমে একটা কেরোসিনের আলো দেখিয়ে আমাকে একটা গোয়াল ঘরে আনা হ'ল। কয়েকটা গরু। একদিকে খড়ের গাদা। গন্ধও সেখানকার খুব প্রীতিকর নয়। কিন্তু চূড়ান্ত বিস্ময় আমার জন্যে তখনও অপেক্ষায় ছিল। আরব্য উপন্যাস আমি পড়েছি। শাহজাদির আত্মরক্ষার জন্যে অনেক মিথ্যে গল্পের হয়তো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমার চোখের সামনে খড়ের গাদাটা যখন কাত হয়ে ভঁজ হয়ে গেল, নিচে নেমে যাবার সিঁড়ি বেরিয়ে পড়লো, আমি তখন বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাই। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ। যেন নতুন এক জগৎ। দস্তুর মত হাসপাতাল। আমার চোখের সামনে বিস্ময়ের পর বিস্ময়। সিমেন্স এক্স রে মেশিন দেখে আমি হতবাক হয়ে প্রশ্ন করি,

—সিমেন্স এক্স-রে মেশিন।

—এসব আমরা দখল করেছি। ভিয়েতনামের যুদ্ধে শান্তিপ্রিয় বহু দেশের নিরপেক্ষতার প্রমাণ এই ক্ষুদ্র জঙ্গলের হাসপাতালেই পাবেন। পশ্চিম জর্মনীর এক্স-রে কার্ডিওগ্রাফ মেসিন, কানাডার কাঁচি ছুরি, বৃটিশ মেড এ্যান্টিবায়োটিক আর যাবতীয় ওষুধ সবই পাবেন। তবে আমেরিকান স্টকই আমাদের বেশি।

—কেমন করে দখল করেছেন ?

—লড়াই করে আমরা অধিকার করেছি। মার্কিন সেনা ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের

দালাল সেনাদের হাত থেকে গ্রাম ও শহর অধিকার করে এসব আমরা সহজেই পেয়েছি। লাওস ও কাম্বোডিয়া দিয়ে, মেকং নদী হ্যানয়ের সাহায্য আমরা পাই না।

অপারেশন থিয়েটার ডঃ থিনকে মুগ্ধ করে। পুরো ঘরটা এ্যালুমিনিয়াম চাদর দিয়ে বানানো। তারপর প্যারাস্যুটের নাইলন দিয়ে সুন্দর করে মোড়া। মেঝে, দেওয়াল, সিলিং সর্বত্র এ্যালুমিনিয়াম সিট্। বৈদ্যুতিক আলো একটা সমস্যাই নয়। পা দিয়ে ঠুকে ডাঃ থিন মেঝেটা পরীক্ষা করছিলেন। সঙ্গের ডাক্তার যুঝা বলে,

—জেট্ বিমান নামার জন্যে অস্থায়ীভাবে এই এ্যালুমিনিয়াম সিট্ দিয়ে ইয়াঙ্কীরা আজকাল রানওয়ে বাড়িয়ে নিচ্ছে। আমরাও এই জিনিসটা দিয়ে অপারেশন থিয়েটারটা বানিয়ে নিয়েছি। আপনার কাজের কী খুব অসুবিধে হবে ডাঃ থিন ?

—না !

ডাঃ থিন আবার একটু থামলেন। অসহায়ের মত হেসে বললেন,

—আপনিও দেখছি অবাক হচ্ছেন। একঘেয়ে লাগছে কী ?

—আপনি থামবেন না, বলে যান। শুনতে আমার অসম্ভব ভাল লাগছে। এ যে এক দারুণ অভিজ্ঞতা।

ডাঃ থিন আবার নিজের কথা বলে চলেন,

—অপারেশন শুরু করলাম। পর পর সাতটা। পাঁচটা জোয়ান, একজন বৃদ্ধা, সর্বশেষে একজন তরুণীকে আনা হ'ল। সবাই লড়াইয়ে আহত হয়েছে। এমন কী বৃদ্ধাও। চারজনের আঘাত মারাত্মক। তবে বৃদ্ধাকে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও অন্য ছ'জন সম্পর্কে আমি ভরসা দিতে পারলাম। অপারেশন টেবিল থেকে আমাকে সোজা পূর্বের ঘরে আনা হ'ল। সেই ঘর। আগের সেই মেয়েটা আমাকে হেসে হেসে সাবধান করে গেল—দরকার হলে ডাকবেন, আমি পাশেই আছি। ঘরের বাইরে যাবেন না। ফাঁদে বিপদ ঘটতে পারে। স্যাণ্ডেল পরা ডাক্তারের সঙ্গে আমার পর দিন দেখা হয়েছে। কিছু বলবার আগেই আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, বৃদ্ধাটি মারা গেছে, আর সবাই ক্রমশ সুস্থ হচ্ছে। আজ রাত্রেই আপনাকে আবার হুয়ে-তে পৌঁছে দেওয়া হবে। আপনি আজ বিশ্রাম করুন। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া আপনাকে আমরা বিরক্ত করবো না। আমাদের ডাক্তার এসে পড়লে আপনাকে আমরা এক মুহূর্ত আটকাবো না।

—তারপরের ঘটনায় কোন বৈচিত্র নেই। রাত্রে আমাকে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হ'ল। ক্লান্তিকর দীর্ঘপথ। চোখও আমার পূর্বের মত বাঁধা হ'ল। কয়েক ঘণ্টার নৌকো পথ। তারপর খানিকটা হাঁটতে হয়। গাড়ি তৈরিই ছিল। দেখতে না পেলেও বুঝলাম আমারই গাড়ি। পথে কোথাও থামেনি। হঠাৎ এক জায়গায় এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। গাড়ির মধ্যে কোন সাড়াশব্দ নেই। প্রশ্ন করেও উত্তর পেলাম না। হাত আমার খোলাই ছিল। আর একবার ডেকেও যখন সাড়া পেলাম না, তখন চোখের বাঁধন খুলতে চেষ্টা করি। কালো কাপড়টা খুলতেও আমার সময় লাগেনি। দেখলাম আমার বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে আমি সম্পূর্ণ একা। ভিয়েত কং-রা পালিয়েছে। শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে ছুটে আসছে। ক্লান্তির শেষ সীমানায় আমি পৌঁছে গেছি। চুপচাপ গাড়িতে মাথা রেখে কয়েক মুহূর্ত আমার অজ্ঞাতবাসের কথা ভাবলাম। দুঃস্বপ্নের মত লাগছিল।

নিজের ঘরে আসতেই আমার স্ত্রীর ব্যবহারে বিস্মিত হই। পরে শুনলাম এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি টেলিফোনে আমার স্ত্রীকে জানায় জরুরী একটা অপারেশন কেস নিয়ে আমি সায়গন গেছি। ফিরতে হয়তো আমার দু'দিন লাগবে। স্ত্রীর কাছে আমি কিছু ভাঙলাম না। দ্বিতীয় কোন প্রাণীকে আমার নিদারুণ এই অভিজ্ঞতার কথা বলিনি। কিন্তু আপনাকে আজ না বলে পারলাম না। ছিনিয়ে নেওয়া সমস্ত কিছুই ওরা গাড়িতে রেখে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে একটা থলিতে কিছু ফিস্‌ও রাখা ছিল। শুধু রিভলভারটা নেই।

ডাঃ থিনের দুরন্ত অভিজ্ঞতা আমাকে বিস্মিত করে। কিন্তু একান্ত গোপনীয় এই সংবাদ আমাকে ডেকে শোনানোর কী প্রয়োজন ছিল, আজ বুঝতে পারি না। ঔৎসুক্য প্রকাশ করি,

—কাউকে এ কথা এ-পর্যন্ত বলেননি ?

—না। নতুন করে বিপদ ডেকে আনার সম্ভাবনা ষোলআনা। আমার স্ত্রীকেও নয়।

—আপনার অভিজ্ঞতা অসাধারণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু-ডাঃ থিন, আপনি আমাকেই বা আজ এই কথাগুলো ডেকে শোনালেন কেন ? আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন ?

ডাঃ থিন হঠাৎ পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। একটা গুমোট ভাব আমিও কাটিয়ে উঠতে পারি না। নীরবতা ভেঙে অল্পক্ষণ পর বললেন,

—কালকে ডিনার টেবিলে যাবার আগে লাউঞ্জে একজনের সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন মনে পড়ে।

ডাঃ থিনের কথা খুব পরিষ্কার মনে হ'ল না।

—কালকে ডিনারের আগে লাউঞ্জে একজনের সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন আপনার মনে পড়ছে না। পরনে কালো পোষাক ছিল।

—আপনি কী মাদাম কোয়াত এর কথা বলছেন ?

—নাম আমি জানি না, তবে আমি তাঁর কথাই বলছি।

—তাঁর সঙ্গে আপনার এ কাহিনীর কী কোন সূত্র থাকতে পারে ?

ডাঃ থিন গম্ভীর হয়ে পড়েছেন। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেন,

—দু' বছর আগে জঙ্গলের সেই হাসপাতালে ঐ রুগীর দেহে আমি শেষ অস্ত্রোপচার করি। তিনিই ছিলেন সেদিন আমার সাত নম্বর রোগী।

আচমকা অদৃশ্য একটা আঘাত পেলাম। কালকের ডিনারের আগে মনে করবার চেষ্টা করি। যতদূর স্মরণে আসে মাদাম কোয়াত-কে দেখে ডাঃ থিনের একটা ভাবান্তর হয়েছিল। ডিনারে তিনি খুব একটা সহজ হতে পারেননি। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু মাদাম কোয়াত এর সামান্য পরিবর্তনও আমি লক্ষ্য করেছি বলে মনে হ'ল না।

ডাঃ থিন বললেন, আপনি আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, কিন্তু তাঁর হাবভাবে আমার মনে হয়নি তিনি আমাকে চিনেছেন, কিন্তু আমি যে তাঁকে এতটুকু ভুল চিনিনি এটুকু তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন। আমি বোকার মত একটা কাজ করেছি।

—আপনি কী বলতে চাইছেন ?

—আমিও যদি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতাম, না চেনার ভান করতাম তা'হলেই ভাল হতো।

—আপনার ভুলও হতে পারে। ভিয়েতনামী মেয়েদের সবাইকেই আমি কিন্তু অল্পবিস্তর একরকমই দেখি।

—আমার ভুল হয়নি মিঃ সেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে। বিশেষ করে এই মেয়েটির আঘাত খুব গুরুতর ছিল না। অপারেশনের সময় লোকাল এনেস্থেশিয়া দিয়ে কাজ করছিলাম। অন্যমনস্ক করে রাখবার জন্যে আমি সারাক্ষণ কথা বলছিলাম। তা'ছাড়া অসাধারণ সুন্দরী এই মেয়েটিকে অন্য কারো সঙ্গে ভুল করবার

প্রশ্নই ওঠে না। আমার কোন ভুল হয়নি। আপনার মাদাম কোয়াত-কে আমি ঠিকই চিনেছি।

—মাদাম কোযাত-কে আমি যতটুকু জানি তাতে ভিয়েত কং দের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ শুধু অসম্ভব নয়—কল্পনাতীত। ভদ্রমহিলা দায়িত্বপূর্ণ কাজে বহাল আছেন আপনি হয়তো জানেন না।

—থাকতে পারেন। তাতে কিন্তু সুরাহা হচ্ছে না।

ডাঃ থিন একটু ঝিম ধরে রইলেন। সম্পূর্ণ বিস্ময়ে আমি আকাশ পাতাল ভাবতে থাকি। অল্পক্ষণ পর বললাম,

—আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। ধরে নিলাম মাদাম কোযাত ই সেই আহত তরুণী। কিন্তু তিনি যে আপনাকে চিনতে পেরেছেন এমন মনে করবারই বা কী কারণ আছে। গতকাল হোটেলেই হয়তো আপনার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয। মাদাম কোযাত হয়তো আপনাকে চিনতে পারেননি।

—সে রকম মনে করবারও খুব একটা কারণ নেই। শুনে আপনি অবাক হবেন ডাঃ সেন, একটা লোক আজ সকাল থেকে আমার পিছু নিয়েছে। রাস্তার দিকে জানলার কাছে দাঁড়ান, হয়তো সেই কানা লোকটাকে আপনি দেখতে পাবেন। ব্যাপারটা যত সহজ মনে হচ্ছে, আপনি ততটা সোজা মনে করবেন না। আমি একটু ভয পাচ্ছি। আপনার সঙ্গে পরিচয, কথাবার্তা শুরু হবার পর হযেছে, মেয়েটির সঙ্গে আপনার যথেষ্ট আলাপও আছে। তাই আপনাকেও আমি সতর্ক করে দিলাম। ডাঃ সেন, সাযগন এক তাজ্জব জাযগা। এই ভযাবহ গেরিলারা হিংস্র নেকড়ের মত। এদের আঘাত নির্মম ও অনিবার্য। আমি তাই তাড়াতাড়ি সাযগন ত্যাগ করতে চাই।

সোফা ছেড়ে উঠে এসেছিলাম জানলার কাছে। পর্দা একটু ফাঁক করে সামনে ঝুঁকে এপাশ ওপাশ দেখলাম, কিন্তু কাউকেই নজরে পড়লো না। মনে হ'ল ডাঃ থিন একটু বেশি মাত্রায ভয় পেয়েছেন। অনেক মিথ্যে আশঙ্কা তাঁর মনে শক্ত হয়ে চেপে বসেছে। অভয দিয়ে বলি,

—কিছুই করবার নেই এখন।

—সে তো বটেই। এ নিয়ে কিছু করা বিপজ্জনক। একমাত্র সময়ের ওপর দায়িত্ব দিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। তবে আমি কোন অন্যায় করিনি। আমাকে এরা বিপদে ফেলবে কেন ?

—আমারও তাই মনে হয়। মাদাম কোয়াতকে আমি জানি। আপনার

অনুমান হয়তো ভুল। তিনি এখানে উচ্চমহলে বিচরণ করেন, তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে আমি কিছুটা পরিচিত। তা'ছাড়া সায়গনের অতি সম্ভ্রান্ত এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে জঙ্গলের গেরিলা জীবনের কোন সম্পর্ক থাকা নিতান্ত অস্বাভাবিক।

—আমার সবটাই কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

—আচ্ছা ডাঃ থিন, এই মেয়েটিকেই যে আপনি জঙ্গলে দেখেছিলেন তার বিশেষ কোন প্রমাণ দিতে পারেন?

—বিশেষ প্রমাণ বা নজির কিছু নেই। তবে চিনতে আমার ভুল হয়নি। আমার বেশ মনে আছে মেয়েটির গুলি লেগেছিল পেছনে, নিতম্বের ঠিক নীচে। তাঁর ডান দিকের পেছনের উরু জখম হয়েছিল। আমি রসিকতা করে বলেছিলাম, আপনি বীরাঙ্গনা কিন্তু পেছনে গুলি লাগলো কেন? ভদ্রমহিলা এক চোট হেসে তার সকারণ যুক্তিও তখন দেখিয়েছিলেন। এখন অবশ্য সে কথা আমার মনে নেই। প্রমাণ বা নজিরের কথা বলছেন, হ্যাঁ, আজও আঘাত ও ছুরির চিহ্ন আপনি সেখানে নিশ্চয়ই পাবেন।

—অন্য কেউ হলে আশঙ্কার কারণ ছিল, আমার কিন্তু দৃঢ় ধারণা মাদাম কোয়াতকে ভুলই চিনেছেন আপনি।

—কিন্তু ঐ কানা লোকটা আমার পিছু নিয়েছে কেন?

—ডাঃ থিন, আপনি পুরো ব্যাপারটা উপেক্ষা করুন—আপনার যখন কোন-অপরাধ নেই, সেখানে ভয় পাবারও কোন কারণ নেই আপনার। এ নিয়ে খোঁচাখুঁচি করলে ভুল হবে। আমাকে বলে আপনি ভালই করলেন। সমস্ত ঘটনা জেনে আমার ভালই হল। ভবিষ্যতে আমি সতর্ক হয়ে চলবো-ফিরবো।

ডাঃ থিনের কাছে বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম। রোমাঞ্চকর এক গল্পের সঙ্গে যেন এতক্ষণ চলছিলাম।

মাদাম কোয়াত কিন্তু আমার সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। অন্তরঙ্গতা কিছু নয়—তবে ইদানীং একটু বেশি পরিচয় ঘটেছে বলা যেতে পারে। সত্যি কথা বলতে কী, এ পর্যন্ত সায়গনে আমি মাদাম কোয়াতের মত অন্য এক-জন ভিয়েতনামী মহিলার সাক্ষাৎ পাইনি। পাঁচজনের চেয়ে অনেকটা মাথায় লম্বা—প্রায় পাঁচ-সাত বা পাঁচ-আট। সুডৌল স্বাস্থ্য। ইংরেজি, ফরাসী ও চীনা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। এক সময় মাদাম নু-র উইমেন সলিডারিটি

ম্যাভমেন্টের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। সায়গনেই থাকেন। স্বরাষ্ট্র বিভাগে পাবলিক রিলেশন অফিসার। সবার সঙ্গেই খাতির। মাদাম কোয়াতের সর্বত্র গতিবিধি। রক্ষণশীল নেতা থেকে শুরু করে মহা মহা ইয়াঙ্কী পুরুষসিংহ মাদাম কোয়াতের সঙ্গে মেশবার জন্যে উৎসুক।

মাদাম কোয়াতের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আধা সামরিক এক অনুষ্ঠানে। দূর পল্লার জেট্ বিমানে বোঝাই হয়ে এসেছিল প্রায় দুশো এ্যালশেসিয়ান। দস্তুর-মত ভি আই পি অভ্যর্থনা। শেকলে বাঁধা সুশিক্ষিত, নেকড়ে বাঘের আকৃতির তেজী এ্যালশেসিয়ান নিয়ে দুশো মার্কিন সেনার রানওয়ের ওপর দিয়ে মিছিল এক অপরূপ দৃশ্য। শুনলাম এদের উপদ্রুত এলাকায় ছাড়া হবে। হেলিকোপ্টারে চড়িয়ে এদের নিয়ে যাওয়া হবে বিভিন্ন এলাকায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন জঙ্গল আর কাদামাটির দেশে প্রকৃত মপিং-আপ অপারেশন-এ এই এ্যালশেসিয়ান খুবই কাজের হবে। মানুষ প্রমাণ ঘাস আর ধানক্ষেতের মধ্যে ভিয়েত কং-দের খুঁজে বার করতে ইয়াঙ্কী সেনাদের সাহায্য করবে বিস্তর। জমজমাট সে অনুষ্ঠানে প্রেসকেও ডাকা হয়েছিল। গোটা ছয়েক ট্রেনাব এ্যালশেসিয়ানদের সঙ্গে ছিল। মাদাম কোয়াতের সঙ্গে এখানেই আমার প্রথম আলাপ। হাস্যে-লাস্যে দেহ-ভঙ্গীর বিভ্রমে, উঁচু ক্ষুরওয়ালা জুতোতে শব্দ তুলে আঁটো পোষাকের দীর্ঘাঙ্গী এই তরুণীকে কখনও সামরিক অফিসার বা কখনও সিভিলিয়ান এডমিনিস্ট্রেটারদের মধ্যে ব্যস্ত আনাগোনা উপস্থিত সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অনুষ্ঠানে বোধহয় মার্কিন বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনে তিনি ফরাসী দোভাষীর কাজ করছিলেন।

মাদাম কোয়াত আমাকে পছন্দ করেন। খুব একটা সকার্যণ যুক্তি নেই, আমার দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে তাঁর কিছুমাত্র যোগসূত্র নেই, তবু আমার সঙ্গে কথা বলে খুশি হন। বিস্তর সময় নষ্ট করতেও আমার খুব খারাপ লাগে না। মাদাম কোযাতের মধ্যে আপাত দৃশ্য স্ত্রীজনোচিত সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও একটা চড়া পর্দার পৌরুষই হয়তো আমি পছন্দ করি।

ডাঃ থিনের সন্দেহকে অমূলক বলেই মনে করেছি। তাঁর দু'বছর আগেকার অভিজ্ঞতাতে হয়তো কোন মিথ্যে নেই, কিন্তু জঙ্গলের হাসপাতালের সঙ্গে মাদাম কোয়াতের কিছুমাত্র যোগসূত্র থাকা সম্ভব নয়, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। মাদাম কোয়াত সায়গনের ধনী সমাজে, য়্যারিস্টোক্রাট্ মহলে, মার্কিন বিশেষজ্ঞদের খাকি রঙের বুইক গাড়িতে প্রবল তেজে প্রতিষ্ঠিতা। তিনি সায়গনের অতি বড় সোসাইটি গার্ল-দের মর্মবেদনার কারণ। এমন বহু নজিরও আমার জানা আছে।

হোটেল থেকে সোজা এলাম প্রেস ক্লাবে। এক দিকে দেখলাম জমিয়ে তুলেছেন আঁদ্রে মরিশ। সামনের দু'জনকে হাসিতে একরকম লুটিয়ে পড়তে দেখে বুঝলাম, আঁদ্রে মরিশ মেজাজে আছেন। হ্যানয়ে কসিগিনের নরম অভ্যর্থনা পাওয়ার সূত্র ধরে হো-চি-মিনের পিকিং প্রীতি, ল্যাটিন আমেরিকায় কোথায় দ্বিতীয় কিউবার সম্ভাবনা বা দূরপাল্লার ক্ষেপনাস্ত্রে মাও কতটা পিছিয়ে আছেন সে ধরনের কোন আলোচনা নিশ্চয়ই হচ্ছে না। আমাকে দেখে 'আয় চাঁদ 'আয় চাঁদ' ভঙ্গীতে কাছে ডেকে পূর্ব প্রসঙ্গের খেই ধরে বলেন,

—আপনার কী মত মিঃ সেন?

আধা পরিচিত সামনের দু'জন আবার খিল খিল করে হেসে ওঠেন।

চেয়ার দখল করে বসতেই আঁদ্রে মরিশ বললেন,

—মেয়েদের শ্লীলতাহানির আশঙ্কায় কোন্ মহাপুরুষকে নিমন্ত্রণ করতে আজ বহুদেশ ভয় পায় বলুন তো?

—আপনার প্রশ্নটি যথেষ্ট পরিষ্কার নয়।

—এই সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরি হচ্ছে কেন মিঃ সেন? পৃথিবীর কোন্ নেতাকে অন্য দেশের নেতা মেয়েদের শ্লীলতাহানির আশঙ্কায় আমন্ত্রণ জানাতে ভয় পায়? সেই বীরপুরুষের নাম বলুন।

আমি একটু চাতুর্যের আশ্রয় নিলাম। বললাম,—ফেডারেশন অব মালয়েশিয়া আপনি পছন্দ করেন না বলেই জানতাম। ইউ এন. ও ছেড়ে আসাতেও আপনাকে ঐ মহাপুরুষটির ওপর ক্ষেপে যেতে দেখিনি।

আঁদ্রে মরিশের চোখে খুশির হাসি ছড়িয়ে পড়ে। সামনের দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলেন,

—মহাপুরুষটিকে মিঃ সেন ঠিক চিনেছেন। জাকার্তায় ছিলেন নাকি কখনও?

—না, তবে আপনার সঙ্গে তো এক হোটেলেই আছি কিছু দিন।

—তবে মিঃ সেন, ফেডারেশন অফ মালয়েশিয়া বা নিও-কলোনিয়ালিজমের সঙ্গে মেয়েদের শ্লীলতাহানির কোন যোগ নেই এটা আপনার জানা দরকার। ইউ এন. ও. ত্যাগ করার অর্থ এই নয় যে, মেয়েদের শ্লীলতাহানিও ছাড়তে হবে। আমার মনে হয় হাওয়ার্ড জোনস্-কে সরিয়ে প্রেসিডেন্ট জনসন যদি কিম নাভোক্ বা মার্লিন মুনরোর মত কাউকে রাষ্ট্রদূত করে জাকার্তায় পাঠাতেন, তবে ওয়াশিংটনের সঙ্গে জাকার্তার তিক্ততা এতটা গড়াতো না।

প্রচণ্ড একটা হাসির ঝড় টেবিলের ওপর ফেটে পড়ে।

আমি জানি আঁদ্রে মরিশ ইচ্ছে করেই হাস্যরসের খাতিরে অতিভঙ্গী করছেন। মেজাজ এসে গেলে প্রচুর কথা বলেন। কিন্তু পরিবেশনার গুণে তাঁর সমস্ত কথাই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

আঁদ্রে মরিশ শুরু করলেন,

—আমি যখন প্রথম জাকার্তায় যাই, সে প্রায় বছর ছয় আগের কথা। তখন সুকর্ণের তৃতীয় স্ত্রীর পঞ্চম সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল। বাহাত্তর মিলিয়ন থেকে একশো মিলিয়নে দেশের জনসংখ্যা পৌঁছানোর অতবড় প্রামাণ্য যুক্তি আর কী থাকতে পারে। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে দেখে আমার মনে হয়েছে নিজের সুবিধার জন্যে তিনি যে কোন দিকে ঝুঁকতে পারেন। চীনকে বাদ দিয়ে এশিয়ায় যে 'পাওয়ার ভ্যাকুয়াম' সেটি তিনি দখল করতে চান। ভাল ভাল কথা মাইন্ কাম্প্-এ অনেক পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীদের সঙ্গে তাঁর মিতালী নেগো দিন দিয়েমের চেয়ে কী খুব কম হয়েছে? এক গাদা প্রেসের সামনে বলেন —*I am a combination of Franklin Delano Roosevelt and Clark Gable also a great seducer of women* পুরো সামরিক পোষাকে মাঝে মাঝে খালি পায়ে হাঁটছেন। শুনেছি জুতো পরলে পায়ে লাগে। প্রেসকে বলেন— *I am discharging electricity*

হালকা আলাপ ক্রমে ভারী আলোচনার দিকে এগিয়ে চলছিল। এমন সময় বেরসিক এক টেলিফোন সব গোলমাল করে দিল। আঁদ্রে মরিশ অতি প্রয়োজনীয় কী কাজে তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন। অন্য দু'জন সাথীও তাঁর পিছু নেন।

আমি কিছু কাজ সারলাম। জাপানী করেসপণ্ডেন্ট মিঃ নিরুটার সঙ্গেও অনেকটা সময় গেল। নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু সওদা করবার ছিল। কিছু ফিল্মও কিনলাম। সায়গনে পয়সা থাকলে জিনিসের অভাব নেই। দুনিয়ার যত রাজ্যের মাল এখানে সর্বসময়েই হাজির। তবে মার্কিন পণ্যসম্ভারে অন্য সমস্ত কিছুই কোণঠাসা। দাড়ি কামানোর ব্রাশ, ফ্রিজিডিয়ার মায় ভ্যাকুয়াম ক্লিনার।

সায়গনের ট্যাক্সিওয়ালারা এক তাজ্জব লোক। যে কোন সময় গাড়ি যেখানে সেখানে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মান্ধাতার আমলের ফরাসী ছোট ছোট গাড়ি। বহু ট্যাক্সির শক্ এ্যাবজর্ভারের বালাই নেই। সারা পথ নাচতে নাচতে যেতে হবে। গদি ভেদ করে সিটের স্প্রিং যাত্রীর ট্রাউজার্স ধরে টানাটানি করে। গন্তব্যস্থল ভাল করে না শুনেই ড্রাইভার স্রেফ উল্টো পথে

যেতে শুরু করলো। যাবো মার্কিন মন্ত্রণালয়ে, নিয়ে চললো ডাউন টাউন। সামনে পথচারী পড়লেও হর্ন দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। জিজ্ঞাসা করলে বলে, হর্ন ছাড়া আমার গাড়ির সব জায়গা দিয়ে শব্দ হয়। হেড লাইট থাকলেও পুলিশকে যখন ঘুষ দিতে হবে, তখন আলোর জন্যে খুব একটা মাথাব্যথা নেই এদের।

ডাঃ থিন কিন্তু আমার মাথা থেকে কিছুতেই যায় না। ব্যাপারটা লঘু করবার চেষ্টা করেও খুব সহজ করা গেল না। আজ সন্ধ্যেতে মাদাম কোয়াত আমার হোটেলে আসবেন—সে চিন্তাও আমার মাথায় ছিল। তবে মনে মনে ঠিক করি, ডাঃ থিনের আশঙ্কা যত অমূলকই হোক, মাদাম কোয়াত সম্পর্কে তাঁর ধারণা যত ভ্রান্তই হোক না—একটু সাবধানে চলাফেরার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। অনাহূত কৌতূহল অবাঞ্ছিত বিপদই ডেকে আনবে।

হোটেলে ফেরবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলেন মাদাম কোয়াত।

ঘরে ঢুকতেই একটা মিঠে সুগন্ধে সারা পরিবেশ ভরে ওঠে। টসটসে মুখশ্রীতে হাসির ঝিলিক লাগিয়ে বললেন,

—ওয়ার জোন-এ যাওয়া আপনার আটকালো কেন? যুক্তিটা কী? এবার দেখছি আমাকে হাত লাগাতে হবে। আপনি আমেরিকান প্রেস—তবু আপত্তি করলো?

—আমেরিকান প্রেসের অসামরিক আমেরিকান রিপোর্টারদেরও নাকি ওয়ার জোনে যাওয়া এখন বন্ধ। তবে আমি ওপর মহল থেকে চাপ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছি। দূতাবাসের সুপারিশ-খুব একটা কাজের হ'ল না।

—আপনি একদিন আমার বাড়ি আসুন। কর্নেল কিম-কে আমি নিমন্ত্রণ করবো। আমার মনে হয় তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। অন্তত তাঁর সঙ্গে উপদ্রুত এলাকায় ঘুরে আসতে পারবেন।

—কর্নেল কিমের কথা অবশ্য আগেও শুনেছি। আমার সম্পর্কে আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন বলছেন।

কথা আমি আগেই বলেছি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী আমার খুব একটা ইচ্ছে নয় আপনি ভিয়েতনামী-এডভান্স ট্রুপস্-এর সঙ্গে উপদ্রুত এলাকায় যান। নিরাপত্তার কথা বলছি। সেদিক দিয়ে আমেরিকান হেলিকোপ্টার অপারেশন অনেক বেশি নিরাপদ।

—এ্যাডভান্স ট্রুপস্-এর সঙ্গে প্লেয়কু অঞ্চলে ঘুরেছি। তবে সে খুবই নিরাপদ অঞ্চল। স্ট্রেটেজিক ভিলেজ দেখবার আমার খুব ইচ্ছে নেই। দু'পাশে ধান ক্ষেতের মধ্যে হাইওয়ের ওপর দুশো মাইল ঘুরলাম। একমাত্র গ্যাসযুদ্ধে পর্যুদস্ত কতকগুলো গ্রাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি। আচ্ছা মাদাম কোয়াত, আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমেরিকান মিশনের চেনাশোনা আছে।

—খুবই। কিন্তু মুস্কিল কী জানেন, আমি এই ইয়াঙ্কীদের ঘৃণা করি। একটু মিশলেই আব রক্ষা নেই। এদের বাদামী চোখের রোমান্স স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে না। রুচির অভাব। দু'একজন ছাড়া সবাই যেন এক ছাঁচে গড়া। মাদাম নু-র অনেক দোষ ছিল, কিন্তু ভিয়েতনামী মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করছে, এ অভিযোগে কোন মিথ্যে নেই। দনং একটা নরক হয়েছে, জানেন।

—আমি সর্বত্রই সমান। এদের পয়সা বেশি, তাই বেশি অবাধ্য।

—কাজের খাতিরে ব্যবহারিক ভদ্রতা একটা রাখতে হয় কিন্তু আমি দু'চক্ষে এই ইযাঙ্কীদের দেখতে পারি না।

পুরোপুরি সত্যভাষণ নয। ইয়াঙ্কীদের সঙ্গে চলাচলির খুব একটা কমতি আছে বলে আমার মনে হয না। কালই মাদাম কোয়াতকে ইয়াঙ্কী এক ষাঁড় পুরুষের সঙ্গেই দেখেছি। পাবলিক রিলেশন্স অফিসারের বেতন কত জানি না, কিন্তু চুল বাঁধনেওয়ালীকে অন্তত কাল তাকে এক দিনের মাইনের চেয়ে কিছু বেশিই যে কবুল করতে হয়েছে, সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

—ইয়াঙ্কীদের আমিও দেখতে পারিনে।

—সেটা রাজনীতি ঘটিত। কিন্তু যা-ই বলুন মিঃ সেন, আমাদের পরামর্শদাতার কাজে বহাল থাকলেও এদের মত ভীতু আমি খুব কম দেখেছি। এরা আজকাল ভিয়েতনামী চাকর-বাকরও রাখছে না। সেদিন গাড়ির চাকা ফেঁসে যাবার আওয়াজের সঙ্গে ভুল করে হুড়োহুড়ি আর দৌড়াদৌড়িতে নিজেদের মধ্যে তিন জন আহত হ'ল। এক মিনিটের মধ্যে বার ফাঁকা, সে এক দৃশ্য।

—ভয় পাওয়াটা খুব অস্বাভাবিক নয়—বেলা এগারোটার সময় যদি প্ল্যাস্টিক বোম দিয়ে মার্কিন দূতাবাস উড়িয়ে দিতে পারে, সেখানে এদের অসাধ্য কাজ কী থাকতে পারে বলতে পারেন ?

—প্ল্যাস্টিক বোম না ডিনামাইট ?

—দু'রকমই শুনছি। গেরিলারা পেছনের রাস্তাটা ব্যবহার করায় প্রধান সড়কের বহু পথচারী নিশ্চিত মরণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

—কিন্তু চীনা রেঁস্তোরাটা কী অপরাধ করলো? রেঁস্তোরার প্রায় সকলেই মারা পড়েছে আমি শুনেছি। তারা তো ইয়াঙ্কী নয়—সবাই ভিয়েতনামী।

—তবে সাধারণ ভিয়েতনামী নিশ্চয়ই নয়—ঐ চীনা রেঁস্তোরাটা গোয়েন্দা ও দূতাবাসের পেটোয়া লোকদের আড্ডা। গেরিলারা হয়তো সেই কারণেই বড় রাস্তা বাঁচিয়ে সাধারণ পথচারী না মেরে পেছন দিয়ে আক্রমণ করেছে।

—ভিয়েত কং সাধারণ ভিয়েতনামী আক্রমণ করছে না! সন্ত্রাস সৃষ্টি করবার জন্যে এক একটি গ্রামে তারা যা করছে—কতটা রিপোর্ট আর সামনে আসে!

মাদাম কোয়াত আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু করিডোরে এক সঙ্গে অনেকগুলো পায়ের ব্যস্ত আনাগোনা ও কথাবার্তায় সচকিত হই। বিলম্ব না করে দ্রুত পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখি টুকরো টুকরো জটলা। একটা অস্বাভাবিক পরিবেশ।

প্রশ্ন করতেই একজন বললেন,

—করোনারি থম্বোসিস মনে হচ্ছে। মুখ দিয়ে গেঁজা উঠতে দেখে কেউ কেউ বলছেন বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা।

—কোথায়?

—১৯৭ নম্বর।

ঠোঁট থেকে অস্ফুট এক বিস্ময়োক্তি ঝরে পড়ে,

—১৯৭ নম্বর!

—লোকটাকে আপনি চেনেন নাকি?

পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন মাদাম কোয়াত। মাথার মধ্যে আমার যেন হাতুড়ি পিটতে শুরু করলো। কথার জবাব না দিয়ে আমি দ্রুত এগিয়ে চললাম।

ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। বিছানার ওপর হুমড়ি খেয়ে ক্লান্ত হয়ে আছেন ডাঃ থিন। স্থির, পাথরের মত নিশ্চল। শূন্য ঘরে একমাত্র লিফ্‌টম্যানই দ্বিতীয় লোক। বিস্ময় ভরা চোখে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছে।

মাদাম কোয়াত আমার সঙ্গেই পেছনে পেছনে এসেছেন খেয়াল করিনি।

—আরে এঁকে তো কাল আপনার সঙ্গে দেখেছি।

মাদাম কোয়াত ঝুঁকে পড়ে ডাঃ থিনের দেহ পরীক্ষা করেন।

আমি বললাম,

—ডাঃ থিন মারা গেছেন!

—বলা মুস্কিল। একজন ডাক্তার ডাকুন। বাইরে শুধু জটলা। একজনও সাহায্যের জন্যে পাশে নেই। আশ্চর্য!

লিফ্‌টম্যান জানালো ডাঃ থিনের টেলিফোন অকেজো হয়ে যাওয়ায় মিস্ত্রী ঘরে এসে ডাঃ থিনকে ঐ অবস্থায় পায়। ডাক্তার এখনই এসে পড়বেন।

মাদাম কোয়াত কাঁপা গলায় বল্লেন,

—আপনি একটু দেখুন তো মিঃ সেন। ফোন করে দেখুন তো। আমি বরং ভাল করে শুইয়ে দিতে চেষ্টা করি। বেচারা! দু'একজনকে আসতে বল্লতো লিফ্‌টম্যান।

দম দেওয়া পুতুলের মত ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। আমি কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। ডাঃ থিনের দুপুরের কথাগুলো আমাকে নতুন করে পেয়ে বসে।

করিডোরেই ফোন ছিল। রিসিভার কানে তুলতেই চোখে পড়লো দ্বিতীয় লিফ্‌ট এসে থামলো। হোটেলের ম্যানেজার স্বয়ং ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। করিডোরের দু'একজনকে সক্রিয় হয়ে এগিয়ে আসতে দেখলাম।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। ঘরে ঢুকতেই সে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। ডাঃ থিনের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মাদাম কোয়াত উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রশ্ন করছেন,

—আর কী মনে পড়ছে, আর কী জানা আছে আপনার?

—ডাঃ থিন, ডাঃ থিন। আর কী মনে পড়ছে? ডাঃ থিন!

মাদাম কোয়াতের করুণ বেদনাভরা কণ্ঠ।

আমি বিভ্রান্ত। সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিহীন।

পায়ের শব্দে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন! গ্রীবা নেড়ে বল্লেন, সব শেষ! ডাঃ থিন মারা গেছেন।

মাদাম কোয়াতের হাবভাব দেখে বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাই। ডাঃ থিনের কাছে তিনি কী কথা শুনতে চাইছিলেন! উদ্‌ভ্রান্ত, সম্পূর্ণ আত্মহারা হয়ে কী সংবাদের জন্যে তিনি ব্যাকুলতা প্রকাশ করছিলেন!!

মাদাম কোয়াত ত্রস্ত পদক্ষেপে আমার অতি নিকটে এসে দাঁড়ান। তাঁর ব্যস্ততায় অপ্রকৃতিস্থতার ভাব সুস্পষ্ট। সবাই বেশ বিস্ময়বোধ করেন।

—এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এখনই সিকিউরিটি পুলিশে একটা ফোন করতে হবে।

—পুলিশ! আপনি কী বলছেন?

—আপনি আমার সঙ্গে আসুন। সব আপনাকে খুলে বলছি। হাতে আমাদের সময় খুবই কম। হয়তো আমরা সময় পাবো না।

মাদাম কোয়াত ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিশিতে পাওয়া মানুষের মত একটা অদৃশ্য শক্তির টানে আমি ছুটে চলি।

আমার ঘরে ফিরে এসেও মাদাম কোয়াত শান্ত নন। একদম অন্য মানুষ। দশ মিনিটের মধ্যে সিকিউরিটি পুলিশের লাইন দিতে না পারলে অপারেটারকে গ্রেপ্তার করবার ভয় দেখালেন। হাত নেড়ে একটুকরো বিক্ত হাসিতে আমাকে অভয় দিয়ে বলেন,

—সব বলছি। আপনি বসুন। ডাঃ থিনকে হত্যা করা হয়েছে।

আমি সোফার হাতল ধরে বসে পড়লাম।

—হ্যালো, সিকিউরিটি পুলিশ? চীফ অব ইন্টেলিজেন্সের ঘরে লাইনটা দিন না—কী, লাইন এনগেজড্—আমাকে আটকাবেন না, এখনই লাইন দিন—হ্যালো, বিরক্ত করবার জন্যে দুঃখিত, আমি হোটেল ক্যারাভেলী থেকে মাদাম কোয়াত কথা বলছি—হ্যাঁ হোটেল ক্যারাভেলী—১৮৭ নম্বর ঘর থেকে। এয়ারপোর্টে মিলিটারী এরিয়ার মধ্যে একজন ভিয়েতনামী সেনা ওয়াটার বটলের মধ্যে ভয়াবহ বিস্ফোরক নিয়ে প্রবেশ করেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভিয়েতনামী……জেট বিমানের রানওয়েই আমি বলতে চাইছি। একটা সুইসাইড্যাল স্কোয়াড তাতে সন্দেহ নেই—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওয়াটার বটল……খবরটা এখনই রেডিওগ্রামে সমস্ত মিলিটারী উইং-এ পাঠিয়ে দিন। আমি কোথায় যাবো? না না আমি সোজা এয়ারপোর্টে যাচ্ছি। সময় এত কম তাই ফোনে আপনাকে জানিয়ে দিলাম। আমি এয়ারপোর্টে যাচ্ছি। পরে দেখা করবো। অশেষ ধন্যবাদ।

রিসিভার সশব্দে নামিয়ে রেখে হাঁপাতে শুরু করেন মাদাম কোয়াত। পরক্ষণেই মার্কিন সামরিক হেডকোয়ার্টার্সকে ফোনে চাইলেন। চোখেমুখে নিদারুণ উদ্বেগ। প্রতিমুহূর্তে যেন পরক্ষণের চিন্তায় অধীর। আমার কোটের হাতা স্পর্শ করে বললেন,

—সিকিউরিটি পুলিশকে বিশ্বাস নেই। অযথা সময় নষ্ট করতে ওস্তাদ।

অপর প্রান্তের সাড়া পেয়ে পূর্বের মত সংবাদ সরবরাহ করলেন। যেন মনে হ'ল মাদাম কোয়াতের সংবাদ মার্কিন সমর দপ্তরে অদৃশ্য একটি নপাম বর্ষণ করেছে।

—যাক, আমাদের প্রধান কর্তব্য শেষ হ'ল। তবে এখনই আমাদের এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হওয়া দরকার।

রহস্য ঘনীভূত হতে থাকে।

আমার মতামতের যেন কোন প্রয়োজনই নেই। মাদাম কোয়াত বললেন,

—দেরি করবো না। চলুন আমরা যাই। পথে কথা হবে।

গাড়িতে উঠে মাদাম কোয়াত মুখ খুললেন,

—আপনি ঘরের বাইরে কতক্ষণ ছিলেন মিঃ সেন? ডাক্তার নিয়ে ফিরে আসতে মিনিট দু'য়েকের বেশি নিশ্চয়ই লাগেনি।

—হ্যাঁ, দু'তিন মিনিট হবে।

—আমি ডাঃ থিনকে শুইয়ে দিলাম বিছানায়। গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। স্থির দেহটা হঠাৎ নড়ে উঠলো। অসহায়ের মত মুখ তুলে ডাঃ থিন যেন কাকে খুঁজছিলেন। আমি মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ি। ডাঃ থিন কাঁপা গলায় বললেন, এয়ার পোর্টের মধ্যে সুইসাইডাল স্কোয়াডের একজন একটা ওয়াটার বটল-এর আড়ালে মারাত্মক বিস্ফোরক নিয়ে প্রবেশ করেছে। রাষ্ট্রদূত ম্যাক্সওয়েল টেলর রাত সাড়ে আটটায় তান সন হট এয়ারপোর্টে নামবেন। ম্যাক্সওয়েল টেলরকে বাঁচান।

—তারপর?

—তারপর অনেক চেষ্টা করলাম। কোন উত্তর পেলাম না। বার বার প্রশ্ন করলাম—আর কী মনে পড়ছে, আর কী জানা আছে আপনার। ডাঃ থিন, ডাঃ থিন! কোন উত্তর নেই। ডাঃ থিন মারা গেলেন।

—হার্ট এ্যাটাক্ নয়?

—আমার মনে হয় তীব্র বিষে ডাঃ থিনকে হত্যা করা হয়েছে। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার মিঃ সেন।

—ডাঃ থিন এ সংবাদ কোথা থেকে পেলেন?

—এদের জানতে হয়। অনেক খবরই তো আপনি রাখেন মিঃ সেন কিন্তু ম্যাক্সওয়েল টেলর আজ সাড়ে আটটায় আসছেন একথা কী জানতেন আপনি?

—না।

কথা বলছিলেন কিন্তু গাড়িটাকে তীব্র গতিতে রাখতে চেষ্টা করছেন। দু' জায়গায় ট্রাফিক সিগন্যাল ভেঙে, পুলিশের নির্দেশ অমান্য করে গাড়ি ছুটিয়ে চললেন। হেসে বললেন,

—আমরা আদৌ কোন ঝুঁকি নিতে পারি না।

—হোটেলে থাকতে ব্যাপারটা আমি ফাঁস করতে চাইনি। আপনার সঙ্গে আলোচনা করবার সময়ই পেলাম কৈ মোটে।

মাদাম কোয়াত গাড়ি নিয়ে জনবিরল এয়ারপোর্টের পাকা সড়কে তীব্র একটা বাঁক নিয়ে উঠে এলেন। বললেন,

—আমাকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেবেন মিঃ সেন? আশা করি আটটার আগেই আমরা পৌঁছে যেতে পারবো।

ধরানো সিগারেট হাতে তুলে দিয়ে বলি,

—ডাঃ থিনকে আমি যতদূর দেখেছি তাঁর সঙ্গে কোন রাজনীতির যোগ থাকতে পারে না।

—এ সব কথা আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

—আমার তাই মনে হয়।

—আমার তো মনে হয় সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমার দৃঢ় ধারণা ডাঃ থিনের গেরিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের ভুল ধরতে পেরে বোকার মত হয়তো কোন মতদ্বন্দ্বে নেমেছিলেন—তাই গেরিলারা তাকে নিষ্ঠুরভাবে সরিয়ে দিল। ম্যাক্সওয়েল টেলর আজ আসছেন সায়গনে, একথা একমাত্র টপ্ মিলিটারী বস আর দূতাবাসের পার্সনেল মেম্বারদের জানবার কথা। কিন্তু ডাঃ থিন জেট্ বিমান পৌঁছানোর খবরও সঠিক রাখতেন। ডাঃ থিন একজন দেশত্যাগী বিপ্লবী। শেষ পর্যন্ত ভিয়েৎকংদের সঙ্গে তাঁর বনেনি।

মাদাম কোয়াতকে আমি যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। পর পর দুটো যমদূতের মত মিলিটারী ভ্যানকে ক্রমাগত হর্ন বাজিয়ে জায়গা চেয়ে ব্যর্থ হয়ে যে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে দুটোকেই ওভারটেক করলেন তাতে আমার সমস্ত শরীর শিরশির করে ওঠে। গ্রীবা নেড়ে রঙমাখা ঠোঁটে একটু উপেক্ষার হাসি,

—ইয়াঙ্কী!

পেছনের মিলিটারী ভ্যানের তীব্র হেডলাইটের আলোতে সুন্দরী মাদাম কোয়াত কয়েক মুহূর্ত চমকে চমকে উঠলেন।

এয়ারপোর্টে সামরিক পৃথক অঞ্চলে প্রবেশ করা কঠিন। মার্কিন সেনাদের কড়া পাহারায় জেট্ বিমানের স্বতন্ত্র গেট অতিক্রম করায় বিস্তর বাধা। মাদাম কোয়াত হেসেই সেসব কঠিন বেষ্টনী অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করলেন। মার্কিন সিকিউরিটি জি. আই-দের ঘরে এসে যখন ঢুকলাম তখন তিনি দস্তুরমত হাঁফাচ্ছেন।

পরিচয় দিতেই সামরিক অফিসার যেন বেসামাল হয়ে পড়েন। নিজেদের মধ্যে একটা গুঞ্জন। সবাই খুব উৎসাহী। আমাদের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ওয়ার

রুমের এক ক্ষুদে সংস্করণ। লম্বা এক ফালি টেবিলের সামনে তিনজন মার্কিন অফিসার একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন। প্রৌঢ় মার্কিন একজন করমর্দনের পর খুশির আতিশয্যে জড়িয়েই ধরলেন মাদাম কোয়াতকে।

জানা গেল প্রায় মিনিট পনের আগে একটা ওয়াটার বটল উদ্ধার করা হয়েছে, তবে এ পর্যন্ত কাউকেই নাকি গ্রেপ্তার করা যায়নি। ওয়াটার বটলটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। কঠিন পাহারা ও চূড়ান্ত সতর্কতা থাকা সত্বেও কী ভাবে আততায়ী ভেতরে প্রবেশ করেছে তাই নিয়ে জল্পনাকল্পনার শেষ নেই।

প্রৌঢ় অফিসার দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন,

—আমার মনে হয় যে অল্প কিছু ভিয়েতনামী সেনাকে আমরা এই ডেপ্ট উইং-এ রেখেছি, তাদের কেউ একজন ভিয়েত কং। অপরাধীকে ধরা অসম্ভব, তাই গোটা ব্যাটালিয়নটিই আমরা সরিয়ে ফেলেছি ইতিমধ্যে।

—রাষ্ট্রদূত টেলর কী পৌঁছে গেছেন ?

—এসব কথা অবশ্য বলা বারণ। কিন্তু আপনারা আমাদের লোক। সায়গনের সমস্ত মার্কিন সেনাবাহিনীর তরফ থেকে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার মহান কাজের জন্যে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু এত বড় ষড়যন্ত্রের হদিস পেলেন কেমন করে ?

—সে অনেক কথা, এই মুহূর্তে খুব কাজের কথা নয়। আমাদের সিকিউরিটি স্টাফের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আমি কোন কথাই বলতে পারি না। তবে পুরো ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা আমার এই বন্ধুর হোটেলে আকস্মিক ভাবে ঘটেছে। আশ্চর্য এক নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে গোটা ব্যাপারটা ঘটে গেল।

—সিকিউরিটি স্টাফ এইমাত্র গেলেন। তিনি আপনাকে অবিলম্বেই যোগাযোগ করবার জন্যে বলে গেছেন।

ঘড়ি দেখে আমি প্রশ্ন করি,

—রাষ্ট্রদূত টেলর কখন আসছেন ?

—সর্বশেষ সংবাদ পেয়েছি তিনি একঘণ্টা দেরিতে পৌঁছোচ্ছেন। সাড়ে ন'টায় তিনি পৌঁছোবেন আশা করা যাচ্ছে।

মাদাম কোয়াত পূর্বেই আমার পরিচয় দিয়েছিলেন। ডাঃ থিন ঘটিত ব্যাপারটা মোটামুটি বর্ণনা করতে সবাই ভয়ে একরকম শুকিয়ে উঠলেন। খবর পেয়ে অল্প সময়ে আরও কয়েকজন সামরিক জি. আই. এসে জড়ো হন। মাদাম কোয়াত

সবার সঙ্গে দু'চার টুকরো কথা বলে, মিষ্টি হাসির ঝিলিক তুলে আমার হাতে মৃদু চাপ দিলেন।

বীরাঙ্গনা মাদাম কোয়াত যেন অন্যতমা। এই মুহূর্তে অদ্বিতীয়া।

মাদাম কোয়াত বহু প্রশ্নের উত্তরে সবাইকে শুনিয়ে বললেন,

—হোটেল ক্যারাভেলীতে আমি আমার এই সাংবাদিক বন্ধুর ঘরে ছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে মিঃ সেনকেই আমি ধন্যবাদ দেবো। তিনি যেভাবে মাথা ঠিক রেখে কাজ করেছেন—সূত্র ধরে ডাঃ থিনের আকস্মিক স্বাভাবিক মৃত্যুর আড়ালে বৃহৎ এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের জাল ধরেছেন আমি কল্পনা করতে পারি না। আমি আপনাদের ফোনে সংবাদ দিয়েছি কিন্তু মিঃ সেন আজ না থাকলে হয়তো একটা চূড়ান্ত দুর্ঘটনা আমরা ঠেকাতে পারতাম না।

মাদাম কোয়াতের কথায় সবাই এবার আমাকে নিয়ে পড়েন। আমাকে আমেরিকান প্রেস প্রতিনিধি জেনে আনন্দে অধীর হন একজন। আমি লজ্জিত, সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত।

অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা জানানো আরও কিছুক্ষণ চললো। আমাদের ফটো তোলা হয়। বিস্তারিত পরিচয় ও ঠিকানাও আমাদের দু'জনের রাখতে হ'ল।

গাড়িতে ফিরে এলাম। চাবি আমার হাতে তুলে দিয়ে মাদাম কোয়াত ড্রাইভারের আসন ছেড়ে পাশে বসলেন। উইণ্ডস্ক্রিন টেনে দিয়ে বললেন,

—ঘণ্টাখানেকের একটা যেন ঝড় বয়ে গেল। এখনও অনেক কাজ, তবে উত্তেজনা নিয়ে আর দৌড় করতে হবে না।

আমি আকাশ পাতাল ভাবছিলাম আর সব কেমন যেন গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছিল। ডাঃ থিনের কাছে বসে আজ দুপুরেই শোনা তাঁর জীবনের পূর্বস্মৃতি আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। পূর্বাভাস আর আজকের নিষ্ঠুর আখ্যানের সঙ্গে যোগসূত্র টেনে এক রোমাঞ্চকর নাটকীয় ঘটনার আবর্তে আমি যেন ছুটে চলেছি। ডাঃ থিনের প্রকৃত পরিচয় কী? আমাকে ডেকে নিজের জীবনের গোপন অনুস্মৃতি প্রকাশ করে দেবার কী যুক্তি থাকতে পারে! অনেক কথাই তাড়াহুড়োতে ভেবে দেখবার সময় হয়নি। তবে সমস্ত সন্দেহকে অতিক্রম করে একটা প্রশ্ন আমাকে বার বার পেয়ে বসে। নিশ্চিতভাবে বলা হয়তো যায় না, কিন্তু আমার বিশ্বাস ডাঃ থিনকে আমি মৃত অবস্থাতেই প্রথম দেখি। সুইসাইড্যাল স্কোয়াডের কথা তিনি মাদাম কোয়াতকে বলবার সুযোগ পেলেন কখন?

সমস্ত কিছুই কেমন যেন একাকার হয়ে যাচ্ছে।

রাস্তা ফাঁকা। দ্রুতগতিতে শহরের দিকে ছুটে চলি। মাদাম কোয়াত স্থির। কংক্রেটের চওড়া রাস্তায় আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ। নীরবতা ভেঙ্গে বলি,

—আমাকে হিরো বানানোর চেষ্টা দেখে হাসি পাচ্ছিল।

—একটু পরে আপনার কাছে আসবে। তা'ছাড়া মিথ্যে কিছু বলিনি।

—সোজা আমরা সিকিউরিটি হেড কোয়ার্টার্স-এ যাবো?

—ওখানে বিস্তর সময় লাগবে। তার আগে আমি একটা হোটেলে ঢুকতে চাই। পিকিং-কে আমরা যতই খারাপ বলি, কিন্তু খিদের সময় চীনা ডিশ আমার সবচেয়ে প্রিয় মিঃ সেন।

উল্টোদিক থেকে তীব্র গর্জন ছিটিয়ে আলোতে ঝলসে দিয়ে একটা সামরিক ভ্যান আমাদের অতিক্রম করে গেল।

এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া। তারপর সম্পূর্ণ অন্ধকার।

ভিয়েতনামের ওপর ম্যানিলায় একটা দলিল চিত্র দেখেছিলাম। হিরোশিমায় আনবিক বোমা বিস্ফোরণের 'মাসরুম'-এর ওপর জাপানীদের আত্মসমর্পণের দৃশ্য ও সায়গনে বৃটিশ সেনাবাহিনীর প্রবেশের সট্ সুপারইম্পোজ দেখিয়ে ছবিটির শুরু।

প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিল চিত্রের স্টক্ সট্ জুড়ে জুড় প্রায় দু'হাজার ফিটের ডকুমেণ্টারি ছবিটি আমার ভাল লেগেছিল। ছবিটির প্রামাণ্য অংশের কোন তুলনা নেই। জেনারেল গ্রেসীর সঙ্গে জাপানী জেনারেল টেরাউচির বৈঠক, দালাত কনফারেন্স থেকে শুরু করে জিনিভা চুক্তির টেবিল, ওদিকে জেনারেল ন্যাভারের বাঙ্কারের ওপর রক্তপতাকা উত্তোলনের দৃশ্য—আগুনের আলো, ধোঁয়া-কালি আর যুদ্ধে বিধ্বস্ত ফরাসী সেনাদের নিয়ে অভিশপ্ত প্রেতপুরীর মত দিয়েন বিয়েন ফু আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে।

প্রশংসার বহু কিছু থাকলেও ছবিটিতে অনেক জায়গায় প্রকৃত তথ্যের স্বেচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার আমি অস্বীকার করতে পারি না। প্রেসিডেণ্ট দিয়েমের কৃপাভাজন সায়গনের অতি গোঁড়া এক রোমান ক্যাথলিক ছবিটি দেখে মন্তব্য করেছিলেন,

—ইতিহাসকে নিজের মত সাজিয়ে নেওয়া অন্যায়। বৃটিশ ফৌজের যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে ফরাসীরা নিরপরাধ সাধারণ মানুষের ওপর যে অত্যাচার করেছে, যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, যতদিন বেঁচে থাকবো সে দৃশ্য আমার মনে থাকবে।

ভিয়েতনাম সম্পর্কে আমাকে যদি কেউ লিখতে বলে তবে অলিখিত সিনারিওর প্রথম সিকোয়েন্সের মিড সট্-এ একজন ব্যস্ত মানুষই আমার চোখে ভাসেন।

ফোর্স—১৩৬, সাউথ-ইস্ট এশিয়া কমাণ্ড-এর এক রণতরীতে সুদৃশ্য সাদা ধবধবে কেবিন থেকে এডমিরাল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন সিলোন থেকে সরাসরি আর্নেস্ট বেভিনের সঙ্গে কথা বলার জন্যে লাইন চাইছেন। চওড়া থাবার মধ্যে কালো রিসিভারটা যেন হারিয়ে গেছে। টেবিলের ওপর অনেকটা ইংরেজি এস বর্ণের আকৃতিগত গঠনের ভিয়েতনামের মানচিত্র ছড়ানো সামরিক ম্যাপ। সাংকেতিক নানা চিহ্নের মধ্যেও ষোড়শ অক্ষরেখার ওপর সরাসরি লাল পেন্সিলের আঁচড় তবু লক্ষ্য করা যায়। এডমিরালের চোখে ভাসছে—পটাসডম চুক্তি। লাল দাগের এদিকে তাঁর এলাকা। ষোড়শ অক্ষরেখার দক্ষিণে জাপানীদের

নিরস্ত্র করার দায়িত্ব তাঁদের। উত্তর ভিয়েতনামের যাবতীয় অঞ্চলে জাপানীদের নিরস্ত্রীকরণের ভার চিয়াং চীনের। হতে পারেন জেনারেল ডগ্‌লাস গ্রেসী স্যায়গনের বৃটিশ ফৌজের সর্বেসর্বা, কিন্তু তিনি তো কমাণ্ডার ইন চীফ! এডমিরাল মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশ জেনারেল গ্রেসীর অমান্য করার কথা নয়। জেনারেল গ্রেসী ফরাসীদের কোনক্রমেই সাহায্য করতে পারেন না।

এডমিরাল মাউন্টব্যাটেন ক্রমাগত নির্দেশ পাঠাচ্ছেন :

—'*Sole mission : disarm the Japanese Do not get involved in keeping order*'

টেলিফোনে আর্নেস্ট বেভিনের সঙ্গে এডমিরাল মাউন্টব্যাটেনের কী কথা হয় জানি না, তবে জেনারেল গ্রেসীর ঔদ্ধত্যের যুক্তি খুঁজে পেলেও জুলাইতে জেনারেল ইলেকশনের পর এট্‌লির সঙ্গে দ্যগলের বোঝাপড়ার কথা হয়তো তাঁর পুরোপুরি জানা ছিল না। ফ্রান্সের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের অদৃশ্য একটা গাঁটছড়ার রহস্য তিনি একেবারেই জানতেন না। লেবার পার্টির প্রকৃত মনোভাব সত্যিই কী এডমিরাল মাউন্টব্যাটেনের অজ্ঞাত ছিল।

তবে ভুল শুধু মাউন্টব্যাটেনের হয়নি, তেহেরাণ ও ইয়াল্টা কনফারেন্স এর টেবিলে মনরো নীতি ও উড্রো উইলসনের চোদ্দ দফা শুভবুদ্ধির যেটুকু ঝড়তি-পড়তি ছিল, নরমপন্থী প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কফিনের সঙ্গে যে সেটুকু কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিয়েছে, অনেকেরই সে কথা জানা ছিল না। এট্‌লি আর বেভিনের সামনে দাঁড়িয়ে চুরুট ধরাতে ভুলে গিয়ে চার্চিল যখন চীৎকার করছেন,

—বৃটিশ সাম্রাজ্য লিকুইডেশনে যাবে—সামনের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো?

মাথা নেড়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান। দায়িত্বহীন এই মানুষটি হিরোশিমার বুকে চূড়ান্ত মৃত্যু পৌঁছে দিয়েছেন। যুদ্ধোত্তর নয়া নীতি গোপনে গোপনে তৈরি করেছেন। অনগ্রসর দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষের কাছে যে পূর্বের প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল, ট্রুম্যান-এট্‌লি-দ্যগল চক্রে তার অবসান হ'ল। ঔপনিবেশিক অধিকার ফিরে পেতে সবাই উদ্‌গ্রীব। দ্যগলের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের গোপন চুক্তি হয়—ফ্রান্স মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া ও লেবানন থেকে যদি সরে যায় তবে ইন্দোচীন ও টনকিনে ফরাসী অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে বৃটিশ সরকার সাহায্য করবে। কম্বোডিয়ার পোম্ পেন পর্যন্ত ফরাসী শাসন প্রতিষ্ঠা করবার দায়িত্ব থাকবে তাদের।

জেনারেল গ্রেসী সরাসরি ওয়ার ক্যাবিনেটের নির্দেশ মেনে চলছিলেন। এডমিরাল মাউণ্টব্যাটেনের আদেশ মেনে চলবার আদৌ তিনি কোন প্রয়োজনই বোধ করেননি।

বৃটিশ জেনারেল ডগলাস গ্রেসীর সঙ্গে জাপানী জেনারেল টেরাউচির বৈঠকে প্রবেশ করবার আগে ও ষোড়শ অক্ষাংশের ওপারে চীনা জেনারেল ইউনান প্রদেশের আফিমের রাজা লুহান পৌছোনোর পূর্বে এই বিচিত্র দেশের ঘটনাবহুল পূর্ব পরিচয় জানা থাকলে আমাদের সামনে চলতে সুবিধে হবে। আমি এখানে ফ্ল্যাশ-ব্যাকই পছন্দ করবো।

মানচিত্রের বুকে ইংরেজি 'এস' বর্ণের মত ভিয়েতনাম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অতি প্রাচীন দেশ। বাক্ বো বা উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণে মেকং নদীর অববাহিকায় নাম বো, মধ্য ভিয়েতনামের সরু লম্বা ফানিট্রাং বো যেন বাঁকের মত উত্তর-দক্ষিণকে ধরে রেখেছে। পুব দিকে দক্ষিণ চীন সাগর, পশ্চিমে সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণী—থাইল্যাণ্ড, লাওস আর কম্বোডিয়া ভিয়েতনামকে বিযুক্ত করে রেখেছে। বহু শতাব্দী আগে চীনের অবিশ্রান্ত মানুষের অনুপ্রবেশ এখানকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। আজ ইন্দোনেশিয়ার পর এই দেশই দক্ষিণ-পূব এশিয়ার সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ দেশ। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা মোঙ্গল জাতির শাখা। এরা সাধারণত খর্বকায়। চুলের রঙ কালো, গায়ের রং হলুদ বর্ণের। চোখ ক্ষুদ্রকায়, ঈষৎ বক্র।

ভিয়েতনামের গোড়ার ইতিহাস যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। আজকের ভৌগোলিক সীমানার সঙ্গেও তার বিস্তর হেরফের। চীন এদেশে হাজার বছর রাজত্ব করেছে। তাই চীনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব অতি পুরাতন ও দীর্ঘকালের। লেখ্য ভাষায়, কনফুসীয় ধর্মে, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে, এমন কী গৃহসজ্জাতেও চীনের আশ্চর্যরকম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ভিয়েতনামের ইতিহাসকে মোটামুটি পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা চলে। ভিয়েতনামবাসীদের নিজস্ব রাষ্ট্র, হং বাং-এর রাজত্বকাল, চৈনিক অধিকার, মহান জাতীয় বংশ, ফরাসী শাসন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের অধ্যায়।

নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইংল্যাণ্ড নিঃসন্দেহে ইয়োরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে ছিল অদ্বিতীয়। ভারতে ইংরেজ শাসন প্রবল তেজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, সাম্রাজ্যবাদের একটা পরিপূর্ণ রূপ তাঁরা দিতে সক্ষম হয়েছেন। অত্যুগ্র ব্যাভিচারের আনন্দ সর্বসময়ই অবাধ্য—ইংরেজদের চোখ তখন চীনের দিকে প্রসারিত।

আফিমের ব্যবসা আরও বেশি প্রলুব্ধ করে তোলে। করিডোর হিসাবে ভিয়েতনাম অতিশয় প্রয়োজনীয়। এক ইংরেজ প্রতিনিধি হুয়ে-তে বর্মা থেকে এসে হাজির হন। চারশো পঁচিশ মাইলের 'আভা-টনকিন রোড' তিনি টানতে চাইলেন। মেকং নদীর কয়েকটি উপশাখার ওপর বর্মার প্রভুত্ব থাকলেও শ্যামদেশের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ এই বাণিজ্যপথের পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। ভারতের গভর্নর জেনারেল, ক্রফোর্ড নামে অপর একজন ইংরেজ প্রতিনিধিকে ভিয়েতনামে পাঠালেন। সে অভিযানও বিফল হয়। ইংরেজ গভর্নর বর্মা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আরাকান ও টেনাসেরিম অধিকার করে প্রতিবেশী রাজ্যের কাছে শক্তির পরিচয় রাখলেন।

ইংল্যাণ্ড যখন এশিয়াতে তাঁদের সুপরিকল্পিত নীতি নিয়ে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে, নেপোলিয়ানিক যুদ্ধের ঘা ফ্রান্সও তখন সারিয়ে উঠেছে।

ইয়োরোপীয় সমস্ত শক্তিশালী দেশ তখন এশিয়া ও আফ্রিকায় নিজেদের উপনিবেশ গড়ে তোলবার কাজে মন দিয়েছে। শিল্পবিপ্লবের পর বাণিজ্য-স্টীমারের আনাগোনা আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য সমস্ত শক্তির ঈর্ষার কারণ ইংল্যাণ্ডের সাফল্য। ফ্রান্স লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়েও ইংল্যাণ্ডের ভয়ে অভিযান পরিচালনা করতে বিরত থেকেছে। কিন্তু হল্যাণ্ড যখন ইন্দোনেশিয়ার দখল ফিরে পেল, তখন আলজেরিয়া জয় করবার জন্যে ফ্রান্স সক্রিয় হয়ে ওঠে। কনস্টান্টিন জয়ের মাধ্যমে ফ্রান্স নিজেকে আরও বড়রকমের অভিযানের যোগ্য বলে মনে করে। ভিয়েতনামে সামরিক অভিযান প্রেরণ করবার কথা ভাবতে থাকে।

প্রথম দুটি যুদ্ধজাহাজ তুরান পর্যন্ত পৌঁছোতে না পারলেও ভিয়েতনামের ভৌগোলিক গঠন ও তাৎপর্যপূর্ণ সামরিক অনুসন্ধান তাঁরা শেষ করেন। ফরাসী নৌবহরের অফিসার ফুরিশঁ জোর গলায় দাবী করলেন, তুরান জয় করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু ফরেন পলিসি মেকার গুজো যিনি ল্যুই ফিলিপ-এর অধীনে কাজ করছিলেন তিনি শঙ্কা প্রকাশ করলেন,

—ইংরেজদের চটানো ঠিক হবে না। ভিয়েতনামে সামরিক অভিযান এখন বোকামো হবে।

আফিম যুদ্ধের অবসান, ও নানকিং চুক্তির ভিত্তিতে চীনে ইংরেজদের অবাধ গতিবিধি। ইংল্যাণ্ডের সুনজরে থাকায় আমেরিকাও চোরা আফিমের কারবারে আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে। অযথা সময় নষ্ট করলে প্রতিযোগী রাষ্ট্রদের

শক্তিই শুধু বৃদ্ধি পাবে। গুজোর বৈদেশিক নীতিকে ভ্রান্ত, সংশয়াকুল ও কাপুরুষোচিত বলে অনেকে মনে করেছেন।

এ সমস্তই লক্ষ্য করেছিলেন এডমিরাল সেসিল। তিনি বিশ্বাস করতেন ভিয়েতনামের ক্যাথলিকদের তিনি সক্রিয় সাহায্য পাবেন। ধর্মের দোহাই পাড়লে ফরাসী গণসমর্থন সামরিক অভিযানের নিশ্চয়ই পেছনে থাকবে। ভিয়েতনামে ক্যাথলিক মিশনারীদের মিন মাং কী ভাবে হত্যা করেছেন, ক্যাথলিকরা কী ভাবে নির্যাতিত—তার ফলাও সংবাদে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করতে পারলে বড় রকমের যে-কোন সামরিক অভিযান ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত সমর্থন করতে বাধ্য হবে। ইংরেজ এদিকে ঈজিপ্টের মহম্মদ আলীর শক্তি চূর্ণ করতে ব্যাপৃত—এডমিরাল সেসিল স্থির করলেন, ভিয়েতনাম অভিযানের চূড়ান্ত সুযোগ উপস্থিত।

গুজোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও এডমিরাল সেসিল তার রণপোত নিয়ে যাত্রা করলেন। তুবান বন্দরে এসে হুয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফরাসী ক্যাথলিক মিশনারীদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইলেন। হুয়ে কর্তৃপক্ষ বেশ খোলামনেই এডমিরাল সেসিলকে নিয়েছিলেন। কিন্তু অতর্কিত তুবান বন্দর ফরাসী রণপোত দ্বারা আক্রান্ত হ'ল। গোটা বন্দর একরকম ধ্বংস করে ও সংখ্যাতীত ভিয়েতনামীকে হত্যা করে রাতের অন্ধকারে ফরাসী রণতরী বন্দর ছেড়ে গেল।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই থিউ ত্রি দেহত্যাগ করেন। পুত্র টু ডুক হুয়ের সিংহাসন অধিকার করলেন।

এডমিরাল সেসিলের তুবান আক্রমণ ভিয়েতনামে ফরাসী প্রথম বড় রকমের অভিযান বলা যেতে পারে। তবে গুজো অনমনীয়। তাঁর প্রবল ইংল্যাণ্ড ভীতিতে নতুন কোন অভিযান পরিকল্পনা সক্রিয় হতে পারে না।

ফরাসী মিশনারীদের ভিয়েতনামে সামরিক অভিযানের সপক্ষে প্রবল প্রচারের সঙ্গে এবার ফ্রান্সের বণিক শ্রেণী ও শিল্পপতিদের 'ওভারসিজ মার্কেট'-এর চাপ সৃষ্টি হ'ল। এদিকে সফল ক্যু দে-টায় লুইস-নেপোলিয়ন ক্ষমতা অধিকার করেছেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন গোঁড়া ক্যাথলিক। লর্ড পামারস্টোনের মত তিনিও এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহী। কিন্তু ক্রিমিয়া যুদ্ধ ভিয়েতনাম নতুন ভাবে আক্রমণের প্রস্তুতিকে ব্যহত করে। এই সময় পসেরা নেপোলিযন তৃতীয় নেপোলিয়নকে নৈতিক সমর্থন জানিয়ে বলেন,

—পোপের আশীর্বাদ নিয়ে ভিয়েতনামে ঝাঁপিয়ে পড়ার দুর্নিবার ফ্রান্স এখন প্রবলভাবে উপলব্ধি করছে।

তৃতীয় নেপোলিয়নের মোটামুটি সমর্থন থাকলেও বললেন,

—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে একবার দেখা করে তাঁর মতামত জানা দরকার।

এক সাক্ষাৎকারে মহারাণী ভিক্টোরিয়া জানালেন,

—ফ্রান্সের এই ধরনের মহান অভিযানে ইংল্যাণ্ড কখনই বাধা দেবে না।

খুশি মনে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারী ফিরে এলেন। স্পেনও এগিয়ে এসে তৃতীয় নেপোলিয়নকে কথা দিল,

—ভিয়েতনামে ক্যাথলিক স্প্যানিশ মিশনারীদের হত্যা করা হয়েছে, অতএব স্পেনও ফ্রান্সকে সক্রিয় সাহায্য দিতে প্রস্তুত।

তারপরেই দেখা যায় ফরাসী রণতরী তুরানের পথে যাত্রা করেছে। চোদ্দোটি জাহাজ, আড়াই হাজার সেনা। এডমিরাল রেগো দ্য জেনোনিলি এই অভিযান পরিচালনা করছেন।

তুরান বন্দরে পৌছোনোর আগে থেকেই ফরাসীরা গোলাবর্ষণ শুরু করে। বন্দরে প্রবেশ করে প্রতিরক্ষা দুর্গ ধ্বংস করে। মাত্র দু'দিনেই আন্ হাই ও দিয়েন হাই দুর্গ অধিকার করে দেশের অভ্যন্তরে কিছুটা প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। অতর্কিতে এই আক্রমণে ভিয়েতনাম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সেনাবাহিনীর জেনারেলেসিমো আহত হন। তবে এ পরাজয় সাময়িক, সেনাবাহিনীর সঙ্গে ভিয়েতনামের নাগরিকরাও যোগদান করে। পিছু হটে যায় প্রথমে। স্থানীয় শ্রমিক সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে জেনোনিলি তুরানকে শক্ত ঘাঁটি হিসাবে তৈরি করেও আর অগ্রসর হতে পারলেন না। ভিয়েতনামের ক্যাথলিক মিশনারীদের সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতেও দেখা গেল না।

পেলেরাঁ নেপোলিয়ন উপদেষ্টা হিসাবে সঙ্গে ছিলেন। তিনি জেনোনিলিকে পরামর্শ দেন, অবিলম্বেই টনকিন্ আক্রমণ করা দরকার। ক্যাথলিকরা সেখানে শক্তিশালী, রেড রিভার ডেল্টায় রণতরী নিয়ে গেলেই অন্য অবস্থা হবে। এডমিরাল জেনোনিলি প্রমাদ গোণেন। অনেক ভেবে একটিমাত্র জাহাজ টনকিন্-এর উপকূলে পাঠিয়ে স্থানীয় ক্যাথলিকদের দৌড় দেখতে চাইলেন। কিন্তু ভিয়েতনাম সেনা-বাহিনী সতর্ক ছিল পূর্বেই। তারাও সেখানে সেনা মোতায়েন করেছে। রণতরী ফিরে আসে। তাদের ব্যর্থতার কথা জানায়।

ইতিমধ্যে ভিয়েতনাম সেনাবাহিনী বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র প্রস্তুতি গড়ে তুলেছে। টু-ডুক বাহিনী তুরানে ফরাসীদের সঙ্গে অমিতবিক্রমে

সংগ্রাম করে। ফরাসী রণতরী পিছু হটতে বাধ্য হয়। এডমিরাল জেনোনিলি বুঝতে পারেন ক্যাথলিক মিশনারীরাই সম্পূর্ণ ভুলপথে তাঁকে পরিচালনা করেছেন। ভিয়েতনাম অভিযান শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। হয়তো চলেই আসতেন জেনোনিলি, হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা নতুন পরিকল্পনা এলো। তুরান ও টনকিন্-এ ভিয়েতনামী ফৌজ অতিরিক্ত সজাগ। যে-কোন বড় আক্রমণও এখানে ব্যর্থ হবে। এডমিরাল জেনোনিলি স্থির করলেন তড়িৎ গতিতে যদি একসঙ্গে সায়গন আক্রমণ করা যায় তবে হয়তো বেমওকা আক্রমণ ভিয়েতনাম বাহিনীর পক্ষে ঠেকানো মুস্কিল হবে। সময় নষ্ট করলেন না জেনোনিলি। পরিকল্পনাটি একান্ত গোপনেই রাখলেন। উপরন্ত টনকিন্-এর উপকূলে একটি জাহাজকে এগিয়ে দিয়ে তাঁর পরবর্তী পরিকল্পনার প্রতি এতটুকু সন্দেহের অবকাশ রাখলেন না। গোপনে গুপ্তচর লাগিয়ে ক্যাথলিক মিশনারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তারপর একদিন সমস্ত জাহাজ গুটিয়ে নিয়ে দক্ষিণে পাড়ি দিলেন। সমস্ত পরিকল্পনা তিনি তখনও গোপন রেখেছেন। সায়গনে পৌঁছে মাত্র দু'দিনেই অতি সহজেই বাইরের ঘাঁটিগুলো অধিকার করতে সমর্থ হন। এক সপ্তাহের মধ্যে সায়গন দুর্গ অবরোধ করলেন জেনোনিলি। এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ভিয়েতনামী ফৌজ পরাজিত হয়। ফরাসী ঐতিহাসিকদের ও পশ্চিমী বিশেষজ্ঞদের লেখায় ভিয়েতনামের এই মহান প্রতিরোধ সংগ্রামের বিশেষ কোন উল্লেখ নেই। ফরাসী সেনাবাহিনীর বীরত্বের চেয়েও সায়গনের ক্যাথলিক মিশনারী ও স্থানীয় খৃস্টানদের গুপ্তচরবৃত্তি ও বিশ্বাসঘাতকতাই সায়গনে ফরাসী পতাকা উত্তোলনের নেপথ্য চরিত্র।

সায়গন দখলের তিন মাস পর তুরান-এ ফরাসী সেনাবাহিনীকে সাহায্য করবার জন্যে জেনোনিলিকে যাত্রা করতে হ'ল। তুমুল যুদ্ধের পর বিপর্যস্ত ফরাসী বাহিনীকে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষা করবার জন্যে তিনি ভিয়েতনাম বাহিনীর কাছে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব রাখলেন। প্রস্তাবের অন্যতম সর্ত ছিল ভিয়েতনামের কিছু অংশ ফরাসীদের কাছে জামিন হিসাবে রাখা। টু-ডুক্ প্রস্তাবটি ঝুলিয়ে রাখলেন। এদিকে টাইফাস ও কলেরায় ফরাসীদের সৈন্যসংখ্যা দ্রুত কমতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত জেনোনিলি জামিনের প্রস্তাবটি তুলে নিয়ে ফরাসী দূতাবাস খোলবার প্রস্তাব রাখলেন। টু ডুক্ সে প্রস্তাবটি নাকচ করলেন। ক্ষিপ্ত জেনোনিলি নতুন করে আক্রমণ চালাতে ব্যর্থ হয়ে চীন সাগরে ভিয়েতনামী বাণিজ্য-ফেরীর ওপর হামলা শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় নেপোলিয়ন সামরিক সাহায্যের

সমস্ত আবেদন প্রত্যাখ্যান করায় এডমিরাল জেনোনিলি পদত্যাগ করলেন। এলেন এডমিরাল পাজ্। তুরান অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় সায়গনে ফিরে এলেন। এডমিরাল পাজ্ মোটামুটি একটা সুবিধাজনক সর্তে টু-ডুক্-এর সঙ্গে যখন এক চুক্তিতে পৌঁছোনোর মুখে এসেছেন, এমন সময় চীন আক্রমণে সাহায্য করবার জন্যে বৃটিশ নৌবহরের ডাক এলো। এডমিরাল পাজ্ আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। এডমিরাল শার্নে র হাতে দায়িত্ব দিয়ে তিনি সায়গন ত্যাগ করলেন। এডমিরাল শার্নে এসে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত ক্যাপ্টেন যোরোগিবেরী ভিয়েতনামের সমস্ত শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করেও তাদের দুর্গ টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। তবে এই সময় ভিয়েতনামের অন্যতম বীর যোদ্ধা নগুয়েন-ত্রি-ফং যেভাবে যুদ্ধ করেছেন, সামরিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই।

এডমিরাল জেনোনিলি ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে ক্যাথলিক মিশনারীদের মিথ্যে প্রচার সম্বন্ধে ফরাসী মহলকে সতর্ক করে দেন। ফলে ক্যাথলিকদের ভিয়েতনাম দখলের প্রচারে ভাটা পড়ে। তৃতীয় নেপোলিয়নের উৎসাহও স্তিমিত হতে দেখা যায়। ইতিমধ্যে ইতালির স্বাধীনতার ফলে পোপ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হারায় এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের ইতালির স্বাধীনতায় সমর্থন থাকায় ক্যাথলিক সম্প্রদায় তাঁর প্রতি রুষ্ট হন। তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্যাথলিকদের সন্তুষ্ট করবার একমাত্র পথ হিসাবে ভিয়েতনাম অভিযান পরিকল্পনা আবার গ্রহণ করলেন। ইংরেজদের নজর ছিল বহু আগে থেকেই। ফরাসী ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা জাল পাতবার চেষ্টায় ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন আর সময় নষ্ট করলেন না। চীনের যুদ্ধও তখন শেষ হবার মুখে। ফরাসী এডমিরাল শার্নে সত্তরটি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে কোচিন-চীন দখলের জন্যে যাত্রা করলেন। এবার ভিয়েতনামী ক্যাথলিকদের সশস্ত্র একটি দল ও আটশো চীনা কুলি এডমিরাল শার্নে সঙ্গে আনলেন। ভিয়েতনামী ক্যাথলিকরা জনসাধারণের মধ্যে মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। আর চীনা কুলিরা সঙ্গে থাকায় স্থায়ী ঘাঁটি নির্মাণেও যথেষ্ট সুবিধে হবে।

প্রবল যুদ্ধের পর ভিয়েতনামীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ফরাসী ক্ষয়ক্ষতি নিদারুণ কিছু না হলেও ফরাসী জেনারেল ভ্য ভাসোয়াগ্ ও স্প্যানিশ কর্নেল পালাঁকা ও বেশ কিছু অফিসার আহত হন। অভিযানের নেতৃত্ব হাতে নিলেন এডমিরাল শার্নে স্বয়ং। তুমুল যুদ্ধের পর ভিয়েতনামী ফৌজ এখানে পরাজিত হয় ও সামরিক প্রধান আহত অবস্থায় বিয়েন হোয়া পালিয়ে যান। সমগ্র সায়গন এইভাবে ফরাসীদের হাতে চলে যায়। মেকং নদীর মালিকানার আশায়

ফরাসী বাহিনী ভিয়েতনামের সুরক্ষিত অঞ্চল মাই-থো আক্রমণ করার জন্যে সচেষ্ট হন। স্প্যানিশ সৈন্যের সহায়তায় এডমিরাল শার্নে অল্পদিনেই মাই-থো-অধিকার করলেন। কিন্তু নিদারুণ কলেরা ও অন্যান্য রোগে ফরাসী বাহিনী দুর্বল হতে শুরু করে।

এডমিরাল শার্নে সায়গনের প্রশাসনিক ব্যবস্থার দিকে নজর দিলেন। কিন্তু বিপ্লবী ফৌজ ভিয়েতনামকে অধিকারে রাখতে যথেষ্ট বেগ পেতে শুরু করে। এডমিরাল শার্নে কিছুদিন পর অবসর নিলেন ও প্যারী চলে গেলেন। কিন্তু এডমিরাল শার্নে-র পর এই অঞ্চলের গুরুদায়িত্ব নিতে কেউই রাজি হন না। এমন সময় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এডমিরাল বোনাড এই দায়িত্বভার গ্রহণ করতে রাজি হন।

এডমিরাল বোনাড শুধু কৌশলী অফিসার ছিলেন না, প্রশাসনিক দক্ষতায় সুনামও অর্জন করেছিলেন আলজেরিয়ায়। দায়িত্বভার গ্রহণ করেই তিনি বিয়েন হোয়া আক্রমণ করলেন। দক্ষ রণবিদ বোনাড অল্পদিনেই বিয়েন হোয়া জয় করে ভিন লং পর্যন্ত ফরাসী অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনীতি ও রণনীতিতে বোনাড ছিলেন দক্ষ। তিনি বুঝেছিলেন শুধু গোলা ও সৈন্য দিয়ে দেশ অধিকার করা যায় না। টা ভ্যান ফং নামে একজন ভিয়েতনামীকে লী-বংশের বংশধর খাড়া করে তিনি টনকিন্-এ পাঠান। টা-ভ্যান ফং চীনা দস্যু, ক্যাথলিক সম্প্রদায় ও নং উপজাতীদের নিয়ে এমন গোলমাল শুরু করলেন যে, টু ডুক্ ফরাসীদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় বাধ্য হন। এডমিরাল বোনাড নানা কৌশলে একটার পর একটা চুক্তি ও অনুকূল সর্তের মাধ্যমে ফরাসী শাসনের উজ্জ্বল ভবিষ্যত রচনা করে গেছেন। তিনি যখন প্যারী ফিরে গেলেন তখন তৃয়ের রাজদরবারে সুনাম অর্জন করেছেন। এই সময় এডমিরাল লা গ্রাঁদিয়োর মেকং নদীর উৎস সন্ধানে একটি প্রতিনিধি দল পাঠান। তাঁর ধারণা ছিল মেকং নদীর মাধ্যমে সমস্ত দক্ষিণ চীনে সায়গন থেকে বাণিজ্য করা যাবে। এই প্রতিনিধি দলের নেতা দু'বছর দুঃসাধ্য অভিযানের পর তার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আবিষ্কার করেন রেড রিভার, যেটি টনকিন্-এর মধ্যে দিয়ে গেছে, সেইটাই হ'ল দক্ষিণ চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের একমাত্র যোগসূত্র।

মেক্সিকোর যুদ্ধের শোচনীয় পরিণতি ও সিডান-এর পরাজয়ে রাষ্ট্রের পক্ষে নতুন কোন অভিযান পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এমন এক অদ্বিতীয় বীর সন্তান জ্যাঁ ড্যুপুই।

জ্যাঁ দ্যুপুই কোরিয়াতে ফরাসী আক্রমণে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হ্যানকাও-এ একটা ইয়োরোপীয় অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসা খুলে দক্ষিণ চীনের মুসলিম বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে তিনি চীনে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করছিলেন। ইউনান থেকে টনকিন্ উপসাগর পর্যন্ত রেড রিভারের সাহায্য পাওয়া যায় কিনা সেটা দেখবার জন্য জ্যাঁ দ্যুপুই সচেষ্ট হন। জ্যাঁ দ্যুপুই জলপথ খুঁজে পান ও হ্যানয় পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করেন। তিনি নির্ভীক, অতিশয় পরিশ্রমী ও কল্পনাতীত শঠতায় একটার পর একটা বাধা অতিক্রম করেন। এমন কী ফরাসী এডমিরাল দ্যুপ্র যখন টনকিন্ ছাড়বার নির্দেশ দিলেন তখন দ্যুপুই তাঁর অন্যতম অংশীদার মিলোকে দিয়ে ভিয়েতনামীদের সামরিক অপ্রস্তুতির পূর্ণ বিবরণ পেশ করে এডমিরাল দ্যুপ্র-কে এক নতুন অভিযান পরিকল্পনায় মাতিয়ে তুললেন। এডমিরাল দ্যুপ্র আবার গারনিয়ে-এর সক্রিয় সমর্থন পান। ষড়যন্ত্র ক্রমে সক্রিয় ও ভয়াবহ রূপ নেয়। মার্শাল নগুয়েন-ত্রি ফং বিপদ লক্ষ্য করে চাইনীজ ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ-এর সাহায্য চাইলেন। গারনিয়ে ভিয়েতনামী ঘাঁটি আক্রমণ করেন। নগুয়েন-ত্রি ফং যুদ্ধে আহত ও বন্দী হন। হ্যানয়ের পতন হয়। অল্পদিনে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ও শহর এভাবে ফরাসীদের হাতে চলে যায়। আশাতীত সামরিক সাফল্যের মূলে বিশ্বাসঘাতকতা, ধ্বংসমূলক কাজ ও পঞ্চম বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অধিকৃত অঞ্চলে মোটামুটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করে গারনিয়ে টনকিন্ ফিরে আসেন। কিন্তু গারনিয়ে-র কুকীর্তির সংবাদে চীনের পশ্চিমী বণিক সম্প্রদায় প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ফ্রান্সের ওপর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়। ফ্রান্স বেগতিক বুঝে গারনিয়ে-র কার্যকলাপের কোন দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে।

দ্যুপ্র অবস্থা আয়ত্তে আনবার জন্যে ফিলাস্ত্র নামে এক বিচক্ষণ অফিসারকে হ্যানয় পাঠালেন। হুয়ে-তে বেশ কিছুদিন দোভাষীর কাজ করায় কূটনৈতিক চালচলনে অভ্যস্ত ফিলাস্ত্র-কে দ্যুপ্র যোগ্য ব্যক্তি মনে করেছেন। কিন্তু ফিলাস্ত্র হ্যানয় পৌঁছোনোর আগেই সংবাদ আসে, ভিয়েতনামী ফৌজ ও চীনা ব্ল্যাক-ফ্ল্যাগ-এর হাতে এক সম্মুখ সমরে নিহত হয়েছেন গারনিয়ে। ফিলাস্ত্র কিন্তু দমলেন না। অধিকৃত সমস্ত অঞ্চল আবার ফিরিয়ে দিলেন। হুয়ে-তে ফিরে এসে টু-ডুক্-এর সঙ্গে এডমিরাল দ্যুপ্র-কে দিয়ে সায়গন থেকে এক চুক্তিপত্র রচনা করলেন। এই চুক্তি অনুযায়ী কোচিন চীন-এর পশ্চিমে তিনটি প্রদেশ ফরাসী অধিকারে আসে। তবে সেই সঙ্গে স্থির হয় লেম ও হো রাজবংশের তিনটি সমাধি মন্দির কখনই খোলা, খোঁড়া, ধ্বংস বা লুঠ করা হবে না। প্রত্যেকটি

সমাধি মন্দিরের জন্যে নব্বই একর জমি বরাদ্দ করা থাকবে। টু-ডুক্ ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ তুলে নেবেন। নিন-হাই, হানয় বন্দর ও রেড রিভারে ফরাসী বাণিজ্যের অধিকার থাকবে। সমুদ্র থেকে উনান্-এ যাবার পথে রেড রিভার-এর উপকূলবর্তী কোন জায়গায় অন্য বিদেশীদের বাণিজ্য করা চলবে না। একশো ফৌজ এক একটি ঘাঁটিতে থাকতে পারবে—ফরাসী বাণিজ্যিক দূতাবাসকে কেন্দ্র করে। অপরপক্ষে ফ্রান্স ভিয়েতনামকে তিনশো অশ্বশক্তির তিনটি জাহাজ, একশোটি কামান, এক হাজার রাইফেল ও পাঁচলক্ষ কার্তুজ দিতে বাধ্য থাকবে। ভিয়েতনাম সরকার প্রয়োজন বোধ করলে ফরাসী সামরিক সাহায্য পাবে।

শান্তিপূর্ণভাবে চুক্তি সম্পাদন হলেও টনকিন্-এ অশান্তি কিন্তু লেগেই রইলো। গারনিয়ে-র সময় প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র তাঁর অনুগামীদের হাত চলে যায়। চুক্তির সর্ত অনুযায়ী এই বিদ্রোহী গারনিয়ে অনুগামীদের ধ্বংস করতে গিয়ে ফরাসী ফৌজকে ক্যাথলিকদের ওপরেও অত্যাচার চালাতে হয়। সাধারণ দেশবাসী এই সুযোগে ক্যাথলিকদের সঙ্গে দেশের সর্বত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এদিকে টনকিন্ ও রেড রিভারের সর্বত্র চীনা ব্ল্যাক-ফ্ল্যাগ অবাধে বিচরণ করতে থাকে।

ফ্রান্সের পক্ষে ধৈর্য ধরা মুস্কিল। চুক্তি মেনে চলা অর্থহীন মনে হয়। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক বনিয়াদ মোটেই আশাপ্রদ নয়। আমেরিকা ও বৃটেনের তৈরি মালের কাছে ব্যবসায়ে তারা সর্বত্র মার খাচ্ছে। উপনিবেশ ছাড়া এই অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা কঠিন। টনকিন্-এ বড়রকমের অভিযান পরিকল্পনা গোপনে তৈরি হতে থাকে। কিন্তু রিপাবলিকান পার্টি ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে ফ্রান্সের অনুকূলে আসে। এখন প্রধান সমস্যা দাঁড়ায় টনকিন্ থেকে চীনা ব্ল্যাক-ফ্ল্যাগদের কী ভাবে হটানো যায়। এমন সময় প্যারীতে খবর আসে ভিয়েতনাম সরকার সিনো-বৃটিশ কোম্পানীর সঙ্গে হং-গিয়া-র খনি অঞ্চল ইজারা দেবার কথা ভাবছেন। ফ্রান্স আর অপেক্ষা করলো না। কোচিন চীনের ফরাসী গভর্নর লে মাঁর দ্য ভিলিয়ো-কে টনকিন্ এ ফৌজ মোতায়েন করবার নির্দেশ দিলেন। গভর্নরের নির্দেশ পেয়ে হ্যাঁরী রিভিয়ো টনকিন্ যাত্রা করেন। দ্যুপ্রে-র নির্দেশে ফ্রান্সিস গারনিয়ে এই পথেই যাত্রা করেছিলেন একদিন।

ক্যাপ্টেন রিভিয়ো 'লে ড্রাক' ও 'লে-পারসেভ্যাল' নামে দু'টি জাহাজ ভর্তি ফৌজ নিয়ে রওনা হন। পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী এই সৈন্য সমাবেশ কিন্তু পুরোপুরি

বেআইনী। হাই ফং পৌঁছেই রিভিয়ে রেড রিভারের চারদিকে ফৌজ মোতায়েন করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল টনকিন্ পুরোপুরি অধিকার করা। ভিয়েতনাম সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় রেড রিভারে সৈন্য মোতায়েন করলে তাঁরা বাধা দিতে বাধ্য হবেন। রিভিয়ে ক্ষেপে গিয়ে হ্যানয় আক্রমণ করলেন এবং তিন সপ্তাহের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে হ্যানয় অধিকার করলেন। কিন্তু হ্যানয় অধিকারে রেখে উত্তর ও দক্ষিণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা কঠিন। তাই রিভিয়ে প্রায় বিশ মাইল দূরে সংতাই-তে এক নতুন চৌকী বসালেন, কিন্তু সায়গনের সাহায্য না পাওয়ায় তিনি সামরিক অভিযানের নতুন ঝুঁকি নিতে দ্বিধা বোধ করেন।

এই অচলাবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হ'ল না। ফরাসী পার্লিয়ামেণ্টের নির্দেশে নয়া ফৌজ টনকিন্ অভিমুখে যাত্রা করে। নবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে রিভিয়ে অতর্কিতে হং-গ্যাক্ অধিকার করে নিলেন। হং-গ্যাক্ ছোট জায়গা হলেও কয়লা ও অন্যান্য খনিজ অঞ্চলের অন্যতম প্রবেশ পথ। বৃটেন ও জর্মনদের কাছে ইজারা দেবার গোপন সংবাদ রিভিয়োর কানে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে তৎপরতার সঙ্গে হং গ্যাক্ দখল করলেন। ফরাসী এই বীর তারপর নাম্ দিন আক্রমণ করলেন। অধিকৃত নাম্ দিন-এ শক্তি সংহত করবার কাজে রিভিয়ে যখন ব্যস্ত, তখন সংবাদ আসে ভিয়েতনামী ফৌজ হ্যানয়ের ফরাসী দুর্গ আক্রমণ করেছে। সময় নষ্ট না করে সেই রাত্রেই রিভিয়ে হ্যানয় পাড়ি দেন। অবস্থা তখন আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। নির্ভীক, অসমসাহসিক রিভিয়ে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে নিজেই ভিয়েতনামী ফৌজের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ব্যর্থ হয়েছেন রিভিয়ে। আর চারজন সাথীর সঙ্গে হতভাগ্য রিভিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন।

রিভিয়োর মৃত্যুসংবাদ ফ্রান্সে বিষাদের সঞ্চার করে সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিকল্পনা পরিত্যাগ করবার এতটুকু লক্ষণ দেখা গেল না। ফ্রান্স সম্পূর্ণ অনমনীয়। এবার আরও ব্যাপক, অনেক বেশি প্রস্তুতি নিয়ে ফ্রান্স আরও প্রচণ্ড আঘাত হানবার জন্য তৈরি হয়। ব্যাঙ্ককের কন্সল হার্মাদকে টনকিন্-এর সিভিল কমিশনার জেনারেল নিযুক্ত করে পাঠালেন। সেই সঙ্গে ফরাসী নৌবহরের ভার নিয়ে এলেন এডমিরাল ক্যুরবে, জেনারেল ব্যুয়ে নিলেন ল্যাণ্ড আর্মির ভার। হার্মাদ নিয়মিত প্যারীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। হার্মাদ দুই সামরিক প্রধানের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রথম থেকেই হুয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন। কিন্তু ভিয়েতনামী ফৌজই প্রথম হাইফং ও নাম্ দিন-এর ফরাসী ঘাঁটি আক্রমণ করলো। এদিকে চীনা ব্ল্যাক-ফ্ল্যাগের সঙ্গে ফরাসী বাহিনীর সন্-তে-তে-

প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শুরু হলে হার্মাদ কৌশলে এই সময় চীনা ইয়োলো ফ্ল্যাগকে নিজের দলে টেনে নিলেন। রণাঙ্গন যখন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে, টু-ডুক্ দেহত্যাগ করলেন।

এডমিরাল ক্যুরবে পাঁচটি রণতরী নিয়ে হুয়ে অবরোধ করলেন। যুয়ান আন দুর্গ আক্রমণ করে দু'দিনের মধ্যেই এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর রাজধানী অধিকার করেন। চব্বিশ ঘণ্টার সময় দিয়ে হার্মাদ তাঁর নতুন চুক্তিপত্র প্রেরণ করলেন। চুক্তির প্রধান প্রধান সর্ত হ'ল: ভিয়েতনাম ফরাসী প্রটেক্টরেট মেনে নেবে। সমস্ত সেনা গুটিয়ে নিয়ে টনকিন্ ফরাসীদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। বিন যুয়ান কোচিন চীনের অন্তর্ভুক্ত হবে। অনামের তিনটি প্রদেশ থান-হোয়া, নগি-আন ও হা-থিন টনকিন্-এর সঙ্গে যুক্ত হবে। ফরাসীরা সর্বত্র ঘোরাফেরা করতে পারবে, টনকিন ও সমস্ত বন্দরে তারা সম্পত্তি ও কারবার করতে পারবে। টনকিন্, থানা-হোয়া ও নগি-আন-এ ফরাসী রেসিডেন্সি হবে। রেসিডেন্সিতে ফরাসী ফৌজ থাকবে। হুয়েতে ফরাসী রেসিডেন্ট-এর সঙ্গে রাজা সর্বব্যাপারে পরামর্শ করবেন। শুল্ক বিভাগ ফরাসীদের হাতে চলে যাবে। দেশের অর্থনীতি ফরাসীরা তৈরি করবে। খনিজ ও বনসম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ফরাসী নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে রাজার সমস্ত ক্ষমতাই ফরাসীদের হাতে চলে যাবে—হুয়েতে নামে মাত্র ভিয়েতনামী রাজার সিংহাসন থাকবে।

চীন গোলমাল শুরু করে। পিকিং দাবী তোলে হুয়ের রাজার সঙ্গে তাদেরও অনেক চুক্তি আছে যা হার্মাদের চুক্তির সর্তের সম্পূর্ণ বিপরীত। বৃটিশ তার ইয়াংসি বেসিন-এ স্বাধীন চলাফেরা ও মুক্ত বাণিজ্যপথের স্বার্থে চীনকে সমর্থন করে।

চীন সরাসরি ঘোষণা করে, আপার টনকিন্ থেকে চীনা ফৌজ হাটানো হবে না। হার্মাদ আর অপেক্ষা করলেন না। একসঙ্গে সন-তে, বিন্ দিন্ ও হোয়াং হোয়া আক্রমণ করে চীনাদের পর্যুদস্ত করলেন। নতমস্তকে চীন ফরাসী অধিকার মেনে নেয়। কিন্তু আপার টনকিন্ থেকে কবে যে ফৌজ সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে, সে প্রসঙ্গে কোন রফায় আসতে নারাজ। হার্মাদ চীনের কাছে অবিলম্বে টনকিন্ ত্যাগ ও ২৫০ মিলিয়ন ফ্র্যাঁ দাবী করে। পরে ক্ষতিপূরণ ৮০ থেকে ৫০ মিলিয়ন ফ্র্যাঁতে নামে, তবু চীন ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে।

হার্মাদের নির্দেশে এডমিরাল ক্যুরবে ফু চিউ অস্ত্রাগার ধ্বংস করেন। ফরমোজা অবরুদ্ধ হয় ও সর্বশেষে পেসকাডোরস্ দ্বীপপুঞ্জ ফরাসী অধিকারে চলে যায়। কিন্তু গোপনে চীনা ফৌজ তখন তৎপর। অতর্কিতে হানা দিয়ে

ফরাসীদের আশ্চযরকম বিপর্যস্ত করে তোলে ও ৮৮-মন অধিকার করে নেয়। প্রবল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে ফরাসীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

আকস্মিক দুঃসংবাদে ফ্রান্সে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী সবাই সরকারের ওপর চটে যায়। ভোটাভুটিতে জুল ফেরী ক্যাবিনেটের পতন হয়। সামরিক ও রাজনৈতিক এই সঙ্কট থেকে বাঁচানোর জন্যে আমেরিকা, জর্মনী ও বৃটেন মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসে। ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত বৃটেনের সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। স্যার রবার্ট হার্ট, বৃটিশ ইনস্পেক্টর জেনারেল অব চাইনীজ কাস্টমস্ তিয়েন সিয়েন এ এক চুক্তিপত্র প্রস্তুত করলেন। পেসকাডোরস্ থেকে ফরাসীরা হটে গেল। ক্ষতিপূরণ না দিয়ে চীনা ফৌজ টনকিন থেকে সরে গেল। চীনা প্রভাব মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী বাহিনী সমগ্র ভিয়েতনামে তার ঔপনিবেশিক অধিকার সংহত করতে শুরু করে। ভিয়েতনামে ফরাসী অধিকার ও অনুপ্রবেশ শুরু হয় ১৮৫৮ সালের গোড়া থেকেই। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিয়েতনাম দখল করে ফরাসী ইন্দোচীন গঠিত হয় ১৮৮৫ সালে। টনকিন এ সফল সামরিক অভিযানের পরেই ভিয়েতনামে ফরাসী শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

তারপর বিজয়ী ফরাসী বীরদের নিষ্ঠুর শাসনের অধ্যায়। সাম্রাজ্য বিস্তারে অস্থির বৃটিশ, ডাচ ও বেলজিয়াম যে নিষ্ঠুর রাজনৈতিক ব্লু প্রিন্ট সামনে রেখে এশিয়া-আফ্রিকায় কাজে নেমেছে, ভিয়েতনামেও সেই একই নক্সা কার্যকরী করা হয়েছে। গোলন্দাজী শাসন, সে শাসনের পাতায় পাতায় বেলজিয়ান-কঙ্গো, বৃটিশ-কেনিয়া ও রোডেশিয়া, পর্তুগীজ এ্যাঙ্গোলা, ডাচ সুমাত্রা, ফরাসী আলজেরিয়ার সঙ্গে অত্যাশ্চর্য মিল। ফাঁসি আর অন্ধকার বন্দীশালা। সেই অনাহার, দুর্ভিক্ষ, আর মড়ক। হাত কেটে ফেলা, মাথা কেটে গাছে ঝুলিয়ে রাখা। অবাধ্য প্রজাদের গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার আখ্যান। দেশের সমস্ত রূপ-রস, অনুপম ঐশ্বর্য ডাকাতি করে নিয়ে যাবার বীভৎস কাহিনী। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জোর করে চাপানো ভাষা, রাজা বাদশা আর বাধ্য বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে তৈরি করা প্রিভিলেজড্ ক্লাস। তাঁরা দিয়ে গেছেন সাদা সাদা জারজ সন্তানের বেওয়ারিশ এক সম্প্রদায়। গলায় মালা ঝুলিয়ে রেখে গেছেন গ্রুপ ফটো। ঝাঁজালো রাজ পুরুষের নামাঙ্কিত রাজপথ। সুন্দর ছাপা-বাঁধাইয়ের বীর পুঙ্গবদের মেময়েরস্।

ইতিহাস যত বিকৃত হোক, ঐতিহাসিকেরা যতই নিজের ইচ্ছেমত সাজান, বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে ভিয়েতনাম বরাবরই কিন্তু সংগ্রাম করেছে। অষ্টাদশ

মান্দারিন মনোভাবাপন্ন সম্রাটও জঙ্গলে পালিয়ে ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আত্মবিসর্জনের নজির আছে অসংখ্য। মৃত্যুকে বরণ করে এরা পরাজয় মেনে নিয়েছে। সহস্র বীরের শোণিতধারায় এখানকার প্রতিটি রণক্ষেত্র ধন্য।

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে বহু। অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান হয়েছে বহুবার। এক একটি বিদ্রোহের সামনে বিপ্লবীদের আত্ম-সমীক্ষা, হাজার নতুন চেতনায় বলীয়ান হতে দেখা যায়।

সাম্প্রতিক ইতিহাসের যবনিকা তুলে দেখা যায়, তীব্র ও নির্দয় অত্যাচারে ভিয়েতনাম পর্যুদস্ত। পরিচিত বিপ্লবীদের হত্যা আর কারাগার এড়ানোর একমাত্র পথ পলায়ন। আনামী সিংহাসনে যে যুবরাজের অধিকার তিনি জাপানে পলাতক। বিপ্লবী নেতা পন্ বাই চৌ ও পন্ চৌ খি-ও দেশ ছেড়েছেন। উত্তর চীনের মধ্যে অনেকে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি। লেনিনের নেতৃত্বে সর্বহারা বিপ্লবের তখনও অনেক দেরি।

নেগি আন তখন পুরোপুরি বিপ্লবী এলাকা। যৌবন সেখানে অবাধ্য! ফরাসী পুলিশ জঙ্গলেও অনুসন্ধানের বেষ্টনী রচনা করেছে। এমন এক ভয়াবহ জাল কেটে অল্পবয়সী, ক্ষীণদেহী এক তরুণকে সায়গনে আসতে দেখা যায়। অনিবার্য গ্রেপ্তার এড়ানোর একমাত্র পথ দেশত্যাগ। আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়, কর্তব্যে অবিচল, সত্যনিষ্ঠ, অনমনীয় এই যুবা প্রবল উত্তেজনায় জ্যেষ্ঠা ভগিনীর হাত চেপে ধরে বলে,

—দেশ ছেড়ে আমি পালাচ্ছি! আমাকে কী তোমরা সুযোগসন্ধানী ভীরু মনে করো !!

বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে ভগিনী বলে,

—লক্ষীটি, মন খারাপ করো না। অবস্থা একটু ভাল হলেই তুমি আবার ফিরে আসবে। দেশের স্বার্থেই তোমার আজ পালানো দরকার।

মেসাষ্যেরি মারিতিম্ স্টীমশিপ—লাতুশ ত্রেভিল-এর ফরাসী ক্যাপ্টেন তরুণ যুবাকে পছন্দই করেছেন,

—বেশ, কেবিন-বয়ের কাজ নিয়ে যদি তুমি যেতে চাও আমি নিতে রাজি কাজে লেগে যাও। স্বাস্থ্যটি তোমার ভাল নয়, কিন্তু ফরাসী উচ্চারণ তোমার খারাপ নয়।

নিরাপদ সুযোগ পেয়েও যুবা দ্বিধাগ্রস্ত। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কাছে অভিমান আর অনুযোগ নিয়ে আসে। কিন্তু সময় অপেক্ষা করে না। ধোঁয়া আর যান্ত্রিক সিটি-তে সমস্ত পরিবেশ চুরমার করে দেয়। জাহাজ তার যাত্রা-সময় জানান দিচ্ছে। নিশ্চয়ই আরও কিছু বলার ছিল, কিন্তু সময় পাওয়া গেল না। জাহাজে ফিরে আসতে হ'ল। তটরেখা ছেড়ে জাহাজ সরে গেল অনেক দূরে। রেলিং-এর ওপর হেলান দিয়ে ক্রমশঃ বিলীয়মান সায়গনের দিকে একদৃষ্টে এই তরুণকে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়। আকাশে সন্ধ্যা নামছে। পশ্চিমে সূর্য হেলে গেছে অনেকক্ষণ। অফুরন্ত নীলাকাশে শুধু একটা সী-গালকে অজানা দিগন্তের দিকে ছুটে চলতে দেখা যায়। কোথায় যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তরুণ যুবাও মনে মনে ভাবে, ঠিকানাহীন অনির্ণীত ভবিষ্যতের পেছনে তারও যেন আজ যাত্রা শুরু।

খর্ব, ক্ষীণদেহী, ভীরু স্বভাবের লাজুক এই যুবাকে দেখে কেউ সেদিন সন্দেহ করেনি। অতি নিকটের কাছের মানুষও কল্পনা করেনি সেদিন, এই যুবাই ভিয়েতনামের আগামী দিনে ইতিহাস রচনা করবে। দুনিয়ার মুক্তিকামী সংগ্রামী মানুষের পাশে থাকবে। হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিদ্র রজনীর কারণ।

দীর্ঘপথ ও বিস্তর সময় অতিবাহিত হয়। ফরাসী অধিকৃত আফ্রিকা হয়ে ফ্রান্স, তারপর ইংল্যাণ্ড। পাড়ি দিয়েছেন উত্তর আমেরিকা। চীন, শ্যামদেশ ঘুরে হংকং-এ এসে বিরতি। তারপর আবার চলে গেলেন অন্যখানে। কেবিন-বয়ের বৃত্তি নিয়ে সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমার সে এক বিস্তৃত ও বিচিত্র ইতিহাস।

লিভারপুলে এসে বেকার। কোদাল চালিয়ে রাস্তা থেকে বরফ সরানোর কাজ করতে দেখা গেছে। এই যুবাকেই আবার ডিমের লেই তৈরি করে কেক্ বানাতে দেখা গেছে লণ্ডনের কার্লটন 'হোটেল'-এ।

দেশভ্রমণ তাকে নূতন অভিজ্ঞতা দিয়েছে। বিভিন্ন দেশের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশা করার বিস্তর সুযোগ। বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও তাঁর যোগাযোগ হয়। এই সময় আইরিশ বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকটি ভাষায় সমান দখল থাকায় ভাষা সমস্যা তাঁকে কোথাও বিব্রত করেনি। এই সময়ের মধ্যেই তিনি সেক্সপীয়র, টলস্টয় শেষ করেছেন। অর্থনীতির নীরস প্রবন্ধ তিনি কবিতার মত সাগ্রহে পাঠ করতেন। নিউ ইয়র্কে হার্লেম-এর নিগ্রোদের অবস্থা দেখে স্ট্যাচু অব লিবার্টি-কে আভিজাত্যের ভুল ও হাস্যকর-মনে হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর এক শীতের সন্ধ্যাতে এই তরুণ প্যারীতে এলেন একদিন। নির্বান্ধব, কপর্দকশূন্য এই তরুণের ঝুলিতে সেদিন ছিল কিছু কবিতার পাণ্ডুলিপি, ভিয়েতনামের লোকসঙ্গীতের তর্জমা, আর হাতে আঁকা কিছু ছবি। সেই সঙ্গে দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতির অল্প কিছু বই।

এক ফটোগ্রাফারের স্টুডিওতে চাকরী নিলেন তরুণ। পঁয়তাল্লিশ সেণ্টের বিনিময়ে। মেয়েদের মুখের ছবিতে তুলি বুলিযে সুন্দর করাই ছিল তাঁর কাজ। দিন যায়। মাস কেটে যায। বছরও ঘুরে আসে এমনি করে। নানা সঙ্ঘ, বহু সংগঠনের মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছেন নিজেকে। প্রবাসী ভিয়েতনামীদের সঙ্গে তিনি বরাবরই যোগাযোগ রাখতেন। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ থেকে রাজনৈতিক পাঠচক্রে তাঁর নিবিড সম্পর্ক গডে ওঠে। দেশ থেকে খবর আসে নেগি আন সদর আদালতের বিচারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন'বছরের মেযাদে কারাদণ্ড হয়ে গেছে। ফরাসী সন্ত্রাস আবার নতুন করে শুরু হয়েছে।

প্যারীতে এই যুবার দৈনন্দিন জীবন যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। অতি অল্প সমযে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে তিনি কী ভাবে জড়িয়ে পড়েন তার সঠিক যোগসূত্র পাওযা মুস্কিল।

সাম্প্রতিক প্রকাশিত তাঁর রচনা থেকে এই সমযের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অনুস্মৃতির কিছু তর্জমা আমি সামনে রাখছি। প্যারীতে তাঁর ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনের কিছু পরিচয পাওয়া যাবে :

'প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে আমি প্যারীতে কখনও কখনও ফটোগ্রাফীর দোকানে রিটাচারের কাজ করে বা কখনও ফ্রান্সে তৈরি চীনা প্রাচীন শিল্প এঁকে জীবিকা নির্বাহ করতাম। ভিয়েতনামে ফরাসী উপনিবেশবাসীদের অত্যাচার ও পাপ কাজের বিরুদ্ধে ইস্তাহার বিলি করাও ছিল আমার কাজ।

তখন অক্টোবর বিপ্লবকে সমর্থন করতাম অনেকটা সহজাত প্রবণতায়, ঐতিহাসিক তাৎপর্য তার বুঝতাম না। লেনিনকে ভাল লাগতো, তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম—আমার কাছে তিনি ছিলেন মস্ত বড় একজন দেশপ্রেমিক। যিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে মুক্ত করেছেন—যদিও তাঁর কোন বই আমি তখনও পড়িনি।

ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম……কিন্তু পার্টি কী, ট্রেড ইউনিয়ন কী, সোশ্যালিজম বা কমিউনিজম কী, তার কিছুই [illegible] তখ- বুঝতাম না।

সোশ্যালিস্ট পার্টি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে থাকবে, না কোন আড়াই আন্তর্জাতিক গড়বে, না লেনিনের তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগদান করবে—এই নিয়ে তখন সোশ্যালিস্ট পার্টির শাখাগুলোতে তুমুল বিতণ্ডা চলছিল। সপ্তাহে দু'তিন দিন নিয়মিত এই সভায় যেতাম, আলোচনা শুনতাম মন দিয়ে। পুরো ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতাম না। আলোচনায় এত উত্তাপ সৃষ্টি হয় কেন? দ্বিতীয়, আড়াই অথবা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মাধ্যমে বিপ্লব শুরু করতে হবে। বেশতো, এত বাক্‌বিতণ্ডা কেন? আর প্রথম আন্তর্জাতিক—তারই বা কি দোষ?

সবচেয়ে বেশি করে যা জানতে ইচ্ছে হতো, কোন্ আন্তর্জাতিক উপনিবেশ মানুষের সপক্ষে। এই ব্যাপারটা নিয়ে এই সব সভায় কিন্তু কোন আলোচনা হতো না।

আমার মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটি একদিন আমি এক সভায় তুললাম কিছু কমরেড জবাব দিলেন: তৃতীয় আন্তর্জাতিক, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নয় এক কমরেড আমাকে 'ল্যুমানিতে' প্রকাশিত লেনিনের 'জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যা বিষয়ক নিবন্ধাবলী' পড়তে দিলেন।

এই নিবন্ধাবলীতে এমন সব রাজনৈতিক পরিভাষা ছিল যা বোঝা কঠিন। বার বার পড়ে শেষ পর্যন্ত মূল বক্তব্য উপলব্ধি করতে পারলাম। এই উপলব্ধি আমার মনে প্রচণ্ড আবেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করলো, দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেল। আত্মপ্রত্যয়ে মন যেন দৃঢ় হয়। আনন্দাশ্রুতে আমার চোখ ভরে এলো। একাকী ঘরে বসেছিলাম, তবু চীৎকার করে উঠলাম, যেন জনসভায় বক্তৃতা করছি:

'প্রিয় শহীদগণ, সহকর্মীগণ, ঠিক এই জিনিসটিরই আমাদের প্রয়োজন, এই আমাদের মুক্তির পথ।'

এই থেকেই লেনিনের ওপর, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ওপর আমার অবিচল আস্থা জন্মায়।

পার্টি ব্রাঞ্চের সভায় আমি আগে আলোচনা শুধু শুনতাম। কে ঠিক আর কার কথা ভুল বুঝতে পারতাম না। এরপর থেকে আমিও বিতর্কে ঝাঁপিয়ে পড়তাম, উত্তেজিত আলোচনায় মেতে উঠতাম। যদিও পুরোপুরি বক্তব্য প্রকাশ করার মত অতটা ভাল ফরাসী তখনও জানতাম না, তবু লেনিন ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে খণ্ডন করতে এগিয়ে যেতাম। আমার যুক্তি ছিল একমাত্র: যদি আপনারা উপনিবেশবাদকে নিন্দা

না করেন, যদি উপনিবেশের মানুষের পক্ষ না নেন, তবে কী ধরনের বিপ্লব আপনারা করছেন?

পার্টি ব্রাঞ্চের সভাতেই শুধু যোগ দিতাম না, অন্য ব্রাঞ্চেও যেতাম আমার 'বক্তব্য' রাখতে। এখানে বলা প্রয়োজন কমরেড মার্সে কাশ্যাঁ, ভেলাঁ। ক্যুতুরিয়ে, মঁমপু মঁমোশোঁ এবং আরও অনেকে আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে সাহায্য করেছেন। শেষ পর্যন্ত ত্যুরে কংগ্রেসে আমি তাঁদের সঙ্গে তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগ দেবার স্বপক্ষে ভোট দিই।

কমিউনিজম নয় দেশপ্রেমই প্রথমে আমাকে লেনিনের প্রতি, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতি আস্থাশীল করে তোলে। ধীরে ধীরে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করে ক্রমে এই সত্য উপলব্ধি করি, একমাত্র সোশ্যালিজম-কমিউনিজমই সারা দুনিয়ায় নিপীড়িত জাতিগুলিকে ও শ্রমজীবী মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে পারে।

আমাদের দেশে ও চীনে অলৌকিক 'মহাজ্ঞান কোষ' সম্পর্কে একটা লোক কথার প্রচলন আছে। বিপদ যখন আসে তখন এই বই খুললেই সংকটত্রাণের পথ খুঁজে পাওয়া যায়। লেনিনবাদ শুধু এই ধরনের অলৌকিক মহাজ্ঞানকোষ-ই নয়, ভিয়েতনামের বিপ্লবীদের এবং সাধারণ মানুষের দিগদর্শনই নয় শুধু—লেনিনবাদ এক জ্যোতির্ময় সূর্য। আমাদের চূড়ান্ত জয়ের পথকে, সোশ্যালিজম ও কমিউনিজমের পথকে আলোকিত করে লেনিনবাদ।

ভার্সাই পীস কনফারেন্সে এই তরুণকেই দেখা গেছে স্যুট ভাড়া করে মোটামুটি ভদ্র পোষাকে হাজির হতে। ভিয়েতনামে ফরাসী শাসনের মর্মান্তিক দলিলচিত্র তুলে ধরে অবিলম্বেই তার প্রতিকার জানিয়ে আট দফা দাবী পেশ করেছেন। ডেলিগেটদের কাছে তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরলেও বিশেষ কিছু সুরাহা হয় না। এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন লেয় ব্ল্যুম, মারিয়াশ ম্যতে ও কার্ল মার্ক্স-এর নাতি শার্ল লংগুয়ে।

শার্ল লংগুয়ে বললেন,

—আপনি আমাদের কাগজে লিখুন না। ইন্দোচীন সম্পর্কে লেপপ্যুল্যের-এ আপনার লেখা আমরা ছাপতে চাই।

প্রতিনিধি দলের অনেকেই জানতে চান,

—আপনার নামটা আমরা জানতে চাই।

তরুণ বিনয়ে নত হয়ে নিজের পরিচয় দেন,

—হুয়েন আই কুয়ক!

প্যারীতে পা দিয়েই এই যুবা তাঁর নাম পরিবর্তন করেছিলেন। সায়গন ছেড়ে জাহাজে ওঠবার সময় তিনি নিজের নাম লিখেছিলেন—নগুয়েন ভান থান।

নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল পূর্বেই। এখন নিয়মিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, ছোটগল্প, এমন কী নাটিকাও লিখতে শুরু করলেন। তাঁর রাজনৈতিক ব্যঙ্গ নাটিকা 'বাঁশের ড্রাগন' বামপন্থী সংস্থা ক্লাব দ্য ফব্যুরগ্-এর প্রযোজনায় অভিনীত হয় ও প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে। ঔপনিবেশিক লুটের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা ছিল ধারালো।

তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনালের পর নুয়েন আই কুয়ক পুরোপুরি ফরাসী বিপ্লবীদের মধ্যে কাজ করছেন দেখা গেল। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম থেকেই, পার্টি মুখপত্র 'লে পারিয়ায়' লেখার ভার তাঁর হাতে আসে। এই সময়ে তাঁর ঐতিহাসিক রচনা '*French Colonialism on Trial*' প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধাবলী ইন্দোচীনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু গুপ্ত বিপ্লবীরা জাহাজের খালাসীর ছদ্মবেশে এসে সহস্র সহস্র কপি সমগ্র ইন্দোচীনে ছড়িয়ে দিয়ে যায়। উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে নুয়েন আই কুয়ক-এর এই রচনা সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহলে অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করে।

নুয়েন আই কুয়ক এলেন মস্কোয়। চতুর্থ কমিনটার্ন কংগ্রেসে যোগ[illegible] পর ইণ্টারন্যাশনাল স্কুল অফ মার্ক্স ইজম-এর অধিবেশনে যোগদান করেন।

এইখানেই প্রথম তাঁর লেনিনের সঙ্গে দেখা। ট্রটস্কী, বুখারিন ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরিচয় হয়। নতুন অভিজ্ঞতা ও পরিকল্পনা নিয়ে কিছুদিন পর মস্কো ত্যাগ করেন।

পর বছর ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কৃষক সম্মিলনে আবার মস্কোতে আসতে হ'ল। পাশপোর্ট পরীক্ষা করে দেখা গেছে এবারের যাত্রায় তিনি আবার নাম পাল্টেছেন। সং মন্ থেও্ নামে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে স্ট্যালিনের সঙ্গে তার প্রথম আলাপ। উপনিবেশের মুক্তিসংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্ট্যালিনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা চলে। অধিবেশনের পর নুয়েন আই কুয়ক মস্কোতেই থেকে গেলেন। রুশ ভাষা শিক্ষা, মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদের ওপর গবেষণা ও এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামে

কমিন্টার্ন এর নীতি নির্ধারণই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। বিশ্রাম নেবার সময়ই হয়নি কখনও।

এই মানুষটিকে দেখা গেছে লেনিনের কফিনের সঙ্গে থাকতে। সোভিয়েত ইকনমিক মিশনের সঙ্গে বোস্টনে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। গুরুত্বপূর্ণ কর্মভার হাতে নিয়ে মাইকেল বরডিনের সঙ্গে ক্যান্টনে এলেন স্ট্যালিনের নির্দেশে। চীনের পার্টিতে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ চেন-তু হসিউ'র নেতৃত্বে এবং চ্যাঙ কুও-ৎ আও'র নেতৃত্বে বামপন্থী সুবিধাবাদ। কৃষকশ্রেণীর প্রকৃত বিপ্লবীশক্তি তখনও অবহেলিত। কুয়োমিংটাঙ্-কমিউনিস্ট আঁতাত ও দোদুল্যমান বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা সবই লক্ষ্য করেন স্থয়েন।

ক্যান্টনে এসে আবাব নাম নিলেন লাই থুয়ে। খাতায় পত্তরে পরিচয় ছিল বরডিন মিশনের তিনি চীনা দোভাষী। কিন্তু এখানে এসেই তিনি গঠন করলেন এ্যাসোসিয়েশন অফ রেভুলেশনারী আনামী ইয়থ্। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কমিন্টার্ন নিয়ন্ত্রিত কমিউনিস্ট দল গঠন করে এশিয়ার দিকে ছড়িয়ে দেবার প্রকৃত উদ্দেশ্য তাঁর সফল হয়। এখানকার ওয়াং-পো মিলিটারী কলেজে দেখা হয় চৌ-এন লাই-এর সঙ্গে।

কিছুদিন পর কুয়োমিংটাঙ-কমিউনিস্ট বিরোধ শুরু হ'ল। চিয়াং কাই শেকের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বরডিন মিশনের সঙ্গে হ্যানকাও হয়ে সোজা পালিয়ে গেলেন স্থয়েন। কিন্তু অতি অল্প সময়ে কয়েক শত নির্ভীক বিপ্লবী যুবা তিনি তৈরি করে দিয়ে গেছেন। এই বিপ্লবীদেব কেউ কেউ মস্কোতে শিক্ষাপ্রাপ্তও ছিলেন। চিয়াং কাই শেকের অত্যাচারে ইন্দোচীনের বিপ্লবী যুবসঙ্ঘ ক্যান্টন থেকে হংকং সরে গেছে। কিন্তু ইন্দোচীনের বিভিন্ন দল-উপদলের সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে পড়ে। কমিনটার্ন নিয়ন্ত্রনাধীন থেকে বেরিয়ে এসে এখানে ইন্দোচীন কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ব্যাপারটা স্থয়েনের ভাল লাগেনি। মস্কো আদৌ খুশি হয়নি।

কিছুদিন পর স্থয়েন হংকং ফিরে এলেন। এখানে তিনি শেষবারের মত নাম পাল্টেছেন। নিজের পরিচয় দেন হো-চি-মিন। সেখান থেকে থাইল্যাণ্ড। গঠিত হয় প্রবাসী ভিয়েতনামীজ এসোসিয়েশন। দলের মুখপত্র হ'ল 'লে পারিয়া'। এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ইন্দোচীনে নিদারুণ সাড়া পড়ে যায়। শাসকশ্রেণী এই পত্রিকাটি সম্পর্কে এত শঙ্কিত হন যে উত্তর ভিয়েতনামের ভিন্ প্রাদেশিক বিচারালয়ে হো-র ফাঁসির হুকুম হয়।

হো ঠিক সে সময় থাইল্যাণ্ডে। চাষীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে জমিতে ধান রোপণে ব্যস্ত। কখনও মাথা কামিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুর ছদ্মবেশে কাজ করছেন। মণিপদ্মের মধ্যেই হয়তো তাঁর 'ল্যুমানিতে'-র জন্যে লেখা সর্বশেষ সম্পাদকীয় বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যে পাচার হচ্ছে। কর্মচঞ্চল শহরের অতিবড় ব্যস্ত এলাকার ফুটপাথে সিগারেটের দোকান সাজিয়ে বসেছেন। খবর আদান-প্রদানের পক্ষে হো অদ্ভুত জায়গা বেছে নিতেন।

কমিনটার্ন নিয়ন্ত্রিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের বাইরে দলত্যাগী এই বিদ্রোহী দল উপদলকে একসঙ্গে বাঁধতে চাইলেন হো। প্রস্তাব নেওয়া হ'ল, রেভুলেশনারী ইয়থ্ বা কমিউনিস্ট পার্টি, দুটির একটি নাম বেছে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। হো-র এই নাম প্রস্তাবে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়। নতুন করে ইন্দোচীন কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হ'ল। ফরাসী গোয়েন্দা বিভাগ এই সময় হো-র সন্ধান করছে। হংকং-এর বৃটিশ শাসক সোভিয়েত গুপ্তচর হিসাবে হো-কে গ্রেপ্তার করেন। মিঃ লসবাই, একজন ইংরেজ আইনজীবী হো-র পক্ষ সমর্থন করে মামলা পরিচালনা করলেন। শেষ পর্যন্ত হংকং সুপ্রীম কোর্ট হো-র বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিতে রাজি হয়—যদি তিনি বৃটিশ কলোনি থেকে চলে যেতে রাজি থাকেন। হাউজ অব্ লর্ডস্-এ স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত হো বিনা সর্তে মুক্তি পান। পরদিনই তিনি হংকং ত্যাগ করলেন।

হো তারপর সিঙ্গাপুর বন্দরে ধরা পড়লেন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সোজাসুজি হো-কে হংকং পাঠিয়ে দিলেন। আইনজীবী বন্ধু মিঃ লসবাই বুঝেছিলেন—বৃটিশ ও ফরাসী গোয়েন্দা হো-র বিরুদ্ধে অতিশয় সক্রিয়। হো এখন বিপদাপন্ন। আত্মগোপন ছাড়া উপায় নেই। খোলাখুলি কাজ চালানো অসম্ভব। জেল থেকে বেরিয়ে হো এক বন্ধুর আশ্রয়ে এক চীনা জমিদার সেজে চলাফেরা করতে শুরু করেন।

হো হংকং ছাড়লেন না। অন্য সবাই নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে গেছেন। ভিয়েতনামে তখন দুর্ভিক্ষ। দেশে ভয়াবহ দুর্দিন। সামরিক বাহিনীতেও সিপাইদের অসন্তোষ। ভিয়েতনামের ন্যাশনালিস্ট গ্রুপ তখন ফরাসী-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। নেতৃত্ব কমিউনিস্টরা হাতে রেখেছেন। বহু অঞ্চল ফরাসী কবলমুক্ত হয়। হিংস্র অত্যাচার চালিয়েও ফরাসীরা বহু জায়গায় পর্যুদস্ত হতে থাকে। থাইল্যাণ্ড থেকে হো ভিয়েতনামে ফরাসী শাসন-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করছেন। তখন

অদ্বিতীয় পার্শ্বচর হিসেবে এক তরুণকে হামেশাই থাইল্যাণ্ডে হো-র গোপন আস্তানায় বাঁশের খাটিয়ার ওপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে দেখা যেত। পরবর্তীকালে এই যুবাই ফরাসী সামরিক বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করেছিলেন। ঐতিহাসিক দিয়েন বিয়েন ফু-র অদ্বিতীয় বীর সন্তান। আজ সায়গনের সামরিক শাসন এই লোকটির নাম শুনলেই ভীত হয়। স্বয়ং মার্কিন জেনারেল ওয়েস্ট-মোরল্যাণ্ডের চোখে বিস্ময়। ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন একদিন। ইয়েনানে মাও সে তুং-এর কাছে হাতে কলমে গেরিলা রণনীতি শিক্ষা করেছেন। হো-র কাছে বসে ভিয়েতনামের ফরাসী শাসনে পুষ্ট মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী শ্রেণী, আধা কৃষক ও ভূমিহীন চাষীদের, সর্বহারাদের মুক্তিসংগ্রামে কতটা সঙ্গে পাওয়া যাবে সেই প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করতেন।

সেদিনের সেই যুবাই আজকের ভো নগুয়েন গিয়াপ।

ক্রমাগত নাম পরিবর্তনের পর হো এখন নিজের নাম লিখছেন—হো-চি-মিন। হো আর নাম পরিবর্তন করেননি। এখান থেকেই হো-র গতিবিধি খুবই রহস্যময়। কখনও সাংহাই, শ্যামদেশে কখনও, জাপান, ফ্রান্স ও পর্তুগীজ এ্যাঙ্গোলা হয়ে আবার মস্কো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তিকামী সংগ্রামের পাশে থেকে হো তখন গতি দিয়ে চলেছেন। অবিশ্রান্ত দেশভ্রমণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক পটভূমিতে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললেও মুহূর্তের জন্যও নিজের দেশের কথা ভুলতে পারেন না। জন্মভূমি ভিয়েতনামের কথা তাঁর মনে পুজো পেয়েছে।

সারা দুনিয়ায় নিপীড়িত জাতি, শ্রমজীবী মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার মহান দায়িত্বের কথা তিনি মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদের শিক্ষা থেকে উপলব্ধি করেছেন। তাই ফরাসী মেহনতী মানুষ ও শ্রমজীবীদের মহান সংগ্রামকে তিনি ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামের মতই পবিত্র বলে মনে করেছেন। ধনতন্ত্রবাদের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে হো-র সতর্কবাণী :

'Capitalism is a leech with one sucker adhering to the proletariat in the 'mother country' and another clinging to the proletariat in the colonies ; if only one sucker is cut off, the other will continue to suck blood from the proletariat, the animal will go on living and the sucker which has been cut will grow again'.

সময় অতিবাহিত হয়। জাপান কোরিয়া থেকে মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত তার বাহু বিস্তার করেছে। পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণ শুরু হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপান

তার অধিকার বিস্তার করে থাইল্যাণ্ড পর্যন্ত তেড়ে আসে। ভিসি সরকার কম্বোডিয়ার খানিকটা ও মেকং ভ্যালীর পাশে লাওস-এর কিছুটা দিয়ে জাপানের সঙ্গে রফাতে আসতে চেষ্টা করে। জাপ-ফরাসী মিলিত শাসনের বিরুদ্ধে উত্তর ভিয়েতনামের লাংসন প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। জনসাধারণের অবস্থা অবর্ণনীয়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা এই বিদ্রোহ দমন করতে পারে না। ভিয়েতনামের সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবার জন্যে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এক ব্যাপক কর্মসূচীর ভিত্তিতে কমিউনিস্টরা ভিয়েতনাম দক লাপ দং মিন—সংক্ষেপে ভিয়েতমীন সংগঠন গড়ে তোলেন। জাপানী ফ্যাসিস্ট ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপন করাই ছিল সংগঠনের উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে জাপান ফরাসীদের হাত থেকে সমগ্র ইন্দোচীন কেড়ে নেয়। ওদিকে ভো নগুয়েন গিয়াপের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের মুক্তির জন্যে সশস্ত্র প্রচারবাহিনী গঠিত হয়েছে। জাপানের পরাজয়ের অনেক আগেই ভিয়েতমীন গেরিলা বাহিনীর হাতে উত্তরাঞ্চলের কাও-বাং প্রদেশ সম্পূর্ণ দখলে চলে যায়। নে গুয়েন প্রদেশে হো-চি মিন তাঁর পার্টি সেক্রেটারিয়েট সরিয়ে এনেছেন।

জাপানী ফ্যাসিস্ট ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে উত্তর ভিয়েতনামে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক এই দুর্ভিক্ষে মারা যায়। মিত্র-শক্তির কাছে জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে হো-চি-মিনের ঐতিহাসিক আগস্ট বিপ্লব শুরু হয়! ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ও জাপানী ফ্যাসিস্টদের দেশ থেকে উৎখাত করবার পবিত্র সংগ্রাম শুরু হতেই দেশের দিকে দিকে দেখা যায় অভাবহ গণঅভ্যুত্থান। ইতিমধ্যে জাপানীরা গণমতের আস্থাভাজন হবার চেষ্টায় বাও দাই-কে সামনে রেখে একটা স্বাধীন সরকার স্থাপন করেছেন। কিন্তু মেকী স্বাধীনতার দিকে সাধারণ মানুষের এতটুকু ভরসা ছিল না।

হো-চি-মিনের ডাকে গোটা ভিয়েতনামে অভূতপূর্ব গণজাগরণ দেখা দিল। সেই প্রবল ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে বাধা দেবার কোন চেষ্টাই সফল হ'ল না। দেশের ধনী জমিদারশ্রেণী ও ক্যাথলিক বিশপদের কখনও জাপানী বা কখনও ফরাসীদের সাহায্য নিয়ে নগো-দিন দিয়েম-কে সামনে রেখে একটা জাতীয় সরকার গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। মুক্তিবাহিনী তখন একটার পর একটা শহর দখল করে চলেছে। অদ্বিতীয় বীর সন্তান গিয়াপের রণকৌশলে অতি সহজেই সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। মুক্তিবাহিনী হ্যানয় ও পরে হুয়ে প্রবেশ করে

সমস্ত সরকারী দপ্তর অধিকার করে নেয়। সর্বশেষে মুক্তিবাহিনী সায়গন প্রবেশ করে।* বাও দাই বিপদ বুঝে ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন জানালেন। হ্যানয়ে এক সুবিশাল জনসমাবেশ। রাষ্ট্রপতি হো চি-মিন আনুষ্ঠানিকভাবে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। দেশের সর্বত্র ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সোনালী তারকা খচিত রক্তপতাকা উড়তে দেখা গেল। প্রেসিডেন্ট হো-চি মিন সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে সান্ ফ্রান্সিস্কো সনদ অনুযায়ী ভিয়েতনামের এই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতি ও মর্যাদার জন্যে আবেদন জানালেন। হ্যানয় হ'ল স্বাধীন ভিয়েতনামের রাজধানী।

ভিয়েতনামে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতি ও মর্যাদা পাওয়া গেল না। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চক্র তখন সক্রিয়। সায়গনে হো-চি-মিন সরকার তিন সপ্তাহের বেশি টিকতে পারে না। ব্যর্থতার সার্বিক কিনারা করতে গেলে আমাদের একটু চারপাশ তাকিয়ে দেখতে হবে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভিয়েতনাম কিভাবে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের চক্রে চলে যায়, সে সম্পর্কে একটা ধারণা রাখা দরকার। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তির মতলব ধরতে হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপ ও এশিয়া যুদ্ধ গুটিয়ে নেবার সর্ত ও অদৃশ্য বোঝাপড়া অনুধাবনের প্রয়োজন। যুদ্ধশেষে দেখা যায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠশক্তি হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়া প্রতিষ্ঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিমান ও নৌশক্তিতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি। বৃটেন দুর্বল, ক্লীবরূপী বৃহন্নলা।

তেহেরান ও ইয়াল্টা। কনফারেন্সে রুজভেল্ট ও মার্শাল স্ট্যালিনই প্রধান। এই বৈঠক থেকেই দুনিয়াকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ক্যাপিটালিস্ট অঞ্চল, কমিউনিস্ট রেভুলেশনারী সোসিয়ালিস্ট অঞ্চল, অপরটি হবে আমেরিকা-রাশিয়ার পরস্পর রাজনৈতিক দড়ি টানাটানির প্রাঙ্গণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আটলান্টিক সাগরের তীরে নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, দ, স্পেন, পর্তুগাল ও প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জাপান, জাপ দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণে চীন সাগর, ইন্দোচীন, শ্যাম, মালয় নিজেদের তাঁবে রাখা স্থির করে। জর্মনীকে নিরস্ত্র করে ভাগ করে নেওয়া স্থির হয়। রুজভেল্ট স্ট্যালিনের দাবী মেনে নেন। পূর্ব ইয়োরোপ থেকে বাল্টিক—বল্কান দেশগুলির ওপর অধিকার। মাঞ্চুরিয়া, অন্তঃ ও বহির্মঙ্গোলিয়া সহ রুশ প্রভাব। কোরিয়াতে দু'জনের সমান অধিকার। রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডের হ্যাংগো-তে বেস্ রাখতে পারবে। লোহিত সাগরে ডাইরেন ও পোর্ট আর্থারে ঘাঁটি রাখতে পারবে। রাশিয়াকে

হাতে স্ট্রাস্ট সাইবেরীয়ান রেল রুট—পোর্ট আর্থার থেকে ব্লাডিভস্টক অক্ষত থাকবে। ভারত, বর্মা, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে ও রাজনৈতিক দড়ি টানাটানির তৃতীয় ক্ষেত্র তৈরি হবে।

রুজভেল্ট স্ট্যালিনের সঙ্গে দর কষাকষি সুন্দর করেছেন। প্রাগে আমেরিকান ট্যাঙ্ক ঢোকার ব্যাপারেও তিনি হস্তক্ষেপ করতে পেরেছিলেন। শেষ পর্যন্ত চার্চিল, চিয়াং ও দ্যগল সব গোলমাল করে দিলেন।

ওয়ার ক্যাবিনেটের পুরো সমর্থন নিয়ে চার্চিল আপত্তি করেন : '*Dismember the British Empire* !'

রুজভেল্ট জানালেন :

—ঠিক আছে, ভারত, বর্মা, ও মালয়ের স্বাধীনতা তোমরা ইচ্ছেমতই দিও।

চার্চিল শেষ পর্যন্ত লড়ে যান,

—সবই তো নিয়ে নিলে, আমার মুখ রইলো কই ? গ্রীস, মধ্যপ্রাচ্য ইজিপ্ট ও লিবিয়াটা আমার ইনফ্লুয়েন্স-এ ছেড়ে দাও।

রুজভেল্ট জানান :

—বেশ ! তবে পোল্যাণ্ড নিয়ে আমি আর কথা বলবো না। ব্যাপারটা রাশিয়ার সঙ্গে বুঝে নাও।

এদিকে কায়রো কনফারেন্সে চিয়াং কাই শেক কাঁদাকাটি করে কথা নিয়েছেন, মাঞ্চুরিয়া, অন্তর্মঙ্গোলিয়া ও তিব্বতে তার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। জাপানের হাত থেকে নিয়ে ফরমোজা তাঁকে দেওয়া হবে।

দ্যগল এসব শুনতে নারাজ। তিনি ফরাসী আধিপত্য বিসর্জন দিতে রাজি নন। এখানেই দ্যগলের সঙ্গে চার্চিলের বোঝাপড়া হয়। চার্চিল মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফরাসীদের তাড়াতে চান। ওয়ার ক্যাবিনেট তখন দ্যগলের সঙ্গে রফাতে এলেন। সিরিয়া ও লেবানন থেকে ফ্রান্স সরে যাবে। পরিবর্তে বৃটেন ইন্দোচীনে পূর্ব অধিকার টনকিন পর্যন্ত মেনে নেবে।

কিছুমাত্র ঘটা না করে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মারা গেলেন। দৃশ্যপট নিষ্ঠুরভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। নতুন প্রেসিডেন্ট হ্যারী টুম্যান চার্চিল-বেভিনকে পটসডাম কনফারেন্সে ভরসা দেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে অপরাজিত, দুনিয়ার কোন শক্তিকেই যে সে ভয় পায় না তার এক ভয়াবহ দৃষ্টান্ত টুম্যান বেতার ভাষণে জানান দিয়ে গোটা দুনিয়ার মানুষকে শঙ্কিত করে তোলেন :

—*Sixteen hours ago an American airplain dropped one bomb on*

Hiroshima, an important Japanese army base This bomb had more power than 20,000 TNT. With this bomb we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. It is an atomic bomb.

ধনবাদী দুনিয়া নাটকীয় ঘোষণায় তার নতুন শক্তির কথা ঘোষণা করে। হিরোসিমা ও নাগাসিকিতে নরমেধ যজ্ঞের নারকীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

পটাসডম কনফারেন্সে স্থির হয় ষোড়শ অক্ষাংশের দক্ষিণে ইংরেজ বাহিনী জাপানীদের নিরস্ত্র করবে। উত্তর দিকে চিয়াং কাই শেক জাপানীদের নিরস্ত্র করবার ভার পেলেন। বৃটিশ লালফৌজ সর্বপ্রথম শয়তান বন্দরে হাজির হয়! জেনারেল গ্রেসী ভারতীয় গুর্খাবাহিনী নিয়ে সাইগন প্রবেশ করেন। মিঃ এন. সি. লর্ড মাউন্টব্যাটেন সিলোন থেকে গ্রেসীকে পরিচালনা করছেন।

জেনারেল গ্রেসী সায়গনে নেমে ভিয়েতমীন সরকারের সঙ্গে কোন কথাই বলতে চাইলেন না। জাপানীদের নিরস্ত্র করতে সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া শুরু হ'ল। যেখানে ফরাসীদের অভাব ঘটলো, গণবিক্ষোভ দমন করবার জন্যে বৃটিশ জেনারেল গ্রেসী ভারতীয় গুর্খা সৈন্য নিয়োগ করে অন্তরীণ জাপানী সেনাদের মুক্তি দিয়ে তাদের অস্ত্রসজ্জিত করে ভিয়েতমীন মুক্তিফৌজের লড়াইতে নামতে বাধ্য করেন।

সমস্ত প্রেস বন্ধ। সাইগনে মার্শাল ল' জারি করে নিদারুণ এক ত্রাসের সঞ্চার করলেন জেনারেল গ্রেসী। বৃটিশ জেনারেলের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ব্যবহারে দেশের সাধারণ মানুষ প্রথমটা বেসামাল হয়ে পড়ে। সমস্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। একটির পর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি শত্রুদের হাতে চলে যায়। জেনারেল গ্রেসী আদেশ দিলেন, অসামরিক ভিয়েতনামীরা বাঁশ নিয়েও রাস্তায় নামতে পারবে না। সমস্ত পূর্বসর্ত চুরমার করে, পটাসডম কনফারেন্সের সমস্ত নির্দেশ ছিন্নভিন্ন করে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বৃটিশের অত্যাশ্চর্য ভূমিকা সম্পর্কে পরবর্তীকালের ইন্টারন্যাশনাল কন্ট্রোল কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেল ডাঃ মূর্তি লিখছেন :

—*'It is surprising to find a Labour Government, at a time when they were already committed to freeing India and Burma, Signing an agreement with the French on October 9, recognising French civil administration as the only one entitled to direct*

nonmilitary forces south of the 16th parallel. However, it was the British who reinstalled the discredited French authority south of the 1ćth parallel, thereby making themselves responsible for the war which followed in Vietnam.

মুক্তিফৌজ গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়। অতর্কিতে ফরাসীদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তারা সারা সাইগনে সমস্ত শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করে। ওদিকে শুরু হয় বয়কট আন্দোলন। চাকর নেই। দোকানে ফরাসীরা মাল কিনতে পারে না। শুরু হয় সংঘর্ষ। বৃটিশ অফিসারদের নির্দেশে ভারতীয় গুর্খাদের অবর্ণনীয় অত্যাচার চলে সর্বত্র।

ভারত থেকে প্রতিবাদ ওঠে। পণ্ডিত নেহেরু অল ইণ্ডিয়া পিপলস্ কনফারেন্সে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন :

—'*We have watched British intervention there with growing anger, shame and helplessness that Indian troops should thus be used for doing Britain's dirty work against our friends who are fighting the same fight as we are….*'

ভারত স্বাধীন হয়েছে। রাজনীতির পরিবর্তন হয়েছে অনেক। ক্রমবর্ধমান মার্কিন প্রভাবে দৃষ্টিভঙ্গীর হেরফের হয়েছে বিস্তর। তবু পণ্ডিত নেহেরুর এই সত্যভাষণে সেদিন কোন ফাঁকি ছিল না। পরবর্তীকালে ইণ্টারন্যাশনাল কণ্ট্রোল কমিশনের অন্যতম সদস্য হিসাবে ভারতের ভূমিকার কথা তুলে পণ্ডিত নেহেরুর বক্তব্যটিকে খাটো করলে ভারতের রাজনৈতিক চরিত্রের পরিবর্তনকে অস্বীকার করা হবে।

জেনারেল গ্রেসী কিন্তু থামবার পাত্র নন। ফরাসী সামরিক শক্তি সাইগনে না পৌঁছোনো পর্যন্ত দায়িত্ব হাতে নিয়ে তিনি পাইকারি হারে নরহত্যা শুরু করলেন। গোটা সায়গন যখন জ্বলছে, জেনারেল গ্রেসী ক্যাম্পিং জেনারেল টেরুউচীর সঙ্গে ডিনার খাচ্ছেন। বৃটিশ প্রেসের নির্লজ্জ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

'*The British headquarters had thanked General Terauchi, the Japanese Commander with highest praise for his co-operation.*'

লজ্জা, ঘৃণা ও ভয় সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিতে থাকতে নেই। তবু ডগলাস ম্যাকআর্থারের মত জেনারেলও ভিয়েতনামের ওপর বৃটিশের এই

বিশ্বাসঘাতকতায় চুপ করে থাকতে পারেননি। টোকিও থেকে তিনি মন্তব্য করেন,

—'*If there is anything that makes my blood boil, it is to see our allies in Indochina and Java deploying Japanese troops to reconquer the little people we promised to liberate. It is the most ignoble kind of betrayal.*'

এডমিরাল মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে বৈঠক শেষ করে ফরাসী জেনারেল লেক্লার্ক অপর্যাপ্ত গোলাবারুদ, রসদ ও বিপুল ফরাসী সেনাসহ যুদ্ধজাহাজ রিশ্চেলিয়ে নিয়ে সাইগন বন্দরে হাজির হন। জেনারেল গ্রেসী আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে লেক্লার্কের সঙ্গে করমর্দন করে বলেন,

—'*I was welcomed on arrival in Saigon by Viet-Minh···. I promptly kicked them out.*'

জেনারেল লেক্লার্ক সময় নষ্ট করলেন না। ষোড়শ অক্ষরেখা পর্যন্ত সমস্ত শহরগুলোর ওপর প্রচণ্ড ও ব্যাপক আক্রমণ চালালেন। দেখতে দেখতে ম্যাই থো নিয়ে নিলেন। কাওদাই রাজধানী থাই নিন্ ও ভিয়েতনামের সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে ফরাসী পূর্ব অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল।

লেক্লার্ক বললেন,

—ষোড়শ অক্ষাংশের দক্ষিণেই আমরা এখন থাকবো। হ্যানয় দখল করবার কথা আপাতত ভাবছি না। কম্বোডিয়ার রাজধানী পেম পেম পর্যন্ত আপনার গুর্খা সেনাদের ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের যে কী উপকার করেছেন তার তুলনা নেই।

জেনারেল গ্রেসী মন্তব্য করেন,

—'*We have done our best. We have discharged our obligation and now it's up to you to carry on.*'

দক্ষিণে ফরাসী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও ষোড়শ অক্ষাংশের উত্তরে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। পটাসডম কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চিয়াং বাহিনী তখন জাপানীদের নিরস্ত্র করতে ব্যাপৃত। আফিমের রাজা লুহান টাকা ছাড়া কিছু বোঝেন না কিন্তু ফরাসী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেয়ে স্বাধীন ভিয়েতনামের পক্ষে ছিলেন। রাজা লুহান তাঁর নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। উৎকোচ ও লুটপাট চালিয়ে রোজগারের তালে রইলেন। ভিয়েতনামী ও ফরাসী নির্বিশেষে

সকলকেই অস্থির করে তুললেন। তবু হো-চি-মিন সরকারের সঙ্গে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হননি। ফলে উত্তর ভিয়েতনামের সর্বত্রই স্বাধীন সরকার স্বাভাবিক নিয়মে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। ফরাসীরাও ষোড়শ অক্ষাংশের ওপারে চিয়াং বাহিনীর সঙ্গে কোন সংঘর্ষে নামতে ভয় পেয়েছে। পুনঃঅধিকৃত এলাকায় শহরে ও বন্দরে ফরাসী শাসন বহাল হলেও দক্ষিণের গ্রামাঞ্চলের মুক্তিবাহিনী তৎপর ছিল। সুযোগ পেলেই তারা ফরাসী চৌকীর ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল।

সায়গনে ফরাসী হাইকমিশনার এডমিরাল দার্যেনলিয়ে চিয়াং কাই শেকের সঙ্গে যখন ষোড়শ অক্ষাংশে উত্তরে ফরাসী বাহিনীর প্রবেশাধিকার নিয়ে তদ্বির করছেন তখন দ্যগল পদত্যাগ করলেন। ফ্রান্সের শাসনভার কিছুদিনের জন্যে পপুলার ফ্রন্টের হাতে এলো। ভিয়েতনামের রাজনীতিতেও পরিবর্তন দেখা দিল। জেনারেল সাঁতেনি হো চি-মিন সরকারের সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলেন ফরাসী সরকারের পক্ষে। ভিয়েতনাম সরকার স্বীকৃতি পেলেন। ছোট একটা ফরাসী সেনাদল ভিয়েতনামে থাকবে। চীনা ফৌজ গুটিয়ে নেওয়াও স্থির হয়। এই চুক্তিতে ফরাসী সরকার ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে ফরাসী ইউনিয়ন ও ইন্দোচীন ফেডারেশনের মধ্যে পরিপূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করে নেয়। পাঁচ বছর পর ফরাসী ফৌজ অপসরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল।

চুক্তির মর্ম যাই থাক ফরাসী জেনারেল লেক্লার্ক কিন্তু ষোড়শ অক্ষাংশের দক্ষিণে ভিয়েতনাম বাহিনীকে ঢুকতে দিল না। বরং ফরাসী অনুগত ব্যবসায়ী ও জমিদারদের নিয়ে কোচিন চীনে অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটা ফ্রি রিপাবলিক খাড়া করলেন। রাজধানী হ'ল সায়গন। ওদিকে চিয়াং তার ফৌজ গুটিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী বাহিনী উত্তর ভিয়েতনামে অভিযান শুরু করলেন।

শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্যে হো-চি-মিন ক্রমাগত চেষ্টা করে চললেন। প্রথমে দালাত কনফারেন্স, তারপর ফনতেনব্লো বৈঠক। শান্তিপূর্ণ সমাধানের কোন পথ খোলা রইলো না। দর্যেনলিয়ে দ্বিতীয় দালাত কনফারেন্স ডাকলেন।

প্রতিকারের সমস্ত পথ রুদ্ধ হ'ল। ফরাসীরা চুক্তির কথা তুলতেই সরাসরি জানায়, আমরা কোচিন চীনের জন্যে কোন চুক্তি করিনি। ফ্রান্স থেকে কলোনিয়াল সেক্রেটারী লিয়ে ব্লুম ভিয়েতনামে এলেন, হো-চি-মিনের সঙ্গে

সাক্ষাৎকার প্রত্যাখ্যান করলেন। দেশের উত্তর ও দক্ষিণে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়। কিন্তু প্রবল ফরাসী সামরিক অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ শহর হাই-ফং ফরাসীদের হাতে চলে যায়। খোদ হানয়ের পতনের আগেই হো-চি-মিন জঙ্গলে পালিয়ে গেলেন।

আপাত দৃষ্ট ফরাসীবাহিনী শক্তিশালী হলেও তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ছিল অন্য জায়গায়। এ যুদ্ধের চরিত্র ভিন্ন। একটি গোটা জাতির পবিত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের বিরুদ্ধে শুধু সামরিক শ্রেষ্ঠত্বই যথেষ্ট নয়। এ যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সর্বস্তরের মানুষের সংহত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই। মুক্তিকামী মানুষের মরণপণ জনযুদ্ধ।

এই গণফৌজের অন্যতম নেতা ভো ঙুয়েন গিয়াপ। তিনি ছিলেন ইতিহাসের ও আইনের ছাত্র। পেশাদারী সৈনিক বৃত্তির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। হো-চি-মিন এঁকে ইয়েনানে মাও সে-তুং-এর কাছে হাতে-কলমে গেরিলা রণনীতি শেখবার জন্যে প্রেরণ করেছিলেন। এই গিয়াপকেই কম্বোডিয়ায় হো-চি-মিনের গোপন আড্ডায় বাঁশের খাটিয়ায় বসে থাকতে দেখা গেছে। ফরাসীদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধে গিয়াপের অবিশ্বাস্য রণকৌশল পশ্চিমী রণবিদদের বিস্মিত করেছিল। খোদ আইজেনহাওয়ার, ম্যাকআর্থার ও ফোর্ট লিভেনওয়ার্থে শিক্ষাপ্রাপ্ত অতি বড় জেনারেলদেরও তিনি ছিলেন হৃদকম্পের কারণ

শক্তি সংহত করে শত্রুর অপেক্ষাকৃত দুর্বল জায়গায় আক্রমণ করে শত্রুসৈন্য ধ্বংস ও জনপদ মুক্ত করাই গিয়াপের প্রথম কাজ। দেশের সর্বত্র তাঁর মুক্তি ফৌজ ছড়িয়ে পড়ে। হো-চি-মিন হানয় থেকে সরে গিয়ে ভিয়েত বাক্-এ তাঁর হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন করেছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম নতুন পর্যায়ে শুরু হয়। ফরাসী বাহিনী উত্তর ও দক্ষিণের সমস্ত শহর দখল করে নিয়েছে। ভিয়েতমীন গেরিলা তৎপরতা জঙ্গল ও পাহাড় থেকে এবার নীচে নামতে থাকে। হো-চি-মিন দেশবাসীকে সম্বোধন করে জানালেন, যার যেটুকু শক্তি আছে এই মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করো। য়ুনিভারসিটি ক্লাস ছেড়ে ছাত্রেরা দলে দলে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। মেহনতি মানুষ আসে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে। গ্রামাঞ্চলের কৃষকেরা গণফৌজের অন্যতম সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করে।

এক-একটি অঞ্চল মুক্ত হতে থাকে। গেরিলা বাহিনীর চাপ ফরাসীদের সহ্য করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। হো চি-মিন ঘোষণা করলেন,—যার যা আছে তা নিয়েই প্রতিরোধ কর। যার রাইফেল আছে সে রাইফেল নাও, যার তরবারি আছে সে নাও তরবারি। যার তরবারি নেই, সে নাও কাস্তে আর লাঠি। এসো, শত্রুকে প্রতিরোধ করো।

শত্রু নিধন হতে থাকে। ক্রমাগত জেনারেল পাল্টে ও রণনীতি বদলে ভিয়েতমীন গেরিলাদের সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফরাসীরা জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নাম দিয়ে একটি সরকার খাড়া করবার চেষ্টা করতে থাকে। বাও দাইকে ডেকে এনে সেই সরকারের দায়িত্ব নেবার জন্যে চাপ সৃষ্টি হ'ল। সামরিক পরিস্থিতি গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ফরাসী জেনারেল তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে সোজা ওয়াশিংটনে এলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইন্দোচীন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে চিয়াং কাই শেক পলাতক। লিবারেশন আর্মি নয়া চীন গঠন করেছে। ইন্দোচীন সে দিক দিয়ে ওয়াশিংটনের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ।

সাহায্য আসতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদীদের যৌথ পরিকল্পনায় ভিয়েতনামে নতুনভাবে এক নোংরা যুদ্ধ শুরু হয়। আমেরিকান ডলার ও ফরাসী রক্তের প্রবাহে এক নিষ্ঠুর অমানবিক যুদ্ধের শুরু।

তারপর বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে, পর পর ঘটনা সাজিয়ে গেলে দেখা যায়, আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে ফরাসীদের জন্যে বিপুল সামরিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে। নয়া চীন হো চি-মিন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। দু'সপ্তাহ পর মস্কো ভিয়েতমীন সরকারকে মেনে নেয়। মার্কিন এড মিশন এলো সায়গনে। তারপর এলো মিলিটারী মিশন। উত্তর ভিয়েতনামে ফরাসীদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও পরাজয়। সায়গনে গেরিলা বাহিনী তৎপর। বন্যার মত মার্কিন যুদ্ধ-সাজ সরঞ্জাম সায়গনে আসতে থাকে। মার্কিন নৌবহর চীনের উপকূলে টহল দিতে শুরু করে। এলেন জেনারেল ন্যাভারে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন—নেপোলিয়নের 'গ্লোয়ার মিলিতার'। ন্যাভারে পরিকল্পনা নিয়ে মার্কিন বিশেষজ্ঞদের কাছে ছুটে যান। ন্যাভারে পরিকল্পনা কয়েকটি সামরিক অভিযানের ভিত্তিতে রচিত হয়: উত্তরে স্থানীয় হাইফং উপকূল ও অববাহিকা এলাকা, কেন্দ্রে হুয়ে, দানাং, দক্ষিণে সাইগন-মেকং এলাকায় ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ ও যুদ্ধাস্ত্র সমাবেশ। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ভিয়েতমীনদের ঘাঁটিতে ব্যাপক আক্রমণ। লুয়াং প্রাবাং

থেকে উত্তর লাওসে সৈন্য প্রেরণ এবং তারপর উত্তর ভিয়েতনামে বিপুল সৈন্য সমাবেশ। কমিউনিস্ট চীনের সীমান্ত রুদ্ধ করে ভিয়েতমীনদের ওপর চরম আঘাত হানা ও তাদের নির্মূল করা।

জেনারেল গিয়াপ ন্যাঁভারে পরিকল্পনাকে গতি দিতে সাহায্য করেন। ইচ্ছে করেই পিছু হটে যান। দিয়েন বিয়েন ফু তে ফরাসী শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়। চীন, লাওস ও ভিয়েতনামের পার্বত্য অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সঙ্গমক্ষেত্র। ফরাসী বাহিনী এখানে জড়ো হবার পর ভিয়েতমীন গণফৌজ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে ও বেপরোয়া আক্রমণ শুরু করে। লাওস এলাকায় প্যাথেট লাও বাহিনী দেশের আর এক সীমান্তে ফরাসীদের নাজেহাল করতে থাকে। ন্যাঁভারে পরিকল্পনা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। কোরিয়ার যুদ্ধশেষে মার্কিন সমরশক্তি ফরাসীদের সাহায্যে ভিয়েতনামে কেন্দ্রীভূত হয়। লক্ষ লক্ষ ডলারের মার্শাল প্ল্যানের সাহায্যে, ঝানু মার্কিনী বিশেষজ্ঞ ও আড়াই লাখ ফরাসী সেনা নিয়েও ফরাসী ও মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের সমস্তরকম সামরিক প্রচেষ্টা খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। ফিলিপাইন থেকে মার্কিন বোমারু বিমানের দৃকপাতহীন আক্রমণ, যাকে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা ঘটা করে নাম দেন 'অপারেশন ভালচার', শেষ পর্যন্ত একটি ছেলেখেলায় পর্যবসিত হয়। দিয়েন বিয়েন ফু তে জেনারেল ন্যাঁভারে আঠারো মাসের পরিকল্পনা পকেটে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ঐতিহাসিক দিয়েন বিয়েন ফু ও অদ্বিতীয় বীর সন্তান জেনারেল ভো নেগুয়ান হুয়েন সম্পর্কে আমার অন্যত্র বলবার ইচ্ছে রইলো।

ভিয়েতনামের রাজনীতি প্যারী থেকে ওয়াশিংটনে সরে গেছে। দিয়েন বিয়েন ফু-র তখনও পতন হয়নি। ফস্টার ডালেস, এডমিরাল র‍্যাডফোর্ড ও মার্কিন বিশেষজ্ঞদের এক বৈঠক বসে স্টেট্ ডিপার্টমেন্টের ছ'তলার সুদৃশ্য কক্ষে। অনেকের সঙ্গে কোণের সিটে আজকের প্রেসিডেন্ট জনসনও উপস্থিত ছিলেন সেদিন।

ডালেস প্রস্তাব রাখলেন চিয়াং-কাই-শেকের পতনের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অবস্থার ভয়াবহ পরিবর্তনের কথা ভেবে অবিলম্বেই আমাদের ইন্দোচীনে সামরিক সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

এল. বি. জে মন্তব্য করেন,

—*Did you consult nations who might be our allies in intervension ?*

ডালেস উত্তর দিলেন,

—*Anyway, United States cannot afford to loose Indochina to the Communists.*

একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে বৈঠক শেষ হয়।

ডালেস এসেছেন লণ্ডন। '*Massive retaliation*'-এর আনন্দে তিনি অস্থির। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু মিঃ ইডেনকে অনেকটা রাজি করিয়েছেন। ভিয়েতনাম সমস্যা লড়াইয়ের রক্তাক্ত জঙ্গল থেকে জিনিভার কনফারেন্স টেবিলে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা অনেকটা এগিয়েছে।

ডালেস এলেন প্যারী। ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জেস বিদোর কাছে আমেরিকার সেক্রেটারী অফ স্টেটস্ ফস্টার ডালেস এক ভয়াবহ প্রস্তাব রাখলেন,

—উপনিবেশ ফিরে পাবার কথা ওঠে না। সমস্যা এখন গভীর ও ব্যাপক। কমিউনিস্ট চীনকে ঠেকাতে হলে এখনই আমাদের লেগে পড়া দরকার। দিয়েন বিয়েন ফু-র পতন অনিবার্য। আপনি রাজি থাকলে আমার পরিকল্পনা আমি সামনে রাখবো। শেষরক্ষা হয় কিনা দেখা যাক।

—চীনের ভয়াবহ শক্তি দুনিয়ার কাছে এক মস্ত সমস্যা সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনার পরিকল্পনাটা কী? দিয়েন বিয়েন ফু-তে আপনার 'অপারেশন ভাল্চার' তো কিছুই করতে পারছে না।

—চীন সাহায্য করছে। আমাদের শক্তির প্রমাণ দেওয়ার জন্যে দক্ষিণ চীন ও উত্তর ভিয়েতনামে আণবিক বোমা বর্ষণ করবার কথা আমরা চিন্তা করছি। আপনি রাজি থাকলে চার্চিল ও ইডেনকে দলে টানা যাবে।

ডালেসের প্রস্তাব জর্জেস বিদো সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন।

ডালেস তাঁর 'বোল্ড পলিসি' ব্যাগে নিয়ে প্যারী ত্যাগ করলেন। জিনিভা কনফারেন্স কী ভাবে বানচাল করা যায় সেই চিন্তাই তখন তাঁকে পেয়ে বসে। ম্যানিলা থেকে নির্দেশ পেয়ে এ্যাটম বোমা নিয়ে মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ টন্‌কিন উপসাগর ছেড়ে গেল। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মেঁদে ফ্রান্স কুড়ি দিনের মধ্যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসানের নির্দেশ দিলেন।

ভিয়েতনামের রাজনীতি ওয়াশিংটন থেকে এবার জিনিভায় সরে গেল, আইজেনহাওয়ার-ডালেস-মেঁদে ফ্রান্স-এর হাত থেকে ইডেন-মলোটভ-নেহেরু-চৌ-এন লাইয়ের হাতে গিয়ে পড়লো।

জিনিভার 'প্যালাইস দেস্ নেশনস'-এ প্রথম দিকে একজন মানুষকে খুবই

তৎপর দেখা যায়। মুখ লাল, ঠোঁটে চাপা ক্রোধ ও ঘৃণার হাসি। মন কিন্তু অস্থির, অশান্ত। একটার পর একটা পরিকল্পনা ব্যর্থ হচ্ছে। কাউকেই তিনি দলে টানতে পারছেন না। দক্ষিণ কোরিয়ার সীংম্যান রী ও অস্ট্রেলিয়ার কেসী তাঁর একমাত্র ভরসা। নতুন নতুন পরিকল্পনা তাঁর সঙ্গেই ছিল। কোরিয়ার অভিজ্ঞতায় সবাই নতুন করে এশিয়ায় অশান্তি ডেকে আনবার বিপক্ষে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সমর্থক কোন প্রতিশ্রুতি দিতে কেউই এগিয়ে এলেন না। তাঁর '*Virtuous Friends and Vicious Enemies*' এর নোটবুকে বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম। ব্রিটেনের যে ইডেনের মাথা খেয়েছেন তাতে তাঁর আর সন্দেহ হয় না। কৃষ্ণমেননকে দেখে চট করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। নির্বান্ধব এই মানুষটি আর কেউ নন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিনিধি, জন ফস্টার ডালেস।

ঝানু আইনজীবী, রুশ ও চীন বিরোধী চক্রান্তের অন্যতম নেতা। ইতালীতে ফ্যাসিবাদ গঠনের পেছনে বিস্তর অর্থ খরচ করেছেন এক সময়। নাজীদের জন্যে তিনি যা করেছেন, [illegible] যারা পুড়েছিলেন নিশ্চয়ই তাঁরা সে খবর রাখেন। দক্ষিণ আমেরিকায় ও দূর প্রাচ্যে কোটি কোটি ডলারের মার্কিন মূলধন প্রবেশের অন্যতম পলিসি-মেকার। লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে নিত্য নতুন সামরিক জল্লাদকে নিজের ইচ্ছে মত তুলছেন ফেলছেন। হণ্ডুরাস থেকে তাড়া করে এসে গুয়াটেমালার গণতান্ত্রিক আরবেঞ্জ সরকারকে ধ্বংস করবার আনন্দ সুখ তখনও ফুরিয়ে যায়নি। জর্মন ও জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের প্রাণসঞ্চারে এই লোকটিকেই সবচেয়ে বেশি তৎপর হতে দেখা গেছে। ওয়ার্ল্ড কাউন্সিলস্ অফ চার্চেস এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, আবার আণবিক বোমা বর্ষণের পরিকল্পনা নিয়ে লণ্ডন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হাঁটু ভেঙ্গে বাইবেল পাঠ শেষ করেই '*Asian fight Asians*' পরিকল্পনা সাজাতে ব্যস্ত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তিনি এ গোলার্ধ থেকে ও গোলার্ধে ডলার নৃত্য দেখেন।

ভিয়েতনামের ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক-কে সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দানের প্রশ্ন উঠতেই বেডেল স্মিথকে সঙ্গে নিয়ে কনফারেন্স ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। কম্বোডিয়া ও লাওস-এর মত হো-চি-মিন রিপাবলিক-কে স্বীকৃতিদানে তাঁর বিস্তর আপত্তি। চীন ও রাশিয়া দাবী করে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকই ভিয়েতনামের ন্যায়সঙ্গত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। নিতান্তই একজন পর্যবেক্ষকরূপে জিনিভায় বেডেল স্মিথকে রেখে ডালেস ওয়াশিংটনের পথে প্যারী রওনা হয়ে গেলেন।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের শেষ চালে গোটা জিনিভা কনফারেন্স কিভাবে বানচাল করা যায় সেই চিন্তাতে তিনি অস্থির। ইডেন তখন ডালেসের প্রস্তাব নিয়ে চার্চিলের চেকার্সের পল্লীভবনে গভীর আলোচনায় লিপ্ত। চুরুট ফুঁকছেন চার্চিল আর প্রবল বেগে মাথা নাড়ছেন। ডালেসের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে কমন্স সভার অধিবেশনে মিলিত হবার জন্যে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে যাবার জন্যে তৈরি হন চার্চিল। মলোটভ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক এর প্রতিনিধি ফাম ভান দঙকে অবিলম্বেই জিনিভায় আসবার জন্যে জরুরী তার প্রেরণ করছেন। আর কৃষ্ণ মেনন? বিশ্রাম নেই মানুষটির। কনফারেন্স যাতে ভেঙ্গে না যায় তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। একবার নরোদম সিহানুক-এর ওখানে কম্বোডিয়া পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন, আবার গভীর রাত্রে মঁদে ফ্রান্স-এর সঙ্গে দেখা করে শান্তি ও ভিয়েতনাম পরিস্থিতির সফল সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে ডালেসকে কতকটা চটানোর ঝুঁকি যে নিতেই হবে সে প্রসঙ্গে চাপ সৃষ্টি করছেন। সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে শেষরাত্রে শ্রীনেহেরুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছেন। দিয়েন বিয়েন ফু-র অবস্থা ওদিকে আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। এক একটা কমাণ্ড পোস্ট গেরিলাদের হাতে চলে যাচ্ছে আর ভিয়াপের মুক্তি ফৌজের হাতে ফরাসী সেনারা পিঁপড়ের মত মরছে।

এই সময় একজন মানুষকে দেখা গেছে আশ্চর্যরকম আশাবাদী। জিনিভা কনফারেন্সের সাফল্য সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত। কোরিয়ান ক্রাইসিস শান্তিপূর্ণ ভাবে মীমাংসার পর দূতাবাসে ছুটতে ছুটতে আসছেন। নিদারুণ ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি 'সিটি লাইটস' দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করায় স্বয়ং চার্লি চ্যাপলিন এসেছেন। অতিথিকে ডিনারে আপ্যায়নের জন্যে দরজার সামনে প্রতীক্ষা করছেন। তার মধ্যেই সুযোগ করে নিয়ে একবার কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরতি ও শান্তিপূর্ণ সমাধানে শ্রীনেহেরুর ছয় দফা প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রমী এই ব্যক্তি জিনিভা সম্মিলনের অন্যতম প্রধান চরিত্র। একসঙ্গে প্রায় চার-পাঁচটি ভাষায় রিপোর্টারদের সঙ্গে কথা বলছেন। গলাবন্ধ কোট পরা এই মানুষটি আর কেউ নন—চৌ-এন-লাই।

মহান শিল্পীর সঙ্গে মার্ক্সিস্ট-যোদ্ধার ডিনার টেবিল জমে ওঠে। চার্লি 'সিটি লাইটস' বা 'লাইম লাইট' সম্পর্কে আলোচনার চেয়ে চীনের ঐতিহাসিক লঙ মার্চ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন। লিবারেশন আর্মির সঙ্গে মাও-সে-তুং পিকিং প্রবেশ করার পর পিকিং-এর সেই ঐতিহাসিক জমায়েত ও জনতার বিজয়োৎসবের

কথা শুনতে শুনতে চার্লি চ্যাপলিন অভিভূত চার্লি তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন:

'Chou En-lai that night told us a touching story of Mao Tse-tung's triumphant entry into Peking. There were a million Chinese present to welcome him. A large platform, fifteen feet high, had been built at the end of the vast square, and as he mounted the steps from the back the top of his head appeared and a roar of welcome surged up from a million throats, increasing and increasing as the lone figure came fully into view. And when Mao Tse-tung, the conqueror of China, saw that vast multitude, he stood for a moment, then suddenly covered his face with both hands and wept.'

শেষ পর্যন্ত জিনিভা সম্মিলনে সঙ্কট দেখা দিল। কম্বোডিয়ার বিভিন্ন দলকে রাজা নরোদম সিহানুকের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক ও রাজনৈতিক দল রাজকীয় সরকার মনোনীত নির্দলীয় প্রধান মন্ত্রীকে মেনে নেওয়ায় লাওস সমস্যারও সমাধান হয়। কিন্তু কোরিয়ার মত ভিয়েতনামকে দু'ভাগে ভাগ করবার প্রস্তাব ভিয়েতনামের ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকের প্রতিনিধি ফাম ভান দঙ মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

তা'ছাড়া প্রশ্ন উঠলো ভিয়েতনাম ভাগ হবে কী নিয়মে? ফ্রান্স প্রস্তাব রাখে—কোচিন চীনের পুরনো ঔপনিবেশিক এলাকায় সীমান্ত টানা হোক। বৃটেন প্রস্তাব দেয়—উত্তর দিকে সরিয়ে নিয়ে ১৬ অক্ষ-সমান্তরাল ধরে ভিয়েতনাম সাময়িকভাবে ভাগ করা যেতে পারে। সায়গনের 'স্টেট অফ ভিয়েতনাম'-এর প্রতিনিধি ত্রান ভান দো মার্কিন চাপে দাবী জানান ২০ অক্ষ-সমান্তরাল ধরে ভিয়েতনামকে ভাগ করা হোক।

ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকের প্রতিনিধি ফাম ভান দঙ সমস্ত নাকচ করে বললেন, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও দর কষাকষিতে তিনি রাজি নন। সাময়িকভাবে হলেও দেশ বিভাগের প্রশ্নই ওঠে না।

সম্মিলনের বাইরে থেকে প্যাথেট লাও প্রতিনিধি ও কনফারেন্সের টেবিলে বসে চৌ এন-লাই দঙ-কে সমর্থন করেন।

জিনিভা কনফারেন্স প্রায় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হ'ল।

সম্মিলনের যুগ্ম সভাপতি ইডেন ও মলোটভ শেষ চেষ্টা করে চলেছেন।

ইন্দোচীন সম্পর্কিত আলোচনা শেষপর্যন্ত যাতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয় তার জন্যে কৃষ্ণ মেননের অক্লান্ত প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এমন সময় ইডেন প্রস্তাব দিলেন ১৭ অক্ষ-সমান্তরালে ভিয়েতনামের ক'টি দেশ যেখানে সবচেয়ে সরু সেখানেই বিভাগের রেখা টানা হোক। মলোটভের সঙ্গে আলোচনার পর চৌ-এন-লাই এই প্রস্তাবে মোটামুটি রাজি হন ও প্রস্তাব দেন, ভারত, কানাডা ও পোল্যাণ্ডকে নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হোক।

ফাম ভান দঙ তবু আপত্তি তোলেন। যুক্তি হিসাবে তিনি নজীর দেখান যে, প্রায় এক লক্ষ ভিয়েতমীন ও গেরিলাকে উত্তরে সরিয়ে আনতে হবে অথচ সায়গনে ফরাসী-মার্কিন ঘেঁষা সরকারের ট্রুপস্ মুভমেণ্টের কোন ঝামেলাই নেই।

ইডেন ও মলোটভ তখন ব্যক্তিগতভাবে আশ্বাস দেন—সাময়িক দেশ বিভাগ এখন মেনে নিন। নির্বাচনের মাধ্যমে একটি মাত্র সরকার গঠিত হবার ব্যাপারটা আমরা দেখবো। একটি মাত্র বৈধ সরকারকে বৃটেন ও সোভিয়েত রাশিয়া মেনে নেবে।

ফাম ভান দঙ ইডেন ও মলোটভ প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন। সারারাত্রি ধরে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ও সাময়িক দেশ বিভাগের খসড়া তৈরি চললো।

এমন সময় মূর্তিমান রাহুর মত ডালেস রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। ফ্রান্সের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখান করে বলেন—আপনাদের নির্বাচিত সায়গনের প্রতিনিধি বুলক্-কে আমরা চাই না। সায়গনের প্রধানমন্ত্রীর পদে আমরা অদ্বিতীয় এক মানুষকে খুঁজে পেয়েছি। আমরা নগো দিন দিয়েমকে সমর্থন করবো।

ঐতিহাসিক সম্মেলন শেষ হ'ল। বিস্তারিত রিপোর্ট না রেখে জিনিভা সম্মেলনে গৃহীত প্রধান সর্তের সংক্ষিপ্ত বাংলা তর্জমা এই প্রসঙ্গে আমি সামনে রাখছি:

ভিয়েতনামের যুদ্ধ বর্জন সংক্রান্ত চুক্তি

২০শে জুলাই, ১ ৫৪

প্রথম অধ্যায়

১ অনুচ্ছেদ: অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি রেখার দু'দিকে অনধিক পাঁচ কিলোমিটার স্থান সৈন্যমুক্ত রেখে প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের সৈন্যবাহিনী ঐ রেখার উত্তরে এবং ফরাসী সৈন্যবাহিনী দক্ষিণে হটে যাবে।

২ অনুচ্ছেদ : চুক্তি বলবৎ হবার ৩০০ দিনের মধ্যে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি রেখার দু'পাশে দু'পক্ষের সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেবার কাজ শেষ করতে হবে।

৩ অনুচ্ছেদ : যদি ঐ অস্থায়ী রেখা কোন জলপথের ওপর পড়ে, তবে ঐ জলপথ উভয় পক্ষের অসামরিক নৌ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। ঐ জলপথের দুই তীর দুই দলের কর্তৃত্বাধীন থাকবে। যুগ্ম কমিশন ঐ জলপথে নৌ চলাচলের নিয়মকানুন স্থির করবেন।

৫ অনুচ্ছেদ : বর্তমান চুক্তি বলবৎ হবার ২৫ দিনের মধ্যে সৈন্যমুক্ত এলাকা থেকে সামরিক বাহিনী, সরবরাহ ও অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিতে হবে।

৬ অনুচ্ছেদ : যুগ্ম কমিশনের নির্দিষ্ট অনুমোদন ছাড়া সামরিক ও অসামরিক কোন ব্যক্তি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করতে পারবে না।

৮ অনুচ্ছেদ : সাময়িক যুদ্ধবিরতি রেখার দু'পাশে দু'দিকের সেনা-নায়কেরা অসামরিক শাসন ও সাহায্যব্যবস্থার জন্যে দায়ী থাকবেন। কাজের প্রয়োজনে সামরিক ও অসামরিক কিছু সংখ্যক লোক নিয়োগ করা গেলেও ঐ সংখ্যা কোন কারণেই ট্রাং-গিয়া সামরিক কমিশন ও যুগ্ম কমিশনের নির্দিষ্ট সংখ্যা অতিক্রম করবে না। অসামরিক পুলিশের সংখ্যা ও বহনযোগ্য অস্ত্রের প্রকৃতি যুগ্ম কমিশন ঠিক করবেন। যুগ্ম কমিশনের নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া কারো অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বর্তমান চুক্তি বলবৎ করবার নিয়ম ও পদ্ধতি

১০ অনুচ্ছেদ : উভয় পক্ষের সেনানায়কগণ তাঁদের সমস্ত রকমের যুদ্ধকার্য বন্ধ করবেন।

১১ অনুচ্ছেদ : সমগ্র ইন্দোচীনে অস্ত্রসংবরণ নীতি অনুযায়ী ভিয়েতনামের সমস্ত রণাঙ্গনে উভয় দলীয় সৈন্যদের যাবতীয় যুদ্ধকার্য একই সঙ্গে বন্ধ হবে।

যুদ্ধবিরতির আদেশ উভয়পক্ষের নিম্নতম সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছানোর জন্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনের অস্ত্রসংবরণ নিম্নলিখিত নিয়ম মেনে চলবে :

উত্তর ভিয়েতনাম : ১৯৫৪ সালের ২৭শে জুলাই সকাল আটটার মধ্যে (স্থানীয় সময়)।

মধ্য ভিয়েতনাম : ১৯৫৪ সালের ১লা আগস্ট সকাল আটটার মধ্যে (স্থানীয় সময়)।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম : ১৯৫৪ সালের ১১ই আগস্ট সকাল আটটার মধ্যে (স্থানীয় সময়)।

পিকিং সময়কেই স্থানীয় সময় হিসাবে ধরা হবে।

উত্তর ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি বলবৎ হবার সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষের কোন সৈন্য বা ঐ অঞ্চলের কোন বিমান ইন্দোচীনের অন্য কোথাও কোন প্রকার যুদ্ধকার্যে লিপ্ত হতে পারবে না।

বর্তমান চুক্তি বলবৎ হবার ২৫ দিনের মধ্যে উভয় পক্ষ পরস্পরকে তাঁদের গতিবিধির সংবাদ জানাতে বাধ্য থাকবেন।

১২ অনুচ্ছেদ : চুক্তি বলবৎ হবার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ট্রাং গিয়া সামরিক কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত মাইন, (নদী ও সমুদ্রবক্ষে ভাসমান মাইন সহ) বুবি ট্র্যাপ', বিস্ফোরক পদার্থ ও অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থ অপসারণ ও বিনষ্টিকরণের দায়িত্ব দু'পক্ষকে নিতে হবে। যদি কোন জায়গায় ঐ সব বিপজ্জনক পদার্থ অপসারণ বা বিনষ্টিকরণ সম্ভব না হয় তবে সংশ্লিষ্ট দল ঐ স্থানে বিপদজ্ঞাপক চিহ্ন দিয়ে সতর্ক করবার দায়িত্ব নেবেন।

১৪ অনুচ্ছেদ : (গ) যুদ্ধের সময় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের জন্যে কোন রকম প্রতিশোধমূলক আচরণ ও অত্যাচার করা চলবে না। কোন কারণেই গণতান্ত্রিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

১৪ অনুচ্ছেদ : (ঘ) যদি এক অঞ্চলের নাগরিক অন্য অঞ্চলে যেতে চান তবে জেলা কর্তৃপক্ষ তার অনুমতি দেবেন এবং সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন।

১৫ অনুচ্ছেদ : সামরিক বাহিনী ও সমরাস্ত্রের পরিবর্তন ও প্রত্যাহারের নিয়মাবলী :

১৫ অনুচ্ছেদ : (ক) উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের পরিবর্তন ও প্রত্যাহার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের ধারা অনুযায়ী ৩০০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে।

১৫ অনুচ্ছেদ : (গ) বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষই তাদের সৈন্যবাহিনী এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সরিয়ে নেবে।

১৫ অনুচ্ছেদ : (ঘ) উভয় পক্ষই অসামরিক জনসাধারণের সম্পত্তি ও জীবনহানি হয় এমন কোন ধ্বংসকার্যে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। অসামরিক শাসনে তাদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ।

১৫ অনুচ্ছেদ : (ঙ) যুগ্ম কমিশন ও আন্তর্জাতিক কমিশন এই প্রত্যাহার ও পরিবর্তনের দায়িত্ব নেবে।

১৫ অনুচ্ছেদ : (২) সৈন্য প্রত্যাহার ও বদলীর স্থান ও চূড়ান্ত সময় :

ফরাসী সৈন্যবাহিনী

হ্যানয় পরিসীমা—৭০ দিন

হাইডং পরিসীমা -১০০ দিন

হাইফং পরিসীমা—৩০০ দিন

প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের সৈন্যবাহিনী

হ্যাম-তান খুয়েনমক্ অস্থায়ী সম্মিলন স্থান থেকে—৮০ দিন

মধ্য ভিয়েতনাম অস্থায়ী সম্মিলন স্থান থেকে (প্রথম দফা)—৮০ দিন

প্লাঁ দে জোন অস্থায়ী সম্মিলন স্থান থেকে -- ১০০ দিন

মধ্য ভিয়েতনাম অস্থায়ী সম্মিলন স্থান থেকে (দ্বিতীয় দফা)—১০০ দিন

পোঁয়াত কামো অস্থায়ী সম্মিলন স্থান থেকে—২০০ দিন

মধ্য ভিয়েতনাম অস্থায়ী সম্মিলন স্থান থেকে (শেষ দফা)—৩০০ দিন

তৃতীয় অধ্যায়

১৬ অনুচ্ছেদ : বর্তমান চুক্তি বলবৎ হবার পর সমগ্র ভিয়েতনামে নতুন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ নিষিদ্ধ।

১৮ অনুচ্ছেদ : বর্তমান চুক্তি বলবৎ হবার পর বৈদেশিক কোন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সামরিক ঘাঁটি কোন পক্ষেই স্থাপন করা যাবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

চুক্তি বলবৎ হবার পর উভয়পক্ষের আটক যুদ্ধবন্দী ও অন্তরীণ নাগরিকদের মুক্তি ও পুনর্বাসন সর্ত।

২১ অনুচ্ছেদ : (ক) সমস্ত যুদ্ধবন্দী ও অন্তরীণ নাগরিকদের ৩০ দিনের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে।

২১ অনুচ্ছেদ : (খ) 'অন্তরীণ নাগরিক' বলতে উভয় পক্ষের রাজনৈতিক ও যুদ্ধের কারণে ধৃত ব্যক্তিদের বোঝাবে।

২১ অনুচ্ছেদ : (গ) সমস্ত যুদ্ধবন্দী ও অন্তরীণ নাগরিকদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের হাতে ফেরৎ দিতে হবে। ঐ কর্তৃপক্ষ তাদের বাসস্থান বা জন্মস্থান বা তাদের পছন্দমত অঞ্চলে পাঠানোর ব্যাপারে সহায়তা করবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবিধ

২২ অনুচ্ছেদ : উভয় পক্ষের সেনানায়কেরা বর্তমান চুক্তিতে উল্লিখিত সর্ত ভঙ্গকারী স্বপক্ষের সৈন্য বা সৈন্যবাহিনীকে শাস্তিদান করবেন।

২৫ অনুচ্ছেদ : উভয় পক্ষের সেনানায়কগণ আন্তর্জাতিক কমিশন বা তার তদন্তকারী দল এবং যুগ্ম কমিশন অথবা তার দলকে পূর্ণ সহায়তা ও সর্বপ্রকার রক্ষণ ব্যবস্থার দায়িত্ব নেবেন।

২৬ অনুচ্ছেদ : যুগ্ম কমিশন বা তার দল এবং আন্তর্জাতিক কমিশন বা তার তদন্তকারী দলের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার উভয় পক্ষ সমভাবে বহন করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভিয়েতনামে তদারকী ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে গঠিত যুগ্ম কমিশন ও আন্তর্জাতিক কমিশন

২৮ অনুচ্ছেদ : যুদ্ধ বর্জন চুক্তি সম্পাদনা করার জন্যে সংশ্লিষ্ট দল দায়ী থাকবেন।

২৯ অনুচ্ছেদ : একটা আন্তর্জাতিক কমিশন চুক্তি নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর ভার নেবেন।

৩০ অনুচ্ছেদ : কাজের সুবিধের জন্য একটা যুগ্ম কমিশন গঠন করা হবে।

৩১ অনুচ্ছেদ : যুগ্ম কমিশন উভয় পক্ষের প্রধানদের সমসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে।

৩২ অনুচ্ছেদ : যুগ্ম কমিশনে প্রেরিত প্রতিনিধিবর্গের সভাপতি 'জেনারেল' এর মর্যাদা পাবেন।

৩৪ অনুচ্ছেদ : যুদ্ধ বিরতি চুক্তির সর্তগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর জন্যে একটা আন্তর্জাতিক কমিশন গঠিত হবে। কানাডা, ভারতবর্ষ ও পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিশন গঠিত হবে। ভারতীয় প্রতিনিধি এই আন্তর্জাতিক কমিশনের সভাপতির কাজ করবেন।

'প্যালাইস দেস নেশনস' শূন্য। এয়ার-পোর্টের ব্যস্ততা শেষ হয়েছে। মলোটভ চলে গেলেন মস্কো। চৌ-এন-লাইও রওনা হয়ে যান পিকিং। সবাই খুশি। প্রত্যেকেই প্রায় খোলা মন নিয়ে জিনিভা ছেড়ে গেলেন। একমাত্র ফস্টার ডালেস ই খুশি হতে পারেননি।

ফিরে এসেছেন ওয়াশিংটন। নতুন নিয়মে পরিকল্পনা সাজাতে ব্যস্ত হয়ে

পড়েন। তবু অস্থির চিত্ত। সায়গনের শাসনভার নগো দিন দিয়েমের হাতে সম্পূর্ণ তুলে দেবার আনন্দটুকুই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যখন গভীর চিন্তা মগ্ন তখন জিনিভার ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নিতে চার্চিল ওয়াশিংটন এলেন ইডেনকে সঙ্গে নিয়ে। যদিও সাংবাদিকদের কাছে আমেরিকার বিশেষত্ব সম্পর্কে রসিকতা করে চার্চিল তাঁর অভ্যস্ত মেজাজে মন্তব্য করেন—*New paper too thick, lavatory paper too thin*. কিন্তু হোয়াইট হাউসে 'এসেছি প্রিয়তম, ক্ষম মোরে ক্ষম' ভঙ্গীতেই এসেছেন। ডালেস এই দুর্বল মুহূর্তটি কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। 'সিয়াটো'তে বৃটেনকে সাত পাকে বেঁধে ফেলবার সমস্ত ব্যবস্থাই পাকা করে তোলেন। এই প্রসঙ্গে একজনের লেখা আমার মনে পড়ছে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ওয়াশিংটনের এই তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে প্রায় একযুগ আগে সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির যে অপূর্ব ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন প্রসঙ্গক্রমে আমি তার পুরোটাই তুলে দিচ্ছি :

ওয়াশিংটন শ্বেত প্রাসাদ। প্রশস্ত কক্ষ পুরু গালিচার উপর ধীরপদে আইজেনহাওয়ার বিচরণ করিতেছেন। কক্ষগাত্রে বিলম্বিত এব্রাহাম লিঙ্কনের তৈলচিত্রের প্রতি চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দুর্ব্যবহার দূর করিবার আগ্রহ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল মোচনের ঘোষণা? চোখ ফিরাইলেন। অতীত, অতীত। আজ ব্যক্তি স্বাধীনতা, জাতির স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি শব্দ নতুন অর্থে ভরিয়া উঠিয়াছে—যন্ত্রযুগের বণিক সভ্যতার বিধি-ব্যবস্থায়, বিশেষ জাতি ও শ্রেণীর মানুষ আপন অধিকারের খর্বতা স্বীকার করিয়া লইলেই অচরিতার্থতার অসম্মানের মধ্যেও ব্যক্তিস্বাধীনতার পরমানন্দ উপভোগ করিবে। ইহাই যথার্থ গণতন্ত্র। কিন্তু মানুষের দুর্বুদ্ধি এখনো প্রাচীন পণ্ডিতদের ন্যায়ের নজীর তুলিয়া তর্ক করিতে চায়। চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, ডালেস প্রবেশ করিলেন।

ডালেস, এও দেখতে হ'ল। জওহরলাল এত সাহস কোথা থেকে পেল, শুনি! শূন্য কম্যুনিস্ট দস্যুর গলা ধরে বিশ্বশান্তি রক্ষার নাচানাচি আর কতদিন চলবে। বৃথাই তোমার ন্যাটো আর সাটো, বৃথাই আণবিক বোমা। পাকিস্থানের দিকে চেয়েও ভয় পেল না, আশ্চর্য।—আইক অপ্রসন্ন মুখে বসিয়া পড়িলেন।

ডালেস—দুর্বোধ্য বৃটিশ নীতি। চীনের বাণিজ্যের ওপর দৃষ্টি রেখে তলে তলে

ভারতকে উস্কানি দিচ্ছে। আর নেহেরুও যুদ্ধ এড়িয়ে এশিয়ায় বিশ্বশান্তির নেতা হতে চায়।

আইক—চার্চিল কি এটা বোঝেন না যে, যা যাবার তা তো গেছেই—মালয়, হংকং যাবে; তারপর আফ্রিকা নিয়ে টান পড়বে।

ডালেস—বোঝেন সবই, মুস্কিল এই, আমাদের চেয়ে বেশি বোঝেন। এইতো গুয়াতেমালা নিয়ে অনুযোগ দিলেন।

আইক—কেন, আমাদের খাসমহলে কমিউনিজম ঢুকে সব তনছন করে দিক এই কি তিনি চান?

ডালেস—তা চান না বটে, তবে দক্ষিণ আমেরিকায় বৃটিশ মূলধন হটিয়ে মার্কিন পুঁজিপতিরা ক্রমে জেঁকে বসছে। এই তাঁর আশঙ্কা। কিন্তু এত তুচ্ছ কথা, আসল ব্যাপারে প্রায় নিমরাজী হয়েছেন, এখন আপনি একটু চাপ দিলেই হয়।

আইক—কত আর চাপ দেবো। বলে এক করে আর। এমন ঝানু লোক পশ্চিমী মহলে বিরল। আবার ওকে বাদ দিয়ে কিছু হবার উপায় নেই। ফরাসীরা বড় পলকা, ইতালীয়রা ফাজিল। ভরসার মধ্যে জর্মনী—তাও কপাল দোষে দু'খানা।

ইডেন সহ চার্চিলের ধীরে ধীরে প্রবেশ। শিষ্টাচার, মামুলী কুশল প্রশ্নের পর সকলের আসন গ্রহণ।

আইক—যাক সব, আমরা একা কত ঠেকাবো। আপনাদের যদি এই অভিপ্রায় হয় যে, কম্যুনিজম একে একে স্বাধীন দুনিয়া গ্রাস করুক, তা খুলে বলুন।

চার্চিল—(ইডেনের দিকে চাহিয়া) আপনাদের মনে এমন সন্দেহের সামান্য ছায়াপাত হয়েছে দেখলেও ব্যথা পাই। আমি বলশেভিকবাদের কতবড় শত্রু তা তারা জানে।

ডালেস—জেনিভা বৈঠকে আমাদের তেমনভাবে সমর্থন করলেন কই? আপনাদের দোমনা দেখেই ফরাসীরা পিছিয়ে গেল। মলোটভ আর আই ক্যাবড়া তুলে শান্তি ও যুদ্ধবিরতির নামে ইন্দোচীন গ্রাস করবার খাঁচা পাকা করে তুললো। এই সুযোগে নেহেরু পর্যন্ত লাই-এর সঙ্গে মিলে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা দেখেও কি আপনারা চুপ করে থাকবেন?

ইডেন—এতে বিচলিত হবার কি আছে। ও, নেহেরুর কথায় দোষ ধরবেন। প্রাচ্য ভাবাবেগের আতিশয্য আর আদর্শবাদীর পাগলামো সহ্য করতে হয়।

ফরাসীকে সহজে ইন্দোচীন থেকে পিছু হঠতে দেবো না; তবে কিনা মার মার করে যুদ্ধে এখনি নেমে পড়বার বাধা আছে। তবে সাটোর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। পশ্চিমা নয়, কিছু এশিয়ার দেশকেও ভেড়াতে হবে।

ডালেস—কেন থাইল্যাণ্ড, ফরমোসা, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া, পাকিস্থান আছে। জাপানও রয়েছে—এশিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এশিয়াবাসীরাই থাকবে সম্মুখে।

আলোচনা চলিতে লাগিল। চার্চিল অর্ধমুদ্রিত নেত্রে চুরুটের ধোঁয়া উপভোগ করিতেছেন। এমন সময় ডালেস একখানি খসড়া চার্চিলের হাতে দিয়া বলিলেন, —আর দেরী নয়, এই যুক্ত বিবৃতিটা আজই প্রচার হওয়া আবশ্যক।

পরদিন সারা দুনিয়ার প্রভাতী সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইল—

হে স্বাধীন জগতের মানবগণ, কম্যুনিস্ট অকবলিত দিব্যধামের অধিবাসীগণ শ্রবণ কর,—আমরা পশ্চিমা শক্তিগুলি, অতলান্তিক চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি একদিল একপ্রাণ হইয়া সকলকে ত্রাণ করিবার জন্য একজোট হইয়াছি। এই আত্মরক্ষার পবিত্র দায়িত্বের কিছুটা অংশ বহন করিবার জন্য পশ্চিম জার্মানী প্রস্তুত হইয়াছে। ইয়োরোপে প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রবল ও প্রচণ্ড হইয়া উঠিতে আর বিলম্ব নাই।

বড় দুঃখের কথা, ফরাসীরা মর্যাদা খোয়াইয়া ইন্দোচীন হইতে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। এই অসম্মান হইতে ফরাসীকে রক্ষা করিবার সম্মিলিত নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য জেনিভা বৈঠক চলুক আর নাই চলুক, আমরা সাটোর ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিব। ইন্দোচীনকে উদ্ধার করিবার জন্য সম্মিলিত নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা লইয়া আমরা সর্ববিধ অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত। সেই সঙ্গে আণবিক বোমার রহস্য এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আদান-প্রদান করিয়া আমরা অজেয় হইয়া উঠিব। উভয় রাষ্ট্রের মূলনীতি এক, ধর্ম এক, বিধর্মিকদের উৎপাতপীড়িত জগতকে আইন ও শৃঙ্খলার সুশীতল ছায়াতলে আনিয়া শান্ত না করা পর্যন্ত আমরা বিরত হইব না। এখন কোন পক্ষে থাকিলে অধিকতর সুখ-সুবিধা—বুদ্ধিমানেরা বুঝিয়া লও। আমেন্।

রাজনৈতিক নাটক পৃথিবীর অতিবড় মেলোড্রামাকেও হার মানায়। বেদীর ওপর মহার্ঘ আসনের একপাশে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা মুখ। ঠোঁটে একফালি অনতিব্যক্ত মিষ্টি হাসি। উপস্থিত নিমন্ত্রিত অতিথি ও জনতার মধ্যে দৃষ্টি হারিয়ে গেছে। ছোটখাটো মানুষটি, বড়জোর পাঁচ-চার বা পাঁচ-পাঁচ। ধবধবে সাদা সিল্কের দুর্মূল্য স্যুট পরনে। মানিয়ে পরা সুন্দর টাই। উপস্থিত অতিথিদের সবাই নত ও বিনীত হয়ে কথা বলে খুশি হচ্ছেন। সামনে-পিছনে অগণিত রিপোর্টার। বেদীর উল্টোদিকে চেয়ারের প্রথম সারির একপাশে ক্যামেরাম্যানদের অল্পপরিসর মঞ্চ। অসংখ্য ক্যামেরা আর ফ্লাশলাইটের বিরাম-বিহীন ঝলকানি। মাইক্রোফোনে মুভি ক্যামেরার যান্ত্রিক একটানা আওয়াজ ধরা পড়ে কখনও কখনও।

বক্তৃতায় জাদু ছিল না। তবে আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় মানুষটির কণ্ঠে সুরেলা একটা দ্যোতনা ছিল সেদিন। দিশেহারা বুদ্ধিজীবী, ভাগ্যবিড়ম্বিত যুবক, ক্ষুধার্ত মেহনতী মানুষ, ও সংশয়াকুল মঠের পুরোহিতের অব্যক্ত জিজ্ঞাসা ও নীরব প্রশ্নের সামনে এই মানুষটির জবানবন্দী ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে। আল্‌প্‌স থেকে সিসিলি পর্যন্ত নাড়া দিয়ে বেনিতো মুসোলিনী একদিন রোমের পালাৎসো ভিনিৎসিয়ার ব্যালকনিতে এভাবেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন,

—*Follow me if I advance! Kill me if I retreat! Revenge me if I die!*

শহরের সেদিন অন্য রূপ। স্তবকে স্তবকে ফুলের ডালির বর্ণনাতীত শোভা। রাজপথ নিয়ম মানছে না। গাড়ি আর মানুষ সব একাকার হয়ে গেছে। হোটেল, ক্লাব আর রেস্তোঁরা দিবারাত্র উন্মুক্ত। দুর্মূল্য ফরাসী পানীয়ের স্রোত যেন থামবে না।

সুপ্রীম কোর্ট জাস্টিস উইলিয়ম ও ডগলাস-এর 'নর্থ ফ্রম মালয়' বইতে এই নাতিদীর্ঘ মানুষটির পরিচয়-জানা ছিল। তবু প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার একটু হেসে প্রশ্ন করেছিলেন,

—নির্ভর করা যাবে তো! পারবে?

চাপা তাঙ্কিয়ের সংকোচ ছিল না একটুকু। বরং খুশির উচ্ছ্বাসই লক্ষ্য করা

গেছে। সোনার সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে ধীরে মন্তব্য করেছেন ফস্টার ডালেস,

—ইনিই একমাত্র, অদ্বিতীয়। এই মানুষটিকে আমরা আবিষ্কার করেছি। লোক চিনতে আমার এতটা ভুল হবে?

সেনেটর মাইক ম্যান্সফিল্ড মন্তব্য করেন,

—*The right man to be supported as a good bet in Vietnamese politics. A political protege—much better then Mr. Syngman Rhee.*

জন ফিডজারেল্ড কেনেডি উপস্থিত ছিলেন। জাস্টিস ডগলাসের বাড়িতে এক প্রাতরাশের টেবিলে এই অদ্বিতীয় মানুষটির দীর্ঘ আলোচনার কথা মনে পড়ে। মিঃ ম্যান্সফিল্ডকে সমর্থন করে বলেন,

—*Rather lonely nationalist, who had studied the American democratic system at a Catholic College in New Jersey and who can fight against Communism*

—ঠিক আছে। আমরা একেই সমর্থন করবো। মিঃ ইডেনকে একথা জানানো হোক। মেঁদে ফ্রান্স হেসে জানান,

—কথাটা এখনই বাইরে প্রকাশ করতে চাই না। কারন ফরাসী প্রধান মন্ত্রীর কানে গেলে জিনিভার ফরাসী লবীতে হৈ চৈ শুরু হবে। তাঁরা প্রিন্স বলক্-কে চাইছেন। আমি কালই আবার জিনিভাতে যাচ্ছি। মিঃ ইডেন ও মলোটভকে সামলানো বেডেল স্মিত-এর পক্ষে মুস্কিল হবে। জিনিভাতে গিয়েই আমি সব ফাঁস করবো।

গোপন বৈঠক শেষ হ'ল। সর্বসম্মতিক্রমে বীরের নির্বাচন সমাপ্ত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানচিত্রে চীনকে ঘিরে জাপান, তাইওয়ানের মধ্যে দিয়ে কোরিয়া থেকে থাইল্যাণ্ড ও পূর্ব পাকিস্তানকে প্রহরী হিসাবে পেলেও হোয়াইট হাউসের চোখে একমাত্র ভিয়েতনামই ছিল অর্ধবৃত্তাকারে অসম্পূর্ণ গাঁথা মালা। মালা গাঁথা সম্পূর্ণ হয় আজ। দক্ষিণ ভিয়েতনামের একমাত্র এই মানুষটির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় মিসিং লিঙ্ক্। কলিডোস্কোপিক্ রাজনৈতিক নাটমঞ্চে সূত্রধরের ভূমিকা সমাপ্ত। প্রসেনিয়াম কার্টেন সরে যায়। বারো হাজার মাইল দূরের ওয়াশিংটনের গ্রীনরুম থেকে অতিক্রান্ত সায়গন রঙ্গমঞ্চে এই নাতিদীর্ঘ নায়ককে প্রবেশ করতে দেখা গেল।

শক্তিশালী অভিনেতা, দুর্ধর্ষ নট নগো দিন দিয়েম-এর অভিনয় শুরু হয়।

মানুষ সহজে ভুলে যায়। ভিয়েতনামের রাজনৈতিক পটভূমিতে এই মানুষটি কিন্তু অপরিচিত নন। নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে সায়গন এয়ারপোর্টে দিয়েমের বিমান যখন এসে পৌঁছোয় তখন উপস্থিত জনতা ছিল সামান্যই। পথের দু'পাশে উৎসাহী দর্শকের ঠেলাঠেলি চোখে পড়েনি। মোটর বাইকের সারি ও ক্রমাগত সাইরেন-ধ্বনিতে সচকিত করে তাঁর কালো সিডন্ যে কখন প্রধান সড়ক অতিক্রম করে গেল, অনেকে খেয়ালই করেনি।

ভিয়েতনামে নগো সম্প্রদায় এক ঐতিহ্যপূর্ণ বিশেষ শ্রেণী। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই সম্প্রদায় ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করে। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ক্যাথলিক বিরোধী প্যাগান জনতা এই নগো সম্প্রদায়ের ওপর ভয়াবহ আক্রমণ চালায়। অল্প কয়েকটি পরিবার এই নৃশংস আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। দিয়েম পরিবার অক্ষত ছিলেন। পিতা নগো দিন কা তখন যুবা। তিনি পেনাং-এ অধ্যয়নরত। চীন ও মালয় সফর শেষ করে নগো দিন কা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশের ক্যাথলিক ধনী সন্তানদের নিয়ে একটা স্কুল গড়ে তুললেন।

দিয়েম শুরু থেকেই ছাত্র হিসাবে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। নগো দিন কা-র পুত্রকন্যাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে মেধাবী ও কর্মঠ। কৈশোরে ছিল পাদ্রী হবার বাসনা। কিন্তু যুবা দিয়েমকে হ্যানয়ে পড়তে দেখা গেছে। সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের কথা ভেবে বৃত্তি নিলেন রাজকর্মচারীর। উনিশশো ত্রিশ-একত্রিশ, দেশে যখন মড়ক, দুর্ভিক্ষ, বন্যা আর ফরাসী সরকার বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছে তখন তিনি প্রায় ফরাসীদের অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তা বাও-দাই-এর মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হবার পেছনে খুব একটা বাধার সামনে পড়েননি।

আমি বর্তমান বলতে চাই, ভবিষ্যতের পদধ্বনি শুনতে চাই, তাই অতি প্রয়োজনীয় অতীতের চড়াই-উৎরাইগুলো শুধু ছুঁয়ে যাবো।

দিয়েম কিন্তু কাজ করতে পারলেন না। মান্দারিন মনোভাবাপন্ন এই মানুষটি ফরাসী মনিবদের সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পেতেন না। কাজে ইস্তাফা দিলেন। মনে করেছেন সময় নষ্ট হচ্ছে। সীমা ক্ষমতা, ওজন করা স্বাধীনতায় তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। হুয়ে-তে ফিরে এলেন দিয়েম। কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগো দিন কান্-এর বাড়িতে থেকে মধ্য-ভিয়েতনামের জাতীয় নেতা হিসাবে নিজেকে

প্রতিষ্ঠিত করবার কাজে মন দিলেন। ক্যাথলিক এই পরিবারটির আভিজাত্য ছিল। আর উৎকট জাত্যাভিমানের উন্মত্ততা ছিল আশ্চর্যরকম। পরিবারের প্রত্যেকেই এই মনোবিকারে কম-বেশি ছিলেন সংক্রামিত।

দিয়েমের সময় কাটতো বই পড়ে। ঘোড়ায় চড়ার নিয়মিত অভ্যাস রেখেছিলেন। ছবি তোলার বাতিক ছিল। ডার্ক রুমে বিস্তর সময় নষ্ট করতেন। এ্যারিস্টোক্রাট বন্ধুদের সঙ্গে দালাত শৈলাবাসে ভ্রমণে যেতেন কখনও কখনও। বাগানে বেড়াতে বেড়াতে গোলাপের অরিজিন বা চীনা চিত্রকলায় বাঁশ গাছের ইমপ্রেশন্ বা কনফুশিয়স মতবাদ যে তাঁর কাছে ষোল আনাই ফাঁকি, তাই নিয়ে আলোচনা করতেন।

মাঝে মাঝে চলে আসতেন সায়গন। বুদ্ধিজীবী মহল ও বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিপ্লব সম্পর্কে জোরালো বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব কোন পরিকল্পনা ছিল না। নির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব তিনি কোন সময়ই রাখতে পারেননি। এই সময় সহপাঠী গিয়াপের সঙ্গে দিয়েমের দেখা হয়। গিয়াপ বলেছেন, ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে সঙ্গে পাবে। সাম্রাজ্যবাদ আমাদের প্রধান দুশমন। সাড়া দিয়েছেন দিয়েম। বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদ ও মুক্তিসংগ্রাম আমি পরে ভেবে দেখবো। কামউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তোমাকে আমি ত্যাগ করতে বলবো।

বলা বাহুল্য, গিয়াপের সঙ্গে দিয়েমের আলোচনা নিশ্চয়ই আর বেশি দূর অগ্রসর হয়নি।

ফরাসীদের কাছে দিয়েম তখন জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহী বিপ্লবী। কিন্তু সরকার গ্রেপ্তার করতে দ্বিধা করতেন। কারণ দিয়েমের ভাই নগো দিন কই তখন ছিলেন কোয়াংনম প্রদেশের গভর্নর। নির্দেশ পাঠালেন গুপ্তচর বিভাগে—দিয়েমকে চোখে চোখে রাখো।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমি। জাপানীরা ইন্দোচীনে ঢুকে পড়েছে। ক্রমবর্ধমান কমিউনিস্ট আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামী ভিয়েতমীনকে দমন করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। দিয়েমের অগ্রজ নগো দিন কই মারফৎ জাপানীরা রাজা বাও-দাই-এর কাছে ভিয়েতনামের সমস্ত কমিউনিস্ট নেতা ও ভিয়েতমীন বাহিনীর দলপতিদের একসঙ্গে গ্রেপ্তার করে হত্যা করবার এক গোপন পরিকল্পনা পাঠায়। বাও-দাই ইতস্ততঃ করেছেন। জাপানীদের প্রস্তাবে সম্মত হননি। কিন্তু গোটা পরিকল্পনার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ভিয়েতমীনদের কাছে কোন ভাবে প্রস্তাবটি

ফাঁস হয়ে যায়। নগো দিন কই ও তাঁর পুত্রকে বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার করে ও সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত কবর দিয়ে দেয়।

এই সময় দিয়েম শুধু আত্মরক্ষা করেছেন। জাপানীদের হাতে ক্ষমতাচ্যুত ফরাসী সরকার। দেশে চূড়ান্ত অব্যবস্থা। বাও-দাই সরকার গঠন করে জাপানীরা দিয়েমকে প্রধানমন্ত্রীর পদ দিতে চায়। দিয়েম বুঝেছিলেন ভিয়েতনামের রাজনৈতিক দোলক অস্থির। জাপানীদের অধিকার অল্পদিনের। টোকিও-র দেওয়া স্বাধীনতা তিনি বেশিদিন ভোগ করতে পারবেন না। দিয়েম রাজনৈতিক পটপরিবর্তন লক্ষ্য করতে থাকেন। ফ্যাসিস্ট ইতালী ও জর্মানী আত্মসমর্পণ করছে, জাপানের পরাজয়ও আসন্ন।

ওদিকে হ্যানয়ে নয়া সরকার গঠন হতে চলেছে। হো-চি-মিন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুক্তিবাহিনী হ্যানয়, হুয়ে ও পরে সায়গন প্রবেশ করে। তাজ্জব মানুষ বাও-দাই। সিংহাসন ত্যাগ করে সুযোগ বুঝে ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানালেন। হ্যানয়ের সুবিশাল জনসমুদ্রের সামনে রাষ্ট্রপতি হো-চি-মিন অনুষ্ঠানিকভাবে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। সেদিন দেশের সর্বত্র ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সোনালী তারকা-খচিত রক্তপতাকা দেখা গেল।

দিয়েম এই সময় বিপ্লবী মুক্তিফৌজের হাতে হুয়ে-তে ধরা পড়েন। দিয়েমের জাতীয়তাবাদের জোরালো বক্তৃতায় খুশি হয়ে হো-চি-মিন বলেন,

—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফ্রণ্টকে জোরদার করবার জন্যে, বিদেশী শাসন বিরোধী সমস্ত নেতার সঙ্গেই এক জায়গায় আমি একমত। আমি রাজা বাও-দাই-এর সঙ্গেও কাজ করতে পারি। আপনিও আসুন, স্বাধীন ভিয়েতনাম, নতুন সুখী ভিয়েতনাম গড়ে তুলি।

কথার জবাব দেননি দিয়েম।

হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন হো।

—পূর্বের তিক্ত অধ্যায় আমি বৃহত্তর স্বার্থে ভুলে যেতে রাজি আছি।

দিয়েম নীরব।

—বেশতো, রাতটা আপনি ভেবে দেখুন। ভেবে ঠিক করুন।

বৈঠক শেষ হয়। পরদিন দিয়েমকে আর পাওয়া যায়নি। ভোররাত্রে দিয়েম গোপনে হ্যানয় ত্যাগ করে যান।

দিয়েম শক্তি সংহত করবার কাজে ব্রতী হন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী

আন্দোলন ত্যাগ করে, কমিউনিস্ট বিরোধী গুপ্তদল গঠন করে এক ক্যানাডিয়ন পাদ্রীর তত্ত্বাবধানে কাজ চালিয়ে যেতে শুরু করেন। গঠন করলেন 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন ফ্রন্ট'। কিন্তু ফরাসী কর্তৃপক্ষের অস্থির ও পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক চরিত্রের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি। কিন্তু হো-চি-মিন বিরোধী পাল্টা সরকার দক্ষিণ ভিয়েতনামে গঠন করবার ফরাসী পরিকল্পনা যখন কার্যকরী হতে চলেছে, তখন এই দিয়েমকেই প্রধান ভূমিকা নিতে দেখা যায়। কয়েকবার হংকং সায়গন আসা-যাওয়ার পর বাও-দাইকে রাজি করালেন। কিন্তু ক্ষমতার দর কষাকষিতে ফরাসী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনলো না। ভাইদের আশ্রয়ে আবার ফিরে গেলেন। তারপর দেশত্যাগ করলেন একদিন।

রোম পাড়ি দিলেন।

বিদেশে দিয়েমের গতিবিধি অনির্দিষ্ট—অস্পষ্ট। গেছেন জাপান। ইউরোপের পথে আমেরিকায় কাটিয়েছেন কিছুদিন। রোমে পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এসেছেন প্যারী। ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে সুইট্জারল্যাণ্ডের পথেও কখনো দেখা গেছে। আবার একদিন টোকিওতে ফিরে এসেছেন।

মিঃ ফিশেল-এর সঙ্গে দিয়েমের এখানেই নাটকীয়ভাবে আলাপ। টোকিওতে এক বন্ধুর বাড়ির গোলাপ বাগানে হেলানো বেতের চেয়ারে ব্ল্যাক কফির পাত্র হাতে নিয়ে ম্যানিলার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন। এমন সময় বাগানের উল্টো দিক থেকে গোলাপ শুঁকতে শুঁকতে এলেন মিঃ ফিশেল।

মিঃ ওয়েস্লি ফিশেল পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক। লস্ এঞ্জেলস্-এর ক্যালিফোর্নিয়া য়ুনিভারসিটির সঙ্গে যুক্ত। কফির টেবিলে পরিচয় হয়। লাঞ্চে হ'ল আলাপ। তেরো কোর্সের ডিনার টেবিলে হাজারো আলোচনা। শুতে যাবার সময় মিঃ ফিশেল বললেন,

—আপনাকে যত দেখছি, আপনার কথা যত শুনছি ততই অবাক লাগছে। আপনার মত যোগ্য নির্লোভ মানুষের সঙ্গে আমার কিছুদিন আগে দেখা হওয়া উচিত ছিল। আমার বিশ্বাস আপনার কথায় আমেরিকা নিশ্চয় মর্যাদা দেবে। আপনি আমাদের দেশে চলুন। আচ্ছা, দেখি আমি সব ব্যবস্থা করছি।

প্রফেসার ফিশেল কী ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর বিস্তৃত বিবরণ জানি না, কিন্তু কিছুদিন পর খোদ মিচিগান স্টেট্ য়ুনিভারসিটি থেকে নিমন্ত্রণ আসে,

—আপনার কথা শুনে আমরা খুব খুশি হয়েছি। আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সম্পর্কে আমরা জানতে উৎসুক। আপনি দয়া করে আমাদের এখানে একবার আসুন, আপনার মতামত জানলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হবে।

নাটকে হয়তো ফল্‌স্ ক্লাইমেক্স আছে, কিন্তু দিয়েমের জীবনে অপ্রত্যাশিত এই মোচড়টিতে এতটুকু ফাঁকি ছিল না। অকল্পনীয় পটপরিবর্তন। দৃশ্যান্তরে দেখা গেছে দ্রুতগামী এক বিমানে এই মানুষটি টোকিও বিমানঘাঁটি ত্যাগ করছেন। পাশে মিঃ ফিশেল। কথাপ্রসঙ্গে দিয়েম প্রশ্ন করলেন,

—*What is United States policy in Asia?*

মিঃ ফিশেলের হাতে ধরা ছিল স্ফটিক পাত্রাধার। সোনালী স্কচ্ তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিলেন। একটু হেসে বললেন,

—*United States has no definite policy in Asia.*

দিয়েমকে তারপর নিউ জার্সিতে দেখা গেছে। অল্পদিনেই তিনি যে একজন এশিয়ার প্রয়োজনীয় লোক, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অস্থির রাজনৈতিক পটভূমিতে একজন নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। তাই বিশপ থুক্-এর সুপারিশে আমেরিকার গোটা ক্যাথলিক চার্চ এই মানুষটিকে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। আমেরিকান ক্যাথলিক নেতারা প্রচার শুরু করেন—দুর্ধর্ষ কমিউনিস্ট বিরোধী কর্মবীর এই মানুষটিকে উপেক্ষা করবার কোন সকারণ যুক্তি নেই। সুপ্রীম কোর্ট জাস্টিস উইলিয়ম ও ডগলাস ইতিমধ্যে তাঁর ভিয়েতনাম সফর শেষ করেছেন। তাঁর ইন্দোচীনের অভিজ্ঞতা তিনি লিখে জানান দিয়েছেন। কর্মবীর দিয়েমকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। 'নর্থ ক্রম মালয়' বইটি সেনেটরদের ড্রইংরুমে শুধু নয়, হোয়াইট হাউসের গেটের সামনে যাঁদের ক্যাডিলক-এর গতি হ্রাস করবার প্রয়োজন হয় না, এমন ভি. আই. পি.-দের ঠোঁটেও এই বইটি প্রশংসা পেয়েছে।

তার পরের ঘটনা দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত।

দিয়েমের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ কোন সুশৃঙ্খল নিয়ম মেনে চলতো না। বিভিন্ন রাজনৈতিক টালমাটালের মধ্যে দর কষাকষিই করতে দেখা গেছে। তাঁর নিজস্ব ক্যাথলিক মার্কা গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ হয়তো নিজের কাছেই খুব একটা পরিষ্কার নয়। কমিউনিজমের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা ও প্রবলতর হো-চি-মিন বিরোধীতা তাঁকে অতি উচ্চবর্ণের ডেমোক্র্যাট হিসাবে চিহ্নিত করে। জাপানীদের সঙ্গে মিতালী করে ক্ষমতা দখল করবার চেষ্টা করেছেন। আবার ফরাসীদের কৃপাভাজন হয়েছেন। বাও-দাইকে বশে আনবার বহুবিধ ছলাকলায় হংকং

পর্যন্ত দৌড়াদৌড়িতে তিনি ছিলেন পহেলা নম্বর। তাই টোকিওতে বন্ধুর বাগানবাড়িতে মিঃ ফিশেল যেদিন গোলাপ শুঁকতে শুঁকতে দেখা দিলেন, সেদিন তাঁকেও অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তি মনে হয়। মিঃ ফিশেলের পলিটিক্যাল ভায়ে নিজেকে ভাসিয়ে নিতে পেরেছেন। নিউ জার্সি আর মিচিগান য়ুনিভারসিটির ডেমোক্রেসীর আড়ং ধোলাই তাঁর মনে অল্প কয়েক বছরেই পাকা হয়ে বসেছে।

হোয়াইট হাউসে পাকা দেখা শেষ হয়। জিনিভায় ছাঁদনাতলার যোগ্য পুরোহিত ফস্টার ডালেস ডেমোক্রেসীর পাঁজি হাতে ঠিক সময়ে পৌঁছে যান। বাও-দাই ফরাসী নির্বাচিত প্রার্থী প্রিন্স বলক্-কে পরাস্ত করে ডলারের যৌবন-ভরা পাত্রের অভিষেক সমাপ্ত হয়। নগো দিন দিয়েমের সায়গন পৌঁছে যাওয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের কর্মভার হাতে নিয়ে সাধারণ মানুষের সামনে দীপ্ত ঘোষণা আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি।

কর্মভার হাতে নিয়ে দিয়েম আবিষ্কার করলেন, তাঁর শক্তি আছে—পর্যাপ্ত ক্ষমতা নেই। জোর আছে—জৌলুস নেই। তিনি অদ্বিতীয়—তবু একমাত্র নন। প্রধান হয়েও শ্রেষ্ঠ নন।

দিয়েম খুশি কিন্তু সুখী হতে পারেন না।

বিশৃঙ্খল দেশ। চূড়ান্ত অব্যবস্থা। সতের অক্ষ সমান্তরালে অস্থায়ী দেশ-ভাগের পর ব্যবস্থা হয়, উত্তর-দক্ষিণ থেকে যারা যেদিকে চলে যেতে চায় যেতে পারবে। উত্তর থেকে ক্যাথলিক জমিদার ও বিত্তবানদের দক্ষিণে সরে যাবার হিড়িক পড়ে। সায়গন ও হুয়েতে দিশেহারা ছিন্নমূলও অনেকে আসে। ফরাসী ভক্ত বুদ্ধিজীবী, রাজভক্ত পরিবার ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সৈন্যবাহিনীর সংসার দক্ষিণে হটে আসে। একটানা দশ বছরের বিশৃঙ্খলা দক্ষিণ ভিয়েতনামের সামরিক ও অসামরিক দপ্তরে স্থায়ী অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা টেনে এনেছে। নতুন ক্যাথলিক সরকার সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পারে না। সংখ্যা-গরিষ্ঠ বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ক্যাথলিক দিয়েমকে গ্রহণ করতে নারাজ। দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে ইস্তাফা দিয়ে ফরাসীরা তখন দেশে ফিরতে ব্যস্ত। টাকা আর সোনা পাচার করতে তাঁদের বিস্তর ফিকির। শক্তিশালী কাও-দাই আর হোয়া হাও সম্প্রদায়ের প্রকাণ্ড বিরুদ্ধাচরণ। সশস্ত্র বিন্ খুয়েন দলের পুরোপুরি অসহযোগিতা। ফরাসী ভক্ত সামরিক অধিনায়ক বাও-দাই-এর সঙ্গে দিয়েমের মন কষাকষি সর্বজনবিদিত। প্যারীর সঙ্গে ওয়াশিংটনের চিন্তাধারারও বিস্তর ফারাক।

দিয়েম সম্পূর্ণ নির্বান্ধব।

একমাত্র অতি নিকটের কাছের মানুষ মিঃ ফিশেল। মিচিগান য়ুনিভারসিটির পলিটিক্যাল সায়েন্সের ক্লাস ফেলে সায়গনে এসে দিয়েমের প্রাসাদেই পাকাপাকি থাকার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি একাধারে বন্ধু, পার্শ্বচর ও মন্ত্রণাদাতা। কৃষি বিশারদ উলফ্ লেডেজিনস্কী ভূমিসংস্কার ও পতিত জমি উদ্ধারের মানসে নানা পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হন। লিও শার্ন, রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও ইণ্টারন্যাশনাল রেস্কিউ কমিটির অন্যতম ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসাবে সায়গনে এলেন একদিন। লিও শার্নের নির্দেশে যোশেভ বাটিঙ্গার ঠিক এই সময়েই সায়গনে উদয় হন। যোশেভ বাটিঙ্গার করিতকর্মা পুরুষ। অস্ট্রিয়াতে তাঁর নাম ছিল গুস্তভ রিগে। গোপন সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠন করে সাম্যবাদ বিরোধী ষড়যন্ত্রে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখা "*In the twilight of Socialism*" ছেপে বেরুনোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কয়েক সহস্র কপি বিক্রী হয়ে যায়। তিনি স্বল্পভাষী, মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না। বিচক্ষণ, করিতকর্মা ও দুর্ধর্ষ এই আমেরিকান টিম দিয়েমের সাহায্যে সর্বসময়ই উপস্থিত। ফরাসীদের সাহায্য করবার জন্যে যে আমেরিকান 'ম্যাগ' (মিলিটারী এড এ্যাডভাইসারী গ্রুপ) সায়গনে ছিল জিভি চুক্তির পরেও তারা থেকেই গেল। উপরন্তু এই আমেরিকান টিমের সুপারিশে দিয়েম আরও আমেরিকান মিলিটারী ও সিভিল এ্যাডভাইসার আমদানি করে 'ম্যাগ'-এর কলেবর বৃদ্ধি করবার নির্দেশ দিলেন। আর্মি হাই-কম্যাণ্ডের উপদেষ্টা হন জেনারেল উইলিয়ম্স।

অপর একজনের নাম আলাদা করে বলতে হয়। আমেরিকান টিমের অন্য পাঁচজনের নামের সঙ্গে তাঁকে জড়ালে ভুল হবে। অতুলনীয় এই মানুষটি আর কেউ নন, কর্নেল এডওয়ার্ড জি ল্যান্সডেল। অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল। বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্নর বেশি নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্ট্রাটেজিক্ সার্ভিস থেকে ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে বদলী করা হয়। ফিলিপাইনের গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর নিজের হাতে গড়া। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ইলপিডিও কুইরিনোর বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি যেমন্ ম্যাগসেসের কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞের অন্যতম সহকর্মী। পরবর্তীকালে ম্যাগসেসে-র প্রেসিডেন্ট পদে প্রমোশন পাবার পেছনে ল্যান্সডেলের অকৃপণ সহযোগিতা ও নিখুঁত পরিকল্পনার কথা আজও ম্যানিলার মানুষ এক-বাক্যে স্বীকার করবে।

দিয়েন বিয়েন ফু-তে ফরাসীদের ঐতিহাসিক পরাজয়ের আগেই ল্যান্সডেল

ইন্দোচীন ঘুরে গেছেন। "*Unconventional warfare*" ও "*Psychological warfare techniques*" সম্পর্কে ফরাসী জেনারেলদের জ্ঞান দিয়ে গেছেন। বিচক্ষণ ফস্টার ডালেস সমস্ত কিছুই আশ্চর্যরকম বুঝতে পারেন। দিয়েমের অসুবিধের কথা ভেবে ল্যান্সডেলকে একটা স্পেশাল মিশন-এর সঙ্গে সায়গন পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু ল্যান্সডেল ছাড়া প্রেসিডেন্ট ম্যাগসেসে অচল। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর অল্পদিনেই তিনি কাজের মানুষটিকে আবার ম্যানিলায় নিয়ে গেলেন।

ম্যানিলার বাংলোয় ল্যান্সডেল সেদিন সিওল-এ ম্যাকআর্থারের হঠকারিতা নিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করছিলেন। এমন সময় ফস্টার ডালেসের এক জরুরী তার এলো—*Proceed at once to Saigon. God bless you.*

সায়গন এয়ারপোর্টে ল্যান্সডেল যেদিন নামলেন অভ্যর্থনা জানানোর মত মানুষ ছিল সামান্যই। আমেরিকান দূতাবাসের দু'জন পদস্থ কর্মচারী একটা সিট্রোন গাড়ি নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন। অন্যের কথা থাক, স্বয়ং দিয়েমও জানতেন না আসন্ন বিপদের দিনে এই মানুষটি কী ভাবে অসাধ্য সাধন করবেন। শাসনভার গ্রহণ করার পর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দু' তিন বছর অনিবার্য গদিচ্যুতি থেকে দিয়েমকে যাঁরা রক্ষা করেন, সেই নামের তালিকায় ল্যান্সডেল নিঃসন্দেহে পহেলা নম্বর।

অতি অল্প সময়ে ল্যান্সডেল তাঁর অনুসন্ধান শেষ করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক তালাশও বড় বিচিত্র। মিত্রের ভালবাসার চেয়ে শত্রুর অভিপ্রায় বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলতেন, "*One has to learn from one's enemy.*" কাও দাই ধর্মগুরুর সামনে বসে তত্ত্ববিদ্যা ও ন্যায়শাস্ত্রের সঙ্গে বৌদ্ধ মেটাফিজিক্স ও কনফুশিয়স মতবাদের অত্যাশ্চর্য সমন্বয়ের ব্যাখ্যা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে শুনেছেন। আবার কখনও দেখা গেছে সায়গনের চোলন-এর চীনাপট্টিতে ঘুরছেন। সন্ধ্যেতে কোনদিন হয়তো আর্মি জেনারেল হিন-এর সঙ্গে মার্টিনীর বোতল খুলে বসেছেন। জেনারেল হিন কতটা দিয়েমকে সমর্থন করেন সেটা বড় কথা নয়, ল্যান্সডেল ফরাসী কনিয়াক-এর প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করে শুধু বুঝতে চেয়েছেন ফ্রান্সের প্রতি হিনের দুর্বলতার যে গুজব শোনা গেছে তার পেছনে আদৌ কোন ভিত্তি আছে কিনা!

দিয়েম কিন্তু অনমনীয়। সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছেন,—আমি যতদিন প্রধানমন্ত্রী থাকবো, আর্মিকে আমি রাজনীতি করতে দেবো না।

প্রাসাদের বাইরে এসে বাটিঙ্গার ল্যান্সডেলের কনুই স্পর্শ করে বলেছেন,

—*Strong and shrewd and determined to stay in power and would stay in power.*

ল্যাজডেল মন্তব্য করেন,

—*A man with a terrible burden to carry and in need of friends.*

তিক্ততা বাড়তে থাকে। জেনারেল হিনের হাতে অপর্যাপ্ত ক্ষমতাকে দিয়েম বেহিসাবী বাজে খরচ বলে মনে করলেন। ক্রমাগত পদচ্যুতি ও বদলী বহাল রেখেও সেনাবাহিনীতে হিন-প্রিয়তাব কমতি নেই। হিন নিজের ইচ্ছেমত চলেন ফেরেন। হিন যদিও চীফ্ অফ স্টাফ, তবু তিনি কেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে চলবেন না, তার কোন সকারণ যুক্তি খুঁজে পান না দিয়েম। ন্যাশনাল আর্মি তিনি ঢেলে সাজাতে চাইলেন। কিছুমাত্র ভূমিকা না করে জেনারেল হিনকে বললেন,

—ছুটি নিন। না ডাকা পর্যন্ত প্যারীতে থাকুন।

জেনারেল হিনের অনুত্তেজিত কণ্ঠ,

—আপনি হয়তো জানেন না, আমার ছুটি, নিয়োগ ও বদলী একমাত্র মহামান্য বাও-দাই করতে পারেন। আপনি আমাকে নিয়ম ভাঙতে বলেন ?

হাল্‌কা রঙের সিল্কের নাইট গাউন পরনে ছিল। পায়ে ছিল পশমের চটি। ভারী কার্পেটের ওপর পায়চারী করছিলেন দিয়েম। জেনারেল হিনের কথায় থমকে দাঁড়ান। অত্যল্প সময়। ঘাড় ফিরিয়ে লক্ষ্য করলেন, জেনারেল হিন বিনা অনুমতিতে হাতের রুলটি দিয়ে পর্দা সরিয়ে দ্রুত প্রস্থান করছেন।

বাও-দাই প্যারীতে। সাঁজেলিজের রম্য জীবনে তিনি যখন ব্যাপৃত, মূর্তিমান রসভঙ্গের মত মার্কিন দূতাবাস আরামপ্রিয় এই মানুষটির স্ফূর্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ম্যাসাজের টেবিল থেকে টেলিফোনে কথা হয়,

—ঠিক আছে। জেনারেল হিনকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।

আমেরিকান 'ম্যাগ'-এর এক অনুচর ঠিক এই সময় এক সন্ধ্যেতে ল্যাজডেলের ফ্ল্যাটে হাজির হয়। ঘরে অতিথি ছিলেন এক ল্যাতিন আমেরিকা বিশারদ। তাঁর সঙ্গে গুয়াটেমালা ও আর্জেন্টিনার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আরবেন্‌জ্-এর সক্রিয় সহযোগিতায় গুয়াটেমালায় গেরিলা বাহিনী তৎপর, আর পেরণ-এর ক্ষমতার পেছনে আত্মাশক্তিই যে প্রবল—ইভা পেরণ-কে সহধর্মিণী হিসাবে না পেলে বুয়েনস আয়ার্সে পেরণ যে কিছুতেই টিকতে পারতেন না—আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ল্যাজডেলকে সেই কথাই বোঝাচ্ছিলেন। এমন সময় মুমূর্ষু রোগী ফেলে দিশেহারা মানুষ যেমন ডাক্তারের চেম্বারে আসে, অনেকটা সেই উৎকণ্ঠা নিয়ে 'ম্যাগ' অনুচর ল্যাজডেলের সামনে এসে হাজির হন।

—হ্যালো জো!

অনুচরের মুখচোখের ভাব প্রত্যক্ষ করে হাল্কা মেজাজটা কাটিয়ে উঠলেন ল্যান্সডেল। আসন ত্যাগ করে বারান্দায় নিভৃতে ডেকে এনে বলেন,

—বিশেষ কোন সংবাদ আছে?

—জেনারেল হিন গোপনে ষড়যন্ত্র করছেন। আমাদের গুপ্তচর সংবাদ দিচ্ছে জেনারেল হিনের নেতৃত্বে ফরাসীদের সহযোগিতায় এক সপ্তাহের মধ্যেই সায়গনে ক্যু ডে-টা অনিবার্য হয়ে উঠবে।

স্মিত হেসেছেন ল্যান্সডেল। 'ম্যাগ' অনুচরকে এক বাউণ্ড হুইস্কী গিলিয়ে বিদায় দিয়েছেন। এ সংবাদ তাঁর কাছে আদৌ নতুন নয়। ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েই সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করেছেন পূর্বেই। এখন আর কিছু করবার নেই।

পরদিন পুরো আমেরিকান টিমের সামনে ল্যান্সডেল তাঁর পাকা ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন। হাততালি দিয়ে উঠেছেন বাটিঞ্জার। বলেছেন,

—আপনি আমাকে তাজ্জব করলেন। ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা আপনি এত আগে আন্দাজ করলেন কেমন করে?

—ভবিষ্যৎ আন্দাজ করাই তো আমার কাজ। সায়গনে এক সপ্তাহ পর কী ঘটতে পারে এটুকু আন্দাজ করবার জন্যেই তো আমার থাকা। আমার নিজের ধারণা হিন হয়তো এতটা প্রস্তুত নন। তবু সাবধানের মার নেই, তাই আমি সায়গন থেকে সব আর্মি জেনারেলদের ক'দিনের জন্যে বাইরে নিয়ে যাচ্ছি। হিনের জন্যে এতটুকু সুযোগ আমি রাখতে চাই না। প্রেসিডেণ্ট ম্যাগসেসে-কে, দিয়েম আর জেনারেলদের কাছে আমি বিশেষ নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছি। তাঁরা ম্যানিলায় যাচ্ছেন। বাও-দাই-এর নির্দেশ মেনে পরন্ত জেনারেল হিন যদি প্যারী যান তা'হলে আর কোন ভয়ের আশঙ্কা নেই। আর একটা সূত্রে খবর পেলাম, জেনারেল হিন নাকি তাঁর ডাক্তারকে বলেছেন, প্যারীতে গিয়েই দাঁত দেখাবেন। আগামী চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। তবে আমার মনে হয় ক্যু-ডে-টা হচ্ছে না।

গোপন বৈঠক এইভাবেই শেষ হয়। বিস্ময়াবিষ্ট আমেরিকান টিম ল্যান্সডেলের পাকা ব্যবস্থার কথা ভেবে নির্বাক হয়ে যান। কেউ কেউ নানা কথা ভেবেছেন। ল্যান্সডেলের আসল মনিব কে! অদৃশ্য কোন্ দল কী তাঁর সঙ্গে আছে!!

ল্যান্সডেল ছিলেন বহু বিতর্কিত অসম্ভব পুরুষ। মহাযুদ্ধের স্ট্র্যাটেজিক্

সার্ভিসে হাত পাকানো কর্নেল ল্যান্সডেলের নিঃসন্দেহে পেন্টাগনের সঙ্গে ছিল নাড়ীর যোগাযোগ। 'অতি প্রয়োজনীয় লোক'-এর তালিকায় ফস্টার ডালেসের নোটবুকে তিনি জায়গা পেয়েছেন। অতএব তিনি স্টেট্ ডিপার্টমেন্টের ছিলেন বিশ্বাসভাজন। আবার সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সীর সর্বাধিনায়ক বা আমেরিকার অদৃশ্য ওপরওয়ালা এ্যালেন ডালেসের চোখে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ল্যান্সডেল ছিলেন '*indispensible limb*'. দস্তুরমত ত্র্যহস্পর্শ-যোগ।

জেনারেল হিন প্যারীতে এলেন। দাঁতের খবর ডেন্টিস্টের জানা থাকুক, আমরা এখন মন নিয়েই নাড়াচাড়া করছি। দিয়েমের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ সাজিয়ে নিয়ে বাও-দাই-এর সামনে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন জেনারেল হিন,

—দিয়েমের সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব। অপদার্থ লোক, ক্ষমতার জন্যে পাগল। দেশটাকে ডোবাতে বসেছে।

—সবই বুঝলাম। কিন্তু দিয়েমকে সরাবার চেষ্টা করলে আমেরিকা ভিয়েতনামে একটা ফুটো পয়সাও দেবে না আপনি জানেন? কমিউনিস্টদের তৎপরতা বাড়বে।

—জানি।

—ঠিক আছে, আপনি পদত্যাগই করুন। আপনাকে আমারও আর দরকার নেই।

খবরটা শুনে দিয়েম খুশি হয়েছেন। আপদ বিদায়ের আনন্দসুখ লাভ করেছেন। ন্যাশনাল আর্মির চীফ অব স্টাফ-এর ভার এবার জেনারেল নুয়েন ভ্যান ভাই-এর হাতে আসার কথা। কিন্তু দিয়েম ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লী ভ্যান তাই-কেই মনোনীত করলেন। বললেন,

—হিনকে ছুটি নিতে যখন বলেছিলাম জেনারেল ভাই আর্মি চীফের শূন্যপদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সুতরাং পাকাপাকিভাবে চীফের পদে জেনারেল তাই একমাত্র যোগ্য লোক। জেনারেল নুয়েন ভ্যান ভাই-কে আর্মি আর্মি ইনস্পেক্টর জেনারেল পদটি দিতে চাই।

আপদ বিদায় হ'ল। কিন্তু নতুন সমস্যা দেখা দিল। ভিয়েতনামের প্রধান প্রচলিত ধর্ম বৌদ্ধ। মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ বৌদ্ধ। বাকি এক তৃতীয়াংশ ক্যাথলিক খ্রীস্টান ও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের লোক। এই ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে কয়েকটি অতি শক্তিশালী সংস্থার সৃষ্টি। কাও দাই, হোয়া-হাও

আর বিন্-খুয়েন দল অতিশয় ক্ষমতাশালী। ফিউডাল আভিজাত্য থেকে আধা রাজনৈতিক এই ধর্মীয় দলগুলির ক্ষমতা প্রচণ্ড।

কাও দাই গোষ্ঠী খ্রীস্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, কনফুশিয়াস ধর্ম, হিন্দুধর্ম ও তাও ধর্মের এক অদ্ভুত মিশ্রণ। কাও দাই দাবী করে তাদেব অনুগত ভক্তদের সংখ্যা দুই মিলিয়ন। সায়গনের উত্তর-পশ্চিমে তাই নিন্-এ কাও দাই পোপের সদর দপ্তর। প্রাইভেট আর্মির সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। কোচিন চীনের চালের টেরিফ্ তাদের হাতে। নেতারা প্রচণ্ড ধনী। প্রাইভেট আর্মির জেনারেলদের ক্ষমতাও অপ্রতিহত।

হোয়া হাও সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম থেকেই। এদেরও নিজস্ব সেনাবাহিনী। তিনজন জেনারেলের মধ্যে ট্রান ভ্যান সই্ অন্যতম। দুর্ধর্ষ লি কোয়াং ভিন্ ওরফে বা কাট্ সামরিক পারদর্শিতায় ছিলেন অনন্যসাধারণ।

বিন্-খুয়েন সংস্থার একটু বিশেষত্ব আছে। নেতা লি ভ্যান্ ভিন্ ওরফে বে-ভিন্ বাও-দাইকে একচল্লিশ কোটি পিয়াস্ত্রা প্রণামী দিয়ে সায়গন ও চোলন পুলিশ-বাহিনী গঠন করেছেন। শহরের যত রকম ব্যাভিচার ও বেআইনী কারবার বে-ভিন্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শহরের অন্যতম ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স-এর একমাত্র মালিক।

জুয়ার আড্ডার খাজনা বা ট্যাক্স হিসাবে বে-ভিন্ দিয়েম সরকারকে দৈনিক সাড়ে সাত লক্ষ পিয়াস্ত্রা অগ্রিম জমা দেন। সায়গনের আকর্ষণীয় অন্তত বিশটি বড় বড় ম্যানসনের মালিক। শতাধিক নৌবহর, দোকান ও সম্পত্তি। বে-ভিন্-এর সবচেয়ে বড় কীর্তি এশিয়ার সর্ব বৃহৎ বেশ্যাপট্টি—'হল অব মিরারস্'। ঠিক তার পাশেই তাঁর সদাজাগ্রত পুলিশ বেষ্টনীতে আফিম ডেন। চীনা অধ্যুষিত সায়গন চোলনে বাও-দাই-এর আশ্রয়ে ও ফরাসী সভ্য শাসনে বে-ভিন্-এর নারকীয় ব্যবসা অপ্রতিহত। ব্যাভিচার অব্যাহত।

দিয়েম চিন্তা করছিলেন এই সম্প্রদায়গুলির প্রবল শক্তি খর্ব না করলে তাঁর নিজের শাসন সংহত করা কঠিন।

দলপতি বে-ভিন্ খুব ভাল করেই বুঝেছিলেন 'হল অব মিরারস্'-এর কাঁচ লাগানো খুপরী খুপরী কিউবিকল্ দিয়েম অন্তত খোলা মনে গ্রহণ করবেন না। তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্মশিক্ষার কেতাবে যাই থাক, অতি শক্তিশালী, স্বৈরাচারী ও ফিউডাল, এই তিন সংস্থার নেতাদের রাগিয়ে দিলে ভুল হবে, দিয়েমও বুঝেছিলেন। সেই কারণেই নতুন মন্ত্রীসভায় কাও দাই ও হোয়া হাও দলের আটজনকে তিনি স্থান দিয়েছেন। আমেরিকার টাকায় এই ধর্মীয় সংস্থার রাজনৈতিক সমর্থন পাবার

প্রথমে তিনি চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমেরিকান টিম প্রমাদ গুণেছেন। এই 'পলিটিক্যাল সাপোর্ট' কিনতে গিয়ে খোদ চীনে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সে কথা তাঁদের জানা ছিল। তাঁরা ফরাসীদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। ফরাসী এক বিশেষজ্ঞ দল ওয়াশিংটনে এসে তদ্বির শুরু করে। দিয়েমের বিরুদ্ধে আইজেনহাওয়ারের কানও বেশ ভারী করে তোলেন। কিন্তু ফস্টার ডালেস, কেনেথ ইয়ং আর ম্যানস্‌ফিল্ড-এর চেষ্টায় ফরাসী প্রতিনিধিদল দিয়েমকে হটাতে পারলেন না। উল্টে শেষ পর্যন্ত দিয়েমকে সমর্থন করে যুক্তপ্রচারে রাজি হতে হ'ল। ঠিক হ'ল প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের বিশেষ রাষ্ট্রদূত হিসাবে সায়গনে জেনারেল কলিনস্ ও ফরাসী কম্যাণ্ডার জেনারেল পল আইল্ একসঙ্গে কাজ করবেন।

তারপর দু'টি বড় রকমের খবর পাওয়া গেল। রাষ্ট্রদূত কলিনস্ বললেন,

—ধর্মীয় কোন সংস্থায় আমরা টাকা দেবো না। বাও-দাই দিতে পারেন দিন, কিন্তু প্রাইভেট আর্মিকে পোষবার ব্যাপারটা ফরাসীদের মত আমরা সমর্থন করি না।

দিয়েম আরও চড়া সুরে বলেন,

—ন্যাশনাল আর্মিতে তাঁদের নিয়োগ সম্পর্কে আমি ভেবে দেখতে পারি। তবে বে-ভিনের পুলিশবাহিনীকে আমি ভেঙ্গে দেবো। সায়গনে আমি পৃথক পুলিশ নিয়োগ করবো। সঙ্গে সঙ্গে তাই নিন-এ কাও দাই হেডকোয়ার্টার্স-এ জরুরী মিটিং ডাকা হ'ল। কাও দাই, হোয়া হাও ও বিন্-খুয়েন দল এক কেডারেশন গঠন করে। ন্যাশনাল ইউনাইটেড ফ্রণ্ট গঠন করে দিয়েম মন্ত্রীসভার রদবদল ও গোটা সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী ঢেলে সাজাবার দাবী তুললেন। কাও দাই দলের আটজন মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগপত্র পেশ করায় অবস্থার দ্রুত অবনতি হ'ল।

কনফারেন্স টেবিল থেকে উঠে এসেই বিন্-খুয়েন দল সায়গন অবরোধ করে। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড। সরকারী ভবন ও চৌকী তারা আক্রমণ করল। দিয়েম-বিরোধী আন্দোলন হঠাৎ দপ্ করে আত্মপ্রকাশ করে।

আমেরিকান রাষ্ট্রদূত সময় নষ্ট করলেন না। সেই দিনই ওয়াশিংটন পাড়ি দিলেন। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এসেছেন হোয়াইট হাউস। সব শুনে আইজেনহাওয়ার বলেন,

—*We seemed to be confronted with a fait accompli.*

—উত্তর ভিয়েতনাম বা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে দিয়েম যদি

এভাবে শত্রু বৃদ্ধি করেন, এভাবে ডলার নয়-ছয় করেন, আমাদের নতুন করে ভেবে দেখতে হবে।

আইজেনহাওয়ার ফস্টার ডালেসকে ডাকলেন। খবর পেয়ে কেনেথ ইয়ং এসে পৌঁছোলেন। সবাই শেষপর্যন্ত মেনে নিলেন দিয়েমকে এখন সরিয়ে না নিলে ভবিষ্যতে সায়গনে আমেরিকানদের পা রাখা মুস্কিল হবে।

—দিয়েম এক সাচ্চা ন্যাশনালিস্ট কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিবেচনা করলে তাঁকে অপরিণামদর্শী ছাড়া কী বলবো!

রাষ্ট্রদূত দিয়েমকে মনে মনে খুব একটা পছন্দ করেন না। মুখের ওপর আঙুল তুলে কথা বলা কলিনস্-এর কিছুটা অভ্যাস। এ্যারিস্টোক্রাট দিয়েমের এটা ভাল লাগেনি। একদিন একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিলেন,

—বদ অভ্যাস।

কেনেথ ইয়ং সর্বশেষে এক ফরমুলা তুলে ধরলেন,

—দিয়েমকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে নিয়োগ করে, ডাঃ হ্যান হিউ কোয়াত্‌কে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করলে বর্তমান পরিস্থিতি নিশ্চয়ই স্বাভাবিক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

কথাটা কারো কারো যুক্তিপূর্ণ মনে হ'ল। এ প্রস্তাব প্রথমে একবার দিয়েছিলেন ম্যালকম ম্যাগডোনাল্ড। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটেনের কমিশনার জেনারেল। উত্তর ভিয়েতনাম থেকে পলাতক ডাঃ কোয়াত্‌ একমাত্র যোগ্য লোক একথা বলে তিনি ওয়াশিংটনেও চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। প্রস্তাবটি পাশ হয়। সায়গনে আমেরিকান দূতাবাসে গোপন কেবল্ এসে পৌঁছোয়। দূতাবাসের অনেকেই এই নতুন ব্যবস্থায় খুশি হন।

সায়গনের অবস্থা অশান্ত। বিন্-খুয়েন দল দিয়েমের প্রাসাদ আক্রমণ করেছে। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এ উপদ্রব তীব্র হয়ে দেখা দেয়। অনুগত সেনাদের নিয়ে দিয়েমও পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন।

ল্যান্সডেলের ভূমিকা এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জরুরী তার এসে পৌঁছোনোর পর আমেরিকান দূতাবাস একরকম নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শুধু বিশ্রাম নেই ল্যান্সডেলের। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তিনি উপদ্রুত অঞ্চলে ছুটে গেছেন। দিয়েমকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। একমাত্র ল্যান্সডেলই তখন মনে করেছেন বিন্-খুয়েন বিদ্রোহী দলকে দিয়েম পরাস্ত করতে সক্ষম হবেন।

পূর্বপরিচয়ের সুযোগ নিয়ে কাও দাই কম্যাণ্ডার থি্ন মিন দি-কে তিনি নিজের

দলে টেনে নিয়েছেন। তিনি পুরোপুরি দিয়েমের হয়ে বিন্-খুয়েন দলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। কাও দাই-তে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। হোয়া হাও সম্প্রদায়ের মধ্যেও উপদল সৃষ্টি হয়েছে।

বে-ভিন্ প্রথমে যে তীব্র আক্রমণ শুরু করেছিলেন, দিয়েমের পাল্টা আক্রমণে তা' কিছুটা প্রশমিত হ'ল। দিয়েম অনুগত বাহিনী এবার আত্মরক্ষা ছেড়ে প্রতি-আক্রমণ শুরু করে। ল্যান্সডেলকে বে ভিন্ একবার ইলোপ্ করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

এমন সময় কান্ থেকে প্রেসিডেণ্ট বাও-দাই এক মোক্ষম কেবল্ ঝেঁকে বসলেন। জেনারেল তাইকে নিয়ে দিয়েমকে অবিলম্বেই কান্-এ যেতে বললেন। আর্মির ভার জেনারেল নুয়েন ভ্যান ভাই-এর হাতে তুলে দেবার নির্দেশ দিলেন।

বিচলিত দিয়েম ল্যান্সডেলকে জিজ্ঞাসা করেন,

—*Shall I obey ?*

— চেপে যান। সায়গন ছেড়ে আপনার এখন কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।

বাও দাই-এর নির্দেশ পেয়ে জেনারেল ভাই সোজা দিয়েমের কাছে এসে দাবী করে,

—আর্মির ভার আমি নিয়েছি।

অনুগত এক সামরিক অফিসার রিভলভার উঁচিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে বলে ওঠে,

—আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম।

দিয়েম কিছু বললেন না। শুধু জানালেন,

—দামী চীনা কার্পেটে রক্তের দাগ আমি অপছন্দ করি।

জেনারেল ভাই আত্মরক্ষার জন্যে একটা রফাতে এলেন। পরদিন আবার নিজমূর্তি ধারণ করলেন। কিন্তু সুবিধে করতে পারলেন না। প্রথমে দালাতে পালালেন। আত্মরক্ষার জন্ত শেষপর্যন্ত প্যারী পালিয়ে যান।

সায়গন-চোলন এলাকা জ্বলছে। বুলেভার্ড গ্যালিনির কাঠের সারি সারি দোকান আর বাড়ি মর্টার শেলে আর আগুনে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। প্রায় আধ মাইল অতি ঘনবসতিপূর্ণ বিন্-খুয়েন এলাকা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বিন্-খুয়েন হেডকোয়ার্টার্স-এর অবস্থা বর্ণনাতীত। বে-ভিন্-এর সুরক্ষিত প্রাসাদে শুধু ধোঁয়া ও আগুনের পোড়া-দাগ। অফিস ও বাসগৃহের মধ্যের জলাশয়ে কুমীরে পূর্ণ থাকতো। শোবার ঘরের দরজায় বাঁধা থাকতো লেপার্ড। সমস্ত কিছু ধ্বংস

হয়েছে। শখের চিড়িয়াখানার কোন প্রাণীও রক্ষা পায়নি। বারান্দায় প্রমাণ মাপের এক বাঘিনীর পাশে আধাপোড়া পাইথনের দেহ। প্রাসাদ রক্ষীদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ। বে-ভিন্ পলাতক।

প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে দিয়েমকে যখন সরিয়ে ফেলবার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা, এমন সময় সায়গন থেকে প্রেরিত ল্যান্সডেলের জরুরী তার ওয়াশিংটন এসে পৌঁছোয়। বিন্-খুয়েন দল দিয়েমের কাছে সম্পূর্ণ পরাজয় বরণ করেছে। নিতান্তই অপ্রত্যাশিত সংবাদ। কল্পনাতীত সাফল্যের সংবাদ নিয়ে ফস্টার ডালেস বিচলিত হয়ে পড়েন। এ্যালেন ডালেসকে ফোনে গোটা ব্যাপারটা জানান। রাষ্ট্রদূত কলিনস্-এর রিপোর্ট সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করেন। রুদ্ধদ্বারকক্ষে মন্ত্রণাসভা বসে। দিয়েম যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের অদ্বিতীয় বীরপুরুষ তাতে আর সংশয় থাকে না। সেই রাত্রেই দ্বিতীয় কেবল্ সায়গনের আমেরিকান দূতাবাসে ছুটে চলে,

—এইমাত্র পূর্বের কেবল্‌টি নাকচ হয়েছে। দিয়েমই প্রধান মন্ত্রী থাকবেন। আগের কেবল্‌টি এই সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলা হোক।

পরাক্রান্ত ধর্মীয় সংস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিতান্তই ভুল করেছেন বলে যাঁরা মনে করেছেন, তাঁদের চূড়ান্ত শিক্ষা দিয়েছেন দিয়েম। বিন্-খুয়েন সংস্থা ধীরে ধীরে সায়গন থেকে তাড়া খেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে পড়ে। হোয়া হাও দলের অন্যতম নেতা বা কাট্-এর ফাঁসীর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পরাক্রান্ত দলের পরাজয় হ'ল। বে-ভিন্‌কে ধরা যায়নি। তিনি কোন উপায়ে প্যারী পালিয়ে গেলেন। হোয়া হাও দলের অপর নেতা ট্রান ভ্যান সই আত্মসমর্পণ করলেন। কাও দাই পোপ প্যাম্ কং তক্ শেষ পর্যন্ত পালিয়ে আশ্রয় নিলেন কম্বোডিয়ায।

প্রাসাদে সেদিন উৎসব। তবে একজনও বাইরের লোক নেই। এমন কী ল্যান্সডেলও নন। পরিবারের সবার সঙ্গে ডিনারে বসা দিয়েম পছন্দ করতেন। মুখোমুখি বসেছিলেন অনুজ নগো দিন হ্যু। দুনিয়ায় হয়তো এই একটি মাত্র মানুষকে দিয়েম সবচেয়ে বেশি মূল্য দেন। হ্যু-র পাশে ছিলেন লুয়েন। দিয়েমের এই ভাইটি বৃটেনের রাষ্ট্রদূত। হুয়ে থেকে ক'দিনের জন্য অগ্রজ আর্চবিশপ থুক্ সায়গনে এসেছেন। দিয়েমের পাশের চেয়ারে তিনি। অপর ভাই কান্ ভ্রাতৃজায়া মাদাম হ্যু-র সঙ্গে সায়গনের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত মিঃ কলিনস্-এর হঠকারিতা নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করছিলেন।

এই একটি মাত্র জায়গা, দিয়েম যেখানে সম্পূর্ণ অন্যরকম। ন্যাপকিন কোলে বিছিয়ে কোন ভাইয়ের চেয়ারে আসতে বিলম্ব হলে হাত গুটিয়ে তাঁর অপেক্ষায় ডিনার টেবিলে বসে থাকতে পারেন। নগো দিন ন্যু ও তাঁর পত্নী মাদাম ন্যু বিনা বাধায় তাদের দীর্ঘ বক্তব্য রাখতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ কোন নিয়োগ বা বদলীর ব্যাপারে এঁরা সর্বসময়ই একমত। এখানে দিয়েম যেন একা নয়—সবাই। আমি নই, আমরা। অতিবড উচ্চ দাঁড়ের কূটনৈতিক প্রতিনিধিও দিয়েমের সঙ্গে কোন আলোচনা করতে পারেন না। দিয়েম কাউকে কিছু বলতেই দেন না। কোন-কিছু চাইবা মাত্র হাতে না পেলে তিনি মুহূর্তে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। সিগারেট লাইটার একবারে না জ্বললে তিনি নিজেই জ্বলে ওঠেন। অকৃতদার প্রৌঢ় মানুষটি সব সময় সাদা পোষাক পরেন। বিরামহীন ধূমপান ছাড়া তাঁর কোন নেশাও নেই। জীবনে মেয়েদের সান্নিধ্যে আসেননি। একমাত্র ভ্রাতৃজায়া মাদাম ন্যু-র সামনে তাঁর উঁচু পর্দায় বাঁধা মেজাজ আশ্চর্যরকম সংযত হতে দেখা যায়।

নগো দিন ন্যু দিয়েমের চেয়ে প্রায় বছর সাতেকের ছোট। ন্যু, দিয়েমের রাজনৈতিক উপদেষ্টা মনে হয়। সর্বসময়ই তিনি যেন গভীর কিছু চিন্তা করছেন। কম কথার মানুষ। চলাফেরায় ক্ষিপ্রতার লেশমাত্র নেই। একটা আলস্য জড়িত জেশ্চার ও দৃশ্যমান সমস্ত কিছুর ওপর নিদারুণ উপেক্ষা মিশ্রিত অল্প একটু দৃষ্টি। দৈবাৎ ঠোঁটে কখনও খুশির মরাহাসি প্রত্যক্ষ করা যায়। বিন্-খুয়েন দলের বিদ্রোহ ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করবার পেছনে নগো দিন ন্যু র দক্ষতা ও চমকপ্রদ অদৃশ্য কলাকৌশলে ল্যান্সডেল পর্যন্ত হতবাক হয়েছেন। তাঁর কর্মপদ্ধতি ধোঁয়াটে, পরিবারের বাইরে কেউ তাঁর গুপ্ত বাহিনীর খোঁজ রাখেন না। এই মানুষটির প্রতি দিয়েম সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। মাদাম ন্যু-র ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিয়েম কোন কিছুই করতে নারাজ। নগো দিন ন্যু ও মাদাম ন্যু-কে দিয়েমের অভিভাবকই বলা চলে। এই প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না বিদুষী ও সুন্দরী নারী দিয়েমের পরবর্তী জীবনে কী ভাবে রাসপুটিন্ হয়ে দেখা দেন, সে আখ্যান আমরা সামনে পাবো।

সময় অতিবাহিত হয়। সর্তাধীন সাহায্যদানের প্রস্তাব নিয়ে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার দিয়েমকে গোপন পত্র দেন। সেই ঐতিহাসিক পত্রের বাংলা

তর্জমা আমি সামনে রাখবো। ভিয়েতনামে বীভৎস ডলার নৃত্যনাট্যের 'করিওগ্রাফ' কত চতুরভাবে পরিকল্পিত খোলামনে বিচার করা দুঃসাধ্য :

প্রিয় মিঃ প্রেসিডেন্ট,

ভিয়েতনামের ঘটনাপ্রবাহ, বিশেষ করে জিনিভা কনফারেন্সের সমাপ্তির পর থেকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে আমি লক্ষ্য করছি। ভিয়েতনাম সম্পর্কিত চুক্তির ভবিষ্যৎ বেশ আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত যখন ভিয়েতনাম সাময়িকভাবে কৃত্রিম সামরিক জোটে বিভক্ত, শক্তিক্ষয়ী দীর্ঘ সংগ্রামে দুর্বল এবং বহিঃশত্রু ও তার সহযোগী অন্তঃশত্রু দ্বারা বিপর্যস্ত।

যে-সমস্ত এলাকায় অনিয়মতান্ত্রিক শাসন এবং অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক মতবাদ রয়েছে, সে সমস্ত এলাকা থেকে কয়েক লক্ষ বিশ্বস্ত ভিয়েতনামী জনসাধারণকে অন্যত্র সরিয়ে নেবার দুঃসাধ্য পরিকল্পনাকে সাহায্য করার যে অনুরোধ আপনি সম্প্রতি করেছেন—সে ব্যবস্থা কার্যকরী করা হচ্ছে। মানব কল্যাণমূলক আপনার এই প্রচেষ্টায় আমেরিকা সাহায্য করার সুযোগ পেয়েছে বলে আমি আনন্দিত। আমাদের এই সাহায্য যাতে আরো কার্যকরী হতে পারে যাতে ভিয়েতনাম সরকারের কল্যাণ ও স্থায়িত্ব আরো সুদৃঢ় করা যায় তার জন্যে সম্ভবপর উপায় ও পথ খুঁজে বের করবার চেষ্টা আমরা করছি। আমেরিকা থেকে একটা সুচিন্তিত ও সুনির্ধারিত সাহায্যের কার্যক্রম আপনার সরকারকে সরাসরি দিলে এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আপনাদের কতখানি উপকার হবে, সে সম্পর্কে ভিয়েতনাম সরকারের সর্বপ্রধান প্রতিনিধি হিসাবে আপনার সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে ভিয়েতনামে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশ দিচ্ছি। অবশ্য এই সাহায্য গ্রহণের পর আপনার সরকার তার কর্মদক্ষতা ও সততার মান কতখানি বজায় রাখতে পারবে—সে সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য থাকবে।

এই সাহায্যদানের উদ্দেশ্য হ'ল ভিয়েতনাম সরকারকে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রগঠনে এবং পরিচালনায় সহায়তা করা। সামরিক উপায়ে ভিয়েতনাম সরকার যে কোন নাশকতামূলক অথবা সশস্ত্র আক্রমণ যাতে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় সেজন্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আশা করে ভিয়েতনাম সরকার তাদের তরফে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের দায়িত্ব মেনে নিয়েই এই সাহায্য গ্রহণ করবে। আমাদের সরকার আরো আশা করে আপনাদের প্রচেষ্টা ও আমাদের সাহায্য যুক্তভাবে শক্তিশালী স্বাধীন ভিয়েতনাম রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হবে। জনগণের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষায় সহানুভূতিশীল, এবং আপনার কর্তব্যনিষ্ঠায় সেই মহান

সরকারের সুনাম শুধু দেশে নয় বিদেশেও ছড়িয়ে পড়বে। আপনার স্বাধীন জনগণের মধ্যে বিদেশী চিন্তাধারা ও আদর্শবাদ চাপিয়ে দেবার যে কোন প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবে।

আপনার গুণমুগ্ধ

ডুইট্ ডি আইজেনহাওয়ার

আর্মি জেনারেলদের দিয়েম ক্রমে হাত করেন। লী ভ্যান তাই, ট্রান ভ্যান দন্ ও নগুয়েন ভ্যান মিন-এর সঙ্গে গোপন এক শলাপরামর্শে বসলেন নগো দিন দিয়েম। আর্মি জেনারেলদের তরফ থেকেই প্রসঙ্গটা তোলা হ'ল। সবাই মেনে নিলেন দক্ষিণ ভিয়েতনামের চীফ অব স্টেট্ হিসাবে টিকে থাকবার বাও দাইয়ের কোন অধিকারই নেই। দরকার হলে গণভোটের সাহায্যে অবিলম্বেই এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির একটা চূড়ান্ত পরীক্ষা হওয়া দরকার।

গঠিত হ'ল 'পিপলস্ ন্যাশনাল রেভুলেশনারি কমিটি।' প্রায় পঁচানব্বইটি রাজনৈতিক দলের প্রায় চার হাজার প্রতিনিধি দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কংগ্রেসে যোগ দিতে সায়গনে এসে মিলিত হয়। আট ঘণ্টা অধিবেশন চলে। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি গণভোটে দেওয়া হ'ল।

বাও দাই প্রবাসেই থাকেন দীর্ঘদিন। দেশের সঙ্গে তাঁর প্রায় যোগাযোগই নেই। নির্বাচনে দিয়েমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তিনি কতটা সক্রিয় ছিলেন বলা মুস্কিল। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল যখন ঘোষণা করা হ'ল, অনেকে মন্তব্য করেছেন, প্রস্তাবটি গণভোটে দেবারও কোন দরকার ছিল না। দিয়েম হেসে বলেছেন,

—ডেমোক্রেসীর অনেক দায়। জনসাধারণ তাঁদের নেতা বেছে নেবেন—গণতন্ত্রের অধিকার থেকে সাধারণ মানুষকে আমি বঞ্চিত হতে দেবো না।

দিয়েম নির্বাচিত হলেন। দিয়েম ভোট পেলেন ৫,৭২২,০০০। বাও-দাই-এর সবুজ ব্যালট পেপারের হিসেব দাঁড়ালো ৬৩,০০০-এর বেশি নয়। তারপর দিয়েম দক্ষিণ ভিয়েতনামকে একটি রিপাবলিক হিসাবে ঘোষণা করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করলেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামে দিয়েম সর্বশক্তিমান ও অদ্বিতীয় নায়ক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন এতদিনে।

ভোটাভুটিতে নাকি বিস্তর কারচুপি ছিল। দিয়েমের ব্যালট পেপারে ছিল তাঁর লালরঙের ছবি। তাতে লেখা—'আমি বাও-দাইকে চাই না, দিয়েম গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করুন।' অপর ব্যালট পেপারটিতে বাও-দাই-এর সবুজ ছবি।

পাশে লেখা ছিল, 'আমি বাও-দাই বিরোধী নই। দিয়েম দেশের প্রধান হয়ে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করুন আমি চাই না।' ব্যালট পেপারের কাউন্টার ফয়েল পোলিং অফিসার রেখে দিতেন। কে কোথায় ভোট দিল সেটা খুঁজে পেতে অসুবিধের কোন কারণ নেই। আরও চমকপ্রদ ঘটনা, ভোটদাতাদের সংখ্যা ভোটার তালিকার মোট সংখ্যাকেও অতিক্রম করে গেল। লণ্ডন 'ইকনমিস্ট' পত্রিকা এই ভোটরঙ্গ দেখে মন্তব্য করে—'*It was surely unnecessary to make the gravitational pull of Mr. Diem doubly certain by dubious means and it seems a pity that the number who voted in the Saigon-Cholon area, is reported to have exceeded the total of names on the register by 150,000*'

নগো দিন দ্যু পরিচালিত ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক ভোটযুদ্ধ এইভাবে শেষ হয়। গোপনে সাহায্য করেছেন ল্যান্সডেল। জীবনটাই যেন নাটক। যথেষ্ট উৎকণ্ঠা ও কৌতূহল রেখে দিয়েমের জীবনের রাজনৈতিক দৃশ্যকাব্যের প্রথম অঙ্ক শেষ হয়।

জিনিভা সম্মিলনে ভিয়েতনামের ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে স্বীকার করে সতের অক্ষ সমান্তরালে সাময়িকভাবে ভাগ করে স্থির করা হয়, দু' বছর পর সমগ্র ভিয়েতনামে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সরকার গঠিত হবে। নির্বাচনের এক বছর আগে থেকে এ সম্পর্কে আলোচনা চলবে। আগেই আপত্তি তুলেছিলেন, প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন গোড়া থেকেই—শক্তি সংহত করে দিয়েম উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে জিনিভা চুক্তি অনুযায়ী স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের সমস্ত প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন।

ভিয়েতনামের রাজনৈতিক পটভূমিতে এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দিয়েমের নিরঙ্কুশ একনায়কত্ব ও আমেরিকার তাৎপর্যপূর্ণ সমর্থন ও সাহায্য নিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজনীতি অতি দ্রুত কী ভাবে সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট চক্রের হাতে চলে গেল সে বিচিত্র নির্মম কাহিনী ও নিষ্ঠুর ইতিহাসের তুলনা নেই।

জিনিভা চুক্তির সময় দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমেরিকান সামরিক কর্মচারী ছিলেন দুশো। টেম্পোরারী ইকুব্মেণ্ট রিকভারী মিশন-এর আড়ালে এঁরা বছর ঘুরতেই সংখ্যায় দাঁড়ালেন দু'হাজার। চুক্তিতে স্থির হয় বিভক্ত দেশের কোন অঞ্চলেই কোন রাষ্ট্র সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে পারবে না। আন্তর্জাতিক কমিশনের সুপারিশে পুরোনো অস্ত্র খারাপ হয়ে গেলে বদলাতে পারবে মাত্র।

নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সরকার গঠিত হবার জিনিভা চুক্তির অন্যতম সর্তটি যখন দিয়েম প্রত্যাখ্যান করলেন তখন বিচক্ষণ ফস্টার ডালেসকে অতিশয় সক্রিয় হতে দেখা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নীতি এখন অনেক স্পষ্ট। 'সিয়াটো' সেই সুস্পষ্ট নীতিরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পেণ্টাগনকে সঙ্গে নিয়ে স্টেট্ ডিপার্টমেণ্ট দক্ষিণ ভিয়েতনামের তাৎপর্যপূর্ণ ভৌগোলিক গঠনটি পর্যালোচনা করে দেখেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টা, সতের অক্ষ সমান্তরালের এদিকে যেন কমিউনিজমের ঢেউ প্রবেশ করতে না পারে। পেণ্টাগন চাপ সৃষ্টি করে,— ফ্রান্স সরে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে 'মিলিটারী পাওয়ার ভ্যাকুয়াম' পুরোপুরি আবার ভরাট করে না তুললে উত্তেজক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামরিক এক আত্মহত্যা ডেকে আনবে। সুপারিশ করা হয়, থাইল্যাণ্ড, লাওস, কম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম-কে সিয়াটোর গাটছড়ায় আটকে রাখা। জিনিভা চুক্তি বানচাল করে গণতান্ত্রিক ভিয়েতনামকে হো-চি-মিন সরকারের হাত থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া ও মার্কিন পছন্দ মত ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়াকে চলতে-ফিরতে বাধ্য করা। যতটা সম্ভব জলে স্থলে অন্তরীক্ষে চারপাশ থেকে সামরিক ঘাঁটি বসিয়ে চীনকে ঘিরে রাখা।

জিনিভা চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন, চীন ও রাশিয়া এই পঞ্চ শক্তির কারো কোন স্বাক্ষর ছিল না। তবে 'ভদ্রলোকের চুক্তি' হিসাবে মার্কিন প্রতিনিধি বেডেল স্মিথ কথা দেন,

—ভীতি প্রদর্শন অথবা বল প্রয়োগের দ্বারা জিনিভা চুক্তিকে বানচাল করা থেকে আমরা বিরত থাকবো।

জিনিভা চুক্তিতে সই করে কম্বোডিয়া, লাওস, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী চুক্তির সর্ত মেনে চলতে এই পঞ্চশক্তি বাধ্য।

কিন্তু জিনিভার অষ্টম প্লেনারী সভায় বেডেল স্মিথের 'ভদ্রলোকের চুক্তি' যে ষোল আনাই ফাঁকি—সম্মিলনের পরেই তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে দলে টেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সিয়াটো'-র সামরিক ব্লক গঠনের মধ্যে দিয়েই সেই চুক্তি ভাঙ্গা শুরু হয়। মিঃ ইডেন তাঁর স্মৃতি-কথায় স্বীকার করেছেন—জিনিভা কনফারেন্স যখন চলছিল তখন অনির্দিষ্টকালের জন্যে ভিয়েতনামকে বিভক্ত রাখার এক গোপন চুক্তি আমেরিকা ও ব্রিটেন নেপথ্যে সেরে ফেলেছিলেন। আইজেনহাওয়ার তাঁর স্মৃতি-কথায় উল্লেখ করেছেন—

ইন্দোচীনের বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এমন যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে ও চিঠিপত্র লিখে বুঝেছি, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে শতকরা আশিজন লোক হো-চি-মিন-এর পক্ষেই ভোট দেবে।

আন্তর্জাতিক তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভারত, পোল্যাণ্ড ও কানাডা 'নয়ে গঠিত হয়। উত্তর ভিয়েতনাম কমিশনের সমস্ত নির্দেশ মেনে চলে কিন্তু আমেরিকা সেই চুক্তি কোন দিনই মেনে চলেনি। কমিশনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাত্তাই দিতে চায়নি। ভারত ও কানাডা আমেরিকাকে না চটিয়ে চলতে চলতে এমন এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে যাতে পোলিশ প্রতিনিধি শেষ পর্যন্ত ওয়ারশ ফিরে যেতে বাধ্য হন।

পরিপূর্ণ রাষ্ট্রকর্তৃত্ব দিয়েমকে ধীরে ধীরে ভয়াবহ একনায়কত্বের দিকে ঠেলে দিল। ফস্টার ডালেস খোলাখুলি কথা দেন—দেশ থেকে কমিউনিস্ট ও মার্কিন বিরোধীদের নির্মূল করবার বিনিময়ে তিনি যে-কোন অঙ্কের ডলার ঢালতে প্রস্তুত। নগো দিন হ্যু-র গুপ্ত ঝটিকা বাহিনী এক অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি। পার্সোনাল ইজম-এর সুডো ফিলজফিক্ থিয়োরীতে যাই থাক, আদতে 'কান লাও' ঝটিকা বাহিনী হ্যু-র এক বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগ। নাজী জর্মনীর 'গেস্টাপো', হাইতির দুভালিয়ের-এর তৈরি 'মাকুতে' ঝটিকা বাহিনীর চেয়ে বিপদজনক। জাপানী 'কেম্পেতাই' ধরনের নির্মম, হিংস্র এক শক্তিশালী দল। সেই সঙ্গে যোগ দেয়—মিচিগান স্টেট্ য়ুনিভারসিটি প্রোগ্রাম। গঠিত হ'ল 'ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন'-এর ঢঙে প্যারা মিলিটারী ইউনিট—'ভিয়েতনামীজ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন।' ওদিকে মার্কিন অস্ত্রে সুসজ্জিত দেড় লক্ষের এক সেনাবাহিনী মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞ জেনারেল ও-ড্যানিয়েল-এর হাতে অল্পদিনে গড়ে ওঠে।

প্রেসিডেণ্ট দিয়েম একাধারে দেশরক্ষা মন্ত্রী আবার কম্যাণ্ডার ইন্ চীফ। দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি নির্লজ্জ পরিবার পরিকল্পনায় ভাগ হয়ে গেছে। ভাই বিশপ নগো দিন থুক্, দেশের খ্রীস্টান চার্চের সর্বময় অধিনায়ক। অবাধ্য চতুর নগো দিন কান-কে দক্ষিণ প্রদেশের গভর্নর করা হ'ল। নগো দিন হ্যু-র পরিচয় নতুন করে দেবার নেই। হ্যু-র শ্বশুর হলেন আমেরিকার রাষ্ট্রদূত। অপর ভ্রাতা নগো দিন লুয়ান বৃটেনের রাষ্ট্রদূতের কর্মভার নিয়ে লণ্ডন চলে গেলেন। মাদাম হ্যু মহিলা সংগঠনের নেত্রী—দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রথম মহিলা হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠিতা। জন ফস্টার ডালেস দিয়েম সম্পর্কে মন্তব্য করেন—*Tough Miracle Man of Vietnam.* আমেরিকান প্রেস বলে: *Two years ago at Geneva, South*

Vietnam was virtually sold down the river to the Communists. Today the spunky little Asian country is back on its own feet, thanks to a 'Mandarin' in a shark skin suit who's upsetting the Red timetable.

জিনিভা চুক্তির সময়, দেশ ভাগের আগে গোটা ভিয়েতনাম প্রায় সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। অত্যল্প সময়ের জন্যে দেশের কৃষক সম্প্রদায় ভিয়েতমীন সরকারের শাসনপদ্ধতিরও কিছু পরিচয় পেয়েছিল। জমিদারদের জমি ক্রোক করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন অতি দ্রুত শুরু হয়েছিল। পুরাতন খাজনা মকুব ও সুদের হার নতুন নিয়মে অনেক কম করে দেওয়া হয়।

মেকং নদীর বদ্বীপ এলাকা দক্ষিণ ভিয়েতনামের অন্যতম শস্যভাণ্ডার। এখানকার ভূমি অতিশয় উর্বরা। গোটা দেশে সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রেখেও লক্ষ লক্ষ টন বিদেশে রপ্তানি হতো। অতি সামান্য সময়ের জন্যে হলেও পরাক্রান্তশালী জমিদারদের বহু পুরাতন অধিকার কেড়ে নিয়ে, ভিয়েতমীন সরকারের, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন কৃষকদের মধ্যে প্রবল এক প্রতিক্রিয়া রেখে গেছে। দিয়েম জমিদারের পূর্ব অধিকার আবার ফিরিয়ে দিলেন। চাষীদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিতে গিয়ে সাধারণ গ্রামবাসীর সঙ্গে দিয়েমের দেশব্যাপী বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ শুরু হ'ল। সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার স্বাদ, সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের ওপর স্বাধীন গণতান্ত্রিক জীবনের স্বল্প কিছু দিন, সে যত সংক্ষিপ্তই হোক, গ্রামবাসীদের মনে গভীর এক ছাপ রেখে গেছে। ফস্টার ডালেস ঘোষণা করেন, পুলিশ আর নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোর শাসনে দক্ষিণ ভিয়েতনামে এমন একটা সরকার গঠন করা দরকার, যাতে দেশে আভ্যন্তরীণ আন্দোলনকে সহজেই দমন করা যায়।

জনসাধারণের অসন্তোষ কিন্তু ক্রমে বাড়তে থাকে। বিক্ষোভ প্রথমে বিশৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্ন। অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণের স্বতস্ফূর্ত জাগরণ ক্রমশঃ দানা বাধে। শাসনের বিরুদ্ধে সে অসন্তোষ রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে দেখা দেয়। ক্ষুধার্ত কৃষক, বেকার শ্রমিক, প্রতারিত বুদ্ধিজীবী ও নিগৃহীত ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের নিত্য নতুন সভা ও মিছিল গ্রাম থেকে শহরের দিকে বিস্তার লাভ করে। মেকং বদ্বীপ থেকে সায়গনের রাস্তায় আন্দোলন তাড়া করে আসে। দাবী ওঠে সাধারণ নির্বাচন চাই, ভিয়েতনামের দুই অংশের শান্তিপূর্ণ পুনর্মিলন হোক, দমননীতি প্রত্যাহার কর, মার্কিন ফৌজ হটাও।

ফরাসী আমলের বন্দী শিবিরে স্থান সঙ্কুলান হওয়া মুস্কিল হয়। নতুন নতুন

কনসেনট্রেশন ক্যাম্প গড়ে তোলবার নির্দেশ দিয়ে দিয়েম সীমান্ত পর্যন্ত হেলিকোপ্টারে সফর করে এলেন। আধাসরকারী মুখপত্র শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করতে বাধ্য হয়: *We must have done with arbitrary arrests and imprisonment. The Citizens of a free and independent country have the right to be protected in accordance with the spirit of the Constitution.*

স্বাধীন দেশের নাগরিকদের কতটুকু অধিকার দেওয়া যেতে পারে তার ওপর বিস্তর লেখালেখির পর পছন্দ মত এক খসড়া নিয়ে উচ্চপদস্থ এক কর্মচারী দিয়েমের ঘরে এসে হাজির হন। পাশে বসেছিলেন মাদাম ন্যু। ওয়াশিংটন সফরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার। সায়গনের আমেরিকান দূতাবাসের কতিপয় অবাধ্য কূটনৈতিক কর্মচারীদের সম্পর্কে মাদাম ন্যু দিয়েমকে ওয়াকিবহাল করছিলেন। অবিলম্বেই তাঁদের দেশে ফিরিয়ে নেবার জন্যে দিয়েমকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীর খসড়াটির ওপর চোখ পড়তেই ধমকে উঠলেন মাদাম ন্যু,

—এটা নাগরিকদের অধিকারের বিবরণ, না প্রেসিডেন্ট দিয়েমের আত্মপক্ষ সমর্থনের আবেদন। রাবিশ।

মাদাম ন্যু নিজেই কলম টেনে নিলেন। ম্যানিকিওর করা নরম সুন্দর আঙুলে লিখে চললেন। সেদিন দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদ রচিত হ'ল: দেশের নিরাপত্তার জন্যে প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন বোধে সমস্ত নাগরিক অধিকার হরণ করতে পারবেন।

'সাহায্য ও উপকরণ' হিসাবে যা কিছু আমেরিকা থেকে আসে সে সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী ছিল আমদানি কর মুক্ত। আমেরিকান পণ্যের ঢালাও অনুপ্রবেশে দেশী শিল্পে অতি দ্রুত সংকট দেখা দেয়। মার্কিন পণ্যের এই অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশে বিপর্যস্ত শিল্পপতিরাও দিয়েমের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। মেড ইন আমেরিকা চিহ্নের মোটর গাড়ি থেকে শুরু করে টেরিলিন, টোব্যাকো, ড্রিঙ্কস্ ও বহুবিধ প্রসাধনসামগ্রী ও মাদাম ন্যু-র জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রবল অনীহা থাকা সত্ত্বেও সুন্দর মোড়কে বহু বর্ণের নানা ছলাকলার কন্ট্রাসেপ্টেভ্।

দিয়েমের পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সন্ত্রাস ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। তবে একদিকে নির্বিচারে হত্যা ও নিষ্ঠুর নিপীড়ন যেমন চলতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি প্রতিরোধ সংগ্রাম প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। দিয়েম বিরোধী যে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি

কমিউনিস্ট হিসাবে ঘোষণা করা শুরু হ'ল। দিয়েম মনে করলেন, যেখানেই ভিয়েতমীন গেরিলারা এককালে ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়েছে, সেখানেই তারা রেখে গেছে কমিউনিস্ট দেশদ্রোহী এবং গুপ্তচরদের আড্ডা। এদের শায়েস্তা করবার ভার নিলেন নগো দিন কান। তিনি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে শুরু করেন। প্রত্যক্ষদর্শী ফিলিপ ডেভিলার্স বলছেন,

—একটা গ্রামের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে সে গ্রামকে সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলা, তারপর ব্যাপক খানাতল্লাশি, গ্রেপ্তার ও সেই সঙ্গে লুটতরাজ—তারপর সন্দেহজনক লোকদের ইণ্টারোগেশন আর টর্চার--বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগের অজুহাতে দলে দলে নির্বাসন ও আটক। অনেক গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভূমিসাৎ করা হ'ল - ভস্মস্তূপের সঙ্গে দগ্ধ শবদেহের ছড়াছড়ি। হাজার হাজার পরিবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হ'ল —বন্দীনিবাস পূর্ণ হয়ে উঠলো।

মার্কিন প্রত্যক্ষদর্শী ফিলিপ ডেভিলার্স আরও বলছেন :

—কমিউনিস্টরাই নির্যাতনের লক্ষ্য কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় ডেমোক্রাট সোশিয়ালিস্ট, লিবারেল, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং কাও দাই এবং হোয়া হাঁও সম্প্রদায়ের কেউ দিয়েমের বিরুদ্ধে কোন কথা বললেই ভয়াবহ নির্যাতন চলে। অনেক অকমিউনিস্ট ধীরে ধীরে এইভাবে কমিউনিস্ট হয়ে যায়।

ফরাসী সাংবাদিক টিবরমেণ্ডে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন :

— দিয়েম যে বিরাট প্রাসাদে বাস করেন তার নাম ইণ্ডিপেণ্ডেন্স প্যালেস। উঁচু লোহার বেষ্টনী ও বিশেষ সৈন্য পরিবেষ্টিত বিশাল একটি উত্থানের মধ্যে এই প্রাসাদ। জনগণের সঙ্গে ব্যক্তিগত কোন রকম যোগাযোগ নেই। অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা কল্পনাতীত। মুষ্টিমেয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী আর সেক্রেটারী ছাড়া শুধু আমেরিকানরাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান।

অপর একটি ফরাসী পত্রিকা দিয়েমের সামরিক বর্বরতা সম্পর্কে লিখছে :

'কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযানগুলো বন্য ও রক্তাক্ত আক্রমণ। সরকারী দপ্তর আর সরকারী চাপে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলোর দরজা ফরাসী আমলের সংগ্রামী কর্মীদের কাছে রুদ্ধ। দিয়েমের সৈন্যদল যুদ্ধকালীন অবস্থার মত উচ্ছেদ অপারেশন শুরু করেছে। আগে ভিয়েতমীন এলাকায় যারা ছিল তাদের হাজার হাজার মানুষকে বন্দী শিবিরে পাঠাচ্ছে। সীমান্তের কাছাকাছি অঞ্চলে বহু লোককে ফাঁসী দিচ্ছে। রাজনৈতিক একনায়কত্ব এমন পর্যায়ে উঠেছে যে কমিউনিস্ট বিরোধী ব্যক্তিদের মধ্যেও যাদের সঙ্গে তাদের মতবিরোধ ঘটছে তাদেরও ক্ষমা করা হচ্ছে না।

অপর্যাপ্ত আমেরিকান ডলার দিয়েমের গণতন্ত্রকে বীভৎস এক রক্তাক্ত পথে ভাসিয়ে নিয়ে চললো। বিকারগ্রস্ত এক উন্মাদ যেন রক্তস্নানের নেশায় দিশেহারা। পীড়ন ও অত্যাচার এমন জায়গায় পৌঁছোলো যে প্রতিরোধ সংগ্রামীদের সঙ্গে কোন রকম যোগসূত্র খুঁজে পেলে তার আর মুক্তি নেই। এমন কী ঘরে ঘরে স্ত্রীদেরও বাধ্য করা হ'ল স্বামীদের ত্যাগ করতে—যে সমস্ত পুরুষ নগো দিন হ্যু-র গোয়েন্দা বিভাগের চোখে সন্দেহভাজন। দিয়েম 'ত্যাগ' বা 'তালাক সপ্তাহ' পালন করে সেই সব হাজার হাজার স্ত্রীকে তাদের স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন।

সায়গনের কাছে 'ফু-লয়' বন্দী নিবাসে এক-অবিশ্বাস্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। মোট ছয় হাজার বন্দী এই শিবিরে আটক ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা এক সময়ে গেরিলা যোদ্ধা ছিলেন, জিনিভা চুক্তি অনুযায়ী উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামের ঐক্যের দাবী তুলেছিলেন। এক দিন এই সব বন্দীদের আহারে ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় হাজারখানেক বন্দী অল্পক্ষণের মধ্যেই ছটফট করতে করতে মারা যায়। বাদবাকী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপর দিয়েমের সেনাদল ফু-লয় শিবিরে আগুন লাগাতে শুরু করে। গোটা শিবির ভস্মীভূত হয়। এতবড় বর্বর হিংস্র অত্যাচার ও পাইকারী নরহত্যা একমাত্র নাজী জার্মানীর বীরসন্তানদের ডায়েরীতেই হয়তো পাওয়া যায়।

শৃঙ্খলের পর শৃঙ্খল জড়িয়েও শৃঙ্খলা আনা যায় না। দেশব্যাপী আন্দোলন ও সংগ্রামী মানুষের প্রতিরোধ সংহত হতে দেখা যায়। দিয়েম ওয়াশিংটন থেকে অনেক আশা-ভরসা নিয়ে এলেন। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের ব্যক্তিগত বিমান 'কলম্বাইন' দিয়েমের চলাফেরার জন্যে সর্বসময়ই প্রস্তুত। সর্বত্র রেড কার্পেট, ফুলের তোড়া আর অপর্যাপ্ত ডলারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দিয়েম ফিরে আসেন সায়গন। নতুন উদ্যমে নরমেধ যজ্ঞ শুরু করলেন। প্রতিরোধ সংগ্রামীদের ও দিয়েম বিরোধী সমস্ত আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করবার জন্যে চালু করলেন আইন। কুখ্যাত সেই ১০।৫৯ আইনের কিছু বাংলা তর্জমা আমি সামনে রাখছি।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের দমননীতি : আইন ১০/৫৯

১ অনুচ্ছেদ : ধ্বংসাত্মক কার্য, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ, প্রাণহানি বা সম্পত্তিনাশের চেষ্টা অথবা সেই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য অভিযুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড, সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত—সামরিক ব্যক্তির

ক্ষেত্রে পদচ্যুতি সমেত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে দণ্ডাদেশ বহাল থাকবে :

(এক) ইচ্ছাকৃত হত্যা, খাদ্যে বিষদান অথবা বলপূর্বক অপহরণ।

(দুই) বিস্ফোরক দ্রব্য, অগ্নিসংযোগ বা অন্যভাবে ধ্বংসাত্মক কার্য অথবা নিম্নোক্ত শ্রেণীর সম্পত্তির ক্ষতি সাধন।

(ক) বাসগৃহ, ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত গীর্জা, প্যাগোডা, মন্দির, গুদামঘর, কারখানা, খামার এবং ব্যক্তিগত মালিকানার যে কোন বাড়ির আউট হাউস।

(খ) সরকারী গৃহ, বাসগৃহ, অফিস, কারখানা, ডিপো বা সরকারী যে কোন নির্মাণ স্থান, সরকারী অথবা সরকার পরিচালিত যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অথবা সরকারী সাহায্যপুষ্ট জনসাধারণ পরিচালিত যে কোন সংগঠন।

(গ) জল, স্থল অথবা আকাশে ব্যবহৃত যে কোন যানবাহন ও সর্বপ্রকার যান্ত্রিক যান।

(ঘ) খনি, তার, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম।

(ঙ) অস্ত্রশস্ত্র সামরিক দ্রব্য এবং সরঞ্জাম, সামরিক ঘাঁটি, গৃহ, অফিস, ডিপো, কারখানা। পুলিশ অথবা প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয় যে কোন নির্মাণ কার্য।

(চ) শস্যাদি, গৃহপালিত পশু ও খামারের সরঞ্জাম যে কোন বনজ সম্পদ।

(ছ) বেতার প্রেরক যন্ত্রপাতি, ডাক বিভাগ ও বেতার বিভাগের কাজকর্ম, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা ও উৎপাদন এবং উপরোক্ত কর্মসংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকারের গৃহাদি, কারখানা এবং যন্ত্রপাতি।

(জ) খাড়ি, জলাধার, রাস্তা, রেলপথ, বিমানঘাঁটি, সেতু জল নির্গমনের পথ এবং এতৎসংক্রান্ত যে কোন কারখানা।

(ঝ) জলপথ—ছোট অথবা বড়, এবং খাল।

২ অনুচ্ছেদ : ধ্বংসাত্মক কার্য, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ, প্রাণহানি অথবা সম্পত্তিনাশের জন্য অথবা সেই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত অপরাধের জন্য অভিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির যাবৎজীবন সশ্রম কারাদণ্ড, সম্পূর্ণ অথবা আংশিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। সামরিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে পদচ্যুতি সমেত এই শাস্তি দেওয়া হবে।

(১) সশস্ত্র লুণ্ঠন অথবা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির দ্বারা রাহাজানি।

(২) সন্ত্রাসমূলক কার্য, অস্ত্রের সাহায্যে ভীতি প্রদর্শন অথবা অন্য যে কোন উপায়ে জল অথবা স্থলপথের যানবাহনের ব্যাঘাত সৃষ্টি।

(৩) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হত্যার ভীতি প্রদর্শন, গৃহ বা শস্যে অগ্নি-সংযোগ অথবা বলপূর্বক অপহরণ।

(৪) ধার্য দিনে হাট বসায় বাধা দান।

(৫) উপরোক্ত ধারায় অবর্ণিত যে কোন ধ্বংসাত্মক বা ক্ষয়ক্ষতির কার্য।

৩ অনুচ্ছেদ: প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে সাহায্য করবার অথবা সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ায় সংগঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে উপরোক্ত ধারায় শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।

৪ অনুচ্ছেদ: বর্তমান আইনের দ্বিতীয়ার্ধে বর্ণিত বিশেষ সামরিক আদালতের বিচার অন্তর্ভুক্ত অপরাধের জন্য অভিযুক্ত বা তাহার সহযোগী বা অপরাধ প্ররোচনাকারীর। দণ্ডাদেশ কোন কারণেই লঘু করা হবে না।

৫ অনুচ্ছেদ: অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে অথবা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই সরকার, সামরিক দপ্তর, পরিশাসন অথবা বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে গোপন সংবাদ প্রকাশ করবার ব্যাপারে কেউ যদি অগ্রণী অথবা যে যে ক্ষেত্রে বিচার শুরু হয়েছে, তখন অপরাধী বা তার সহযোগীকে গ্রেপ্তারে সাহায্য করে তবে তাকে ধার্য দণ্ডাদেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। কিন্তু দণ্ডাদেশ রহিতের সুযোগ পেলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালত নির্ধারিত সময়ের জন্যে গৃহে অন্তরীণ অথবা বিশেষ কোন জায়গায় অবস্থানের নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে হবে।

৬ অনুচ্ছেদ: তিনটি বিশেষ সামরিক আদালত সায়গন, ব্যান মি থুয়েট ও হুয়ে-তে স্থাপন করা হবে।

৭ অনুচ্ছেদ: প্রত্যেক বিশেষ সামরিক আদালত নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হবে:

—আইনের স্নাতক কোন ফিল্ড অথবা জেনারেল অফিসার, —সভাপতি

—শহরের মেয়র অথবা প্রদেশের সর্বময়কর্তা বা তাঁর প্রতিনিধি, —পরামর্শদাতা

—একজন ফিল্ড অথবা জেনারেল অফিসার, —পরামর্শদাতা

১১ অনুচ্ছেদ: নিম্নলিখিত শ্রেণীর অপরাধ বিশেষ সামরিক আদালতের আওতায় পড়বে।

(১) সামরিক-অসামরিক ব্যক্তি নির্বিশেষে বর্তমান আইনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধসমূহ।

(২) ১৯৫৬ সালের ২১শে আগস্টের ৪৭নং অডিনান্স নির্ধারিত গুপ্তচরবৃত্তি ও দেশদ্রোহিতার অপরাধ।

(৩) ১৯৫৫ সালের অক্টোবরের ৬:নং অডিনান্স নির্ধারিত ফাটকাবাজী এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বানচালের অপরাধ।

(৪) বিধিবদ্ধ আইনানুসারে যে-সমস্ত অপরাধ সামরিক আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত।

১৭ অনুচ্ছেদ: বিশেষ সামরিক আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আবেদন চলবে না। হাইকোর্টেও আবেদন অগ্রাহ্য হবে।

১৯ অনুচ্ছেদ: দয়াভিক্ষার আবেদন অগ্রাহ্য হলে মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী করা হবে।

২০ অনুচ্ছেদ: বর্তমান আইনের পরিপন্থী পূর্বের সমস্ত আইনের ধারা নাকচ করা হ'ল।

ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের সরকারী মুখপত্রে বর্তমান আইন প্রকাশিত হবে।

সায়গন, ৬ই মে, ১৯৫৯ —নগো দিন দিয়েম

সেনাদের মধ্যেও অসন্তোষ ধূমায়িত। কোয়াং টুং শিক্ষা শিবিরে প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। তেনিনের কাছে সৈন্যশিবির আক্রমণ করে সেনাদের এক বিরাট অংশের সহযোগিতায় বিদ্রোহীরা অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই একটা ঘাটি দখল করে। দিয়েমের বিখ্যাত 'মপিং আপ অপারেশন'-এর পেছনে আমেরিকান উপদেষ্টাদের ঘন ঘন বৈঠক শুরু হয়।

মার্কিন দিয়েম শাসন গোটা দেশে টেনে আনে চরম দুর্দিন। চাষীদের হাত থেকে জমিদারদের হাতে আবার জমি ফিরে গেছে। জলসেচ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মার্কিন পণ্যের চাপে দেশী পণ্য ও কুটীরশিল্প ধংসোন্মুখ। কলকারখানা একটার পর একটা বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করে। যুবকদের সামনে একমাত্র ভবিষ্যৎ, হয় নিষ্ঠুর সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ অথবা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে চলা।

প্রচণ্ড দমননীতি ও ভয়াবহ আইন কিন্তু আন্দোলন বন্ধ করতে পারে না। গ্রামাঞ্চলের বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ ও প্রতিরোধ শহরের আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। গণ আত্মরক্ষা বাহিনীর সশস্ত্র প্রচারক দল সক্রিয় হয়ে কাজে নামে। তাদের অস্ত্র পুরোনো বন্দুক, বাঁশের বর্শা আর তীরধনুক। এইভাবেই

দক্ষিণ ভিয়েতনামে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের সূত্রপাত। মুক্তিসংগ্রামের ডাকে সমগ্র দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। ফ্রন্টে যোগ দেয় আগের যুগের গেরিলা যোদ্ধারা, র‍্যাডিক্যাল সোসিয়ালিস্ট পার্টি, এসোশিয়েশন ফর মেণ্টেন্যান্স অফ মর‍্যাল প্রিন্সিপল্‌স। সেই সঙ্গে অবলুপ্ত হোয়া হাও ও বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা।

ইতিমধ্যে দিয়েমের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র আক্রমণ হয়ে গেছে। এক প্রভিন-শিয়াল ফেয়ার-এ সেদিন দিয়েম যোগদান করতে গিয়েছিলেন। আততায়ীর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দিয়েম সেদিন রক্ষা পান।

নগো দিন ন্যুর পরামর্শে দিয়েম বিশ্বস্ত সেনানায়কদের উচ্চতর পদে নিয়োগ করে যোগ্য প্রধানদের বদলীর পর বদলীর মুখে রাখলেন। সেনাবিভাগে ষড়যন্ত্র বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়ে দেখা দেয়। মার্কিন উপদেষ্টা ও গুপ্তচরবা হনী অবশ্য দাবী করেন, অভ্যুত্থানের ব্যাপারটা তাঁরা আগেই টের পেয়েছিলেন, কিন্তু এ কথার খুব একটা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই।

ল্যান্সডেল সায়গন ত্যাগ করেছেন। পেণ্টাগন এখন আর মিচিগান য়ুনিভারসিটির আড়ালে থেকে কাজ করেন না। কৃষিবিদ বা জলসেচ বিশেষজ্ঞের ভেক ধরে সি. আই. এ.-র আর চলতে ফিরতে হয় না।

শীতের সকাল। নভেম্বর মাস। কুয়াশায় সারা সায়গন তখনও ঢাকা। তিনটে প্যারাট্রুপ ব্যাটালিয়ন প্রত্যুষেই চারদিক থেকে সাঁড়াশী অভিযান শুরু করেছে। অতিক্রত সরকারী দপ্তর তারা দখল করে নেয়। বিদ্রোহী সেনাপতিরা দিয়েমের প্রাসাদ আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়। দিয়েম অনুগত সেনাপতিরা কিছু করবার আগেই অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। ক্যু-দে-টা সফল হতে চলেছে।

দিয়েমের কাছে খবর নিয়ে আসেন মাদাম ন্যু। দিয়েম তখনও বিছানায়। নগো দিন ন্যু বিশ্বাসভাজন জেনারেলদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হন।

দিয়েম নির্বাক। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,

—উপায়।

নগো দিন ন্যু-র শীতল কণ্ঠ,

—কর্নেল ভাই বিদ্রোহী সেনাদলের নায়ক।

মাদাম ন্যু বললেন,

—যত সময় যাবে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। কর্নেল ভাই কী

চান? ন্যাশনাল ইউনিয়ন বলতে তিনি কী বলতে চাইছেন সে সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত।

নগো দিন ন্যু কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। দিয়েম বললেন,

—আমার আপত্তি নেই।

প্রাসাদ থেকে কয়েকবার চেষ্টা করে ন্যু ব্যর্থ হন। কর্নেল তাই-এর কাছে দূত পাঠালেন। কর্নেল তাই ও তার বিদ্রোহী জেনারেলদের প্রাসাদে ডেকে পাঠালেন।

বিদ্রোহী সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত মারাত্মক ভুল করে বসলেন। তাঁরা রাজি হন। সন্ধ্যেতে সামরিক ডেপুটেশন দিয়েমের প্রাসাদে এসে হাজির হয়।

নগো দিন ন্যু প্রথম থেকেই এক আশ্চর্য ভূমিকা নিলেন। ভাব দেখালেন দিয়েমের সঙ্গেও তাঁর কয়েকটা ব্যাপারে ঘোরতর মতবিরোধ চলছে। বিদ্রোহী সেনাপতিদের পক্ষ সমর্থন করে বললেন,

—দক্ষিণ ভিয়েতনামের শাসন নতুন করে ভেবে দেখবার সময় হয়েছে। আপনাদের 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন'-এর প্রস্তাব আমি সমর্থন করি।

দিয়েম আলোচনার টেবিলে এলেন হাত তুলে হাসতে হাসতে। মাদাম ন্যু সরু ক্ষুরওয়ালা জুতোয় শব্দ তুলে সুন্দর দেহভঙ্গিমার ঠমক দেখিয়ে জেনারেলদের অতি নিকটে এসে বসেন। দিয়েমের উঁচু পর্দায় বাঁধা মেজাজটা হয়তো মাদাম ন্যু আড়াল করবার চেষ্টা করছিলেন। দিয়েম বললেন,

—নতুন ভাবে সরকার গঠন করবার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করি। দেশের স্বার্থেই আমাকে কোথাও কোথাও কঠোর হতে হয়েছে। যোগ্য লোক দেশের ভার নিতে রাজি হলে, আমি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে রাজি আছি।

ওয়াশিংটন সম্পর্কে কথা উঠতেই মাদাম ন্যু প্রসঙ্গটি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন,

—আমেরিকান পলিসির একটা ওলট পালট হবেই। মিঃ কেনেডী নির্বাচিত হয়েছেন। জানুয়ারীতে কর্মভার গ্রহণ করবেন। তাদের স্বার্থেই আমরা কাজ করছি—ডলার নিচ্ছি, কমিউনিজম ঠেকাবার জন্যে। আইজেনহাওয়ার মনে করেন, এখানকার রাষ্ট্রদূত চিন্তা করেন, তাঁরা আমাদের দান করছেন। মিঃ কেনেডী নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিদানের কথা অস্বীকার করবেন না।

সামরিক ডেপুটেশন খুশি হয়ে ফিরে যায়। প্রচার করলেন 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন' হবে। পরদিন রেডিও ঘোষণায় দেশবাসীকে রক্তপাতহীন সফল বিপ্লবের কথা যখন তাঁরা জানান দিচ্ছেন, দিয়েমের বিশ্বস্ত জেনারেলদের পরিচালনায়

উত্তর ও দক্ষিণ থেকে শক্তিশালী ট্রুপস্ তখন মুভ্ করতে শুরু করেছে। নগো দিন স্যু রাষ্ট্রের মধ্যেই শক্তি সংহত করেছেন। এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি। বিদ্রোহী জেনারেলরা যখন টের পেল তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তবু সংঘর্ষ বাধে। দু'পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। দিয়েম অনুগত বাহিনী একে একে সরকারী সমস্ত দপ্তর পুনরুদ্ধার করে। অভ্যুত্থান চূর্ণ হয়। বিদ্রোহী নেতারা পালাতে শুরু করলেন। ক্যু-ডে-টা সম্পূর্ণ ধ্বংস হ'ল। বিদ্রোহী অধিনায়ক কর্নেল নগুয়েন চান 'থি' আত্মরক্ষার জন্যে কম্বোডিয়া পালিয়ে গেলেন।

দিয়েম বেতার ভাষণে দেশবাসীকে আহ্বান জানান,

—অপরিণামদর্শী উর্বর মস্তিষ্কের কিছু ষড়যন্ত্রকারী, ক্ষমতার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল। আমি ক্ষমা করবো না। সেনাবাহিনীতে হ্যানয় নিয়ন্ত্রিত কমিউনিস্ট গুপ্তচর কাজ করছে সে সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই।

এই বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর পলাতক অফিসারদের অনেকের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সাংবাদিক উইলফ্রেড বার্চেটের কম্বোডিয়ার রাজধানী নম্‌পেন্-এ দেখা হয়। এই দায়িত্বপূর্ণ সামরিক অফিসারবৃন্দ দিয়েমের অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ পেশ করেন। তাঁদের লিখিত ও স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি মিঃ বার্চেটের হাতে আসে :

'দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনসাধারণ আজ দিয়েমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সায়গনী শাসন ও মার্কিনদের বিরুদ্ধে এবং জিনিভা চুক্তি সফল করার উদ্দেশ্যে পবিত্র সংগ্রাম করছে। দিয়েম আমাদের দেশের আধখানাকে আমেরিকান সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করে তাদের সাহায্যে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক, বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক আর প্রাক্তন প্রতিরোধ যোদ্ধাদের জেলে পাঠাচ্ছেন, টর্চার করছেন, হত্যা করছেন। দিয়েম সামরিক অফিসার, রাজনৈতিক লিবারেল নেতা, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পুরোহিত সকলকেই ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করছেন। ধর্মীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের অছিলায় দিয়েম রটিয়ে দেন—হ্যানয়ের চর! কমিউনিস্ট।'

এদিকে কৃষকেরা একটার পর একটা সামরিক অভিযান ব্যর্থ করছে। সপ্তম পদাতিক বাহিনী ও এক ব্যাটালিয়ন ছত্রী সেনা সায়গনের উপকণ্ঠে 'প্লেন অফ রীডস্' চড়াও করে ব্যাপক গণহত্যা শুরু করে। টান আন কান থো প্রদেশে আধা মিলিটারী অভিযান শুরু হয়। জমি চষা, ধান রোপনের সঙ্গে প্রতিরোধ সংগ্রামে চাষীরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। হাতে তাদের খন্তা-কুড়ুল আর কাস্তে। আক্রমণকারীদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া শুরু হয় ব্যাপকভাবে। ধীরে ধীরে সবচেয়ে

মারাত্মক রাজনৈতিক ব্যাধি সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন স্তরে সংক্রামিত হতে দেখা যায়।

প্যারীর 'লা ট্রিবিউন ত্য নেশনস্'-এর রিপোর্টে প্রকাশ, এগার জন অফিসার ও চুয়ান্নজন সেনাকে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের ওপর অত্যাচার চালানোর প্রতিবাদ করায় গুলি করে হত্যা করবার আদেশ দেন নগো দিন দ্যা। ১০।৫৯ ধারা অনুযায়ী বিচারের প্রহসন অবশ্য হয়েছিল। তার প্রতিক্রিয়া হ'ল আরও ভয়াবহ। এই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় চার হাজার দিয়েম সেনা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিপ্লবীদেব পক্ষে জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

'লা ট্রিবিউন ত্য নেশনস্' আরও জানাচ্ছে, দিয়েম নিজেই স্বীকার করেন, দক্ষিণ ভিযেতনাম একটা বিস্ফোরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরি।

ব্যর্থ ক্যু-দে টা র সময় আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা বিস্ময়কর। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তাদের আসল লক্ষ্য দক্ষিণ ভিয়েতনাম—ক্ষমতায় যিনি আসবেন তিনি মার্কিন ভক্ত হলেই হ'ল। সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার কবে দিয়েম বা বিদ্রোহী জেনারেলকে তাঁরা একই চোখে দেখেন। রাজনৈতিক উৎকণ্ঠার আটচল্লিশ ঘণ্টা যখন একদিকে ঝুঁকলো, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার আনন্দ নিয়ে তাঁরা ঘোষণা করলেন,

—আরও সাহায্য, অনেক অস্ত্র অবিলম্বেই দিয়েমের অনুরোধে সায়গনের দিকে যাত্রা করছে।

বড়দিনের কয়েকদিন আগে। উৎসবের আয়োজন চলেছে সায়গনে। ওদিকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের মুক্তিকামীরা দক্ষিণ অঞ্চলের নাম বো প্রদেশের কোন এক নিরাপদ স্থানে মিলিত হন। লিবারেশন ফ্রন্টের কর্মসূচী নির্ধারণ হয়। সমগ্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি আসেন কয়েক হাজার। এসেছেন কৃষক, মজুর আর জাহাজী শ্রমিক, বিদ্রোহী সেনা, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধির এক ঐতিহাসিক সমাবেশ। আইনজীবী হুয়েন হো থু র সভাপতিত্বে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গড়ে ওঠে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের লিবারেশন রেডিও দেশের সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়ে ফ্রন্টের কর্মসূচী ঘোষণা করলেন :

এক ॥ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গুপ্ত ঔপনিবেশিক রাজত্বের আমেরিকান দাস নগো দিন দিয়েমের একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম কর।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের বর্তমান রাজত্ব মার্কিন প্রভাবিত গুপ্ত ঔপনিবেশিক

রাজত্ব। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকার একটি তাঁবেদার সরকার। তারা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের কার্যক্রম রীতিমত কাজে পরিণত করে চলেছে। এই সরকারের পতন ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সকল শ্রেণী, খণ্ডজাতি, ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সকল ধর্মের প্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের সরকার। দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের জনসাধারণের পক্ষ সমর্থন করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এই ভাবে দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মঙ্গল, শান্তি ও এইভাবেই শান্তিপূর্ণভাবে দেশের একীকরণের প্রচেষ্টা করে যেতে হবে।

দুই। উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা।

(১) আমেরিকার দাস নগো দিন দিয়েমের একনায়কত্বের বর্তমান সংবিধানের অবসান হোক। নতুন এক জাতীয় পারিষদ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হোক। (২) নিতান্তই প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক অধিকার: মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্র, জমায়েত ও আন্দোলনের অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, যে-কোন ধর্মাচরণের অধিকার, রাজনৈতিক সকল মতামত ও দেশপ্রেমিক সংস্থার কাজ করবার স্বাধীনতা। (৩) রাজনৈতিক সমস্ত বন্দীর মুক্তি ও সকল ধরনের বন্দীশিবিরের বিলোপ, ১০।৫৯ ফ্যাসিস্ট আইন ও অন্যান্য অগণতান্ত্রিক আইনের বিলোপ, আমেরিকান দিয়েম-রাজের অত্যাচারে যে-সব ব্যক্তি বিদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা। (৪) বেআইনী গ্রেপ্তার ও আটক নিষিদ্ধকরণ ও নির্যাতন বেআইনী ঘোষণা করা। দিয়েমের গুণ্ডারা, যারা অনুতপ্ত নয় ও যারা সাধারণের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে তাদের শাস্তি।

তিন। স্বাধীন ও সার্বভৌম অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা—জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

(১) সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের ক্রীতদাসদের একচেটিয়া কায়েমী স্বার্থের অবসান ঘটিয়ে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের ক্রীতদাসদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা; (২) কারু-শিল্পের পুনর্নির্মাণ ও বিকাশে স্বদেশে বুর্জোয়াদের সাহায্য, উৎপাদন শুল্ক তুলে দিয়ে দেশে যে সব পণ্য উৎপাদন হয় তার আমদানী কমিয়ে বা নিষিদ্ধ করে জাতীয় পণ্যের সক্রিয় সংরক্ষণ, কাঁচামাল ও মেশিনের উপর আমদানি শুল্ক হ্রাস; (৩) কৃষিতে নবজীবন সঞ্চার, পতিত জমি চাষে ও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে কৃষককে সাহায্য। শস্য বাঁচানো ও বন্টনে সুশৃঙ্খলা আনা; (৪) গ্রাম ও শহরে, সমতল ও

পার্বত্য এলাকায়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহদান ও সম্পর্ক সংহত করা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা যাই হোক সমমর্যাদা ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে সকল দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ; (৫) ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত কর ব্যবস্থার প্রবর্তন, কষ্টকর জরিমানা রহিত ; (৬) শ্রম-কোড চালু করা, কর্মচ্যুতি, জরিমানা ও দুর্ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, শ্রমিক ও বেসরকারী কর্মচারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, তরুণ শিক্ষানবীশদের বেতনের হার প্রবর্তন ও তাদের স্বার্থরক্ষা ; (৭) সমাজকল্যাণ সংগঠন, বেকারদের কর্মসংস্থান, অনাথ, বৃদ্ধ ও অক্ষমদের রক্ষণাবেক্ষণ, মার্কিন ও দিয়েম অত্যাচারে পর্যুদস্তদের সাহায্যদান, অগ্নিকাণ্ড ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সাহায্যদান ; (৮) গৃহচ্যুত যারা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেতে চায় বা দক্ষিণেই স্থায়ীভাবে বসবাসে ইচ্ছুকদের সাহায্যদান ; (৯) বহিষ্কার, ধ্বংস ও জনসংখ্যার কেন্দ্রীকরণ নিষিদ্ধ করা, গ্রাম ও শহরের মানুষের কর্মের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

চার। ভূমি-রাজস্ব কমাও, চাষীর হাতে জমি বিলির জন্য কৃষি সংস্কার।

(১) ভূমি রাজস্ব কমানো, চাষীকে জমি চাষের অধিকার, পতিত জমির চাষীকে জমির মালিকানা, যেসব চাষী আগেই জমি পেয়েছে তাদের জমির মালিকানা। (২) 'সমৃদ্ধ অঞ্চলের' অবসান, 'কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র' যার নাম দেওয়া হয়েছে তার জন্যে লোক সংগ্রহ বন্ধ কর, যাদের ইতিমধ্যেই সমৃদ্ধ এলকায় পাঠানো হয়েছে বা 'কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রে' ভর্তি করা হয়েছে তাদের নিজের জমিতে ফিরে যাবার অধিকার। (৩) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের ভৃত্যদের জমি দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বণ্টন ব্যবস্থা, এজমালি জমির সুষ্ঠু পুনর্বণ্টন। (৫) আলোচনার ভিত্তিতে অন্যের অতিরিক্ত বা বাড়তি জমি ক্রয় ও ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিতরণ। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অতিরিক্ত হারে জমির পরিমাণ নির্ধারণ। যে সমস্ত কৃষক জমি বণ্টনে লাভবান হবেন তাদের জমির মূল্য দিতে হবে না ও কোন শর্ত চাপানো চলবে না।

পাঁচ। জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন।

(১) ইয়াংকি ঢঙের সকল সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এমন সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন হবে যা জাতীয়, প্রগতিশীল, জনসাধারণ ও মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত। (২) নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সামগ্রিকভাবে সাধারণ, কারিগরি, ও উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো। ভিয়েতনামী ভাষাই মাতৃভাষা, শিক্ষার ব্যয় হ্রাস, সঙ্গতিহীন ছাত্রদের বিনাবেতনে শিক্ষাদান, কয়েদী ব্যবস্থা

সংস্কার, (৩) বিজ্ঞান ও কারুবিদ্যা, জাতীয় সাহিত্য ও শিল্পকে উৎসাহদান, প্রতিভার বিকাশ ও জাতীয় পুনর্গঠনের সহায়তায় বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের উৎসাহ দান। (৪) জনস্বাস্থ্য, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার বিকাশসাধন।

ছয় ॥ মাতৃভূমি ও জনসাধারণের প্রতিরক্ষায় এক জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন।

(১) মাতৃভূমি ও জনসাধারণের প্রতিরক্ষার প্রতি অনুগত একটি জাতীয় বাহিনী গঠন, মার্কিন সামরিক উপদেষ্টা ব্যবস্থার বিলোপ। (২) ড্রাফট্ প্রথার অবসান, সাধারণ সেনাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও রাজনৈতিক অধিকার। (৩) যে সমস্ত সৈন্য আমেরিকান ও দিয়েমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তাদের পুরস্কার। আমেরিকান ও দিয়েমের প্রাক্তন অনুচরেরা যারা তাদের অপরাধের জন্যে অনুতপ্ত ও জনসাধারণের সেবা করতে প্রস্তুত তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে হবে। (৫) ভিয়েতনামের মাটি থেকে সমস্ত বিদেশী সামরিক ঘাঁটির বিলোপ-সাধন।

লিবারেশন ফ্রন্টের এই জাতীয় কর্মসূচীতে কোথাও কমিউনিজম-এর নামগন্ধ নেই। উত্তর ভিয়েতনাম সরকারের প্রতি কোথাও এতটুকু দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায় না। রুশ-চীন সমাজতান্ত্রিক দেশের আদর্শবাদের ইঙ্গিতও নেই কোথাও।

প্রতিরোধ সংগ্রাম তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে দেখা দেয়। দিয়েম শাসনের অন্যতম পরিচালক মার্কিন বিশেষজ্ঞরা এখন খোলাখুলিভাবে কাজ করছেন। তাঁরাই নায়ক—দিয়েম এখন অপ্রধান চরিত্র। অপরিমেয় সামরিক শক্তির চাপে ডেমোক্রেসীর শালীনতার ঘোমটা খসে গেছে। সায়গনী শাসন এখন সম্পূর্ণ তাঁদের নির্দেশে চলে। মার্কিন প্রেসের কণ্ঠেও বেপরোয়া মেজাজের সুর। এ্যাসোসিয়েট প্রেসের ম্যালকম ব্রাউন স্পষ্টই স্বীকার করেন,

—যদিও বলা হয় আমেরিকান সৈন্যদের কাজ শুধু দক্ষিণ ভিয়েতনামের সৈন্যদের শিক্ষা ও পরামর্শ দেওয়া এবং সাহায্য করা, তবু তাদের প্রত্যহই গেরিলাদের সঙ্গে গুলি চালাচালি করতে দেখা যায়।

আমেরিকানদের নির্দেশে সৈন্যবিভাগে নিয়মিত বদলী আর নিত্য নতুন নিয়োগ হতে থাকে। দিয়েমের চেয়ে নগো দিন নু এ বিষয়ে অনেক বেশি সক্রিয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তার ভার তুলে দিলেন আর্মির হাতে। লি ভান তাই, দং ভান মিন আর ট্রান ভান দন্—সামরিক এই তিন অধিনায়ক এখন দিয়েম-নু র আস্থাভাজন।

পূর্বের অভ্যুত্থানের কথা দিয়েম কিন্তু ভুলতে পারেন না। পরিবারের

বাইরের কাউকেই তিনি ষোল আনা বিশ্বাস করেন না। আমেরিকান দূতাবাসকেও তিনি সন্দেহ করেন। সব সময়ই ভাল কথা, সাফল্যের সংবাদ শুনতে চান। দুঃসংবাদ শুনলেই তিনি চটে ওঠেন। মুহূর্তে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তিনি বলেন—শোনেন না। তিনি তাকান—দেখেন না। তিনি সমস্যার পুরোটা না শুনেই সমাধানের বক্তৃতা শুরু করেন। অসম্ভব অধৈর্য পুরুষ। এক কথা থেকে অন্য কথায় ছুটে যান। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন কিছুমাত্র যোগসূত্র না রেখে। একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে চলেছেন। পট ভর্তি চা আর কফি সর্বসময়ই উপস্থিত।

বিরাট প্রাসাদে দিয়েমকে ঘিরে রেখেছেন নগো দিন হ্যু। কথা কম হয়। মাদাম হ্যু-র সঙ্গেই দিয়েম একটু বেশি কথা বলেন। বড় বড় পদ, সম্মান ও অপর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা করে নিলেও অন্য কোন ভাই দিয়েমের কাছে এতটা প্রাধান্য পাননি। হ্যু দিয়েমের রাজনৈতিক উপদেষ্টা। হ্যু ফ্রান্সে লেখাপড়া শিখেছেন। অনেক কিছুই জানেন কিন্তু সারাটা দিনই তিনি গোপন কাজে ব্যস্ত। গুপ্ত কান লাও পার্টির কর্মপদ্ধতি স্থির করেন। সামরিক কোন্ জেনারেল আজ কী আলোচনা করেছেন, ন্যাশনাল এ্যাসেম্ব্রীর কোন্ সদস্য প্রেসের কাছে বেফাঁস কী বলেছেন, আমেরিকান দূতাবাসে কী আলোচনা হয—দিনের শেষে হ্যু এ সমস্ত কিছুর হিসেব নেন। শাসনযন্ত্রের সর্বস্তরে হ্যু তাঁর গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছেন।

অদ্বিতীয়া মহিলা মাদাম হ্যু। আঁটো পোষাক পরতে ভালবাসেন। নগো দিন হ্যু-র গুপ্তচর বাহিনীর অন্যতম 'পলিসি মেকার'। উইমেন্স সলিডারিটি মুভ্‌মেন্টের হোতা। মাঝে মাঝে নিজেই প্রেস কনফারেন্স ডাকেন। পার্টি দেন। এক একটি অনুষ্ঠানে যা খরচা করেন তার অঙ্ক হলিউডের অতিবড় চিত্রতারকারও ঈর্ষার কারণ। মার্কিন পত্র-পত্রিকায় এই রমণীর ছবি ছাপা হয় নিত্য। লেখা হয়—*A fragile, exciting beauty who stands only 5ft. 2 in. in high heels—who has kept her girlish grace though she is the mother of four.*

মাদাম হ্যু-র সুন্দর এক ফালি ঠোঁট থেকে 'ট' ও 'ড' বর্গ পড়ে পড়ে যায়। অনভ্যস্ত ইংরেজীতে ফরাসী অনুনাসিক সুর বিদেশী রিপোর্টারদের কানে মধু বর্ষণ করে,

—পাঁওয়ার ইজ ওন্দারফুঁল—তোতাল্ পাঁওয়ার ইজ তোতাঁলি ওন্দারফুঁল।

ন্যাশনাল এ্যাসেম্ব্লীর মেম্বার ছাড়া মাদাম হ্যু-র কিন্তু বিশেষ কোন পদ ছিল না। কিন্তু দিয়েম এই মহিলাকে সর্ব ব্যাপারে, সব কিছুতেই পরামর্শ করতেন। অনেক সময় এই মহিলারই আগ্রহ অপছন্দের হুকুমে দিয়েম তার রদবদল করতেন

না। ক্যাবিনেট মিনিস্টার থেকে আমি জেনারেল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কথা বলেন। অসম্ভব খাটতে পারেন। প্রাসাদের কর্মচারীরা সর্বসময়ই শঙ্কিত—কখন কোথা থেকে মাদাম ন্যু উদয় হন বলা অসম্ভব। মাদাম ন্যু ছবি তুলতে ভালবাসেন। অবিমিশ্র কৌতূহল। ছবি তুলে নিজেই ডার্করুমে চলে যান। আবার দেখা যায় প্রাসাদের ফুলবাগানে ঘুরছেন। শ্যাম দেশের জবাফুলের গাছ কোথায় কী ভাবে লাগানো হবে সেই সম্পর্কে কর্মচারীকে নির্দেশ দিচ্ছেন। চোখে গগলস্, উঁচু ক্ষুরওয়ালা জুতো, আঁটো পোষাকের এই অদ্বিতীয়া মহিলা সবার কাছেই বিস্ময় ও ত্রাসের সঞ্চার করেন।

মান্দারিন মনোভাবাপন্ন দিয়েমের পর হয়তো পারিবারিক আভিজাত্যের এক অদ্ভুত কমপ্লেক্স মাদাম ন্যু-র মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ক্যাথলিক ছাড়া কাউকে তিনি মানুষই মনে করেন না। আমেরিকান দূতাবাসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আদৌ মধুর নয়। তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যদি মনে করে দক্ষিণ ভিয়েতনামে সাহায্য দিয়ে শুধু আমাদেরই উপকার করছে, তা'হলে খুব ভুল করবে—পৃথিবীতে এই মুহূর্তে গণতন্ত্র ও ন্যায়নীতির জন্যে আমরা সংগ্রাম করছি। আমাদের দেশের সেনারা প্রাণ দিচ্ছে—কমিউনিজমের ভয়াল থাবাকে আমরা প্রতিহত করছি। সেখানে তাঁরা কিছু ডলার ব্যয় করছেন মাত্র। কমিউনিজম ঠেকানোর স্বার্থ আজ আমেরিকার সবচেয়ে বেশি। বরং উল্টে আমরাই বলতে পারি আমেরিকার বিপদে আমরাই সাহায্য করছি। এশিয়া থেকে কমিউনিজম বিতাড়নের পক্ষে দক্ষিণ ভিয়েতনাম যে কতবড় তাৎপর্যপূর্ণ জায়গা পেন্টাগন বুঝলেও স্টেট্ ডিপার্টমেন্ট তার সঠিক হিসেব রাখে না।

মাদাম ন্যু-র উইমেন্স সলিডারিটি ম্যুভ্‌মেন্ট একটা আধাগুপ্ত মহিলাচক্র ছাড়া কিছু নয়। মাদাম ন্যু ডিভোর্স বিল আনলেন। বহুবিবাহ ও উপপত্নী রাখা নিষিদ্ধ করলেন। তারপর বিল আনলেন নাচ চলবে না। বেশ্যাবৃত্তি, জন্মনিয়ন্ত্রণ বন্ধ হ'ল। সুন্দরী প্রতিযোগিতা আর কুস্তির প্রদর্শনী দেশের কোথাও হতে পারবে না।

এসবের বিরুদ্ধে সমালোচনার কিছু নেই। মাদাম ন্যু-র জনহিতকর আইন হাততালি দিয়ে সমর্থন করা চলে। কিন্তু সে আইন ও নিষেধাজ্ঞা বাস্তবে কতটা কার্যকরী হয় সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। দেশের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এক শ্রেণীর মানুষের হাতে বিস্তর কাঁচা পয়সা। 'হুজ অব মিররিস' আজ নেই কিন্তু ইয়াঙ্কি ঢঙে সায়গনের সর্বত্র শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ব্যাভিচারের অজস্র-

সৃষ্টি হয়েছে। কাঁচের সার্সি লাগানো ঘরে কান রাখলে উৎকট নৃত্য-সঙ্গীত নিশ্চয়ই কানে আসে। সন্ধ্যার পর দেশী-বিদেশী সেনাদের ভয়ে মেয়েদের পক্ষে নামাই বিপজ্জনক। বায়োলজি, নিচের তলার অস্থিরতার মাশুল গুণবার টুকরো টুকরো নার্সিং হোম সর্বত্র। নোংরামো এমন জায়গায় পৌছোয়, মিলিটারী পুলিশের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াতে হয়। রেঁস্তোরার মালিক বিদেশী সেনাদের জন্যে সাইনবোর্ড লাগিয়ে ভরসা দেন—*Welcome No V. C. No V D.*—অর্থাৎ এখানে ভিনেরিয়াল রোগ আক্রমণের ভয় নেই। রেঁস্তোরার মেয়েরাও রোগমুক্ত।

দিন যায়। সময় অতিবাহিত হয়। বছর ঘুরে আসে। দিয়েম ক্ষমতায় প্রবল তেজে প্রতিষ্ঠিত। আইজেনহাওয়ার রাজনৈতিক পটভূমি থেকে বিদায় নিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার এখন যিডজাল্ড কেনেডী। সোভিয়েত রাশিয়া নোভিয়া জেমলিয়াতে পঞ্চাশ মেগাটনের হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। ঝিকে মেরে বৌকে শেখানোর কায়দায় আলবানিয়াকে সামনে রেখে মস্কো-পিকিং আদর্শগত বিরোধ দানা বাঁধছে। লাতিন আমেরিকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা নাটকীয় ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ডাঃ ফিদেল কাস্ত্রো নিজেকে মার্ক্সবাদী ও লেনিনবাদী বলে ঘোষণা করেছেন। বে অব পীগস অভিযান ব্যর্থ হয়েছে, ক্যারাবিয়ন চঞ্চল। ডমিনিকান রিপাবলিকের দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের একনায়কত্বের অবসান হয়েছে—নিহত হয়েছে ট্রুজিলো। পেণ্টাগন, চে গুয়েভারার গেরিলা রণনীতি পড়ে ফরেন এড প্রোগ্রাম এর ডলার বরাদ্দ লাতিন আমেরিকায় বাড়াতে সুপারিশ করেছেন।

মস্কো কংগ্রেসে ক্রুশ্চেফের 'শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান' ব্যবস্থাপত্র হ্যানয়-এ লাও দং পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসেও প্রভাব বিস্তার করে। সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের নেতা মুখিতদিনভ প্রথম থেকেই মস্কো লাইনের ওপর জোর দিলেন। চীনা প্রতিনিধি লি ফু চুয়ান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের স্বপক্ষে লেনিনের বক্তব্য তুলে ধরে মুখিতদিনভ্ এর যুক্তিকে সুবিধাবাদী, সংশয় দোদুল্যমান ও মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য চক্রান্ত বলে দাবী করলেন।

তৃতীয় কংগ্রেসে আদর্শগত বিভেদের ফলাফল যাই হোক লাও দং পার্টি কংগ্রেস দক্ষিণ ভিয়েৎনামের লিবারেশন ফ্রন্টকে নতুন প্রেরণা যোগায়।

জন ফিট্জ্‌জারেল্ড কেনেডী প্রথম থেকেই শক্ত হাতে হাল ধরলেন। ন্যাশনাল

সিকিউরিটি কাউন্সিলে ভিয়েতনাম পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখলেন। সমস্ত তরফের মতামত জানতে চাইলেন। বক্তব্য অনেক ও দৃষ্টিভঙ্গীর ফারাকও ছিল বিস্তর। তবু সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি পিছিয়ে আসে বা বর্তমান নীতিই চালিয়ে যায়, তবে দিয়েমের পতন অবশ্যম্ভাবী। কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করবেই। দিয়েম সরকারকে যদি বাঁচাতে হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত অবিলম্বেই আরও সামরিক সাহায্য ও সৈন্য নিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামে এগিয়ে যাওয়া।

প্রেসিডেন্ট কেনেডী ল্যান্সডেল-কে পছন্দ করলেন। বললেন,—ফিলিপাইনে আপনি যা করেছেন তার তুলনা নেই। আপনি না থাকলে ম্যাগসেসে কমিউনিস্টদের সঙ্গে পেরে উঠতেন না। প্রথম থেকেই সায়গনে থাকায় আপনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাতে আমাদের অনেক সুবিধে। আপনি সায়গনে কিছুদিন থেকে আসুন। সংকটটা কি? সমাধানের উপায় কী? দিয়েমকে রাখলে ক্ষতি কী? সরিয়ে দিলেই বা কী লাভ? তদন্ত শেষ করে একটা রিপোর্ট আমাকে দেবেন তো? ব্যাপারটা যে কত জরুরী আশা করি সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলার নেই।

ল্যান্সডেল দক্ষিণ ভিয়েতনাম পরিক্রমা শেষ করে ওয়াশিংটন ফিরে গেলেন। তাঁর লেখা 'দক্ষিণ ভিয়েতনামের সমস্যা ও সমাধানের উপায়' প্রেসিডেন্ট কেনেডী পছন্দ করলেন। কাউকেই ছেড়ে কথা বলেননি ল্যান্সডেল। সায়গনের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত থেকে শুরু করে নগো দিন দ্যু ও মাদাম দ্যু সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আর্মির অসন্তোষ সম্পর্কে বিশেষ জোর দিয়েছেন। ল্যান্সডেল সোজাসুজি বলেছেন,

—নগো দিন দ্যু ও মাদাম দ্যু-র প্রভাব দিয়েমকে ঘিরে আছে। এঁদের না সরালে সায়গনের ভবিষ্যৎ খারাপের দিকেই যাবে। আর্মির ওপর পেন্টাগনের চাপ সৃষ্টি অবিলম্বেই বন্ধ করা দরকার। জাতীয় নেতাদের সুযোগ দেওয়ার দরকার। দিয়েমকে এই মুহূর্তে সরিয়ে দিলে আমেরিকাকেই সরে আসতে হবে।

প্রেসিডেন্ট কেনেডী হোয়াইট হাউসে এক বিশেষ পরামর্শ সভা ডেকেছেন। উপস্থিত আছেন পেন্টাগনের রথী মহারথী। স্টেট ডিপার্টমেণ্ট ও সি. আই. এ. ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সভ্যবৃন্দ, সবাই উপস্থিত। কেনেডী ঘোষণা করলেন,

—দিয়েমের বিশ্বাসভাজন যে সামান্য কয়েকজন আমেরিকান আছেন, তাঁর

মধ্যে ল্যান্সডেল নিঃসন্দেহে পহেলা নম্বর। আমি ল্যান্সডেলের হাতে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে সায়গনে পাঠাতে চাই। সেই কারণে আমি ল্যান্সডেলকে এখানে ডেকেছি। তাঁর মতামত আপনারাও শুনুন।

একটা যেন বিস্ফোরণ ঘটলো। পর মুহূর্তেই পর্দা সরিয়ে ল্যান্সডেল হাসি মুখে প্রেসিডেন্ট কেনেডীর পাশে এসে দাঁড়ান। কিন্তু ল্যান্সডেল তার বক্তব্য রাখতে পারেননি। সর্বস্তর থেকে প্রতিবাদ উঠলো। প্রেসিডেন্ট কেনেডীর কাছে ল্যান্সডেল যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন তাতে কাউকেই তিনি ছেড়ে কথা বলেননি। প্রবল আপত্তি। সি আই এ. নারাজ। স্টেট ডিপার্টমেন্টের কেউ কেউ পদত্যাগের ভয় দেখালেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডী বিব্রত বোধ করছেন। ল্যান্সডেল হোয়াইট হাউস ছেড়ে এসেছেন। তবে প্রেসিডেন্ট কেনেডী ল্যান্সডেলের রিপোর্টটির যথেষ্ট মর্যাদাই দিয়েছেন। ইলব্রিজ ডারব্রোকে সরিয়ে নিয়ে ফ্রেডারিক নলটিং-কে রাষ্ট্রদূত করে পাঠালেন সায়গনে। ডারব্রোর সঙ্গে দিয়েমের তিক্ত সম্পর্কের কথা ল্যান্সডেল তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন। ডারব্রোর সঙ্গে ব্যর্থ ক্যু-দে টা-র পর থেকেই দিয়েমের সম্পর্কে চিড় ধরে ও দ্রুত খারাপের দিকে যায়। মাদাম ন্যু প্রকাশ্যেই একদিন বলেছিলেন,

—*We always felt that you Americans wanted to test us too much.*

নলটিং বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। ভার্জিনিয়ায় শিক্ষিত উঁচু ঘরের সন্তান। তিনি, দিয়েমকে বোঝাতে চেয়েছেন, অযথা অত্যাচার করা বোকামো। দেশের সমস্ত যুবকই কমিউনিস্ট নয়—দিয়েমের বিরুদ্ধে কথা বল্লেই তাকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কথা নয়। সমস্ত মানুষই যদি লিবারেশন ফ্রন্টে যোগ দেয় আপনি শাসন চালাবেন কী ভাবে ?

রাষ্ট্রদূত নলটিং অবশ্য সাবধানেই এগিয়েছিলেন। কর্মভার নিয়ে সায়গনে আসবার সময় কেনেডীর উপদেশ তাঁর বার বার মনে পড়ে,

—*Try to understand the peculiar mandarin psychology of Diem and the pathological nature of Nhu.*

ফ্রেডারিক নলটিং প্রেসিডেন্ট কেনেডীকে 'নোট' পাঠান। রিপোর্টে বহু কথার শেষে নলটিং স্বীকার করেন,

—*Diem is all we have, and there just aren't any alternatives.*

বিচক্ষণ প্রেসিডেন্ট কেনেডী খুশি হতে পারেন না। তিন চার মিলিয়ন ডলার সায়গনে ইতিমধ্যে খরচা হয়ে গেছে। সামরিক সাহায্য দিয়ে ও সর্বস্তরে

যোগ্য ব্যক্তি লাগিয়েও গেরিলাদের দমন করা যায়নি। শত শত গ্রাম ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকা সম্পূর্ণ হাতের বাইরে চলে গেছে।

রাষ্ট্রদূত নলটিং-এর রিপোর্টটির সঙ্গে প্রায় পনের বছর আগে চীনের আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের পাঠানো রিপোর্টের সঙ্গে এক আশ্চর্য মিল খুঁজে পান। প্রেসিডেন্ট কেনেডী আধা সাংবাদিকতার সঙ্গে তখনও যুক্ত ছিলেন। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত চীন থেকে লিখেছিলেন,

—*Chiang Kai Shek may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch.*

প্রেসিডেন্ট কেনেডী রাষ্ট্রদূত নলটিং-এর রিপোর্টে খুশি হতে পাবেন না। অনেক ভেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট জনসনকে ডেকে পাঠালেন। বললেন,

—আপনার একবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফর করা দরকার। কোটি কোটি ডলার শুধু ঢেলে যাচ্ছি কিন্তু আশানুরূপ ফল পাচ্ছি কই! দিয়েম ছাড়া দক্ষিণ ভিয়েতনাম অচল, একথা আমি বিশ্বাস করি না।

—প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে নামা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই। আর একটা পানমুনজন কনফারেন্স আমি অপছন্দ করি।

—মস্কোতে পার্টি কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া আরও কিছুদিন না দেখে আমি ব্যক্তিগতভাবে বড়রকমের কিছুতে হাত দিতে চাই না। মার্টিন লুথার কিং একটা সমস্যাই নয়—কারাবিয়নের কিউবা-ই আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

এয়ারপোর্ট থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত দু'পাশের সতর্ক পুলিশ ও সামরিক পাহারা অতিক্রম করে ভাইস প্রেসিডেন্ট জনসন স্যায়গনে এলেন। বিপুল সম্বর্ধনা। কল্পনাতীত আয়োজন। তিন দিনের ঠাসা প্রোগ্রাম।

এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার পথেই এল. বি. জে. রাষ্ট্রদূত নলটিং-এর কাছে জানতে চান,

—*What about unique spine of the anti communist movement?*

—*Nhu is obviously tough. Nhu can always influence Diem, but Diem can never influence Nhu.*

এল. বি. জে. খুব একটা খুশি হন না। দিয়েমকে নু ও মাদাম নু-র প্রভাব থেকে মুক্ত করা যায় কিনা, রাষ্ট্রদূত হিসাবে বা অন্য কোন অজুহাতে সায়গন

থেকে সরানো যায় কিনা জানতে চাইলে দু'পাশে মাথা নেড়ে রাষ্ট্রদূত নলটিং হেসে বলেছেন,

—*Trying to separate the members of that family would be like separating Siamese twins.*

ভাইস প্রেসিডেণ্ট জনসনের সায়গন পরিক্রমা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রেস খবর সংগ্রহে উৎসুক। কিন্তু সলাপরামর্শ একান্ত গোপনীয়। দূতাবাসের চা-চক্রে জনসন প্রথম প্রেসের সামনে মুখ খুললেন,

—প্রেসিডেণ্ট নগো দিন দিয়েম এশিয়ার একজন মহান নেতা। ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, সেই কারণে আমি গর্বিত। দক্ষিণ ভিয়েতনামের গণতন্ত্র রক্ষা করবার যে পবিত্র দায়িত্বভার তিনি গ্রহণ করেছেন, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতা করবার সুযোগ পেয়েছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে ধন্য বোধ করি। কমিউনিজম-এর ভয়াবহ অভিযানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্য ও ন্যায়ধর্মের জন্যে তিনি যে সংগ্রাম করছেন তার তুলনা নেই। আমরা সাহায্য করতে চাই। প্রেসিডেণ্ট দিয়েমকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ প্রস্তুত।

রাষ্ট্রদূত নলটিং ও মিলিটারী অ্যাডভাইসার-দের চীফ জেনারেল ম্যাক্‌গারকে সঙ্গে নিয়ে প্রেসিডেণ্ট প্রাসাদের উদ্দেশ্যে জনসন দূতাবাস ত্যাগ করলেন। প্রেসিডেণ্ট দিয়েম তখন ব্যস্তভাবে ঘাড় দেখছেন আর ভারী চাইনিজ কার্পেটের ওপর পায়চারী করছেন। মাদাম ন্যু দালাত থেকে পাহাড়ী অর্কিড আনিয়েছেন। ইউরোপীয়ান সমস্ত কোর্সের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অপর্যাপ্ত এশিয়ান ডিশের সমারোহ শেষ করেছেন। নগো দিন ন্যু মহামান্য অতিথির সিকিউরিটি সম্পর্কে হয়তো কিছু চিন্তা করছিলেন।

ভোজসভা যখন জমে উঠেছে, প্রেস তখন সংবাদ পাঠাতে ব্যস্ত,

—*American support would be continued.* —*L. B. J.*

পরদিন প্রকাশিত হ'ল যুক্ত প্রচার। ভাইস প্রেসিডেণ্ট জনসন ও প্রেসিডেণ্ট দিয়েমের এই ঐতিহাসিক ঘোষণার কিছু তর্জমা আমি সামনে রাখছি :

...প্রেসিডেণ্ট নগো দিন দিয়েমের মহান নেতৃত্বে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় ভিয়েতনামবাসী যে ত্যাগ, মনোবল ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সে সম্পর্কে সচেতন।

যে নির্ভীক দেশ আত্মঘাতী, ধ্বংসাত্মক কাজ ও কমিউনিস্ট শত্রুদের বিরুদ্ধে

স্বাধীনতা বজায় রাখার পবিত্র সংগ্রামে ব্রতী হয়েছে, নিজের দেশ এবং অন্যান্য স্বাধীন দেশের স্বার্থে সেই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র খুবই সচেতন।...কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখীন হয়ে এশিয়ার যে কয়েকজন নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্যে সচেষ্ট, তাঁদের পুরোধায় রয়েছেন ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নগো দিন দিয়েম্—তিক্ত কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও জনগণের বৃহত্তর অংশ দ্বারা সম্প্রতি বিপুল ভোটাধিক্যে যিনি নির্বাচিত হয়েছেন।...কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদ স্বাধীন ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে, একার পক্ষে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীন ভিয়েতনামে দ্রুত এবং ক্রমবর্ধমান আপতকালীন প্রয়োজনে, দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে, যুদ্ধে লিপ্ত এই দেশকে সাহায্য করার প্রয়োজনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনাম সরকারের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

"এই দুই সরকার স্বীকার করে মুক্ত ভিয়েতনামে গেরিলা যুদ্ধের এই পরিস্থিতিতে জনগণের মধ্যে স্বাভাবিক নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।...অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রে সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজগঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় নীতি অবিলম্বেই কার্যকরী করার যে কার্যসূচী ও পরিকল্পনা এই দুই সরকার গ্রহণ করেছে, তার প্রয়োজনীয়তা এই অগ্রাধিকার ক্ষুণ্ণ করবে না।

জনসন সায়গন ত্যাগ করলেন। ভরসা দিয়ে এলেন, আমেরিকা সব সময়ই তাঁকে সমর্থন করবে। সর্বব্যাপারে সাহায্য করবে। প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হবার অঙ্গীকার রেখে গেলেন। ওয়াশিংটনে ফিরে ভূয়সী প্রশংসা করে দিয়েমকে আখ্যা দেন—*Asian Winston Churchill.*

নিউ ইয়র্ক টাইমস্ কেনেডীর নতুন পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্তব্য করে,

—"গেরিলা লড়াইয়ের টেস্টিং গ্রাউণ্ড হিসাবে আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েতনামকেই বেছে নিয়েছে।' মালয় ও ফিলিপাইনের জঙ্গলে কমিউনিস্ট নিধনে অভিজ্ঞ সেনারাই দক্ষিণ ভিয়েতনামের আর্মিকে গেরিলা যুদ্ধ শেখাবে।"

'টাইম' প্রকাশ করলো,

—"লাওসে আমেরিকান তাঁবেদারের পরাজয় ও জিনিভা কনফারেন্স আহূত হওয়ায় আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েতনামে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'সেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স' জোরদার করছে।

তবে প্রেসিডেন্ট দিয়েম সম্পর্কে 'টাইম' সতর্ক করে,

—"প্রেসিডেন্ট দিয়েমের মতে, ব্যক্তি স্বাধীনতা দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষে একটা বিলাস, যা সম্ভোগের ক্ষমতা তার নেই। মান্দারিন মনোভাবাপন্ন এই লোকটি সরকারকে করে তুলেছে তার পারিবারিক সম্পত্তি। দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা সর্বত্র, এবং দেশবাসী দিয়েমকে একজন ফরাসী লাট সাহেব বলে মনে করেন।

দিয়েম সমালোচনা একদম সহ্য করতে পারেন না। একবার কোন এক জায়গায় স্থানীয় সরকারী প্রধানকে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন,

—লুকোবেন না, এ গাঁয়ের সাধারণ মানুষের খবর রাখেন? এ তল্লাটে গেরিলাদের উৎপাত নির্মূল করা হয়েছে—সবাই বেশ খুশি তো?

সরকারী প্রধান বেফাঁস বলে ফেলেন,

—গাঁয়ের মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট। কড়া পাহারা থাকা সত্ত্বেও এরা গাঁ ছেড়ে বিপ্লবী দলে যোগ দেবার জন্যে জঙ্গলে পালিয়ে যাচ্ছে। সামরিক অভিযান......

কথা শেষ করতে পারেন না সরকারী প্রধান। ক্রোধে ফেটে পড়েন দিয়েম,

—এ সব কমিউনিস্টদের প্রচার—এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না"।

কাগজ পড়তে পড়তে দিয়েম উত্তেজিত হয়ে পড়েন। দলাপাকিয়ে প্যারীর 'ফিগারো' চাকর-বেয়ারাদের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারেন। মাদাম ন্যু যখন 'লা মণ্ড' থেকে পড়ে শোনান—'জনগণের উৎকণ্ঠা ও অসন্তোষের মূল কারণ দিয়েমের ফ্যাসিজম—দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা এবং পশ্চিমীদের স্বার্থরক্ষায় দিয়েম যা করেছে সেটা ফ্যাসিজম ছাড়া আর কিছুই নয়।

দিয়েম মাদাম ন্যু-কে থামতে বললেন। ফ্রান্সের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ তিক্ত সম্পর্কের অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ তুলে অযথা চেঁচাতে থাকেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট জনসন ফিরে যাবার পর স্টানফোর্ড য়ুনিভারসিটির প্রফেসার ইউজেন স্টেলী এলেন সায়গনে। তারপর প্রেসিডেন্ট কেনেডীর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে সায়গনে এলেন জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর। কুখ্যাত 'স্টেলী-টেলর' পরিকল্পনা কার্যকরী করা হ'ল তখন থেকেই। তিন পর্যায়ে এই পরিকল্পনা চাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে, আঠারো মাসের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে 'শান্ত' করা হবে, উত্তর ভিয়েতনামে গোপনে গুপ্তচর ও সৈন্যদের ছোট ছোট দল নামিয়ে নাশকতামূলক কাজ চালিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, সৈন্যবাহিনীকে আধুনিক পদ্ধতিতে গড়ে তুলে উত্তর ভিয়েতনামে আত্মঘাতমূলক কাজ বৃদ্ধি করা এবং অবিরত আক্রমণের জন্যে গোপন ঘাঁটি

গড়ে তোলা। শেষ পর্যায়ে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা ও উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ পরিচালনা শুরু করা হবে। এভাবে মার্কিন সমরনায়কদের ভাষায় 'বিশেষ যুদ্ধ' বা 'স্পেশাল ওয়ার' স্টেলী-টেলর পরিকল্পনায় নতুন এক বাস্তব রূপ নিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তিন ধরনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত—'পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধ', 'সীমিত যুদ্ধ' ও 'বিশেষ যুদ্ধ'। বিশেষ যুদ্ধের চরিত্র—মার্কিনী অস্ত্রশস্ত্র ও ডলারের বিনিময়ে বিদেশের মাটিতে বিদেশী দেহের রক্তস্রোতে নয়া উপনিবেশ গঠন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশে দেশে স্বদেশবাসীদের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এক্ষয় কেতনের স্বপ্ন—ডালেসের সেই সুবিখ্যাত "এশিয়াবাসী এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে লড়াই করুক" নীতির প্র্যাকটিকাল ল্যাবরেটারী হবে দক্ষিণ ভিয়েতনাম।

স্টেলী-টেলর পরিকল্পিত প্রায় সাতের হাজার 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট' বা নতুন ধরনের বন্দীশিবির সারা দেশে গড়ে ওঠে। এই ধরনের শিবিরের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাতে ভিয়েত কং গেরিলারা গ্রামের লোকের সাহায্য না পায়। এই বিশেষ ধরনের যুদ্ধে স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট গড়ে তোলবার ভয়াবহ পদ্ধতির নাম 'অপারেশন সানরাইজ'। নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌এ হোমার বিগার্ট এক রবার বাগিচায় এই নারকীয় সামরিক অভিযান সম্পর্কে বলছেন,

—"*In this region, 1,200 families are to be moved voluntarily or forcibly from the forests controlled by the Viet Cong and resettled in new strategic villages. The abandoned villages will be burned to deprive the Viet Cong of shelter and food*".

"*The first step in Operation Sunrise involved encirclement of half a dozen settlements. Government forces failed to make the manoeuvre a complete surprise: a hundred guerrillas were able to flee to the forest before the ring closed*..."

"*The Government was able to persuade only seventy families to volunteer for resettlement. The 135 other families in the half a dozen settlements were herded forcibly from their homes.*"

"*This harsh, desperate measure was approved by the Americans because it worked so well for the British in Malaya... The vital features of the Malayan Plan are discernible in Operation Sunrise.*"

"Some families had been allowed to carry away beds, tables and benches before their homes were burned. Others had almost nothing but the clothes on their backs. A young woman stood expressionless as she recounted how the troops had burned the family's two tons of rice…"

"অপারেশন সানরাইজ" চালু করবার সময় দিয়েম বিস্তর টাকার লোভ দেখিয়ে টমসন মিশনকে সায়গনে নিয়ে এলেন। মালয়ে কমিউনিস্ট হত্যায় মিঃ টমসন আশানুরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মালয়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম দমনে ব্রিটিশদের অভিজ্ঞতা মার্কিনরা কাজে লাগাতে চেয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনাম—মালয় নয়। 'স্ট্রাটেজিক ভিলেজ' পরিকল্পনা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। মালয়ে গেরিলা বাহিনীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ বিদেশী থাকায় মিঃ টমসনের পক্ষে এই বিদেশীদের আলাদা করা সম্ভব হয়েছিল। সাধারণ মালয়ী গ্রামবাসী গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলেও দুর্জয় প্রতিরোধের ব্যাপক প্রস্তুতি তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। কিন্তু ভিয়েতনামের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাধারণ গ্রামবাসীদের ঘরে এই গেরিলারা জায়গা পেয়েছে। কেউ এখানে বিদেশী নয়। এদের ভাষা এক, এদের রুচি এক। সাধারণ গ্রামবাসীর সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দের মধ্যে এই গেরিলা বাহিনী মিলিয়ে আছে। শুধু সহযোগিতা নয়—প্রত্যক্ষ সাহায্যে প্রতিটি পরিবার কোন না কোন প্রকারে এই গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং এক একটা গ্রাম উপড়ে ফেলে, ধ্বংস করে সমস্ত গ্রামবাসীকে অন্যত্র চালান করে যে স্ট্রাটেজিক ভিলেজ তৈরি হ'ল সেখানে গেরিলা বাহিনীর শক্তি এতটুকু কমলো না। দুর্জয় প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের দাবানল আরও বিস্তৃত ও অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। গোটা স্ট্রাটেজিক ভিলেজ বিদ্রোহ করে। সামরিক বেষ্টনী ভেঙে আবার তারা জঙ্গলে পালিয়ে যেতে শুরু করে। সামরিক নিচু পদের কর্মচারীরা হাজারে হাজারে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। পালানোর পথ পরিষ্কার করে দেয়। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও আমেরিকান রেশন দিয়ে তাদের পালানোর পথ সুগম করে।

বিচক্ষণ আমেরিকান অফিসার এই পরিকল্পনার ব্যর্থতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

"The guerrillas blend in with the people. They live with them, share the same poverty, tell them they are fighting for the people's future happiness…if the Vietnamese (Government) want to keep their country, they'll have to convince the peasantry they can help them. Americans can't do it. Our white faces are a handicap."

উইলফ্রেড বার্চেটকে লিবারেশন ফ্রন্টের এক বিশিষ্ট গেরিলা নেতা জানান,

—যে হাজার হাজার কৃষককে স্ট্রাটেজিক ভিলেজে আটক করা হয়েছে, ফরাসী আমলের গেরিলা যোদ্ধাদের অনেকেই তাদের মধ্যে আটক হয়েছেন। তাঁরা সব রকম লড়াইও জানেন। কয়েক প্ল্যাটুন সশস্ত্র সেনা দিয়ে এদের পাহারা দেওয়া এক জুয়া খেলা। শত শত স্ট্রাটেজিক ভিলেজ ভেঙ্গে গেছে—আরো শত শত আমাদের ঘাঁটি তৈরি হয়েছে। বন্দীরা ভেতর থেকে বিদ্রোহ করে, আমরা বাইরে থেকে তাদের সাহায্য করি—এমন করে কাজ চলছে আমাদের।

হ্যানয় থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গেরিলা যোদ্ধা আমদানী করবার কথা তুললে গেরিলা নেতা হেসে বললেন,

"মিথ্যে কথাটা অনবরত বলতে বলতে এখন বোধ হয়, কথাটা ওরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। ওরা সপ্তদশ অক্ষরেখা আর লাওস সীমান্ত বরাবর কড়া পাহারা বসিয়েছে—অথচ আমাদের লোকবল ডবল হয়ে গেল, এটা কেমন করে সম্ভব? আপনার জানা উচিত আমাদের যোদ্ধারা জনসাধারণ থেকে পৃথক এবং সৈন্যদল নয়—আমাদের গেরিলা যোদ্ধারা জনগণেরই অংশ। আমরা সবাই দক্ষিণ ভিয়েতনামেরই বাসিন্দা। আমাদের খাদ্যের সরবরাহ আসে জনগণের কাছ থেকে। অস্ত্রশস্ত্র আমরা শত্রুদের কাছ থেকেই পেয়ে থাকি—ফরাসী আমলেও আমরা এভাবে অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছি।"

স্বনামধন্য এদগার স্নো বলছেন,

"দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই কী আমেরিকা ও দিয়েমের উদ্দেশ্য? তাই যদি হবে তবে কৃষক শ্রেণীর গুরুত্বই কী সবচেয়ে বেশি নয়? দিয়েমের কী চীন, কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম ও ফরাসী শাসনের অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই শেখবার নেই? কমিউনিস্টরা সমর্থন ও সাহায্য পায় ঐ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র শ্রেণীর কৃষকদের কাছ থেকে। এরা কমিউনিস্টদের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। কৃষকেরা বিপ্লব, মার্ক্সবাদ ও আদর্শবাদ এ সবের ধার ধারে না—তারা চায় শান্তি, দু'মুঠো ভাত, একটু জমি—ঋণের ও সুদের অবসান। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ।—এসব তারা পেয়েছে কমিউনিস্টদের দৌলতেই।"

স্নো বলছেন,

"ফরাসীদের সাম্রাজ্যরক্ষায় আমেরিকা যে দু'হাজার মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে, তাই দিয়ে অনায়াসে শান্তিপূর্ণভাবে ভূমিসংস্কারের ব্যবস্থা করতে পারতো।"

বর্তমানে আধখানা দেশের ভূমিসংস্কারের জন্যে শুধু আর দু' হাজার মিলিয়ন ডলার খরচা করলেই হতো। চাষীরা জমি পেলে বলতো সরকার গরীবের দরদী বন্ধু। সন্তুষ্ট কৃষকশ্রেণী সারা দেশে সমগ্র গ্রামাঞ্চলে সরকারের শক্তির দৃঢ় ভিত্তির কাজ করতো। ক্ষতিপূরণ পেয়ে জমিদারশ্রেণী শহরে শহরে শিল্প গড়ে তুলতে পারতো। জমির মালিক চাষীরা ছেলেরা দেশ গঠনের নানা কাজে শিক্ষালাভ করতে পারতো।

—দিয়েম যখন ক্ষমতা দখল করেছিলেন তখন দেশে যুদ্ধ ছিল না। ভিয়েতমীন সেনাদল উত্তর ভিয়েতনামে চলে গেছে। যে সমস্ত স্থানীয় ভিয়েতমীন নেতা ফরাসী ও বাও-দাই-এর বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করেছিল, তাদের এলাকায় তারা ফরাসী এবং অনুপস্থিত দেশী জমিদারের জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছিল। খাজনা, ট্যাক্স কমিয়েছিল। পঞ্চান্ন সালে এইসব স্থানীয় ভিয়েতমীন গেরিলাদল ভেঙ্গে দেওয়া হয়—তারপর অবস্থা একেবারে উল্টে গেল। জমিদাররা ফিরে এলো এবং চাষীরা হ'ল সন্দেহভাজন। গেরিলা যোদ্ধাদের প্রাক্তন প্রভাব নিঃশেষ করবার জন্যে চাষীদের 'সংক্রামক এলাকা' থেকে তাড়িয়ে নিয়ে 'সংরক্ষিত এলাকা'য় আটক করা শুরু হ'ল। তারপর চললো অত্যাচার। সারা দেশের লোককে বিদ্রোহী করে তুলছে উত্তর ভিয়েতনাম নয়, কমিউনিস্টরাও নয়, স্বয়ং দিয়েম ও তার পারিবারিক গোষ্ঠীই এই দেশের মানুষকে বিদ্রোহী করে তুলছে।

আইজেনহাওয়ারের অনুসৃত নীতি কিন্তু প্রেসিডেন্ট কেনেডী অনুসরণ করে চললেন। সে ভুল নীতির তীব্রতা তিনি বাড়িয়েই গেলেন। এই কেনেডীই এক সময়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমেরিকার এই সামরিক অভিযান সম্পর্কে বহু প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। দিয়েম এখন সরাসরি আমেরিকার হাতে দেশ সঁপে দিয়ে বিকারগ্রস্ত মেহের আলীর মত চীৎকার করছেন—তফাৎ যাও—তফাৎ যাও।

ভাইস প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে পরামর্শের পর দিয়েমকে কেনেডী ভরসা দেন,

—আপনার সাহায্যে আমরা সর্বসময়ই প্রস্তুত।

এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট নগো দিন দিয়েম ও প্রেসিডেন্ট কেনেডীর পত্রালাপের বাংলা তর্জমা আমি সামনে রাখছি:

প্রিয় মিঃ প্রেসিডেন্ট,

ছয় বছরের কিছু বেশিই হবে, স্বাধীন ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার

প্রথম দিন থেকেই ভিয়েতনাম সরকার আমেরিকার মৈত্রী এবং সহযোগিতা পেয়ে আসছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতই ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্বদাই তৎপর। আমাদের দেশের জনসাধারণ যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল। ১৯৫৪ সালের জিনিভা চুক্তি আমরা মেনে নিয়েছি, যদিও সেই চুক্তির ফলে আমাদের দেশ দ্বিখণ্ডিত এবং দেশের অর্ধাংশেরও বেশি কমিউনিস্ট স্বৈরাচারে ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। বল-প্রয়োগের দ্বারা দেশের পুনর্মিলনের কথা আমরা কখনই বিবেচনা করিনি, বরং প্রকাশ্যেই এই কথা বলেছি যে, দুই দেশের মধ্যে বিভেদ সীমা ও অসামরিক অঞ্চল সম্বন্ধীয় চুক্তি আমরা কখনই লঙ্ঘন করবো না। গণতান্ত্রিক এবং যথার্থ স্বাধীন নির্বাচনের ভিত্তিতে ভিয়েতনাম সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব আমরা সব সময়ই মেনে নিতে প্রস্তুত এবং অনেকবার আমরা এই ঘোষণা মুক্ত কণ্ঠে জানিয়েছি।

উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেশ বিভাগ তারা শুধু মেনেই নেয়নি—দেশ বিভাগই ছিল তাদের কাম্য। সাত বছর আগে জিনিভা চুক্তি মেনে নেবার অঙ্গীকার করেও সেই চুক্তি লঙ্ঘনে কখনই তারা বিরত থাকেনি। তারা স্বাধীন নির্বাচন চায়, কিন্তু কথাগুলোর প্রকৃত অর্থ ই বোধ হয় তাদের কাছে আদৌ বোধগম্য নয়। শান্তিপূর্ণ সংযুক্তির কথা প্রচার করে, অথচ তারা অবিরত যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

শুরু থেকেই কমিউনিস্টরা আমাদের সরকারকে উচ্ছেদ, জনগণের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং আমাদের দেশে কমিউনিস্ট শাসন চাপিয়ে দেবার জন্যে হিংসার আশ্রয় নিয়েছে। তারা অসহায় শিক্ষকের উপর হামলা চালিয়েছে, শিক্ষা নিকেতন বন্ধ করে দিয়েছে, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ বাহিনীকে হত্যা করেছে আর হাসপাতাল জ্বালিয়েছে। আমাদের সরকারের মানবকল্যাণমূলক সমস্ত প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করার জন্যে অত্যন্ত স্থির মস্তিষ্কে তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের জনগণের ওপর উত্তর ভিয়েতনামের এই হামলা প্রতিরোধ করার জন্যে আন্তর্জাতিক কমিশনের কাছে আমরা আবেদন জানিয়েছি। আমাদের সরকারকে উচ্ছেদ ও বহিঃশক্তির দ্বারা ভিয়েতনামের কর্তৃত্ব দখলের যে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র চলেছে, কয়েক বছর ধরে আমরা প্রমাণসহ সারা বিশ্বের কাছে তা প্রকাশ করেছি। প্রমাণ ও নজীর খালি বেড়েই চলেছে—আজ আর প্রমাণ দাখিল করার প্রয়োজন হয় না। দক্ষিণ ভিয়েতনামকে মুক্ত করে কমিউনিস্ট শাসন প্রবর্তনের অভিযোগে কমিউনিস্ট

কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক ঘোষণায় প্রতি আমরা ইন্টারন্যাশনাল কন্ট্রোল কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমাদের এলাকায় কমিউনিস্ট দালাল ও সশস্ত্র হানাদারদের অনুপ্রবেশের নিদর্শন আমরা প্রমাণ সমেত দাখিল করেছি। নারী শিশু নির্বিচারে সমস্ত অসহায় জনসাধারণের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের ব্যাপক সন্ত্রাসমূলক ষড়যন্ত্রের কথা আমরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি।

গত কয়েক মাস ধরে জনসাধারণের ওপর কমিউনিস্টদের অত্যাচার আরো নৃশংস ও বীভৎস হয়ে উঠেছে। অক্টোবর মাসে আঠারোশোটি হিংসাত্মক ঘটনা ও দুই হাজারেরও বেশি মানুষ হতাহত হয়েছে। পুরো ব্যাটালিয়নের শক্তিতে আমাদের ওপর তারা আক্রমণ চালিয়েছে। আমাদের এলাকায় তারা শক্তি সংহত করে চলেছে। আক্রমণের তীব্রতা এতটা প্রকট হয়েছে যে, আমাদের গোটা সামরিক শক্তি বর্তমানে প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ। প্রতিটি জনপদ, প্রতিটি গ্রাম, এক কথায় প্রতিটি পরিবারকেই এখন আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

ভিয়েতনামের দুর্ভাগ্যের তীব্রতাকে বাড়িয়েছে মারাত্মক বন্যা। তিনটি প্রদেশের বেশির ভাগই প্লাবনে ভেসে গেছে। অনেক সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। এ সমস্ত এলাকায় পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের জন্যে সমস্ত দেশের মিলিত শক্তি নিয়ে আমরা এগিয়ে এসেছি। কিন্তু কমিউনিস্টরা আমাদের এই কাজ আরো দুরূহ করে তুলেছে। দুর্গত এলাকায় স্বাভাবিক শাসন পরিচালনা ও যোগাযোগ বানচাল করে ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দেবার সুযোগ তারা নিচ্ছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে ভিয়েতনাম জাতি তার সুদীর্ঘ জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়নি। দু'হাজার বছর ধরে আমাদের জনগণ এই জীবন, মৃত্যু, যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশগঠনের কালচক্রে আবর্তিত। আমরা সব সময় স্বাধীন ছিলাম না—বরং বলা চলে, বিদেশী শক্তির বিজয়াভিযান, মাতৃভূমির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার এবং সে স্বাধীনতা সংরক্ষণের পটভূমিকায় অসংখ্য প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসই আমাদের ঐতিহ্য। কিন্তু আজ আমাদের শুধু স্বাধীনতা নয়, আমাদের জাতীয় অস্তিত্বও বিপন্ন। কারণ, এই যুদ্ধে পরাজিত হলে আমাদের সমগ্র জনসাধারণ কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর মধ্যে বিলীন হবে। সাম্যবাদী সমাজ আমাদের জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যকে বিলুপ্ত করবে এবং ভিয়েতনামের নাম ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাবে। আমাদের জাতীয় সত্তা আমরা হারাবো।

মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি ও আমার দেশবাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে যে মহান সাহায্য পেয়েছি সে সম্পর্কে আমরা সচেতন। আপনাদের সাহায্য যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই আমরা গ্রহণ করেছি। ভিয়েতনামবাসীরা অত্যন্ত আত্মসচেতন জাতি। মুক্ত দুনিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে আমরা আমাদের কর্তব্য পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একথা আজ পরিষ্কার যে, ভিয়েত কংদের পরাজিত করতে হলে আমাদের সরকার এবং জনসাধারণের সামগ্রিক প্রস্তুতি চাই—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন এই মহান কর্তব্যে আমরা আমাদের অর্থ, জনবল এবং সমগ্র চিন্তাশক্তি বিনিয়োগ করবো।

কিন্তু ভিয়েতনাম একটা বিরাট রাষ্ট্রশক্তি নয় এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট জোটের যে শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে তাকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার শক্তি আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আরও সাহায্য আমাদের প্রয়োজন।

আমাদের সমস্ত কাজ ও পরিকল্পনা যে নিছক আত্মরক্ষামূলক এই আশ্বাসই আমরা সকলকে দিতে পারি। আমাদের অর্ধেকের বেশি দেশবাসী উত্তর ভিয়েতনামে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ, এ জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা ও তাদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ ভিন্ন সত্যি কথা বলতে গেলে আর কোন ক্ষমতা আমাদের নেই।

আমি বলেছি, ভিয়েতনাম যুদ্ধ করছে···অনেক যুদ্ধের ঝাপটা ভিয়েতনামের ওপর দিয়ে গিয়েছে এবং মাতৃভূমির উদ্ধারে রক্তদানের জন্যে বীরসন্তান ও স্বদেশ-ভক্তের অভাব ভিয়েতনামে হয়নি। তাদের ওপর অবিচল আস্থা রেখে আমরা কাজ করে যাবো। কমিউনিজম একদিন ভাঁটার টানে অতীতের গর্ভে বিলীন হবে কিন্তু ভিয়েতনাম জাতি তার অতীত ঐতিহ্যের ওপর আস্থা রেখে স্বাধীন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিরাজ করবে। সেদিন এই দেশ আপনাদের মহান সাহায্যের কথা স্মরণ করবে। এই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের যৌথ ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়। আজকের মত আপনাদের সাহায্য, মৈত্রী এবং এই দু'টি দেশের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন সেদিনও অটুট থাকবে।

নগো দিন দিয়েমের পত্রের জবাবে প্রেসিডেন্ট কেনেডী জানালেন :

প্রিয় মিঃ প্রেসিডেন্ট,

আপনাদের দেশ দখল করবার জন্যে উত্তর ভিয়েতনামের প্রচেষ্টায় যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার বর্ণনা আপনার সাম্প্রতিক চিঠিতে পেলাম।

যুদ্ধভারাক্রান্ত আপনার দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি ও আমার দেশবাসী সম্পূর্ণ সচেতন। আপনার দেশের ওপর আক্রমণের জন্যে আমরা বিব্রত বোধ করছি। হত্যা, বলপূর্বক অপহরণ ও যথেচ্ছ হিংসাত্মক বর্বর আক্রমণের যে কর্মসূচী কমিউনিস্টরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে—সে সমস্তই আজ প্রকাশ হয়ে যাওয়াতে আমাদের বিরক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনাদের সরকার ও দেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে সন্ত্রাসমূলক আক্রমণ চলছে তা যে দেশের বহিঃশত্রু এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা সংগঠিত এবং পরিচালিত সে সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব সংবাদ রয়েছে। আপনার চিঠি তাকেই সমর্থন করছে। ভিয়েতনামে শান্তি স্থাপনের যে জিনিভা চুক্তি এবং যে চুক্তি মেনে নেবার জন্যে চুয়ান্ন সালে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল, আজ সেই চুক্তি তারাই লঙ্ঘন করছে। জিনিভা চুক্তির সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে সময় ঘোষণা করে 'এই চুক্তি ভঙ্গ করে আক্রমণের পুনরাবৃত্তি ঘটলে, আমেরিকা তাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবে এবং সেই ঘটনা আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তার উপর আক্রমণ বলে বিবেচিত হবে'– আমরা এখনও সেই মত পোষণ করি।

সেই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং আপনার অনুরোধের প্রত্যুত্তরে আমরা ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রকে তার স্বাধীনতা এবং জনগণের স্বার্থরক্ষায় সাহায্য দিতে প্রস্তুত। আপনাদের প্রতিরক্ষামূলক কাজের সহায়তায় এবং চিঠিতে বর্ণিত বন্যার ক্ষয়ক্ষতির সাহায্যে আমরা আমাদের সাহায্যের পরিমাণ অবিলম্বেই বাড়িয়ে দেবো।

আমি ইতিমধ্যে এই সাহায্যের কর্মসূচী কার্যকরী করার নির্দেশ দিয়েছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের মতই শান্তির কাজে তৎপর—স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্যে আপনাদের জনসাধারণকে সাহায্য করাই আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য। ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রকে উৎখাত করবার জন্যে যে আক্রমণ উত্তর ভিয়েতনামের কর্তৃপক্ষ চালিয়েছে তা যদি তারা বন্ধ করে তবে আপনাদের প্রতিরক্ষার জন্যে গৃহীত আমাদের কর্মসূচীর প্রয়োজন হবে না। ধ্বংসাত্মক কাজ এবং বলপ্রয়োগ থেকে কমিউনিস্টরা যাতে বিরত থাকে, তার জন্যে তাদেরকে বোঝাতে আমরা সচেষ্ট হবো। যাই হোক, আমরা এই আশাই পোষণ করি—ভিয়েতনামবাসীরা তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবে এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পাবে।

নগো দিন দিয়েমের কাছে লেখা প্রেসিডেন্ট কেনেডীর এই পত্র থেকে বোঝা

যায় দক্ষিণ ভিয়েতনাম সম্পর্কে কেনেডীর পূর্ব ভাষণের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। প্রেসিডেন্ট কেনেডী তখন শুধু সেনেটর। আইজেনহাওয়ারের তীব্র সমালোচনা করে তিনি তখন বলেছিলেন,

—ইন্দোচীনে হাজার সামরিক সাহায্য দিয়েও শত্রুকে পরাজিত করা অসম্ভব। তারা সর্বত্র রয়েছে—আমরা তাদের ধরতে ছুঁতে পারছি না। পৃথিবীর সেই দুর্গমতম জঙ্গল অঞ্চলে অর্থ-উপকরণ-সৈন্য ঢালার অর্থ এমন এক অবস্থায় পড়া, কোরিয়ায় আমরা যে অবস্থায় পড়েছিলাম তার চেয়ে মারাত্মক।

খোদ মার্কিন পত্রিকা 'নিউজ উইক' মন্তব্য করে,

—মিথ্যে কথা বলা, সত্য গোপন করা, সংবাদ বিকৃত করা—বন্ধুভাবাপন্ন কাগজের রিপোর্টারদের অনুগ্রহ দেখানো এবং সমালোচক কাগজের রিপোর্টারদের ভোগানো,—আজকাল কেনেডী সরকারের বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ প্রায়ই উঠছে, এবং সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনে নিজেদের স্বরূপ দেখানোতে এইসব অপকর্ম করার অভিযোগ প্রমাণিত হচ্ছে।

লণ্ডনের 'নিউ স্টেটস্‌ম্যান' কে প্রথম আক্রমণকারী সে প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে মন্তব্য করে,

—সেখানে কমিউনিজম খতম করার নামে দুশো কোটি ডলার ঢেলেও আজ এমন অবস্থা যে, পঁয়ত্রিশটি প্রদেশের মধ্যে মাত্র তিনটিতে নিরাপদে চলাফেরা করা যায়।

আমেরিকান ডেমোক্রেটিক সংস্থা 'আমেরিকা ফর ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন' লিখলে,

—রাষ্ট্রসংঘ ও আন্তর্জাতিক তদারকী কমিশনকে অগ্রাহ্য করে আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে যুদ্ধ চালাচ্ছে তাতে আমরা উদ্বিগ্ন। আমেরিকার জনগণকে বোঝাবার চেষ্টা হচ্ছে যে সেটা গৃহযুদ্ধ,—এবং বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ফলেই সে যুদ্ধ বেধেছে—কিন্তু আসলে সে গৃহযুদ্ধ নয়, দিন দিয়েমের পচনশীল স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান।

ডাঃ লিনাস পলিং, প্রফেসার হ্যারী রুডিন ও প্রফেসার রালফ্ টার্নার সহ আমেরিকার ষোলজন বিশিষ্ট নাগরিক নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এ ভিয়েতনামে মার্কিন নীতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কেনেডীর কাছে খোলা চিঠি প্রকাশ করে। দীর্ঘ পত্রের খানিকটা আমি তুলে দিলাম,

"The American Government through its intervention has clearly

violated all the military prohibitions of the Geneva pacts ; and it supported President Diem in his illegal refusal to go through with the promised plebiscite··· Frankly, we believe that the United States intervention in South Vietnam constitutes a violation of international law of United Nations principles, and of America's own highest ideals. We urge, Mr. President, that you bring this intervention to an immediate end".

প্রেসিডেন্ট কেনেডী এই বিরুদ্ধ সমালোচনার কোন মূল্যই দিলেন না। তাঁর সবচেয়ে বড় জোর, সামরিক শক্তি নয়—সমাজতান্ত্রিক শিবিরে আদর্শগত বিরোধ। কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি গুটিয়ে নিয়ে যাওয়ায় ক্রুশ্চেভ যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নিদর্শন দেখালেন তাতে প্রেসিডেন্ট কেনেডীর ক্ষমতা ও সাহস আরও অবাধ্য হয়ে ওঠে। সেই অপরিমিত সাহস ম্যাক্সওয়েল টেলর, ম্যাক্‌নামারা ও ডিন রাস্কের মন্ত্রণায় ক্রমে আরও অসম্ভব হয়ে উঠতে দেখা যায়। ঠিক এই সময় ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারী লর্ড হোম সক্রিয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেসিডেন্ট কেনেডীর কাছে বার্তা পাঠালেন। তিনি জানালেন, চীনই এখন আমাদের প্রকৃত শত্রু—চীন ও রুশ আদর্শগত বিরোধ ভিয়েতনাম ও লাওসে আমাদের কমিউনিস্ট বিরোধী পরিকল্পনাকে সহজ ও সুগম করবে। ইন্টারন্যাশনাল কন্ট্রোল কমিশনকে উত্তর ভিয়েতনামের সপ্তদশ অক্ষরেখার এপারে বলপূর্বক অনুপ্রবেশের 'স্পেশাল রিপোর্ট' দাখিল করতে বললেন। কমিশনের ভারত ও কানাডার প্রতিনিধি আমেরিকাকে চটাতে নারাজ। একমাত্র পোলিশ প্রতিনিধির প্রতিবাদে বড় কাজ হয় না। ভারত ও কানাডার প্রতিনিধির রিপোর্টের সঙ্গে দিয়েমের অভিযোগ পত্রের বড় বেশি গরমিল ছিল না। সবাই মেনে নিলেন—উত্তর ভিয়েতনাম জিনিভা চুক্তি ক্রমাগত লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল একমত হন। প্রেসিডেন্ট কেনেডীর বিপুল সাহায্য সাইগনের উদ্দেশ্য যাত্রা করে।

অভিশপ্ত সায়গন। দিয়েমের শাসন এখন তীব্র আর বীভৎস। প্রায়ান্ধকার কক্ষে চুপচাপ বসে থাকেন নগো দিন ন্যু। একরকম অজ্ঞাতবাস, কিন্তু দেশের সমস্ত খবরই হয়তো এই মানুষটি কিছু বেশি রাখেন। গুপ্ত ঝটিকা বাহিনীর তৎপরতার বিরাম নেই। সামান্য সন্দেহ হলে যে-কোন অকমিউনিস্ট নেতাকেও সরিয়ে ফেলছেন। মাদাম ন্যু আদেশ দিলেন বই, উপন্যাস ও প্রবন্ধ সেন্সার না করে ছাপানো চলবে না। বিদেশী সমস্ত পত্র-পত্রিকার ওপর কড়া নজর রাখবার

জন্যে নিয়মিত লোক নিয়োগ করলেন। ম্যাক্সওয়েল টেলর কমিউনিস্ট বিরোধী ন্যাশনালিস্ট সমালোচকদের ছেড়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাই মাদাম' ন্যু-র ইংরেজী দৈনিক 'টাইম অফ ভিয়েতনাম' এ অপরিণামদর্শী মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মুণ্ডপাতও চলতে থাকে।

একটি বিশেষ স্তাবকদল নগো দিন ন্যু-কে সর্বসময়ই ঘিরে রাখতো। ন্যু নিয়মিত আফিম খেতেন। অন্য নেশাভাঙ্গও চলতো। ঠোঁটে এক ফালি ঠাণ্ডা মরা হাসি, চোখের দৃষ্টিতে একটা ধোঁয়াটে ভাব—আধো ঘুম আধো জাগরণের ছাপ সর্বসময়ই ঘিরে আছে। সেক্রেটারী অফ স্টেট্‌স্ ন্যুয়েন দিন থুয়েন এক বিদেশী সাংবাদিকের সামনে নগো দিন ন্যু-র অদ্ভুত চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,

—*You cou'd begin to see madness in his face, a 'ort of somnambulistic stare, alu ays with that cold smile.*

দক্ষিণ ভিয়েতনামে অদৃশ্য শক্তি এখন কান লাও পার্টি। নগো দিন ন্যু-র অঙ্গুলি হেলনে সমস্ত কিছু পরিচালিত। আগের করিতকর্মা কয়েকজন কর্মচারীকে অপসারণ করে ন্যু কান লাও পার্টির স্পেশাল ফোর্স-এর অধিনায়ক করেছেন—লি কয়ং তাং ভিয়েত কে। লি কয়ং, নগো পরিবারে এক সময় ভৃত্যের কাজে বহাল ছিলেন। নিত্য নতুন প্রমোশন পেয়ে পেয়ে লেফটেনেণ্ট থেকে কর্নেল।

ন্যু ক্যাবিনেট মেম্বারদের সঙ্গে দেখা করতেন না। কারো সঙ্গে কোন ব্যাপারে আলোচনার প্রয়োজনই বোধ করতেন না। এমন কী দিয়েমের সঙ্গেও নয়। সহধর্মিণী মাদাম ন্যু প্রচার করতেন,

—আমার স্বামী পৃথিবীর এক মহান ব্যক্তি—*Only serious strategist of guerrilla war.*

নগো দিন ন্যু নিজেকে অসম্ভব, অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলে মনে করতেন। প্রকাশ্যেই রসিকতা করে বলতেন,

—*The Americans should take Georga Washington's statue down and put up mine. I saved Vietnam for them.*

নগো দিন ন্যু তাঁর নিজস্ব পৃথিবী তৈরি করে অবতার হয়ে থাকতে চাইলেন, কিন্তু সাধারণ সেনাদের মধ্যে যে অসন্তোষ সে সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন না। গুপ্তচর যথেষ্ট সক্রিয় কিন্তু একটা ভাঙ্গন যে অনিবার্য হয়ে সর্বস্তরে ছড়িয়ে যাচ্ছে গোটা পরিবারটি সে সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দেননি।

বড় রকমের একটা আক্রমণ পূর্বে হয়ে গেছে। দু'জন বিদ্রোহী বৈমানিক সোজাসুজি আকাশ থেকে দিয়েমের প্রাসাদ আক্রমণ করে। প্রাসাদের একটা দিক ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাদাম নু্য আহত হন।

পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্য দিবস। সেদিন দক্ষিণ ভিয়েতনামে বড় রকমের কোন জমায়েত হোক দিয়েমের পছন্দ নয়। এমন কী ঐ দিন ধর্মমন্দিরে বৌদ্ধ উৎসবেও দিয়েমের প্রবল আপত্তি। মে দিবস সম্পর্কে প্রবল ঘৃণা, আর বুদ্ধদেবের জন্মদিন পালন করারও খুব একটা যুক্তি খুঁজে পান না নগো পরিবারের মান্ধাতাবিন মনোভাবাপন্ন ক্যাথলিক অ্যারিস্টোক্রাট নগো দিন দিয়েম।

নগো দিন নু' বললেন,

—ঠিক আছে, বৌদ্ধ উৎসব সাতই মে-তে হোক। জমায়েত একদম নিষিদ্ধ করা হয়তো ঠিক হবে না।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দিয়েম রাজি হন। বলেন,

—তুমি ঠিকই বলেছো নু, বৌদ্ধদের কথা তো আমি ভাবছি না। আমার চিন্তা আমেরিকান রাষ্ট্রদূত! আমরা নাকি ভিয়েত কং-দের সঙ্গে লড়াইতে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছি না—এ রকম মন্তব্য আমার কানে এসেছে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ক্যাথলিক শাসনে নিগৃহীত হচ্ছে—আমেরিকান সাংবাদিক জোরালো প্রবন্ধও লিখেছেন।

মাদাম নু্য মুহূর্তে জ্বলে ওঠেন,

—আপনি আমেরিকান দূতাবাসকে অযথা ভয় পান। আপনি রাষ্ট্রদূতকে প্রশ্রয় দেন। দেশটা আমাদের, আপনি শাসক—ভালমন্দের ভার আপনার হাতে। কমিউনিজম প্রতিরোধ করবার কাজে আজ দুনিয়ায় আমরাই সংগ্রাম করছি এ কথা তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন?

দিন চার-পাঁচ পরের কথা। দিয়েম ও নু্য বাগানে বসে কফি পান করছিলেন। বিশ্বস্ত এক আর্মি জেনারেলকে বিশেষ কোন নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আমেরিকান এক কূটনৈতিক প্রতিনিধি নগো দিন নু্য-র সিক্রেট সার্ভিসের প্রশংসা করছিলেন। মোটামুটি একটা ঘরোয়া বৈঠক বলা চলে।

এমন সময় পাথরের নুড়িতে উঁচু ক্ষুরওয়ালা জুতোতে শব্দ তুলে হাজির হন মাদাম নু্য। ঘরোয়া পরিবেশ হলেও বাইরের লোক উপস্থিত ছিলেন। মাদাম নু্য-র ভাবসাব দেখে মনে হয় তিনি প্রাসাদের কোন কর্মচারীর সঙ্গেই কথা বলছেন,

—বৌদ্ধ উৎসব সাতই মে হবে না।

কথাটা দিয়েমের আদৌ ভাল লাগে না। আমেরিকান কূটনৈতিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বৌদ্ধ উৎসব সম্পর্কে এমন বিরূপ মন্তব্য তিনি করতে চান না। উপস্থিত আর্মি জেনারেল স্বয়ং একজন বৌদ্ধ। নগো দিন হ্যু-ও বিব্রত বোধ করেন। দিয়েমের কথায় একটু অসাহঞ্চুতার ভাব লক্ষ্য করা যায়,

—তুমি কী বলতে চাইছো? বসো।

—পহেলা মে-র চেয়ে সাতই মে দিনটার তাৎপর্য আমাদের বোঝা উচিত। কমিউনিস্টরা সাতই মে দিয়েন বিয়েন ফু-তে ফরাসীদের পরাজিত করে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমার মনে হয় বড রকমের কোন জমায়েত—যতই সে ধর্মসভা হোক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত।

মাদাম হ্যুর কথায় সবাই যেন চমকে ওঠেন।

আমেরিকান প্রতিনিধি বলেন,

—মাদাম হ্যু ঠিকই বলেছেন, বড রকমের জমায়েত সেদিন নিষিদ্ধ করাই উচিত।

স্ত্রীর দিকে একদৃষ্টে তাকিযে থাকেন নগো দিন হ্যু। দিয়েমের চোখেমুখে খুশির হাসি ভরে ওঠে,

—বসো! তুমি আমাকে অবাক করলে। সাতই মে র তাৎপর্যটুকু আমরা কেউই ভেবে দেখিনি!

বৌদ্ধ উৎসবে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু সাতই মে র উৎসবও নিষিদ্ধ করায় দশ হাজারের এক বিরাট জনতা হুয়ের গভর্নরের বাসভবনের সামনে জমা হয়ে দাবী জানায়—উৎসবের অনুমতি চাই। ব্যাপারটা আয়ত্তের বাইরে যাবার আগেই চতুর গভর্নর ডেলিগেশনকে জানালেন,

—একজন পুরোহিত রেডিও মারফৎ 'সারমন' প্রচার করতে পারেন কিন্তু বাইরে মিছিল করা চলবে না।

বৌদ্ধ নেতাদের সংঘর্ষ এড়ানোই উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু পরদিন বিশহাজারের এক বৌদ্ধ জনতা টু ডাম প্যাগোডায় সমবেত হয়। হুয়ে-র বৌদ্ধ এ্যাসোশিয়েশনের প্রেসিডেন্ট একশো জন লোক নিয়ে রেডিও স্টেশনে বক্তৃতা দিতে গেলেন। কিন্তু রেডিও স্টেশনে তাঁদের ঢুকতে দেওয়া হ'ল না। তখন টু ডাম প্যাগোডায় সমবেত প্রায় হাজার বিশেকের এক জনতা রেডিও স্টেশনের দিকে মিছিল নিয়ে চলে।

জনতা অস্থির ও চঞ্চল। ক্রোধে ফেটে পড়তে চায়। কিন্তু বৌদ্ধ নেতারা জনতা

শান্ত রাখেন। বৌদ্ধ নেতা ত্রি কোয়াং যখন হুয়ের সরকারী প্রধানের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন, মেজর ডাং সী, ক্যাথলিক চরমপন্থী সহসচিব তখন হুয়ের আর্চবিশপের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। পরামর্শ কী হ'ল জানা যায়নি কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বিপুল পুলিশ বাহিনী গোটা অঞ্চল ঘিরে ফেলে। তারা শহরে ঢুকেই সমস্ত জায়গা থেকে বৌদ্ধ পতাকা টেনে নামাতে শুরু করে। শহরের মানুষ ক্ষেপে যায়। মেজর ডাং সী সৈন্যবাহিনী তলব করলেন। ঠিক এই সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো—স্থানীয় সৈন্যরা বৌদ্ধ জনগণের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। আর্মির বৌদ্ধ সেনারা সক্রিয় সমর্থন নিয়ে রুখে দাঁড়ালো। শহরের এপাশ ওপাশ থেকে মেজর ডাং সী তখন কামান আর ট্যাঙ্ক আমদানি করলেন। মেজর ডাং সী বৌদ্ধ জনতার ওপর অতর্কিতে গ্যাস গ্রেনেড নিয়ে আক্রমণ শুরু করেন। জনতা ভাঙবার জন্যে দু'পাশ থেকে ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিলেন। অনেক হতাহত হ'ল। শান্ত জনতার ওপর সেনাবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না।

মাদাম ন্যু পরদিন তাঁর দৈনিকে হুয়ের গোলযোগ সম্পর্কে হেডলাইন ছাপলেন,

'*Nine died at the hands of the Vietcong*'.

বৌদ্ধ পুরোহিত আগুনে আত্মাহুতি দিলে সুন্দর ঠোঁটে হাসির ঝিলিক লাগিয়ে মাদাম ন্যু বলতেন,

'*If they went on burning themselves, I would clap my hands.*'

নতুন এই বৌদ্ধ সমস্যা নগো দিন ন্যু প্রথম থেকেই শক্ত হাতে ধরলেন। পূর্বে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি আত্মাহুতির ঘটনা ঘটলেও তিনি খুব একটা গুরুত্ব দেন নি। ক্যাথলিক জেনারেলদের ডেকে পাঠিয়ে বললেন,

—আর্মির মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার কথা আমার কানে এসেছে। বৌদ্ধ অফিসারদের এক জায়গায় রাখবেন না। ছড়িয়ে দিন। ক্রমাগত বদলীর ওপর রাখুন।

মাদাম ন্যু ঢুলুঢুলু চোখে তাকান। আলস্য জড়িত সুরেলা কণ্ঠে বলেন,

—***You break it like an egg before the chicken has hatched, or, if you cannot prevent it, you join in and exploit it.***

মাদাম ন্যু-কে নিভৃতে ডেকে দিয়েম বলেন,

—জুনিয়ার অফিসাররা একটা চক্রান্ত করছে আমি খবর পেয়েছি। তার মধ্যে ক্যাথলিকরাও আছে।

মাদাম হ্যু হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়েই দেন,

—ক্ষেপেছেন আপনি, ঠিক মত দাঁড়াতে জানে না, কথা বলতে শেখেনি,' এরা করবে ক্যু-দে টা!

সাংবাদিকদের ডেকে বললেন,

—বৌদ্ধদের প্যাগোডায় কমিউনিস্টরা ছদ্মবেশে কাজ করছে। বৌদ্ধ অসন্তোষ কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্র।

আন্দোলন কিন্তু থামে না। হুয়ে র আন্দোলন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। হুয়েতে ছাত্রবিক্ষোভ প্রচণ্ড হয়ে দেখা দেয়। দিয়েম সেনারা টু ডাম প্যাগোডা কাঁটাতারের বেষ্টনীতে ঘিরে রাখে। অসংখ্য গ্রেপ্তার চলে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয় সর্বত্র। মিছিল তাড়া করে সায়গন পর্যন্ত ধাওয়া করে। মিছিল ও জমায়েত বানচাল হবার ভয়ে চারটে বাসে বৌদ্ধ পুরোহিতেরা বোঝাই হয়ে ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির সামনে অনশন শুরু করে।

আমেরিকান দূতাবাস সব লক্ষ্য করে। হঠাৎ তারা একটা জোরালো প্রতিবাদ ঝোঁকে বসলো,

—কোটি কোটি ডলার খরচা করছি কমিউনিস্টদের ধ্বংস করবার জন্যে—বৌদ্ধদের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন।

দিয়েমের বৌদ্ধধর্মের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদে বৃদ্ধ পুরোহিত থিচ কোয়াং দিউ পেট্রল ঢেলে আত্মহত্যা করলেন। প্রেসকে ডেকে মাদাম হ্যু বলেন,

—*Burning was not done with self sufficient means, because they used imported gasoline*

দিয়েম দেখলেন গোটা ব্যাপারটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। বৌদ্ধদের সঙ্গে একটা রফায় এলেন। কিন্তু হুয়ে-র ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নিতে রাজি হন না।

সংবাদ পেয়ে মাদাম হ্যু সেই রাত্রে প্রচণ্ড প্রতিবাদ নিয়ে দিয়েমের ঘরে আসেন। তাঁর বেশবাসও যথেষ্ট ছিল না। পাতলা খোলসের গাত্রাবরণ পরেই তিনি বিছানা থেকে উঠে এসেছেন,

—এসব আপনি কী করছেন? ওদের পাঁচ দফা দাবী আপনি মেনে নিলেন?

—নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও আমাকে মানতে হয়েছে। মার্কিন দূতাবাস চাপ দিচ্ছে। তা'ছাড়া বৌদ্ধদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তুমি অস্বীকার করতে পারো না। আন্তর্জাতিক একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

—আপনি ভীরু! আপনি কাপুরুষ!!

নগো দিন হ্যু তার গুপ্তবাহিনীকে নির্দেশ দেন। প্রেসিডেন্ট দিয়েমের পাঁচ দফা সর্ত মেনে নেবার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে। আমেরিকান প্রতিনিধি দিয়েমকে রেডিও বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করে। দিয়েমের বক্তৃতা হয় কিন্তু কাজ হয় না। একুশজন বৌদ্ধ পুরোহিত প্যান্ থিযে-এ আত্মাহুতি দেয়।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিটি শহরে ছাত্র আন্দোলন বৃহৎ ও ব্যাপক আকার ধারণ করে। বৌদ্ধদের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও যোগ দেয। বৌদ্ধ আন্দোলন দিয়েমের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে—ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বকীয় ধর্মের নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার তারা অর্জন করতে বদ্ধপরিকর। ক্যাথলিক ছাত্ররাও দিয়েমের বিরুদ্ধে মিছিল শুরু করে বৌদ্ধদের সমর্থন জানায়। বৌদ্ধদের আত্মাহুতির খবর ক্রমাগত আসতে থাকে। হুয়ে-তে সতের জন বৌদ্ধ পুরোহিত জীবন বিসর্জন দিল। নাত্রাং প্যাগোডার সামনে একজন পেট্রলের আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে। টু ডাম প্যাগোডায় সোলচর্মণার বৃদ্ধ পুরোহিত পদ্মাসনে বসে দিয়েমের অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে আত্মাহুতি দেন। সারা দেশ কেঁপে উঠছে। ধর্মঘট সাধারণ জীবনযাত্রা বানচাল করে দেয়। আমেরিকার বিরুদ্ধে ছাত্রবিক্ষোভ প্রচণ্ডভাবে দেখা দেয়। অসংখ্য লোক গ্রেপ্তার হয়। অশান্ত সেনাবাহিনী। জেলের অত্যাচার ও টর্চারের হাত থেকে সেনাবাহিনীর পরিবারের অনেকেই নিষ্কৃতি পায় না। কেউ কেউ জেলের মধ্যেই প্রাণ হারায়।

বৌদ্ধ পুরোহিতদের আত্মাহুতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে মাদাম ন্যু সাংবাদিকদের অস্কার ওয়াইল্ডের মন্তব্যটি স্মরণ করিয়ে দেন,

—*Dying for a cause does not make it just.*

ওয়াশিংটন গভীর চিন্তামগ্ন। কেনেডী পার্শ্বচরদের সঙ্গে এবেলা-ওবেলা বসছেন। স্টেট ডিপার্টমেণ্ট দাবী করে সায়গনের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ফ্রেডারিক নলটিং ও দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারী জন রিচার্ডসনকে এখনই ফিরিয়ে আনা হোক। নগো দিন হ্যু ও মাদাম ন্যু-কে এরা দু'জনে বড় বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট দিয়েমের কোন ক্ষমতাই নেই।

প্রেসিডেন্ট কেনেডী মন্তব্য করেন,

—আমাদের পলিসি আবার নতুন করে ভেবে দেখতে হবে, তবে প্রেসিডেন্ট দিয়েমকে না সরিয়ে ফেল্লে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আমার মনে হয় না।

বৈঠকে রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে আনা স্থির হয়। তারযোগে নলটিংকে ডেকে-

পাঠানো হ'ল। প্রেসিডেন্ট কেনেডী ঘোষণা করলেন, দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থির রাজনৈতিক পটভূমিতে রাষ্ট্রদূত হিসাবে তিনি হেনরী ক্যাবট লজকে মনোনীত করতে চান।

খবরটা অপ্রত্যাশিত। স্বয়ং নলটিং একটু ঘাবড়ে যান। মাদাম ন্যু ক্ষেপে যান,

—দুদিনে ভাল মানুষটিকে সরিয়ে নিয়ে আমেরিকা আমাদের ওপর বিশ্বাসঘাতকতা করলো।

প্রেসিডেন্ট দিয়েম মন্তব্য করেন,

—আমি তো কিছুই জানি না।

প্রেসিডেন্ট দিয়েম এখন অনেক কিছুই জানেন না। প্রাসাদের বাইরে তাঁকে দেখা যায়নি অনেকদিন। সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে গুটিয়ে নিয়েও খুব একটা সুরাহা হয়নি। প্রেস কনফারেন্স ডাকেন। একটানা বকবক করে যান। কাউকে তিনি কোন প্রশ্নই করতে দেন না। একটা সিগারেট থেকে অন্য একটিতে যাবার সামান্য কয়েক মুহূর্তে চতুর রিপোর্টার দুম করে প্রশ্ন করেন। অনেক সময় সিগারেট ধরাতে ধরাতে প্রশ্নকর্তাকে হাতের ইশারায় থামতে বলেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে মন্তব্য করেন—তারপর যা বলছিলাম।

ক্লান্তিকর একটানা আত্মপক্ষ সমর্থনের হাজারো কথায় ডুবে যান দিয়েম।

কয়েকবার অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ায় তাঁর একটা ধারণা জন্মেছিল তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ। কথা বলতে বলতে তিনি যেন অন্য এক জগতে চলে যান। সে কল্পিত পৃথিবীর সঙ্গে বাস্তবের কিছুমাত্র যোগসূত্র নেই। রবার্ট শেপলিন দিয়েম সম্পর্কে 'নিউ ইয়র্কার'-এ লিখছেন :

'His face seemed to be focused on something beyond me and beyond the walls of the Palace, the result was an eerie feeling that I was listening to a monologue delivered at some other time and in some other place—perhaps by a Character in an allegorical play.'

নগো দিন ন্যু কম কথার মানুষ। তিনি কাজ করতে ভালবাসেন। কিন্তু আমেরিকান দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারী রিচার্ডসনকেও নলটিং-এর সঙ্গে ফিরিয়ে নেওয়ায় তিনি একটু বেসামাল। রিচার্ডসন ছিলেন সি. আই. এ.-র একজন দুঁদে গুপ্তচর। তাঁর বিশেষ বন্ধু।

একুশে আগস্ট নগো দিন ন্যু এক ভয়াবহ কাজে হাত দিলেন। গোটা দেশে জারী করলেন মার্শাল ল। জাঁ লই প্যাগোডা অতর্কিতে আক্রমণ করলেন।

হ্যু-র স্পেশাল ফোর্সের কর্নেল টাং এই অভিযান পরিচালনা করেন। সেই সঙ্গে বড় বড় শহরের সমস্ত বৌদ্ধ মন্দির হ্যু-র নির্মম সামরিক বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। হুয়ে, কোয়াং'ত্রি, কোয়াংনাম ও নাতরাং এ বৌদ্ধ নিধন চরমে পৌছোয়। টু ডাম প্যাগোডা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করা হ'ল। প্রার্থনারত সাধারণ মানুষের ওপর নির্দয় অত্যাচার চলে বর্ণনাতীত।

নব নির্বাচিত রাষ্ট্রদূত হেনরী ক্যাবট লজ স য়গনে এলেন পরদিন।

লজ হ্যু-কে ঘিরে সি. আই. এ. চক্রটি ভেঙ্গে দিতে সচেষ্ট :ন। মাদাম হ্যু-কে সংযত হতে ব'েন। পরামর্শ দেন, সবচেয়ে বড সমস্যা ক'মউনিস্ট অভ্যুত্থান—ভিযেত কং-দের বিরামবিহীন আক্রমণ, জাতীয় বৃহত্তর স্ব'র্থে ধর্মীয় সমস্ত বিভেদ ও সেনাদের মধ্যে অসন্তোষ-মিটিয়ে ফেলা দরকার।

সেনাদের ২ধ্যে চক্রান্ত চলছিল। হ্যু সামরিক অফিসারদের কয়েক জনের আমেরিকান দূতাবাসের সঙ্গে গভীর প্রেম লক্ষ্য করেন। মাদাম হ্যু বললেন,

—·আমরা সত্য ও ন্যায়ধর্মের জন্য সংগ্রাম করছি।

হেনরী ক্যাবট লজ হুম করে বার মিলিয়ন ডলারের সাহায্য বন্ধ করে দিলেন।

'টাইমস্ অফ ভিয়েতনাম'-এ মাদাম হ্যু হেডলাইন ছাপলেন,

"*C. I. A. Financing Planned Coup D'Etat.*"

আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাকনামারা ও জয়েন্ট চীফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান ম্যাক্সওয়েল টেলর সায়গনে এলেন তদন্তে। এই সফর ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। সেনেটর ম্যানস্ফিল্ড দক্ষিণ ভিয়েতনামের আমেরিকানদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন, ক্যাবট লজকে সবাইকে মেনে চলতে হবে। ম্যাক্সওয়েল টেলর ক্যাবট লজকে দিয়েমের জায়গায় অন্য একজন বিশ্বস্ত জোরালো লোক খুঁজতে বলেন। প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাকনামারা বলেন,

— অন্তত দিয়েমকে এখনই নগো দিন হ্যু ও মাদাম হ্যু-র প্রভাবমুক্ত করা দরকার।

দিয়েমের কাছে ক্যাবট লজ কথা পাড়েন,

—আপনার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে অন্য কোথাও পাঠানো দরকার। বিশেষ কোন দায়িত্ব দিয়ে দেশের বাইরে রাখুন।

—মিঃ লজ, হ্যু-কে আমি ছাড়তে পারি ন:। মিঃ কেনেডী কী আপনাকে ছাড়তে পারেন?

—ভিয়েত কং-দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করবার তীব্রতা হ্রাস পাচ্ছে।

ধর্মযুদ্ধ বন্ধ রেখে আপনি আসল কাজে মন দিন। সামরিক দপ্তরের সামান্য কিছুতেও আপনার অনুমতি প্রয়োজন, সেখানে আপনি একটু সক্রিয় হবেন এটুকু আমরা আশা করবো।

মাদাম ন্যু এক গুড উইল মিশন নিয়ে পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমেরিকা সফরে চললেন—দিয়েমের সমর্থনে জনমত গঠন করাই ছিল উদ্দেশ্য। এলেন প্যারী। আমেরিকান সাংবাদিকদের আক্রমণ করে বললেন, তারা তাদের পাঠকদের দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভ্রান্ত এবং মিথ্যে বিবরণ পরিবেশন করছেন। সন্ত্রাস? সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আসলে আমি এখনও বোঝাতে পারলাম না বৌদ্ধদের অভ্যুত্থান আসলে কমিউনিস্ট কার্যকলাপের ভিন্ন এক রূপ।

জঙ্গলের অবস্থা ওদিকে কঠিন। প্রতিরোধ সংগ্রামের ডাকে প্রতিদিন মুক্ত এলাকা গড়ে উঠছে। জঙ্গলের মধ্যে বিপ্লবীদের খুঁজে বার করবার নির্মম তালাশেরও শেষ নেই।

ওয়াশিংটন থেকে জোরালো নোট আসে। প্রতিদিনই 'ডিপ্লোমেটিক ব্যাগ' গোপন নির্দেশ বহন করে আনে। হেনরী ক্যাবট লজ সরাসরি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ম্যাকনামারার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন টেলিফোনে। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী অতি সত্বর একটা বোঝাপড়ায় আসতে চান।

প্রাসাদে দিয়েম ও ন্যু পরস্পরে পরামর্শ করেন। আর্চবিশপ নো দিন থুক বিদেশ সফরে গেছেন। মাদাম ন্যু দিয়েমের জন্যে 'মরাল সাপোর্ট' যোগাড় করছেন ইয়োরোপে। একমাত্র লী কোয়াং ভিয়েত—ন্যুর স্পেশাল ফোর্সের অধিনায়ক সামরিক অভ্যুত্থানের সঠিক খবর যোগাড় করছেন। ন্যু-কে ভরসা দিচ্ছেন,

—মাদাম ন্যু বলেছিলেন, ঠিকমত দাঁড়াতে জানে না, কথা বলতে পারে না—আর্মিতে অভ্যুত্থান হওয়া অসম্ভব। ক্যাবট লজের বিরুদ্ধে আমাদের প্রচার চালাতে হবেই।

ঘটনার ঠিক পরদিন আমেরিকান দূতাবাস থেকে খবর আসে নগো দিন ন্যু-র গুপ্তচর বিভাগে আমেরিকা আর ডলার গুণতে রাজি নয়। সব কিছু বন্ধ করে সমস্ত শক্তি নিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াইতে না নামা পর্যন্ত গুপ্তচর বিভাগে আর ডলার দেওয়া হবে না। সময় শুধু নষ্ট হচ্ছে। গেরিলারা প্রতিদিন নতুন নতুন গ্রাম, জনপদ ও শহর দখল করছে কিন্তু প্রেসিডেণ্ট দিয়েম সে সম্পর্কে জোরালো কিছু করছেন না। তিনি বৌদ্ধধর্মের ওপর অযথা অত্যাচার করে দেশের প্রকৃত শত্রুকে অবহেলা করছেন।

এখন একজনের সম্পর্কে একটু বিশেষ করে বলা দরকার। তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তন্ থ্যাট দিন্। বয়স চল্লিশের নিচে। দিয়েমের অতিশয় প্রিয়। অবশ্য লুয়েন ভ্যান কাও আমি জেনারেলদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যিনি দিয়েম, মাদাম ন্যু ও ন্যু-র অতিশয় প্রিয় ও আস্থাভাজন।

বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচারের নেতা ছিলেন তন্ থ্যাট দিন্। ন্যু-র সঙ্গে পরামর্শ করে দিয়েমের অজ্ঞাতেই মার্শাল ল জারী করে বৌদ্ধ নিধন যজ্ঞের তিনি অন্যতম নায়ক।

নিজেকে তিনি 'হীরো'-ই মনে করতেন। হেনরী ক্যাবট লজ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,

—He came here to hold a coup, but I Dinh, have conquered him and saved the country.

জেনারেল দিন্ আত্মম্ভরী গর্বিত পুরুষ। তাঁর পোষাক ছিল দর্শনীয়। কালো চশমা পরেন। একজন লম্বা কম্বোডিয়ান রক্ষী সব সময়ই পাশে থাকে। রিপোর্টারদের সিগারেট খাওয়ান। ছবি তুলতে দিয়ে চরিতার্থ করেন। স্বয়ং দিয়েমের সুনজরে থাকায় তাঁর নির্ভীক চরিত্রটি যেন আরও ছিল অবোধ্য। সায়গনের উত্তরাঞ্চলের ভার তিনি নিয়েছিলেন, মেকং বদ্বীপ পর্যন্ত দক্ষিণের ভার পেয়েছিলেন হুয়েন ভ্যান কাও। ন্যু বিশ্বস্ত এই দু'জনকে বিদ্রোহ আর অভ্যুত্থান থেকে সায়গনকে বাঁচানোর জন্যেই এই ক্ষমতাবণ্টন করেছিলেন।

কিন্তু দিয়েম বিরোধী চক্র তখন সক্রিয়। অতি গোপনেই তাঁরা কাজ করে চলেছিলেন। দহং ভ্যান মিন (বিগ্ মিন্ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ) ট্রান ভ্যান দন্ ও লী ভ্যান কিম তখন মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌছেছেন।

জেনারেল মিন্ ছিলেন আমেরিকানদের বিশ্বস্ত। ম্যাক্সওয়েল টেলর ক'দিন আগেও তাঁর সঙ্গে টেনিশ খেলে গেছেন। জেনারেল দন্ পুরোপুরি য়্যারিস্টোক্রাট। ফ্রান্সে লেখাপড়া করেছেন। তিনি ছিলেন ন্যু র অপ্রিয়। তৃতীয় ব্যক্তি জেনারেল লী ভ্যান কিম চাকরীতে থাকলেও ন্যু একরকম তাঁকে বসিয়েই রেখেছিলেন।

চক্রান্ত অতি ধীরে ও অনিবার্যভাবে অগ্রসর হয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় অসুবিধে ওপর মহলে হাত থাকলেও সাধারণ সেনাদের মধ্যে এই তিন জেনারেলের প্রভাব অতিশয় সীমিত। আস্তে আস্তে ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন জেনারেল ন্যুয়েন খাঁন। তারপর জেনারেল দো কাও ত্রি।

জেনারেল মিন্ শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করলেন,

—আমেরিকা আমাদের প্রকাশ্যে সক্রিয় সমর্থন জানাতে পারে না। তবে আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা হবে না, এ ভরসাটুকু আমরা পেয়েছি। তবে তিন বছর আগে আমি যে ভুল করেছিল তেমন কোন ভ্রান্তির জন্যে আফসোস না করতে হয়, তার জন্যে আগে থাকতেই আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আমি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তন্ থ্যাট দিন-কে দলে আনতে চাই।

লী ভ্যান কিম মন্তব্য করেন,

—জেনারেল দিন কে আপনি দলে টানতে চান, আপনার মাথা খারাপ হয়েছে।

ট্রান ভ্যান দন্ হাতের ছড়িটা দোলাতে দোলাতে বলেন,

—আপনি অসম্ভব আশাবাদী। তবে জেনারেল দিন কে দলে টানা মুস্কিল।

জেনারেল মিন্ হেসে উত্তর দেন,

—সরাসরি প্রস্তাব আমি করবো না। আমি যতদূর এই লোকটিকে চিনি তাতে দলে টানা একেবারেই অসম্ভব, একথা আমি মানি না। আগুন লাগানো সোজা, নেভানো কঠিন। সাধারণ সেনাদের বেশ কিছু হাতের মুঠোয় না আনলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে।

ঘটনাস্থল সায়গন। একটা ঘরোয়া পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়েছেন জেনারেল দিন। প্রথম থেকেই তুরন্ত অভিনয় শুরু করলেন জেনারেল মিন্। সাম্প্রতিক গোলযোগ জেনারেল দিন্ যে কি ভাবে দমন করেছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন,

—বিন-খুয়েন, কাও দাই বা হোয়া হাও দের সঙ্গে বৌদ্ধ আন্দোলনের কোন তুলনাই চলে না। কোন দলেরই এত প্রচণ্ড গণসমর্থন ছিল না। কিন্তু আপনি যেভাবে অতি অল্প সময়ে বৌদ্ধ আন্দোলন দমন করেছেন তাতে আমরা সবাই বিস্মিত। কিন্তু কতটা মর্যাদা আপনি পেয়েছেন! শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে, বলতে আমারও ভাল লাগছে না, কিন্তু একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, জেনারেল ভাই যদি ক্যাম্পাস পড়ে না কাঁপাতেন নগো দিন ন্যু আপনাকে এতবড় কাজের ভার দিতেন না। তিনি আপনাকে শুধু ব্যবহারই করলেন। ন্যু আপনাকেও বিশ্বাস করেন না। হয়তো গুপ্তচর অধিনায়ক লী কোয়াং আপনার পেছনেও টিকটিকি রেখেছেন।

জেনারেল দিন্ স্থির।

অনুতাপের সুর জেনারেল মিন্-এর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়,

—আপনি মহৎ, আপনি উদার, ছোটখাটো ব্যাপার আপনার নজরে পড়ে

না। আপনি কাজ করতে ভালব'সেন। কিন্তু কাদের জন্যে কাজ! নগো দিন দিয়েম আর নগো দিন ন্যু আমাদের দেশটাকে রসাতলে নিয়ে চলেছে। কমিউনিস্টদের নির্মূল করার চেষ্টা আপনার থাকতে পারে কিন্তু দিয়েম বা ন্যু-র আদৌ কোন পরিকল্পনা নেই। চাটুকারদের উঁচু পদে নিয়োগ করে তাঁরা আনন্দে আছেন। কিন্তু কমিউনিস্ট দমন হয়েছে কতটুকু? আমার নিজের সম্পর্কে বলতে চাই না, উপস্থিত দু'জন জেনারেল বন্ধুকে আপনি জানেন, দেশের এই সঙ্কটে তাঁদেরকে কতটা মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নগো দিন ন্যু আমাদের পছন্দ করেন না। আর্মির মধ্যে আপনার জনপ্রিয়তা, বিভিন্ন দূতাবাসে আপনার প্রশংসা শেষ পর্যন্ত আপনার সর্বনাশ ডেকে আনবে। নগো দিন ন্যু কোন জেনারেলের এত জনপ্রিয়তা সহ্য করবেন না। জেনারেল হিনের কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

জেনারেল দিন্ নিশ্চল।

বলে চললেন জেনারেল মিন্,

—দেশের স্বার্থে আমরা কাজ করতে চাই। অনিশ্চয়তার মধ্যে এভাবে আমরা থাকতে পারি না। আপনি দিয়েমকে সরাসরি বলুন, চাপ দিয়ে ন্যু-কে রাজি করানোর এই সময়! আর্মির ভার আপনাকে দিন। সব ব্যাপারেই যদি তাঁরা নাক গলান তা'হলে বিপদ আরও প্রচণ্ডবেগে আসবে। দেশ আজ আপনাকে চাইছে, আপনি আর্মি নিজের ইচ্ছে মত ঢেলে সাজান। আমাদের কাজ করতে দিন। নতুন নতুন অফিসারদের সুযোগ দিন।

ক্ষমতা জেনারেল দিন্ নিশ্চয়ই চান। জেনারেল মিন সেই সুপ্ত লোভটুকু জাগিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন।

বৈঠক শেষ হয়। জেনারেল মিন্ হেসে বললেন,

—আমার পরিকল্পনা মোটামুটি সফল। এখন চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

সে রাত্রে জেনারেল দিন্-এর ঘুম হয় না। চব্বিশ ঘণ্টা অনেক সময়—ভোর বেলাতেই পোষাক পরিবর্তন করে সোজা প্রেসিডেন্ট-প্রাসাদে এলেন।

কথাপ্রসঙ্গে আসল কথাটা পাড়লেন। প্রেসিডেন্ট দিয়েম বেশ খোলা মেজাজেই ছিলেন। নগো দিন ন্যু বিদেশে মাদাম ন্যু-র প্রচার সফলতার কথা

বেশ আনন্দের সঙ্গেই জেনারেল দিন্-কে জানাচ্ছিলেন। আসল কথাটা পাড়তেই যেন গোটা পরিবেশটা মুহূর্তে গুমোট হয়ে উঠলো। সামরিক উচ্চপদস্থ বেশ কয়েক জন অফিসারও সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট দিয়েমের ক্রোধের চেয়ে বিস্ময়ই বেশি লক্ষ্য করা যায়।

—তুমি বলতে চাইছো কী? তোমাকে আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী করবো?

জেনারেল দিন্ দমবার পাত্র নন,

—সেনা বিভাগেও রদবদল দরকার। জুনিয়ার অফিসারদের সুযোগ দেওয়া হোক।

ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন দিয়েম। পুলিশ ও সেনা বিভাগ সম্পর্কে তাঁর ভয়ানক দুর্বলতা। দ্বিতীয় কোন মানুষের সমালোচনা তিনি সহ্য করতে পারেন না। হাতের সিগারেট লাইটারটা কার্পেটের ওপর আছড়ে ফেলে বললেন

—তোমরা ভেবেছো কী? তোমাকে আমি বিশ্বাস করি—কিন্তু তোমার স্পর্ধা যে গগনচুম্বী জানা ছিল না। কাকে কতটা ক্ষমতা দিতে হবে, কে কোথায় থাকবে আমি সে সম্পর্কে খুবই সচেতন। কাল থেকে তুমি ছুটিতে থাকবে। বেশ কিছু দিন ছুটি নিয়ে দালাতে থাকো। রাজনীতি করবার চেষ্টা করো না। যাও।

জেনারেল দিন প্রাসাদ ছেড়ে এলেন নতমস্তকে। অন্যান্য আর্মি অফিসারদের সামনে চূড়ান্ত অপমানে তিনি ক্রোধে জ্ঞানশূন্য। নিজের কোয়ার্টার্স এ ফিরে এসে দেখেন জেনারেল মিন্ উল্টোদিকের চেয়ারে বসে টেলিফোনে জেনারেল দিন-এর সাম্প্রতিক বৌদ্ধ বিক্ষোভ দমনের প্রসঙ্গ তুলে বিস্তর তারিফ করছেন।

জেনারেল দিনের বিশেষত্ব অল্পেতে চটে ওঠেন। আবার ঠাণ্ডা হতেও সামান্য সময় লাগে। কিন্তু চোখমুখের ভাব দেখে জেনারেল মিন্ বুঝতে পারেন তাঁর পরিকল্পনা আর একধাপ অগ্রসর হয়েছে।

সব শুনে জেনারেল মিন্ বলেন,

—শুনতে হয় তো ভাল লাগবে না, বলতেও আমার খারাপ লাগে—প্রেসিডেন্ট দিয়েম যে রাজি হবেন না, এ আশঙ্কা আমি করেছিলাম। আপনার মত সামরিক অফিসার অন্য দেশ হলে মর্যাদা পেতেন। শুনলাম এডমিরাল হ্যারী ফ্লিট্ সাংবাদিকদের কাছে আপনার সম্পর্কে বলেছেন,—*I would certainly like to have General Dinh in the U S. Army* আপনার অপমান, আমাদের সবার অপমান।

জেনারেল দিন্ টেবিলে মুষ্ঠাঘাত করে বলেন,

—এ আমি সহ্য করবো না। একগাদা চুনোপুঁটির সামনে আমাকে অপমান—আমরাই যে তাঁকে ক্ষমতায় রেখেছি প্রেসিডেন্ট ভুলে গেছেন।

জেনারেল মিন্ আচমকা কথাটা বলে ফেলেন,

—ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমরা কেউই ক্ষমতার কাঙাল নই—দেশের স্বার্থেই এছাড়া আমাদের উপায় নেই। কয়েক জনের সঙ্গে কথাও বলেছি। তাঁরা বলেন আপনি রাজি হলে তাঁরাও অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

তারপরের ঘটনা দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত। কিছুটা ধোঁয়াটে আর অস্পষ্ট সে ষড়যন্ত্র। একটা ঘটনার সঙ্গে অন্যটির যোগসূত্র যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। নগো দিন ন্যু-র ভয়াবহ গুপ্ত ঝটিকা বাহিনীকে আড়াল করবার চূড়ান্ত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।

চক্রান্তের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন জেনারেল দিন্। কু-দ্যে-টা-র ব্লু-প্রিণ্ট তৈরি করে ফেলেন। জেনারেল মিন্-কে বললেন,

আমার ডেপুটি নগুয়েন ভ-কো-কে আমি মাই-থো-তে পাঠাচ্ছি। সায়গন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে হলেও গতবারের অভ্যুত্থানের সময় ন্যু মাই-থো-র সপ্তম ডিভিসন এনে সমস্ত কিছু চুরমার করে ফেলেন, একথা আমাদের জানা থাকা দরকার।

নগুয়েন হু-কো মাই-থো হেড কোয়ার্টার্সে এসে অভ্যুত্থানের পক্ষে আর্মি অফিসারদের সমর্থন পেলেন। কিন্তু মাই-থো-র গোপন বৈঠকের সমস্ত আলোচনা নগো দিন ন্যু-র সিক্রেট্ সার্ভিসের হাতে চলে যায়।

পরদিন জরুরী তলব এলো প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ থেকে। স্বয়ং দিয়েম টেলিফোনে জেনারেল দিন্-কে ডেকে পাঠালেন। বিদ্রোহী জেনারেলদের অনেকেই মনে করেছিলেন, জেনারেল দিন্ হয়তো আর ফিরে আসবেন না।

কিছুমাত্র ভনিতা না করে দিয়েম সংযত কণ্ঠে বলেন,

—তুমি কী অভ্যুত্থানের চেষ্টা করছো ?

চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠেন জেনারেল দিন্। সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে বলেন,

—চার বছর আগে আমি যেমন ছিলাম আজও তেমনই আছি। আমি পূর্বের মতই আপনার অনুগত। আপনার জন্যে জীবন দিতে পারি। আমি যোদ্ধা—মরতে আমি ভয় পাই না।

প্রেসিডেন্ট দিয়েম একবার ন্যু র দিকে তাকালেন। ন্যু র চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি। অনুত্তেজিত মুখশ্রী। জেনারেল দিন্-কে বসতে বলে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন। সামনে এগিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে পাতলা হাসি টেনে বললেন,

—এই রিপোর্টটা আপনাকে আমি পড়ে দেখতে বলি।

বোমা ও আগুনের মধ্যে পলতের ব্যবধানের ওপর একটা ভয়াবহ উত্তেজনা যেন সময়ের ওপর বয়ে চলে। কিন্তু জেনারেল দিন্ আশ্চর্য অভিনেতা। এক্সটেম্পোর সংলাপও ছিল উঁচুমানের। মনোযোগ দিয়ে কাগজটি পাঠ করলেন। বাঁকা ঠোঁটে একটু হাসলেন। তারপর বললেন,

—পড়লাম। আপনারা কী আমাকে সন্দেহ করেন?

নগো দিন ন্যু-র চোখের ঠাণ্ডা নীরব দৃষ্টির এতটুকু পরিবর্তন নেই,

—মাই-থো-র ব্যাপার আপনি কী অস্বীকার করতে পারেন? নগুয়েন হু-কো-কি আপনার নির্দেশ নেননি?

জেনারেল দিন্ কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল পাথরের মত বসে রইলেন। তারপর বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে বলেন,

—আপনারা যখন এতটা ভেবে রেখেছেন সেখানে আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করতেও ঘৃণা বোধ করি।

—আপনি চক্রান্ত করছেন না?

বাধা দেন দিয়েম। বলেন,

—জেনারেল দিন্-কে তুমি পরিষ্কার করে বলতে দাও ন্যু। তোমার বক্তব্য শোনবার জন্যেই ডেকে পাঠিয়েছি।

জেনারেল দিন্ এর চোখে বেদনাশ্রু লক্ষ্য করা যায়,

—চক্রান্ত একটা দানা বেঁধেছে, প্রেসিডেন্ট দিয়েমের বিরুদ্ধে আর্মিতে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কর্নেল লী কোয়াং টাং মাই থো-র যে এই রিপোর্ট দাখিল করেছেন তাতে বিন্দুমাত্র ভুল আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু আমি ভাবছি নগুয়েন হু কো-র কথা। ক'দিন আগে আমি সরল বিশ্বাসে আপনাকে আমার মতামত জানিয়েছিলাম। আমাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করবার কথাও বলেছি। হয়তো ভুল করেছি। ওটা আমার দাবী ছিল না—নিতান্তই খোলা মনের অনুরোধ। আপনাকে অমান্য করবার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি আমার সঙ্গে যা ব্যবহার করেন তাতে আমি খুশি হইনি। আপনি আমাকে স্নেহ করেন, হয়তো কোথাও একটা দাবী

আমার আছে। তাই আপনার গালাগালি আমাকে ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ করেনি—দুঃখ দিয়েছে। অনেকেই সে কথা জানেন। নগুয়েন হু-কো আমার ডেপুটি—সে সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছে। দিন পনের আমি বাড়িতেই আছি। আপনি আমাকে সন্দেহ করেছেন—এই দুঃখ, এতবড় অপমান সত্যিই আমি সহ্য করতে পাচ্ছি না। মহান প্রেসিডেন্ট দিয়েম আমাকে যে অবিশ্বাস করবেন স্বপ্নেও কোন দিন ভাবতে পারি না। নগুয়েন হু কো-র মতামতের ওপর আমার আনুগত্য ও সততার বিচার হবে। আমার আর কিছু বলার নেই। আত্মপক্ষ সমর্থনের আমি কোন চেষ্টাই করবো না—মহান প্রেসিডেন্ট অন্তত আমাকে এইটুকু ব্যক্তিস্বাধীনতা দিন।

প্রেসিডেন্ট দিয়েম বিচলিত বোধ করেন। নগো দিন হু-র চোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্যে একটা ঝিলিক খেলে গেল,

—পুরোপুরি বিশ্বাস আমরা করিনি, তাই আপনাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট দিয়েম গুমোট পরিবেশটা সহজ করে নেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন,

—রাগের মাথায় আমি অনেক কিছু বলি। তবে একগাদা আমি অফিসারদের সামনে তোমাকে গালাগালি করাটা হয়তো ঠিক হয়নি। আমার সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল, তোমার কিসে মঙ্গল হবে সেটা আমার ওপর ছেড়ে না দিয়ে তুমি আমার কাছে দাবী নিয়ে এলে।

নগো দিন হু-র মুখে খুশির হাসি ছড়িয়ে পড়ে,

—আপনাকে জানানো হয়নি, মাদাম হু প্যারী যাবার আগে আপনাকে মেজর জেনারেলে প্রমোশন দেওয়া সম্পর্কে সুপারিশ করে গেছেন। প্রেসিডেন্ট দিয়েম আপনার প্রমোশন সম্পর্কে আমাকেও সেদিন বলছিলেন।

প্রেসিডেন্ট দিয়েম আবার নিজের আসনে ফিরে আসেন,

—এসব কথা থাক। আশু কর্তব্য এখন স্থির করা দরকার।

জেনারেল দিন্ জবাবে বলেন,

—হেড কোয়ার্টার্স-এ ফিরে আমার প্রথম কাজ নগুয়েন হু-কো-কে গুলি করে হত্যা করা। আমার সামরিক ক্ষমতাই যথেষ্ট, তবু আমি আপনার অনুমতি চাই।

নগো দিন হু এখন তৎপর। প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলেন,

—সর্বনাশ হবে। নগুয়েন হু-কো কে কিছু জানতেই দেবেন না। ষড়যন্ত্রকারীদের সমস্ত সূত্র আমরা হারিয়ে ফেলবো। ঐ লোকটাকে ব্যবহার করুন।

ক্যু-ডে-টা-র ব্যাপারটা আমরা যখন জেনে ফেলেছি, তখন কাউন্টার ক্যু-ডে-টা-র জন্যে আমাদের এখনই তৈরি হওয়া দরকার।

আলোচনা চলে।

জেনারেল দিন্ পরামর্শ দেন,

—সায়গনে বিপুল ফোর্স আমদানি করা দরকার। আর্মির সঙ্গে ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া বাহিনী নামিয়ে দিয়ে বিদ্রোহীদের ভয় দেখানো দরকার।

নগো দিন হ্যু এখন উত্তেজিত,

—মন্দ বলেননি কথাটা, তবে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কম্যাণ্ডার লেফটেনাণ্ট কর্নেল নগুয়েন নগোক্ থল্ ও লী কোয়াং টাং কে আপনি সর্ব সময়ই পাশে রাখুন। ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি এতটুকু ক্ষমা দেখাবেন না। কুকুরের মত গুলি করে মারবেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ান জেনারেল দিন্। সিঁড়ি দিয়ে ছোট বেতের ছড়িটা হাতে নিয়ে তরতর করে যখন নিচে নামছেন, দেখলেন প্যালেস গাডরা খটাখট শব্দ তুলে কুর্নিশ করছে। জেনারেল দিন একটু থমকে দাঁড়ান। মনে মনে ভাবেন, এদেরই চোখে কিছু সময় আগে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় তিনি শুধু সন্দেহ আর অবজ্ঞাই দেখেছেন।

নাটকীয় চক্রান্ত দ্রুত এগিয়ে চলে। জেনারেল দিন্ সিক্রেট সার্ভিসের কর্নেল লী কোয়াং টাং-কে বললেন,

—বাইরে থেকে সায়গনে প্রচুর ফোর্স এসে গেছে। আমেরিকানরা সন্দেহ করতে পারে। আপনি স্পেশাল ফোর্সের চারটে কোম্পানী অবিলম্বেই বাইরে পাঠান। দরকার হলে আমেরিকানদের বলতে হবে, ভিয়েত কং দের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে ট্রুপস্ মুভমেণ্ট হচ্ছে।

লী কোয়াং টাং প্রেসিডেন্ট দিয়েম ও হ্যু কে পরামর্শ করেন। প্রেসিডেন্ট দিয়েম রাজি হন। হ্যু বলেন,

—জেনারেল দিন্ যা বলেন এখন সেইভাবে কাজ করো।

—জেনারেল মিন্ আজ রাষ্ট্রদূত হেনরী ক্যাবট লজের সঙ্গে দেখা করেছেন। জেনারেল মিন ··

—সব জানি, আমি জেনারেল দিন্-এর কাছে আগেই খবর পেয়েছি।

লী কোয়াং টাং স্পেশাল ফোর্স বাইরে সরিয়ে নিলেন। নির্বিঘ্নে প্রেসিডেন্ট দিয়েম ও হ্যু র সবচেয়ে অনুগত বাহিনীটি সায়গনের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন

জেনারেল দিন্। বাছা বাছা সেনাদের আমদানি ইতিমধ্যে শেষ করেছেন। দুই মেরিন ব্যাটেলিয়ন আর এম-১১৩ আর্মাড ফৌজ। বিন্ ডুয়ং প্রদেশ থেকে এলো মেরিন সেনা। দুই ব্যাটেলিয়ন প্রেসিডেণ্ট অনুগত এয়ার বোর্নট্রুপস্ বাইরে চলে গেল। নতুন ফৌজ সায়গনের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। জেনারেল দিন তাঁর ক্যাম্প লী ভ্যান দুয়েত্ এ কুড়িটা ট্যাঙ্ক সমাবেশ করেছেন। সর্বসাকুল্যে তখন চল্লিশটা ট্যাঙ্ক তৈরি। প্যালেস সিকিউরিটি থেকে সন্দেহ প্রকাশ করলে নগো দিন ন্যু জানান,

—ঘাবড়াবেন না, আমাদের নির্দেশে বিদ্রোহীদের চূর্ণ করবার জন্যেই ট্যাঙ্কের এই প্রস্তুতি।

নভেম্বরের প্রথম শুক্রবার। সায়গনের সাধারণ জীবনযাত্রা স্বাভাবিকই ছিল। প্রেসিডেণ্ট দিয়েম যথারীতি দু'জন ভি আই পি র সঙ্গে দেখা করেছেন। হংকং-এর পথে সায়গনে 'রুটিন ভিজিট' দিতে এসেছেন এডমিরাল হ্যারী ফিট। তিনি দূর প্রাচ্যের আমেরিকান সেনাবিভাগের কম্যাণ্ডার। রাষ্ট্রদূত হেনরী ক্যাবট লজের সঙ্গে দিয়েম খুব স্বাভাবিক নিয়মেই গল্পগুজব করেছেন।

বেলা তখন একটা। প্রেসিডেণ্ট দিয়েম ও ন্যু তখন লাঞ্চের টেবিলে খাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। মাদাম ন্যু ইয়োরোপ সফর শেষ করে গেছেন লস এঞ্জেলস্। বিরাট "গিয়া লং" প্রাসাদে মাদাম ন্যু র উঁচু ক্ষুর-ওয়ালা জুতোর চটুল পদশব্দ নেই। রাজপ্রাসাদ বড় নীরব। বড় নিঝুম।

লাঞ্চের সময়। প্রধান প্রধান সড়কে ট্রাফিকের বিরাম নেই। মোটর বাইক, স্কুটার আর ট্যাক্সির সঙ্গে অগণিত প্রাইভেট কার ছুটছে। টিফিনের অল্প সময়ের বাঁধা বরাদ্দের মধ্যে লাঞ্চ শেষ করতে হবে। রমণীয় ব্যুলেভার্ড-এর দু পাশের কাঁচ বসানো দোকানে দোকানে রোদ বাঁচানো ভারি ত্রিপল টেনে দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্কের প্রবেশ পথে খসখস নামানো। শীতকাল তবু দুপুরের চড়া রোদ মোটেই প্রীতিকর নয়।

বিয়েন হোয়া-র হাইওয়ের ওপর গাড়ি আটকে ক্যাপ্টেন হো টান কুয়েন-কে হত্যা করে ক্যু ডে-টা-র কাজ শুরু হ'ল। দেখতে দেখতে এয়ারপোর্টের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ওদিকে আর্মি অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ পলিসি ম্যাটার-এর বৈঠকের ছুতো দেখিয়ে স্টেনগানের মুখে তাদের বিদ্রোহী দলে যোগ দিতে বাধ্য করেন কর্নেল দো মউ। জেনারেল দিন্ কে বলা হ'ল তাঁর নিজস্ব থার্ড কোর

হেডকোয়ার্টার্স সামলাতে। সামরিক অফিসারদের বিদ্রোহে যোগদান করবার শপথবাণী জেনারেল মিন্ টেপ করলেন ও তার অনেকগুলো কপি বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে পাঠালেন। নগো দিন দ্যু'র অতি বিশ্বাসভাজন কর্নেল টাংকে রিভলভারের মুখে দাঁড় করিয়ে স্পেশাল আর্মি ও ঝটিকা বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করবার নির্দেশ প্রচার করা হ'ল।
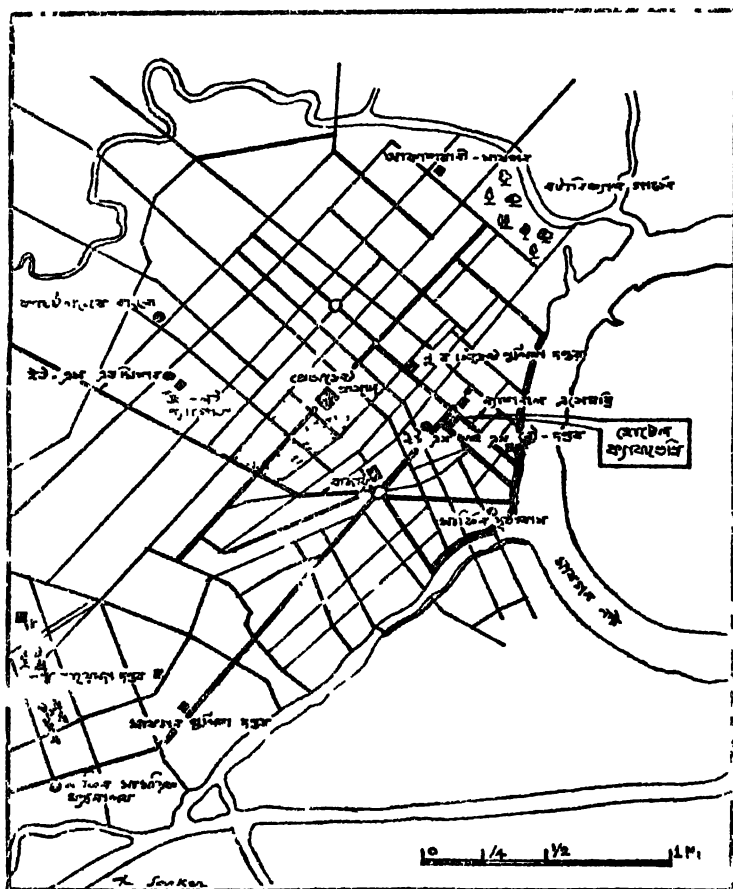
প্রায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পুলিশ হেডকোর্টার্স, রেডিও স্টেশন, পোস্ট অফিস বিদ্রোহী সেনারা দখল করে নেয়। কোথায়, কার বিরুদ্ধে কারা লড়ছে বোঝবার আগেই ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। একটা চোরা ফোন সেণ্ট্রাল পুলিশ থেকে সরাসরি দ্যু-র সঙ্গে কথা বলতে চায়। খাওয়ার টেবিল থেকে উঠে দ্যু ফোন ধরেন।

—স্যার, মেরিন সেনাদের মতলব কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। একধার থেকে সীল করতে শুরু করেছে। কণ্ট্রোল রুম আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে।

ন্যু বললেন,

—দেখছি, আমি জেনারেল দিন্-এর সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

ন্যু তার মিলিটারী এডি-কে ডেকে বললেন,

—জেনারেল দিন্-কে ফোনে ধরো। বলো, পুলিশ স্টেশনে মেরিন সেনারা এসে গেছে। সেখানে যেন এখনই ট্রুপস্ পাঠানো হয়।

জেনারেল দিন্ কে ফোনে পাওয়া গেল না।

দিয়েম বলেন,

—জেনারেল দিন্ কে বিদ্রোহীরা ধরেছে নাকি ?

ন্যু অস্থির। শুধু বললেন,

—ব্যাপারটা বুঝতে পাচ্ছি না।

আধ ঘণ্টা পর আবার ফোন করা হ'ল। জেনারেল দিন্ তখনও ফেরেননি। ওদিকে দেখতে দেখতে সমস্ত কিছু হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। বন্দী কর্নেল টাং ন্যু-কে টেলিফোনে জানালেন, আমি আত্মসমর্পণ করলাম। তারপরেই কর্নেল টাং-কে হেডকোয়ার্টার্স-এর বাইরে এনে গুলি করে মারা হ'ল।

প্রেসিডেন্ট দিয়েম ও ন্যু যখন গোটা ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ন্যু বললেন,

—জেনারেল দিন্-এর সবটাই মিথ্যে কথা। আমি এতক্ষণ কাউণ্টার ক্যু-র কথা ভাবছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি হয়তো জেনারেল দিন্ ই ক্যু-ডে-টা-র এক মস্ত পাণ্ডা।

ভয়াবহ পরিস্থিতি আন্দাজ করতে পারেন প্রেসিডেন্ট দিয়েম।

নগো দিন ন্যু পাগলের মত প্যালেস ট্রান্সমিটার থেকে সব ডিভিশনের কম্যাণ্ডারের কাছে ট্রুপস্ চেয়ে পাঠাচ্ছেন। এক একটা যোগাযোগ নষ্ট হচ্ছে। লাইন পাওয়া গেলেও কোন উত্তর মিলছে না।

ইতিমধ্যে জেনারেল দিন্ জেনারেল দন-কে দিয়ে সই করিয়ে নগুয়েন হু-কো-কে সপ্তম ডিভিশনের ভার দিয়ে মাই-থো পাঠালেন। হেলিকোপ্টারে উড়ে চললেন নগুয়েন হু-কো। বাছাই না করেই আর্মি অফিসারদের সবাইকেই গ্রেপ্তার করলেন।

বিমানবাহিনী সক্রিয় হয়ে ওঠে। ক্রমাগত উপক্রুত অঞ্চলের মাথার ওপর

দিয়ে উড়তে থাকে। নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্সে দিয়েম অনুগত বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী সেনাদের মাঝারি রকমের সংঘর্ষ চলছে।

দুপুর থেকেই রেডিও বন্ধ। বিদ্রোহীদের হাতে রেডিও স্টেশন চলে যাবার পর আর কিছু শোনা যায়নি। বেলা তখন চারটে। সায়গন রেডিও প্রথম প্রচার শুরু করে,

—সাহসী সেনারা প্রস্তুত হও! নগো দিন দিয়েম সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। নিজেদের পরিবারের চূড়ান্ত সুযোগ-সুবিধে করে নিয়ে দেশবাসীকে অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন। আমি তাই বিদ্রোহ করেছে। বিপ্লব সফল হতে চলেছে। আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করবার অভিসন্ধি নেই। আমরা ক্ষমতালোভী নই—দেশের স্বার্থে আমরা এই বিদ্রোহ বেছে নিয়েছি। দেশবাসী আমাদের সঙ্গে থাকুন।

বিদ্রোহী সেনানায়কদের নাম পড়া হয়। চোদ্দজন জেনারেল, সাতজন কর্নেল ও একজন মেজর স্মারকলিপিতে সই করেছেন।

প্রেসিডেন্ট দিয়েম ও নু্য বিদ্রোহী জেনারেলদের প্রাসাদে আহ্বান করলেন। আলোচনার টেবিলে বিরোধ মেটাতে আগ্রহ দেখালেন। কিন্তু আগের ভুলের পুনরাবৃত্তি হয় না। জেনারেল মিন বললেন,

—আত্মসমর্পণ করুন। আপনার সঙ্গে কোন রফায় আসতে চাই না।

নু্য তখন সম্পূর্ণ উন্মত্ত। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠাচ্ছেন।

কোন উত্তর নেই।

শেষ পর্যন্ত রিপাবলিকান ইয়ুথ ও প্যারা মিলিটারী উইমেন্স গ্রুপের কাছে আবেদন পাঠালেন। কিছু কাজ হ'ল না তাতেও।

প্রেসিডেন্ট দিয়েম রাষ্ট্রদূত লজকে ফোন করলেন। শেষ মুহূর্তে হেনরী ক্যাবট লজ ওয়াশিংটন যাত্রা স্থগিত রেখেছেন। মিঃ লজ দিয়েমকে ভরসা দেন,

—দেখি কী করতে পারি। আপনার দৈহিক নিরাপত্তা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। তবে আমার মনে হয় আত্মসমর্পণ করলেই আপনি ভাল করবেন। আপনি কী আমাদের দূতাবাসে আশ্রয় চান?

শেষে জ্ঞানশূন্য প্রেসিডেন্ট দিয়েম ফোন নামিয়ে রাখেন।

প্রেসিডেন্ট দিয়েমের একমাত্র অনুগত জেনারেল হুয়েন ভ্যান কাও সম্পূর্ণ নিরুপায়। নগুয়েন হু-কো অল্পক্ষণের মধ্যেই মাই-থো আর্মি

হেড কোয়ার্টার্স-এ শক্তি সংহত করেছেন। জেনারেল কাও-কে ফোন করে জানালেন,

—সমস্ত ফেরী-বোট আমি মেকং নদীর এপারে নিয়ে এসেছি। চুপচাপ বসে থাকুন। নদী অতিক্রম করবার চেষ্টা করলে নিজের মরণই আপনি ডেকে আনবেন।

সামরিক অভিযান এবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। অভ্যুত্থানের খবর এতক্ষণে বিদেশে গিয়ে পৌঁছেছে। ওয়াশিংটন অনেক দূর। প্রায় দশ বারো হাজার মাইলের ব্যবধান। ঘড়িতে সেখানে অন্য সময়।

একটি জরুরী কল আসে। সেক্রেটারী অব স্টেটস্-এর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে একটা ব্যাগ্র কণ্ঠ শোনা যায়। সুন্দরী টেলিফোন অপারেটরের চোখে ঘুম। ক্লান্তি জড়ানো সুরেলা কণ্ঠে তাঁর অনুযোগের সুর,

—এখন রাত প্রায় দুটো। মিঃ ডিন রাস্কের ঘরে এখন লাইন দেওয়া কী ঠিক হবে! আপনি তাঁর সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলবেন?

—সায়গন থেকে বলছি। হট্ লাইন আটকাবেন না। মিঃ রাস্কের ঘরে এখনই লাইনটা দিন। আমি হেনরী ক্যাবট লজ কথা বলছি।

ডিন রাস্কের সঙ্গে ক্যাবট লজ বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন। সায়গনের রাজনৈতিক নাটক এত দ্রুত জমে উঠবে হয়তো ভাবতেই পারেননি।

একটু চিন্তা করলেন ডিন রাস্ক। তারপর ফোন তুলে প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর যখন ঘুম ভাঙালেন তখন রাত তিনটে। একমাত্র ঘুম ভাঙেনি মাদাম ন্যু-র। বেভারলী হিলস্-এর উইলশায়ার হোটেলের ৮৪৩ নম্বর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে পালঙ্কের নরম বালিশে মাথা রেখে তিনি তখন গভীর নিদ্রামগ্ন।

সায়গনের রাজনীতিতে গুরুতর অনিশ্চয়তায় কমিউনিস্টদের বড়রকমের আক্রমণের সুযোগ-সম্ভাবনার কথা ভেবে আমেরিকান সপ্তম নৌবহরকে সতর্ক করা হয়। আমেরিকান নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্যে অহরহ উৎকণ্ঠিত কেবল্ আসতে থাকে। উল্টো তার খবর নিয়ে ছোটে,

—*No American was even injured in Saigon.*

তারপরেই বোধ হয় বাইরের সঙ্গে সায়গনের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একমাত্র সামরিক চ্যানেল ছাড়া সমস্ত কিছুই অকেজো হয়ে পড়ে।

প্রেসিডেণ্ট দিয়েমের কাছে বিদ্রোহী জেনারেলদের বার্তা আসে,

—অযথা রক্তপাত আমাদের কাম্য নয়। আপনারা আত্মসমর্পণ করুন। আপনাদের দৈহিক নিরাপত্তার ভার নিতে আমরা রাজি আছি। দেশের বাইরে

আপনাদের পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হবে। আপনারা অবিলম্বেই আত্মসমর্পণ করুন।

উৎকট আভিজাত্যের দম্ভ প্রেসিডেণ্ট দিয়েমকে আরও নিষ্ঠুর নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে চলে। সম্পূর্ণ নিরুপায় অথচ পুরোপুরি অনমনীয়।

জেনারেল মিন্ প্রাসাদ আক্রমণ করবার জন্যে ট্রুপস্ পাঠালেন। অভ্যুত্থান শুরু হবার প্রায় পনের ঘণ্টা পর ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি প্রাসাদ অবরোধ করে। কিন্তু প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করা কঠিন। উঁচু পাঁচিলের ব্যবধান, তারপর কাঁটাতারের বেষ্টনী। ওদিকে প্রাসাদ সংলগ্ন অঞ্চলে সাধারণ নাগরিকদের বাস। একদিকে আমেরিকান কয়েকটি পরিবারের আবাসগৃহ। শেষ মুহূর্তে দিয়েম একবার জেনারেল দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেন। তখন ভোর চারটে। জেনারেল দিন্ বললেন,

- সব শেষ। আপনাদের ধ্বংস আসন্ন।

প্রাসাদ পুরোপুরি আক্রান্ত হ'ল। প্রায় সাতশো সেনা এই আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে। ট্যাঙ্ক, কামান ও মেশিনগানের বিরামবিহীন আক্রমণ চলতে থাকে। ন্যু প্রাসাদের বাইরে থেকেও সৈন্য আমদানী করেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট দিয়েম ও ন্যুকে বাঁচানোর জন্যে প্যালেস গার্ডরা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ শুরু করে। প্রাসাদ রক্ষায় তারা বদ্ধপরিকর। মনে হয় যেন অবরুদ্ধ ভার্সাই। আক্রান্ত প্রাসাদ রক্ষায় সুইস্ গার্ডরা এইভাবেই মরণপণ সংগ্রাম করেছে সেদিন। কিন্তু প্রাসাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বালির বাঁধের মত ভেঙ্গে পড়ে। আর উপায় নেই। প্যালেস সুইচ বোর্ড কাজ করছে না। একমাত্র দিয়েমের ঘরের ডাইরেক্ট লাইন সায়গন টু থ্রি ওয়ান টু সিক্স বিদ্রোহীরা নষ্ট করেনি। প্রেসিডেণ্ট দিয়েম ন্যু-কে বলেন,

—উপায়! আত্মহত্যা অসম্ভব !!

—পালাতে হবে। আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। বাইরের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ আমার নষ্ট হয়েছে। প্যালেস গার্ডদের ভরসা করা বোকামো।

বড় করুণ সে দৃশ্য। শক্তিশালী নট পাদপ্রদীপ থেকে চিরতরে বিদায় নিচ্ছেন। সমস্ত কিছু গোছানোই ছিল। শেষ বারের মত একবার পরীক্ষা করে নিলেন। কোটি কোটি ডলারের চোরাই অর্থের স্ফীতকায় বিদেশী ব্যাঙ্কের পাশ বইগুলো সঙ্গে নিলেন। মাদাম ন্যু-র অতুলনীয় হীরের সংগ্রহ ন্যু সেফ থেকে পকেটে পোরেন। কয়েক লক্ষ বিদেশী মুদ্রা আর হীরে জহরতের ব্যাগটি দিয়েম নিজেই

হাতে তুলে নেন। ঘর ছেড়ে আসবার সময় বার বার ফিরে ফিরে তাকান। কী ফেলে গেলেন, কী রেখে গেলেন—বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন।

মর্মান্তিক পলায়ন। নগো দিন্ দিয়েমের রাজনৈতিক জীবনের নিষ্ঠুর বিয়োগান্ত। শেষ দৃশ্য। কিন্তু এ দৃশ্য যেন নতুন নয়। দুনিয়ায় এমন হতভাগ্য চরিত্রের বিনাশ এই নিয়মেই হতে দেখা গেছে। অনেকের সঙ্গে দিয়েমের জীবনের বিয়োগান্ত এই অধ্যায়ের আশ্চর্য মিলই খুঁজে পাওয়া যায়।

ঠিক এই ভাবেই ফ্যাসিজমের অন্যতম জনক বেনিতো মসোলিনী জনতার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে গোপনে মিলান ত্যাগ করে সুইস্ ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করতে চেয়েছেন। এই ভাবেই চিয়াং কাই শেক একদিন জনতার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন। রক্তাক্ত পদ চিহ্ন রেখে প্যারাগুয়ের পথে এক জলযানে চেপে যেমন ডমিনগো পেরন একদিন বুয়েনোস আয়ার্স থেকে ঠিক এই ভাবেই পালান। বগোদার অভ্যুত্থানে তাড়া খেয়ে প্রাণভয়ে রোজাজ পিনিল্লা ঠিক এই নিয়মেই এয়ারপোর্ট ত্যাগ করেন। হাভানা অবরুদ্ধ। দেশবাসী তাঁকে ছিন্নভিন্ন করবে, প্রেসিডেন্ট বাতিস্তা বুঝতে পেরেছিলেন। কোটি কোটি ডলারের পাশ বই আর অগণিত মণিমুক্তো নিয়ে প্রেসিডেন্ট বাতিস্তাও তাই প্রাসাদ ছেড়ে ঠিক এইভাবেই মিয়ামী বা ফ্লোরিডার পথে হাভানা বিমানঘাটি ত্যাগ করে যান।

বিদ্রোহীরা পাঁচ মিনিটের জন্যে আক্রমণ বন্ধ রাখলে। লাউডস্পীকারে ঘোষণা করা হ'ল,

—প্রাসাদের ক্ষয়ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়। প্রেসিডেন্ট দিয়েম আত্মসমর্পণ করুন। আমরা পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।

তখন ছ'টা। লাউডস্পীকারের ঘোষণায় কোন কাজ হ'ল না। গুলিবর্ষণ শুরু হ'ল নতুন করে। জানলা দরজা আর দেওয়াল ভাঙ্গা শুরু হ'ল। কাঁচের অগণিত সার্সি ভেঙ্গে চুরমার হতে লাগলো। প্রাসাদ-রক্ষীরা দোতালা ও তেতালার বিভিন্ন জায়গা বেছে নিয়ে অবিশ্রান্ত পাল্টা গুলিবর্ষণ করে চলেছে।

কিছুক্ষণ পর দোতালার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটা জানলা থেকে সাদা পতাকা ঝুলতে দেখা গেল। প্রাসাদ থেকে গুলিবর্ষণও বন্ধ হ'ল। বোঝা গেল প্রাসাদ-রক্ষীরা আত্মসমর্পণ করতে চায়।

বিদ্রোহী সেনারা অপেক্ষা করে না। আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রাসাদের দিকে ছুটে চলে। সে এক রক্তাক্ত উন্মাদনা। প্রতিটি ঘরে অনুসন্ধান চলে। পর্দা, কার্পেট লণ্ডভণ্ড হয়। দিয়েমের শৈলচিত্র আছড়ানো শুরু হয়েছে। সীমাবদ্ধভাবে লুটও চলে কিছুক্ষণ। দু' ফুট লম্বা এক জাপানী পুতুল নিয়ে একজন সেনাকে অতিশয় বিব্রত দেখা যায়।

প্রেসিডেন্ট দিয়েমকে প্রাসাদে পাওয়া যায় না। নগো দিন-নু ও পলাতক। বিদ্রোহী সেনাদের বিপুল পাহারা থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে এই পলায়ন সম্ভব হ'ল অনেকেই ভেবে পান না।

প্রেসিডেন্ট দিয়েম ও নু গোপন আণ্ডার গ্রাউণ্ড ট্যানেল দিয়ে ওয়াটার ফ্রন্টে আসেন। সেখানে একটা পরিত্যক্ত বৃটিশ ল্যাণ্ড রোভার পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে আরও প্রকাশ পায়, এখান থেকে তিনি একটা সিটন গাড়িতে সোজা চায়না টাউন চোলনের দিকে যাত্রা করেন।

চোলনে কোটিপতি এক চীনা বন্ধুর গৃহে আশ্রয় নেন নু। জরুরী অবস্থার জন্যে নগো দিন নু'র পরামর্শে প্রাসাদ থেকে পালানোর ব্যবস্থা ও আশ্রয়স্থল দিয়েম ঠিক করে রেখেছিলেন। এখান থেকেই প্রাসাদের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সঙ্গে দিয়েম যোগাযোগ রাখছিলেন

সকাল সাড়ে ছ'টায় দিয়েম জেনারেল ডন্-কে জানান তিনি আত্মসমর্পণে প্রস্তুত আছেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় কর্নেল থো চোলনে সেই চীনা বন্ধুর বাড়িতে যখন এলেন প্রেসিডেন্ট দিয়েম ও নু সেখান থেকেও আত্মগোপন করেছেন।

প্রেসিডেন্ট নগো দিন দিয়েমের সবচেয়ে নিষ্ঠুর, রোমাঞ্চকর এই কয়েক ঘণ্টার নির্ভরযোগ্য ও সম্পূর্ণ অভ্রান্ত রিপোর্ট আজও পাওয়া যায়নি।

তবে দেখা যায় চীনা বন্ধুর আশ্রয় ত্যাগ করে শেষে চোলনেই এক ক্যাথলিক চার্চে প্রেসিডেন্ট দিয়েম ও নু আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরবর্তী কর্মসূচী কী ভাবে সাজাচ্ছিলেন জানা যায়নি। দিয়েম কী হেনরী ক্যাবট লজের সঙ্গে শেষ বারের মত যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছিলেন? কী ভাবছিলেন দিয়েম। গির্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনে হয়তো মুহূর্তের জন্যে আনমনা হয়ে গিয়েছিলেন। ভয় পেয়েছিলেন হয়তো। মঙ্গল ঘণ্টার মধ্যেও হয়তো তিনি অমঙ্গলের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। কাঁপা-কাঁপা ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি শুনে হয়তো তাঁর মনে হয়েছে "ফর হুম দি বেল টোল্স?"

ক্রমশঃ বিলীয়মান ঘণ্টাধ্বনির অবরোহণকে ধরে একটা যান্ত্রিক কর্কশ একটানা আওয়াজ বাড়তে বাড়তে সামনের ওপর আছড়ে পড়লো। চমকে উঠলেন দিয়েম। হীরে জহরতের স্তূপ দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ন্যু উঠে দাঁড়ান।

খাকী রঙের আর্মাড কার। প্রথমে নামতে দেখলেন সিভিল গার্ডের অধিকর্তা কর্নেল নগো লাম-কে। পেছনে জেনারেল মাই লু খুয়েন।

পরস্পরবিরোধী নানা গুজব ছড়ায়। শোনা যায় আর্মাড কার এ তুলেই প্রেসিডেন্ট দিয়েম ও ন্যু-কে হত্যা করা হয়। ফটোগ্রাফ থেকেও বোঝা যায় গাড়িতেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ন্যু-র দেহে গুলির আঘাত ছাড়াও অনেকগুলো ছুরির ক্ষতচিহ্ন ছিল। জেনারেল খুয়েন নাকি ভ্রাতৃদ্বয়কে গুলি করবার আদেশ দেন; সংবাদে আরও প্রকাশ গুলি করে হত্যা করবার আদেশ স্বয়ং জেনারেল মিন্-ই দিয়েছিলেন। দিয়েমের মাথায় প্রথম গুলি করা হয়। তারপর ন্যু-কে মারা হয়।

মিল অনেকের সঙ্গেই। কিন্তু দিয়েমের জীবনের এই শেষ অংশটুকুর হয়তো বেনিতো মুসোলিনী-র জীবনের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি মিল। আমেরিকান ট্যাঙ্ক মিলানে পৌঁছে গেছে। মুসোলিনীর সুইস্ ফ্রন্টিয়ারের উদ্দেশ্যে গোপনে রাতের অন্ধকারে মিলান ত্যাগ, ক্রমাগত স্থান পরিবর্তনের পর বিপুল হীরে-জহরৎ, মণি-মুক্তো আর বিদেশী মুদ্রা সহ 'দঙ্গো'র পাহাড়ী পথে বিপ্লবী মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়া ও ভিল্লা বেলমোন্তির নির্জন পথে কমিউনিস্ট বিপ্লবী ভেলেরিয়োর হাতে নিহত হবার রোমহর্ষক কাহিনীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নগো দিন দিয়েম-কে চোলনে তাড়া করে এসে ক্যাথলিক গির্জা থেকে টেনে বার করে হত্যা করার মধ্যে অত্যাশ্চর্য মিলই লক্ষ্য করা যায়। দু'জনেই ছিলেন সর্বেসর্বা। দু'জনেই ফ্যাসিস্ট। দিয়েমের দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে সায়গন সামরিক সদর দপ্তরে। মুসোলিনীকে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছিল মিলান-এর পিয়াজেল্ লরেটোর প্রকাশ্য আঙ্গিনায়।

জেনারেল দিন্ এতটা চাননি। তিনি প্রচার করলেন,—দিয়েম ও ন্যু শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই বেছে নিয়েছেন।

সাময়িকভাবে মার্শাল ল তুলে নেওয়া হয়েছে। মাদাম ন্যু-র নাচের ওপর নিষেধাজ্ঞা আজ নেই। তাঁর "টাইম অব ভিয়েতনাম"-এর পত্রিকা ভবন জ্বলছে। জেল মুক্ত হয়েছে।

সায়গন আজ জনতার হাতে চলে গেছে। সাধারণ মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত

উচ্ছ্বাস, অফুরন্ত হৃদয়াবেগ, যা ইচ্ছে তাই করবার স্পৃহাকে বাধা দেওয়া হয় না। রাস্তাঘাট বন্ধ। দিয়েম, ন্যু ও মাদাম ন্যু-র ছবি পোড়ানো হচ্ছে জড়ো করে। স্টাচু গুঁড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। নগো পরিবারের এতদিনের রাজকীয় সহস্র স্মৃতিচিহ্ন যেন এখনই নির্মূল করা হবে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে একমাত্র তামার মুদ্রা ছাড়া দিয়েমের ছবি আর কোথাও পাওয়া গেল না।

অবাধ্যতা বেশ কিছুক্ষণ চলতে দেওয়া হ'ল। আমেরিকান পরামর্শদাতাদের সক্রিয় ভূমিকা আবার তৎপর হতে দেখা যায়। জনতার উল্লাস তাঁদের যেন ভয় করে। দূতাবাস থেকে নির্দেশ আসে,

—জনতাকে এতক্ষণ এভাবে ছেড়ে রাখতে নেই। মুণ্ডহীন দানবকে এভাবে খুলে দিতে নেই।

সামরিক বাহিনীকে তৎপর হতে দেখা যায়,

—রাস্তা পরিষ্কার করে দিন। সব ঘরে যান। আর্মিকে কাজ করতে দিন। রাস্তা খালি করে দিন। সব ঘরে ফিরে যান।

জেনারেল মিন্ আজ ক্ষমতা দখল করেছেন। লস এঞ্জেলস্ থেকে মাদাম ন্যু-র কণ্ঠ শোনা যায়,

—If really my family has been treacherously killed with either the official or unofficial blessing of the American Government, I can predict to you all that the story in South Vietnam is only at its beginning.

ওয়াশিংটনে স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রেস বলে,

—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সাম্প্রতিক সায়গন অভ্যুত্থানের কোন যোগ নেই। আমরা কিছুই জানি না।

নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর এক সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে হেনরী ক্যাবট লজ সমস্ত কিছুই অস্বীকার করেন,

—The United States was not involved in the overthrow of the Diem regime···The overthrow—of the Diem regime—was a purely Vietnamese affairs.

ওয়াশিংটন প্রেস সরাসরি দায়িত্ব কাটাতে চায়,

It's their country, their war, and this is their uprising.

নিরপেক্ষ যে কোন চতুর ব্যক্তি একটু চিন্তা করলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয়

অদৃশ্য চক্রান্তের হদিশ করতে নিশ্চয়ই পারবেন। এই ধরনের ক্যু-ডে-টা-য় বহু আমেরিকানের যোগদানের প্রয়োজন হয় না। গোটা চক্রান্তের পেছনে একজনই যথেষ্ট। শেষদিকে দিয়েমের প্রতি ওয়াশিংটনের বিশেষ কোন দুর্বলতা থাকার কোন যুক্তি নেই। প্রয়োজন যতদিন ছিল ততদিন যথেচ্ছ ব্যবহার করা গেছে। শেষ দিকে দিয়েম যে ভাবে চলছিলেন তাতে খোদ মার্কিন সেনাদের হয়তো সরে আসতে হতো। তাই ম্যাক্সওয়েল টেলারের টেনিশ পার্টনার জেনারেল মিন্‌কেই তাঁরা বেছে নিলেন।

রাজনীতির প্রাথমিক কাণ্ডজ্ঞান যাঁর আছে তিনি নিশ্চয়ই এই নাটকীয় হত্যাকাণ্ডের উৎস পর পর মিলিয়ে দেখবেন।

জন্মযাত্রীর প্রথম থেকেই মার্কিন "সিক্রেট সার্ভিস"-এর ঝানু বিশেষজ্ঞদের সায়গন পাঠানো হয়। তুরস্ক, গুয়াটেমালা, কোরিয়া, ইরাণ ও কিউবায় গুপ্তচর বৃত্তিতে এঁরা হাত পাকিয়েছে। সায়গনের মার্কিন দূতাবাস, "ম্যাগ" ও ইউসোম (*U. S. O. M.*)-এর অধীনে এরা কাজ নিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছিল। ক্যু ডে-টা হবার মাস খানেক আগে হংকং-এর "ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা", "সাংহাই ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন" ও "ব্যাঙ্ক অব টোকিও" হতে দশ থেকে চব্বিশ মিলিয়ন ডলার তোলা হয়।

হেনরী ক্যাবট লজের সায়গনে আসার তারিখ ছিল ২৬শে আগস্ট। কোন কারণে সেটি পিছিয়ে শেষ পর্যন্ত ২৯শে আগস্ট স্থির হয়। কিন্তু দিয়েম-ন্যু ২১শে আগস্ট মার্শাল ল জারী করায় রাষ্ট্রদূত লজ সায়গন এলেন ২২শে আগস্ট। জেনারেল মিনের সঙ্গে তিনি কয়েকবার দেখা করেছেন। ইউসিস (*U. S. I. S.*) তখন ষড়যন্ত্রের তীর্থক্ষেত্র।

চরম মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট কেনেডী রাষ্ট্রদূত নলটিং-কে বিশ্বাস করতে পারেননি। কঙ্গো ও তুরস্কে ক্যাবট লজ যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে সায়গনের পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাঁকেই যোগ্য ব্যক্তি মনে হয়েছে। ম্যাকনামারা ও ম্যাক্সওয়েল টেলর ঘুরে যাবার পরই কেনেডী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

হেনরী ক্যাবট লজ সায়গন আসবার পর থেকেই দ্রুত ঘটনা ঘটতে থাকে। কমার্শিয়াল ইম্পোর্ট প্রোগ্রামের দশ মিলিয়ন ডলারের মাসিক বরাদ্দ বন্ধ করে দিলেন ক্যাবট লজ। নগো দিন ন্যু-র স্পেশাল ফোর্সের মাসিক বেতনের তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার কাটা পড়লো।

রবার্টসনকে সায়গন থেকে ফিরিয়ে নেবার পর আর কোন টাকাই দেওয়া হয়নি।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় ক্যু-ডে-টা সফল করবার জন্যে জেনারেল মিন্-কে একশো মিলিয়ন পিয়াস্ত্রা খরচার জন্যে দেওয়া হয়। খবরে আরও প্রকাশ এডমিরাল হ্যারী ফ্লেট্ প্রেসিডেন্ট দিয়েমকে নরমে-গরমে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

স্বয়ং প্রেসিডেন্ট কেনেডী প্রকাশ্যে বলেছেন,—দিয়েম সরকার যেভাবে চলছে তাতে কম্যিউনিস্টদের দমন করা যাবে না।

ওয়াল্টার ক্রনকাইট-এর সঙ্গে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট কেনেডী স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন,

—*Winning of the war against the Communist Viet Cong would probably require changes in policy, and perhaps in personnel in the Diem Government.*

কাকে সরাতে চেয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট কেনেডী ?

তবে নতুন পলিসি হয়তো সাজানো হয়েছিল সুন্দর করেই, কিন্তু যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ভয়াবহ সরীসৃপ প্রেসিডেন্ট নগো দিন দিয়েম-কে চোলনের গির্জাতে নির্মমভাবে দংশন করে, তার ঠিক তিন সপ্তাহ পরেই ডালেসের রাজপথে লী হার্ভে অসওয়াল্ড-এর টেলিস্কোপিক রাইফেল থেকে ছুটে আসা ঐ একই কালকূট বিষে নিজেকেই যে বিষিয়ে উঠতে হবে—হয়তো মুহূর্তের জন্যে কল্পনাও করতে পারেননি প্রেসিডেন্ট জন ফিটজারেল্ড কেনেডী।

রাজনৈতিক নাটক বড় নির্মম। ঘন ঘন এর রঙ বদলায়। ম্যাক্সওয়েল টেলর জেনারেল মিন্-কেই তাঁর টেনিস পার্টনার বেছে নেন। নাইট ক্লাব থেকে জ্যাক রুবীর হঠাৎ আবির্ভাব হয়। '*Assassin's Assassin*' নাটক সমস্ত কিছু গোলমাল করে দেয়। আড়াই হাজার পাতার ওয়ারেন কমিশন রিপোর্ট-এ তার ব্যাখ্যা মিলবে না কোনদিন।

রাজনীতি বড় নিষ্ঠুর। ইতিহাস বড় বিচিত্র।

আন্দ্রে মরিশ এর কাছে নগো দিন দিয়েমের অন্যতম ভ্রাতা নগো দিন কান এর গল্প শুনেছিলাম। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকে মনে করেন দিয়েমের চেয়ে কান আরও যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন :

—a tough and willfull man, kept his region notably free of Communist Viet Cong

কান সেন্ট্রাল ভিয়েতনামের ছিলেন সর্বেসর্বা। অপরাপর ক্ষমতা থাকায় তাঁর অদম্য লোভ ও কল্পনাতীত নিষ্ঠুরতার কথা গোপন ছিল বহুদিন। খাজনা আদায় না হলে তিনি গ্রামকে গ্রাম ঘিরে দয়াপাতহীন গুলি চালানোর নির্দেশ দিতেন। ১০।৫৯ আইনের ভ্রাম্যমান 'ফাঁসী লটকানোর ইউনিট' তাঁর এলাকায় অন্য যে কোন জায়গার চেয়ে বেশি ঘুরতো। রাজস্বের টাকায় তিনি খুলে বসেছিলেন জাহাজী ব্যবসা। তিনি ছিলেন হুয়ে র একচেটিয়া চোরাকারবারের অন্যতম নেতা। শত শত একরের রবার বাগিচা ফরাসীদের হাত থেকে সরাসরি কিনে নিয়েছিলেন। মাইলের পর মাইল হেটে গেলেও নগো দিন কান এর জমি আর ফুরোয় না। মধ্যযুগীয় রাজাদের মত ছিল তাঁর গতিবিধি। মাদাম নু চাপে পড়ে একবার তাঁর জাহাজে খানাতল্লাশি করবার আদেশ দেন। কান ক্ষেপে গিয়ে বলেছিলেন,

—মাদাম নু কে আমি খুন করবো।

কিন্তু অনুসন্ধান চলে ও পরে অনিবার্য কারণে সে অভিযান পরিত্যক্ত হয়। তদন্তকারী অফিসার আবিষ্কার করেন—সমস্ত কিছুর পেছনে আছেন নগো দিন নু। নিজেদের মধ্যে তদন্তকারী অফিসার মন্তব্য করেন,

—How can I persuade her that all my investigation lead back to Nhu? Every road leads to Nhu.

কমিউনিস্টদের তিনি গ্রেপ্তার করতেন না। সোজাসুজি গুলি করে মেরে ফেলতেন। গ্রামবাসীদের কেউ তাঁর এতটুকু বিরুদ্ধাচরণ করলে ১০।৫৯ আইনের মোক্ষম এক ধারায় ফেলে দিতেন। নিজের দেশের মানুষের ওপর তাঁর নির্দয় শাসন আফ্রিকায় বৃটিশ ও ফরাসীদের নিগ্রো হননকেও হার মানিয়েছে।

অসংখ্য দৃষ্টান্ত পরে প্রকাশ পায়। রোমহর্ষক ঘটনা দিয়েমের পতনের পর জানা যায়। অতিবড় মার্কিন উপদেষ্টাও শিউরে উঠেছেন। নরমেধ যজ্ঞের

এতবড় পুরোহিতকে দেখে হয়তো তাঁদের স্যরেনবার্গ ট্রায়ালের কথা মনে হয়েছে। আমি প্রসঙ্গক্রমে একটি দৃষ্টান্ত সামনে রাখবো।

নগো দিন কান পাঁচশো পিয়াস্ত্রা-য় মানুষের কান কিনতেন। রক্তাক্ত বিবর্ণ একটা মরা ডান কানের জন্যে তাঁর পুরস্কারের বাঁধা বরাদ্দে অনেকেই সাড়া দিয়েছে। কথায় ভোলবার মানুষ নন কান—ভিয়েত কং-টি-কে যে হত্যা করা হয়েছে তার প্রমাণ হিসাবে ওই কান দাখিল করতে হতো। পুরস্কারের লোভে এক শ্রেণীর মানুষ প্রলুব্ধ হয়, অগণিত নিরীহ গ্রামবাসী এই নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে প্রাণ হারায়।

খবরটা ভিয়েত কং-দের কানে যায়। তাদের কাছে খবর পৌঁছোয় হুয়ে-র এক রেঁস্তোরার মালিক এই বীভৎস কান সংগ্রহ বাহিনীর অন্যতম পাইকার। রেঁস্তোরা আক্রান্ত হয়। নির্মমভাবে গেরিলারা মালিককে হত্যা করে তল্লাশি চালায়।

একটা আলমারী খুলে তারা ছোট ছোট পলিথিনের খামে অসংখ্য মানুষের বাম কান উদ্ধার করে। প্রতিটি খামে নিহত ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও রাখা ছিল।

সে এক বীভৎস দৃশ্য। মালিকের সখ দু'টি। ডান কান জমা দিয়ে পুরস্কার হাতে নেবার পর বাম কানটি তিনি পুরস্কারের ফাউ হিসেবে রেখে দিতেন। টাকা পয়সার হিসেব থাকতো— বীরত্বের নজীরও তিনি সঙ্গে রাখতে ভালবাসতেন। আর একটি ড্রয়ার থেকে নীল ছোট ছোট কতকগুলো খাম উদ্ধার করা হয়। প্রতিটি খামে খানিকটা চুল। মেয়েদের মাথার চুল। মেয়েদের ধর্ষণ করবার পর কাঁচি দিয়ে অল্প একটু চুল সংগ্রহ করতেন তিনি। মেয়েটির নাম, বয়স ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখে নীল খামে রেখে দিতেন।

রেঁস্তোরা মালিকের বীভৎস এই ডায়েরী রাখার পদ্ধতি ও মধ্য ভিয়েতনামে নগো দিন কানের ভয়াবহ শাসনের কথা যখন প্রমাণিত হয় তখন মার্কিন অনুগত আর্মির মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দেয়।

দিয়েমের পতনের পর নগো দিন কান মার্কিন দূতাবাসে আশ্রয় নেন। উত্তেজনার প্রথম ঝাপটা প্রশমিত হলে জানানো হয়—উপযুক্ত আদালতে কান-এর বিচার হবে। কান আত্মসমর্পণ করেন। সামরিক আদালত এই মানুষটিকে ফাঁসী দেবার নির্দেশ দেয়। সামরিক আদালত এক বাক্যে স্বীকার করেন নগো দিন কান-এর অপরাধ অমার্জনীয়, বীভৎস, নারকীয় অপরাধ।

একটি মাত্র লোক তখন সামরিক প্রধানদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। নগো দিন কান-কে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টায় সত্যিই তাঁর তুলনা নেই। কালো চেকার ম্যারাথন সিডন্ গাড়ি নিয়ে, কোটের তলায় ভোঁতা নাকওয়ালা ৩৮ ক্যালিবার স্মিথ

ও ওয়েসেন রিভলভার কাঁধের হলস্টারের সঙ্গে ঝুলিয়ে একবার জেনারেল মিনের সদর দপ্তরে আবার কখনও জেনারেল মুয়েন খান-এর অফিসে এই মানুষটির তদ্বিরের শেষ নেই। মানুষটি স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেনরী ক্যাবট লজ। স্ত্রী এমিলির কাছে শঙ্কা প্রকাশ করেন,

—*The execution might tarnish the image of Saigon's U. S. supported Government.*

সামরিক শাসন কিন্তু অনমনীয়। শেষ পর্যন্ত হেনরী ক্যাবট লজ অনুরোধ জানান,

—*Kindly allow Ngo Dind Can to face a firing squard rather than die under the guillotine.*

সামরিক আদালত শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রদূত লজের সম্মানার্থে এ অনুরোধটুকু মেনে নিলেন।

স্বৈরাচারী দিয়েমের সর্বশেষ উত্তরাধিকার, নগো পরিবারের নীল রক্তের শেষ চিহ্ন ভিয়েতনামের মাটি থেকে চিরদিনের মত মুছে গেল।

মাদাম ন্যু আর ফিরবেন না। পুত্র-কন্যাও তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দু' সপ্তাহ আগে আমেরিকান প্রেস তাঁকে রাক্ষসী, ড্রাগন লেডি আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ সর্বত্র তিনি বন্ধু পেয়েছেন। প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেণ্ট নিক্সন ফোনে সান্ত্বনা দেন। প্রকাশক সরাসরি প্রস্তাব রাখছেন—আপনার মহান জীবনী লিখুন—আমি এক লক্ষ ডলার দিতে প্রস্তুত। ৯০ ডলারের দৈনিক হোটেল ভাড়া, নতুন গাড়ি ও যাবতীয় খরচা চালানোর দায়িত্বভার আমেরিকান বন্ধুরা হাসতে হাসতে মেনে নিলেন। মাদাম ন্যু ভিয়েতনাম থেকে পশ্চিমী প্রধান প্রধান শহরে কী পরিমাণ অর্থ সরিয়ে ফেলেছিলেন তার হদিশ করা অসম্ভব। একজন বেরসিক রিপোর্টার দুম করে প্রশ্ন করেছিলেন, সুইটজারল্যাণ্ডে এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ফিগারের ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্টস্ ও চমৎকার ভিলা থাকতে আপনি লস এঞ্জেলস্ বেছে নিলেন কেন?

মাদাম ন্যু ফুঁসে উঠেছেন—মিথ্যে কথা। আপনি সভ্যতা জানেন না।

চতুর রিপোর্টার হেসে বলেছেন,

—*You can't treat us like this! You're in America now.*

ভিয়েতনামের মাটি থেকে নগো পরিবার নিশ্চিহ্ন হ'ল। দীর্ঘ নয় বছরের তীব্র ও ভয়াবহ শাসনের অবসান হয়। "রেভলুশনারী মিলিটারী কাউন্সিল"—

এর অন্যতম নেতা দং ভ্যান মিন্-কে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা লুফে নিলেন। লাঞ্চে, পার্টিতে ডিনারে সবাই এক বাক্যে মেনে নিলেন—*very nice man and very tough.* পেণ্টাগনের আরও পছন্দ হয়—*Gulliver among his country's Lilliputians.* শ্যাম্পেনের গ্লাস হাতে নিয়ে হেনরী ক্যাবট লজ জড়াজড়ি করে পাশে দাড়িয়ে জেনারেল মিনকে রসিকতা করে বলেন—তবু আপনার চেয়ে আমি তিন ইঞ্চি বেশি লম্বা। আমি ছয়-তিন। ফোকলা দাতে জেনারেল মিন্ হাসেন। ইচ্ছে করেই মাঝে মাঝে তিনি নকল দাঁত পরতে ভুলে যান। জাপানীদের হাতে বন্দী হবার আখ্যান ও ভয়াবহ অত্যাচারের গল্প ফাঁদবার সুযোগ তিনি কোন সময়ই ছাড়েন না।

জেনারেল মিন বৌদ্ধ। তিন ছেলেমেয়ে ও অতি সুন্দরী স্ত্রী। কদাচিৎ মদ্যপান করেন। বন্ধুবান্ধবেরা রসিকতা করে বলেন—*a quart of whisky would last him a year.*

টেনিস খেলেন। ষোল ফিট লম্বা মটোর বোট নিয়ে রিমোট কনটোলের সাহায্যে সায়গন নদীর বুকে ঝড় তুলে মাঝে মাঝে সমস্ত জলযানকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলতে মিন্ ভালবাসেন।

দিয়েমের পতনের তিন সপ্তাহ পর ম্যাকনামারাকে নতুন পর্যায়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধ শুরু করবার নির্দেশ দিয়ে কেনেডী ওয়াশিংটন ত্যাগ করলেন। সত্তর জন মার্কিন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে ম্যাকনামারা, হ্যারী ফ্লিট ও হেনরী ক্যাবট লজ যখন হনুলুলুতে মিলিত হয়েছেন তখন লী হার্ভে অসওয়াল্ড তার ইটালীয়ন ম্যান-লিচার কারকানো ৬৫ এম এম. টেলিস্কোপিক রাইফেলের ফ্রেমের ক্রশ হেয়ার-এ প্রেসিডেণ্ট কেনেডীকে ডালেসের পথে ধরে ফেলেছে। জ্যাক রুবী এক স্ট্রিপটিস ডান্সারের সঙ্গে লাভের বখরা নিয়ে ব্যস্ত। পর মুহূর্তেই '*My God I am hit*' বলে প্রেসিডেণ্ট কেনেডী ঢলে পড়লেন। জ্যাকুলিনের রিক্ত কণ্ঠ শোনা গেল—

—*Oh, my God, they have shot my husband. I love you Jak.*

প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর '*intensify the war in South Vietnam*' পরিকল্পনা তবু হনুলুলুতে বিস্তারিত আলোচিত হয়। ঝিমিয়ে পড়া পটভূমি আবার নয়া উদ্যমে জেগে ওঠে। দিয়েম সরে গেলেও তার প্রেতাত্মা কিন্তু সায়গন ছেড়ে গেল না। নতুন ঘোড়া একই পথে চলতে শুরু করলো।

সন্ত্রাস আবার নতুন করে শুরু হয়। জেনারেল মিন্ শক্তি সংহত করবার চেষ্টায় মার্কিন দূতাবাসকে খুশি রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা চালালেন। বৈদেশিক

কূটনৈতিক প্রতিনিধির সঙ্গে বাথ স্যুট পরা মাদাম ন্যু-র ফটোগ্রাফ প্রকাশ করবার অপরাধে চৌদ্দটি সংবাদপত্র বন্ধ করে দিলেন জেনারেল মিন্। মিটিং হরতাল বা যে কোন জমায়েত নিষিদ্ধ হ'ল। গ্রামকে গ্রাম সাবাড় করবার ভয়াবহ ফৌজী হামলা আবার শুরু হ'ল নতুন করে। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের পরিচালনায় চীফ অব জেনারেল স্টাফ, জেনারেল লা ভ্যান কিম বড় রকমের পরিকল্পনা নিয়ে সর্বত্র আক্রমণ শুরু করেন। দিয়েমের প্রেতাত্মা যেন প্রাণ ফিরে পায়। ফরাসী পত্রিকা মন্তব্য করে,

...Thus the tennis match of which Count Sforza spoke would be interrupted only to change ball boys. "Big Minh", as the American familiarly called him, calmly resumed his place near the net.

পলাতক ও অন্তরীণ ভিয়েতনামীকে বলতে শোনা যায়,

— We have passed from regime of American protectorate to that of direct administration.

আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাঘাতও ফিরে আসে। ইউ পি. আই. সংবাদ দেয়: *A 189,000 gallon petrol depot was set ablaze at Vinh Long.* লং আন-এ ২১৯টি স্ট্রেটেজিক ভিলেজের মধ্যে মাত্র ২০টি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে। সবত্র বিদ্রোহী গ্রামবাসীরা গেরিলাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। গেরিলাদের হাতে পাঁচ হাজার সরকারী ফৌজ প্রাণ হারায়। হাজারের ওপর সংরক্ষিত এলাকা গেরিলাদের হাতে চলে যায়। শতাধিক বিমান নষ্ট হয়। মোট পাঁচ লক্ষ মানুষের বত্রিশটি গ্রাম বিপ্লবী এলাকার সঙ্গে যুক্ত হ'ল।

পেন্টাগন অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। জেনারেল মিন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে মার্কিন দূতাবাস—

General Minh is playing much the same popular role as General Naguib did in the Egyptian revolt.

জেনারেল মিন্ ক্ষমতা দখলের তিন মাস পর ভাই নাসের আত্মপ্রকাশ করলেন। তবে এবারের ক্যু-ডে-টা-য় নাটকীয়তা কম। রক্তারক্তিও অনুপস্থিত। দক্ষিণ ভিয়েতনামের এই নতুন নাসেরের নাম—জেনারেল ন্যুয়েন খাঁন। ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ-এ স্টাডি টুর শেষ করেছেন। পাহাড়ী ভাষায় দক্ষ। দিয়েমের বিরুদ্ধে প্রথম প্যারাট্রুপার রিভোল্ট ইনিই চুরমার করেছিলেন। থুতনীর কাছে অল্প একটু দাড়ি। সর্বক্ষণ সিগারেট হাতে থাকে। এককালে ভিয়েতমান

ও হো-চি-মিন-এর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ছিলেন, পরে দালাতে ফ্রেঞ্চ আর্মি একাদমীতে ভর্তি হন। সেই কারণেই হয়তো লিবারেশন ফ্রন্ট ও গেরিলা মুক্তি ফৌজ সম্পর্কে তিনি আরও নির্মম।

হেনরী ক্যাবট লজ মুগ্ধ হন। মন্তব্য করেন,

—He is obviously intelligent, obviously patriotic and obviously tough.

জেনারেল খাঁন-এর হবী সম্পর্কে মার্কিন রিপোর্টার মন্তব্য করেন,—

—breeding of tropical fish and sea swallows.

স্বয়ং ম্যাকনামারা মৈত্রী সফরে এলেন। জেনারেল খাঁন-কে পছন্দই হ'ল। বেশ ভরসা নিয়েই ওয়াশিংটনে ফিরে যান। প্রেসকে জানান,

—The U. S did not rule out the possibility of carrying the war to North Vietnam.

এপ্রিলের শেষে জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড জেনারেল হারকিন্স-এর জায়গায় মিলিটারী এড কম্যাণ্ডের ভার নিয়ে সায়গন এলেন। জুনের শেষে রাষ্ট্রদূত হয়ে এলেন ম্যাক্সওয়েল টেলর। হেনরী ক্যাবট লজ ওয়াশিংটন ফিরে গেলেন। গাল্‌ফ অব টনকিন্‌-এর এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার থেকে প্রথম উত্তর ভিয়েতনাম আক্রান্ত হ'ল। জেনারেল খাঁন সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্শাল ল জারী করলেন। দিয়েমের পর নব্বই দিনের মধ্যেই সেপ্টেম্বরের শেষে আবার একটা কু-ডে-টা দেখা দিল। তারপর একটার পর একটা অভ্যুত্থানে সায়গনী শাসন উঠছে-পড়ছে। নতুন নতুন জেনারেল, অসামরিক ডেমোক্রাট ও উচ্চবর্ণের রাজপুরুষ পাদপ্রদীপের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন—আবার মিলিয়ে গেছেন। কেউ পালিয়েছেন দেশ ছেড়ে। কেউ অন্তরীণ। সহ-অবস্থানের নীতিই আবার মেনে নিয়েছেন কেউবা।

সায়গনী শাসন ক্ষমতা এ পর্যন্ত দশবার হাত বদল হয়েছে। তীব্র হয়েছে অত্যাচার, ভিয়েত কং গেরিলা বাহিনীর পাল্টা আক্রমণও হয়েছে তীব্রতর। হাজার হাজার মার্কিন সেনা বিভিন্ন জোন-এ আমদানি করা হচ্ছে। বিপুল মার্কিন অস্ত্র আমদানিরও যেন বিরাম নেই।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজনীতি ও সামরিক পরিস্থিতিরই শুধু বদল হয়নি, গোটা দুনিয়ার অনেক কিছুরই অদলবদল হয়েছে। ক্রুশ্চেভ সরে গেছেন। এসেছেন কসিগিন—ব্রেজনেভ। ত্রিমূর্তি ভবনে শ্রীনেহরুকে আর দেখা যাবে না

কোনদিন। "জয় কিষাণ" শ্লোগান নিয়ে শাস্ত্রী দেখা দিয়েছেন। আড্নুয়র-এর স্থান দখল করেছেন এরহার্ড। ডগলাস হোম তাঁর পল্লীভবনে ফিরে গেছেন। হেরল্ড উইলসন নির্বাচিত হয়েছেন। নাটক এখন ওয়াশিংটন-মস্কো বন-নিউ-দিল্লী থেকে প্যারী করাচী-পিকিং-হ্যানয়ে কেন্দ্রীভূত। কমন মার্কেট ঘটিত কেলেঙ্কারী থেকে দ্য গল আবার মাথা চাড়া দিচ্ছেন। রক্তের দাগ মিলিয়ে গেছে, এল. বি. জে. হোয়াইট হাউসে প্রবল তেজে প্রতিষ্ঠিত। যাবার আগে ডগলাস হোম এল. বি. জে -কে কথা দিয়ে গেছেন, আপনি আমার মালয়েশিয়া সাপোর্ট করুন—ভিয়েতনামে আমরা আপনার পাশে থাকবো। বিচ্ছেদের পর নাবালক সন্তানের অধিকার নিয়ে স্বামী স্ত্রীর তিক্ততার মধ্যে হাসতে হাসতে এটর্ণী ব্যারিস্টার এসে যেমন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় ও নাবালকের অভিভাবকত্ব দাবী করে, অনেকটা যেন সেই নিয়মে মস্কো-পিকিং বিভেদের সুযোগ নিয়ে মার্কিন পেন্টাগন ভিয়েতনামের নাবালক গণতন্ত্র রক্ষায় সপ্তম নৌবহরে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে ঘিরে ফেলেছে। অবরোধ ও অভিযান সারা বিশ্বময়। সাইপ্রাস থেকে কঙ্গো। কিউবা থেকে ডমিনিকান রিপাবলিক। কোরিয়া, ওকিনহায়া, আবার লাওস, কম্বোডিয়া ও থাইল্যাণ্ড পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট।

দশহাত ঘুরে দক্ষিণ ভিয়েতনামের শাসন ক্ষমতায় আছেন এখন ন্গুয়েন কাও কী। মার্কিন বিশেষজ্ঞরা এই মানুষটিকে এখনও পছন্দ করছেন। গোঁফ ও গলায় স্কার্ফ বাঁধা ছাড়া ইয়াঙ্কী ঢঙটা রপ্ত করেছেন সুন্দর। কী একজন দক্ষ বৈমানিক। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-কে নিয়ে উপদ্রুত অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। চোখে গগলস্, আঁটো জিনস্ পরা মাদাম কী ফটোগ্রাফারদের বিশেষ আকর্ষণ। কাও কী একজন মজবুত লোক। ডাকোটা থেকে এফ—১০৪ স্টার ফাইটার চালানোতে তিনি সমান দক্ষ।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম আজ সম্পূর্ণ আমেরিকার হাতে চলে গেছে। "এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীর খুন"-এর সঙ্গে ইয়াঙ্কী ডলার ও মার্কিন নীলরক্ত মিলিত হয়ে যে পলিটিক্যাল স্যালাড তৈরি হয়েছে, তাতে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী ডিনার টেবিল আজ যেন অপরাজেয়। ক্রুশ্চেভের '*peaceful Co-existence with non Socialist Societies*'-কে এরা ভিনিগারের মত ব্যবহার করছে। ডগলাস হোম জনসন তৈরি *Malaysia-Vietnam deal* ও বড় সাধের "*Anzus partners*" (অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড) সাইড ডিশগুলির অন্যতম

আকর্ষণ। নগো দিন দিয়েম, জেনারেল মিন, খাঁন ও কাও কী টেবিলের পাট করা ন্যাপকিন। সাদা ধবধবে পাট করা দিয়েমকে তাঁরা কোলে বসিয়েছিলেন একদিন। ভয়াবহ আহারের রক্তচিহ্নে যখন দিয়েম রক্তিম হয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলা হ'ল। জেনারেল মিন্ অতি অল্প দিনেই রক্তাক্ত আহারে এমন ভিজে উঠলেন যে মার্কিন ডেমোক্রেসীর শুভ্র ট্রাউজার্স নষ্ট হবার উপক্রম। তাই তাঁকে সরিয়ে জেনারেল খাঁনকে কোলে টেনে নেওয়া হ'ল। তারপর একটার পর একটা। এইসব সজীব ন্যাপকিন ফরাসী আর্মি একাদমী, আমেরিকার ফোর্ট লিভেনওয়ার্থের আড়ং ধোলাই ও সি. আই. এ-র রম্য সুগন্ধে পরিশোধিত।

পলিটিক্যাল ডিনার টেবিলে এই ন্যাপকিন বদলানো শুধু ভিয়েতনামেই নতুন নয়। দিয়েমের মত সীংম্যান রী-কেও যথেচ্ছ ব্যবহার করে একদিন তাঁকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল কোরিয়া থেকে। ডিনার টেবিলই উল্টে গেল, নইলে চিয়াং-কাই-শেক-কেও তাঁরা বদলে নিতেন। লাতিন আমেরিকা ইয়াঙ্কী ডলার নৃত্যের আজ অন্যতম গেম স্যাঙচুয়ারী। দু' একটি দেশ ছাড়া সর্বত্র এই নিয়ম অপ্রতিহত শক্তিতে আজও বিরাজমান। স্বাধীনতার পর বলিভিয়াতে ৬০টি ক্যু-ডে-টা হয়েছে। গত সত্তর বছরে ভেনেজুয়ালায় ৫০টি, কলম্বিয়ায় ২৭টি। আর প্যারাগুয়াতে পুরোপুরি ১০০টি। লক্ষ্য করা যায়, কাঁচা মাল, খনিজ ও সুলভ শ্রম প্রভিটি দেশের অন্যতম আকর্ষণ।

মুক্ত দুনিয়ায় "বুফে-পার্টি"তে আমন্ত্রণ জানিয়ে, কোলের ওপর সজীব এই ন্যাপকিন ও ডেমোক্রেসীর উষ্ণ কথায় নিত্য নতুন সংবিধানকে "ফিঙার-বৌল্" হিসাবে ব্যবহার করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ দুর্দমনীয় ভয়াবহ ক্ষুধায় মত্ত। এশিয়া ও আফ্রিকায় নবলব্ধ স্বাধীন দেশগুলি আজ পলিটিক্যাল স্যালাডে সিক্ত করে কেটেকুটে নিয়ো কলোনিয়ালিজম-এর সুস্বাদু পরিজ-এর সঙ্গে নিঃশেষ করে খেতে ইয়াঙ্কী ইম্পিরিয়ালিজম আজ বদ্ধপরিকর।

হিসেব করে দেখি যেদিন রাত্রে আঁদ্রে মরিশ রিল্‌কের কবিতা আর মালের বোতল শেষ করে নিজের কামরায় গেলেন সেই দিনই ব্যাপারটা ঘটেছে। আমরাও শুতে গেলাম, ভদ্রলোকেরও ঘুম ভাঙলো। শরীর ছিল ক্লান্ত। ডানলোপিলোর নরম বিছানায় আরও অনেকটা ঘুমোতেন। ভারী কিছুর পতন ও কাচ ভাঙ্গার আওয়াজে ঘুম ছুটে যায়। বিছানা থেকে উঠতে যেতেই বাধা পেলেন। সামনে-পেছনে উদ্ধত সাব-মেশিনগান নিয়ে চারজন। কর্কশ আদেশ,

—আপনি এখন আমাদের হাতে বন্দী।

—আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার করলাম।

নিজের কানকেই বিশ্বাস হয়নি। প্রথমে মনে হয়েছে দুঃস্বপ্নে অবাঞ্ছিত একটা চরিত্র তাঁকে যেন ভয় দেখাচ্ছে। তবে সহজে ভেঙ্গে পড়বার মানুষ নন। উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন জানালার দিকে। পর্দা সরিয়ে দেখলেন তাঁর ভিলা-জলি সামরিক বাহিনীর হাতে চলে গেছে। সাঁজোয়া গাড়ি বাগানেও প্রবেশ করেছে। স্তব্ধ স্থির—বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যান।

—চলুন।

উদ্ধত সাব-মেশিনগানের দিকে একবার ফিরে তাকালেন। এতদিন শুধু আদেশই দিয়েছেন। আদেশ মেনে চলতে নিতান্তই অনভ্যস্ত। তবু শৃঙ্খলা বজায় রাখাই তিনি পছন্দ করলেন। ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। পড়ে রইলো শূন্য বিছানা। ছেড়ে এলেন ভিলা-জলি। সামরিক পাহারায় যখন তাঁকে গাড়িতে তোলা হয়, একবার শুধু ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকান। পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে শ্বেতপাথরের অতি সুন্দর ভিলা-জলি আলো-আঁধারীর মধ্যে কেমন রহস্যময়। অদূরে ঢেউ ভাঙ্গার অবিশ্রান্ত আওয়াজ ভেসে আসছে। অতি নিকটে মেডিটেরিয়ান আছড়াচ্ছে। অজ্ঞাত যাত্রাপথ কোথায় শেষ হবে যখন এই মানুষটি ভাবছেন, দুনিয়ার সর্বত্র টেলিপ্রিন্টারে, কমার্শিয়াল চ্যানেলে আর বিভিন্ন দূতাবাসের কেবল্‌-এ তখন একই সংবাদ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে :

—Ben Bella deposed and under arrest.

—Bloodless coup in Algiers. Colonel Boumedienne in power.

পাঁজি পড়ে, দিন দেখে ক্যু-ডে-টা হয় না। কিন্তু আলজেরীয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। বিশেষ করে দ্বিতীয় এ্যাফরোশীয় সম্মেলনের মুখে প্রেসিডেণ্ট বেন বেল্লার ক্ষমতাচ্যুতি অনেকের কাছেই রহস্যময় মনে হয়েছে। যদিও নবগঠিত বিপ্লবী পরিষদের নেতা কর্নেল হুয়ারী বুমেদিন ঘোষণা করেছেন, বৈঠক ও সম্মেলন হবে, তবু গোটা পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়।

কর্নেল বুমেদিন সম্পর্কে জোর গুজব তাঁর কোন পালিটিক্যাল অ্যাম্বিশন নেই। বেনবেল্লা একজন স্বৈরাচারী, কপট, রাজস্বের যথেচ্ছ অপব্যবহার, প্রতারণা, চুরি ও প্রতিদিন দেশকে অন্ধকার অনিশ্চয়তার দিকে নাকি নিয়ে যাচ্ছিলেন।

কর্নেল বুমেদিন সম্পর্কে ফরাসী মহল বলে মিশরে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনোর পর তাঁর গতিবিধি খুবই রহস্যময়। তবে তিনি সামরিক শিক্ষা মস্কো ও পিকিং—দু' জায়গাতেই পেয়েছেন। প্রাক্তন যক্ষারোগী, অসম্ভব কফি ও চা পান করেন। একরাশ অগোছালো মাথার চুল, চুয়াড়ে মুখে লালচে গোঁফ। কর্নেল বুমেদিন অবিবাহিত।

কায়রোতে বেন গেদার নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার গঠনের পূর্বে কর্নেল বুমেদিন ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রণ্টে যোগ দেন। ফরাসীদের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনে তাঁর রোমহর্ষক সৈনিক জীবন অনেকেরই শ্রদ্ধা ও ভীতির কারণ হয়। স্বাধীনতা বিরোধী ফরাসী সামরিক ও এ. এস. গুপ্ত বাহিনীর নেতা সালানের গ্রেপ্তারের পর আলজেরীয় জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি ও একশো বত্রিশ বছরের ফরাসী শাসনের অবসানে ক্ষমতা দখলের সময় কর্নেল বুমেদিন বেন বেল্লাকে রক্ষা করেন। ফেরহাত আব্বাস ও ফেরহাত আব্বাসের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছেন। এই কর্নেল বুমেদিনই কর্নেল মহম্মদ ছাবানীর সাহারা মরুভূমি অভিযান ধ্বংস করেন। বেন বেল্লা বিরোধী সোস্যালিস্ট ফ্রণ্টের নায়ক হোসিন আইৎ আহম্মদকে চূর্ণ করেছিলেন। মরোক্কোর সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ, মিশরীয় সৈন্যের সাহায্য ও পুনরায় ফেরহাত আব্বাসকে অন্তরীণ করার সময় কর্নেল বুমেদিন সর্বসময়ই বেন বেল্লার পাশে ছিলেন।

আজ বেন বেল্লা কর্নেল বুমেদিনের হাতে বন্দী। গোপন সূত্রে জানা যায় তিনি সাহারার অজ্ঞাত এক বন্দীশিবিরে আটক আছেন। বেতার ভাষণে ও পশ্চিমী প্রেসের কাছে কর্নেল বুমেদিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন :

—Ben Bella would meet the fate reserved by history to all despots.

ডিনার এট এইট। মাদাম কোয়াত পুরোপুরি মেমসাহেব। বাড়ির গেট থেকেই আমি অবাক হচ্ছিলাম। এত বড বাগানবাড়িতে মাদাম কোযাত একা থাকেন। মনে হয় যেন উচ্চবর্ণের রাজপুরুষ বা এ্যাডভোকেট জেনারেলের বাড়িতে প্রবেশ করছি।

আকর্ষণীয় আটো লাল পোষাকে মাদাম কোযাতের সৌন্দর্য যেন আগুনের আলো। গলায মুক্তোর মালা। এক মাথা কালো চুল ঘাডেব দু'পাশ বেয়ে নেমেছে। টসটসে মুখশ্রীতে ঝাঁজালো প্রসাধনের অনুপস্থিতি যেন তাঁকে অনেক বেশি সুন্দর করেছে।

—এত চমৎকার বাড়ি, মিলিটারী রিকুইজিশনের থাওয়ায় পড়েন নি, আশ্চর্য!

—সবই চেনাশোনার ব্যাপার। অন্য কেউ হলে বাগানে এতদিন তাঁবু পডতো। তদ্বিরের জোরে এখনও ঠেকিয়ে রেখেছি।

—আপনার অসাধ্য কাজ নেই।

পোর্টিকো পেরিয়ে ঘরে ঢোকবার মুখে মাদাম কোযাত আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন,

—কুকুর কিন্তু ছাড়া আছে, একটু খেয়াল করে চলবেন।

—বদমেজাজী কুকুর নাকি?

—একা থাকি। তাই একটু নিজের মত করে তৈরি করেছি। সায়গনে এই রকম খোলা বাড়িতে থাকা বুঝতেই তো পারেন।

কুকুরটাকে দেখলাম। কোণের দিকে বসে দু'পায়ের ওপর মুখটা রেখে বাঘের মত একটা এ্যালশেসিয়ান একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে।

—ডাঃ থিনের ব্যাপারে আর কোন সংবাদ আছে?

—না! তবে পুলিশ বলছে দু' নৌকাতে পা দেওয়ার ফল। আপনি আইরীশ নাট্যকার সিনোকেসী-র 'জুনো এণ্ড দি পেকক্' পড়েছেন? ডাঃ থিনের হতভাগ্য সেই ছোকরার অবস্থা। তবু পুলিশ লিবারেশন ফ্রণ্ট বা সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে ডাঃ থিনের সম্পর্কে পুরোপুরি বিশ্বাস করছে না। সিকিউরিটি চীফ রসিকতা করে বলেছিলেন—ডাঃ থিনের মুখ থেকে আর কিছু বার করতে পারলেন না! সব অপদার্থ—হতো আমেরিকা দেখতেন এতক্ষণে সব হাড়হাড্ডির খোঁজ টেনে বার করেছে। সত্যি কথা বলতে কী, এরা অনুসন্ধান করতেও যেন ভয় পায়। শুনছিলাম পলিটিক্যাল ইনভেস্টিগেশনগুলো এবার সরাসরি আমেরিকান দক্ষ অফিসারের হাতে যাবে। পুলিশ মনে করে তাদের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে।

—কিন্তু গোটা দেশটাই যখন সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীনে সেখানে পুলিশেরই বা কী বলার থাকতে পারে। আপনার কি মনে হয় মিঃ সেন ?

—অপরাধীকে খুঁজে বার করাই বড় কথা। কার হাতে অনুসন্ধানের ভার পড়লো সেটা অপ্রাসঙ্গিক।

—দেখুন, কী আশ্চর্য যোগাযোগ। যদিও আপনার ওখানে আমার যাবার কথা ছিল কিন্তু কিছু দেরিও তো হতে পারতো। আর আপনার সঙ্গে সঙ্গে না থাকলে সবটাই ভেস্তে যেত। ওয়াটার বটল্‌টা শেষ পর্যন্ত কতবড় সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটাতো ভাবলে আমার গা শিউরে ওঠে।

মাদাম কোয়াত-কে যত দেখছি ততই যেন অবাক হচ্ছি। এখনও আমার ভদ্রমহিলা সম্পর্কে অহেতুক কৌতুহলের বিরাম নেই। সবটা মিলিয়ে মাদাম কোয়াত-এর এক আকর্ষণ আছে। একটা মোহ আছে। সম্মোহনী সে শক্তির কাছে সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র ও যুক্তি যেন হারিয়ে যায়।

যথেষ্ট মিশলেও মাদাম কোয়াত সব সময়েই একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেন। মনে হয় না কোন দুর্বল মুহূর্তে ভুলেও কখনও নিজের ধোঁয়াটে জীবনযাত্রার এতটুকু আভাস দিয়েছেন। আমি যথেষ্ট সতর্কতা মেনে চলি. তাঁর সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও বেফাঁস প্রশ্ন করিনি কোন দিন।

খেতে বসে মাদম কোয়াত সহাস্যে বলেন,

—আপনার ওয়ার ফ্রন্টে যাবার ব্যাপারটা প্রায় হয়ে এসেছে। যে কোন দিন আপনার ডাক আসতে পারে। তা'ছাড়া ডাঃ থিনের ব্যাপারে আমেরিকান দূতাবাসও আপনার উচ্চ প্রশংসা করেছে।

—আপনি কাদের সঙ্গে কথা বলেছেন ? আমি যতদূর জানি রিপোর্টারদের এখন উপদ্রুত অঞ্চল ঢুকতেই দিচ্ছে না।

—ঠিক জায়গায় বলেছি—গ্রাউণ্ড আর্মির সঙ্গে যাওয়াটা ঠিক হবে না—আপনি মার্কিন হেলিকোপ্টারের সঙ্গে যাবেন। আর নিষেধাজ্ঞার কথা বলছেন--চেনাশোনা নির্ভরযোগ্য লোক হলে এরা আপত্তি করবে না।

—আমাকে ওরা ফিরিয়ে দিয়েছে। দূতাবাসের সুপারিশও গ্রাহ্য করলো না। অবশ্য আমার মত রিপোর্টার অনেকেই যাচ্ছেন, তবে তাঁদের ছাড়পত্র অনেক পুরোনো। তাঁরা এশিয়ান নন।

—সবটা খুলে বলবার দরকার নেই, তবে আমি যাঁকে বলেছি তিনি সব পারেন। একটু অসুবিধে ছিল কিন্তু যখন শুনলেন আপনি আমেরিকান

করসপণ্ডেন্ট, তখন খুশিই হলেন। যাক, সেদিন এক কাণ্ড, আপনার ব্যাপারটা নিয়ে বলবো তাই মিঃ লারসেনকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। বাড়িতে আমি কোন দিন আমেরিকান তো দূরের কথা শ্বেতাঙ্গ কোন বন্ধুকেই ডাকিনি। ভদ্রলোক তো রাত্রে ডিনারে আমার এখানে আসতে আপত্তিই তুলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। তারপর সে এক কাণ্ড। কয়েক রাউণ্ড হুইস্কির পর ভদ্রলোক যেন কেমন গরম হয়ে উঠলেন। আমার শরীরের প্রশংসা শুরু করলেন। ব্যাপারটা আরও গড়ালো। সতর্ক করবারও সময় পেলাম না, ভদ্রলোক আমাকে যেই জড়িয়ে ধরেছেন, আমার একমাত্র রক্ষক জন বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে মিঃ লারসেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

—তারপর ?

—আমি অপ্রস্তুতের এক শেষ। মিঃ লারসেনেরও যেন সম্বিত ফিরে আসে। ক্ষমা চাইলেন।

—মিঃ লারসেন কী আহত হয়েছেন ?

—না। মোটা পুরু সামরিক পোষাক ভেদ করে দাঁত বসাবার আগেই আমি ধরে ফেলেছিলাম। আর কয়েক সেকেণ্ড দেরি হলে একটা বিপদ হতো।

ঘাড ঘুরিয়ে পিছু ফিরে দেখি এ্যালশেসিয়ান জায়গা পরিবর্তন করেছে। ভারী কার্পেটের ওপর পূর্বের ঢঙেই বসে। শীতল চাউনি মেলে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সেদিনের ডিনারে মিঃ লারসেন এই চেয়ারেই বসেছিলেন কিনা কে জানে ? আমার কেমন যেন ভয় করে।

মাদাম কোয়াত সহাস্যে বলেন,

—মিঃ লারসেন যে অমন একটা হাসির ব্যাপার করবেন ভাবতেই পারিনি।

রসিকতা করে বলি,

—সেই কারণেই কী ঘরে ঢুকতেই আজ কুকুর সম্পর্কে সাবধান করে দিলেন ?

খিল খিল করে হাসিতে ভেঙ্গে পড়লেন মাদাম কোয়াত,—বেশ মজার কথা বলেছেন। তবে কুকুরটা ইদানীং বড় বেশি অভিভাবকত্ব করছে। আমার শরীর যদি স্পর্শ না করেন তবে ও কিছুই বলবে না। আমার উপস্থিতিতে আমার বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্তর নিয়ে গেলেও জন ভ্রূক্ষেপ করবে না। কিন্তু না বলে একটা চামচ নিয়েও আপনি গেটের বাইরে যেতে পারবেন না। অপরিচিত কেউ হলে টুকরো করে ফেলবে। আপনাকে কামড়াবে না, কোটের

হাতা ধরে আবার ঘরে টেনে আনবে। সেদিন মিস্ত্রীর পাওনা টাকা হাতে তুলে না দিয়ে টেবিলে রেখে ওপরে চলে গিয়েছিলাম। দু' ঘণ্টা পর যখন অফিস যাচ্ছি তখন দেখলাম টাকাগুলো সামনে নিয়ে মিস্ত্রী বসে আছে তখনও। জন তফাতে দাঁড়িয়ে পাহারায় আছে। তাই আজকাল দিনের বেলায় চোখ বেঁধে অন্ধকার ঘরে আটকে রাখি—রাত্রে একটা ইঁদুরও এতবড় বাড়িতে নড়তে চড়তে ভয় পায়।

—শেকলে আটকে রাখেন না কেন?

—এ্যালশেসিয়ান বাঁধতে নেই। ওদের য়্যারিস্টোক্রেসীতে লাগে। অবশ্য এ ধারণা সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব।

ডিনারের পরেও অনেকক্ষণ বসলাম। মাদাম কোয়াত-ক দেখে প্রথম শ্রেণীর সোসাইটি গার্ল হ আমাব মনে হয়েছে এতদিন। দেখলাম সাহিত্যের খবরও রাখেন। কথায় নিজস্ব একটা সুন্দর ঢঙ আছে। লিবারেশন ফ্রণ্ট ও ভিয়েত কং-দের সম্পর্কে নিদারুণ ঘৃণা। চীনকে মনে করেন দুনিয়ার শত্রু। আবার আমেরিকান সামরিক বাহিনীর সমালোচনা করে বলেন, ডলার ছড়িয়ে পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে যুদ্ধ করতেই এরা অভ্যস্ত। সেক্সুয়াল ফ্রিডম মুভমেণ্ট ছাড়া এরা লড়াই করলো কোথায়!

ফেরার পথে অনেক কথাই ভাবছিলাম। শ্রদ্ধা, ভয় ও অফুরন্ত কৌতূহল মিলিয়ে মাদাম কোয়াত যেন আমার কাছে আরও বেশি রহস্যময়ী। কত উঁচুতে যে এঁর হাত পৌছোয় তার সঠিক কিনারা করা কঠিন। স্বামী ছিলেন আর্মি অফিসার। রণক্ষেত্রেই প্রাণ হারান। শ্বশুর ছিলেন বড় একজন ব্যবসায়ী। মাদাম কোয়াতের আর কোন খবর আমার জানা নেই।

টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছিল। হোটেলে যখন পৌছোলাম তখন বেশ রাত। জনশূন্য রাজপথ। হোটেল ক্যারাভেলির পরিচিত রক্ষী ভারী কাচের পাল্লা মেলে ধরে অভিবাদন করে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া শরীরের ওপর বয়ে নামে।

একটা মানুষ হারানো খুব বড় কথা নয়। কাগজ খুললেই হারানো মানুষের বিজ্ঞাপন নিত্য নতুন পাওয়া যায়। নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারলে উপযুক্ত পুরস্কারের লোভও দেখানো হয়। কিন্তু বিদেশী এক যুবার অন্তর্ধানে অপর এক দেশের সরকার পর্যন্ত বিচলিত হবার কী কারণ থাকতে পারে। হারানো

এমন যুবার হদিশের পেছনে কত টাকা খরচ করা চলে! পুরস্কারের পরিমাণই বা কত!

মসিঁয়ে মরিশ বলেন,—

—মিলিয়ন ডলার নিঃসঙ্কোচে ওয়াশিংটন কবুল করতে প্রস্তুত।

অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত ভাবাবেগ ও অসম্ভব ভীতিতে সম্পূর্ণ পর্যদস্ত হয়েছেন এসোসিয়েটেড প্রেসের মিঃ উইনরাইট।

—আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা লোকটা এশিয়ার কোথাও আছেন। আপনারা জানেন না, আমি এই অসম্ভব লোকটাকে বিশেষ ভাবে জানি। দুনিয়ায় এত বড় আর একটা সর্বনেশে লোক এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না।

হারানো মানুষটি আর কেউ নন, আর্নেস্টো চে গুয়েভারা। মানুষটির হদিশ নির্ণয়ে আমেরিকান গুপ্তচর সন্দেহজনক সমস্ত দেশে জাল বিস্তার করেছে। মার্কিন সংবাদপত্রেও চে গুয়েভারাকে নিয়ে গবেষণা ও জল্পনা-কল্পনা চলেছে অবিরাম। জলজ্যান্ত মানুষটি কোথায় উধাও হলেন দুর্ধর্ষ এফ বি আই আর সি আই এ তার কোন হদিশই করতে পারছে না।

কিউবার বিপ্লবে ফিদেল কাস্ত্রোর যদি প্রধান ভূমিকা হয়, তা'হলে চে গুয়েভারাকে দ্বিতীয় নম্বর না বলে অদ্বিতীয় ব্যক্তি বল্লেই ঠিক হবে। আর্জেন্টিনার এই তরুণ ডাক্তার মার্ক্সিস্ট কয়েকটি দেশে তাড়া খেয়ে খেয়ে মেক্সিকোতে যখন এসে আশ্রয় নিয়েছেন, পলাতক কাস্ত্রোর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। একাশি জন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ক্যারাবিয়েন অতিক্রম ও সিয়েরার পর্বতশিখরে মাত্র কয়েকজন সাথীকে নিয়ে আরোহণ এবং কিউবার ঐতিহাসিক বিপ্লব সৃষ্টিতে চে গুয়েভারার ভূমিকা অনন্যসাধারণ। বিপ্লবী সরকার তাঁকে প্রথমে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রধান ও পরে মিনিস্টার অব ইনডাষ্ট্রিস হিসাবে নিয়োগ করেন।

চে গুয়েভারার সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন দুর্ধর্ষ গেরিলা যোদ্ধা ও মার্ক্সিস্ট থিয়োরিটিশিয়ান। কলম ও টেলিস্কোপিক রাইফেল চালনায় তিনি সমান দক্ষ। গেরিলা যুদ্ধের ওপর তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাপূর্ণ রচনা ছেপে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যায়। গোটা লাতিন আমেরিকার মুক্তিকামী মানুষের কাছে "চে" আজ অতি নিকটের কাছের মানুষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চোখে চে *Jack of all troubles.*

মাস চারেক আগে মার্চ মাসের শেষেই চে গুয়েভারাকে হাভানায় শেষ দেখা

গেছে। সি আই এ বলে তিন মাসের দীর্ঘ ট্যুর প্রোগ্রাম নিয়ে চে হাভানা ত্যাগ করেন। এশিয়া ও আফ্রিকার নয়টি দেশে সফর শেষ করে পিকিং-এ এক সপ্তাহ কাটান। পিকিং এ প্রকাশ্যে কোন অনুষ্ঠানে তাঁকে চলতে ফিরতে দেখা যায়নি। মাও এর সঙ্গে তাঁর বৈঠক সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও চেন ঈ-র সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন। চৌ-এন-লাই-এর সঙ্গেও তিনি কয়েক দফা ঘরোয়া আলোচনায় মিলিত হন। তারপর সোজা আসেন হাভানায়। মার্চ মাসের চোদ্দ তারিখে তাঁকে তাঁর ২৯১২ নম্বর গাড়িতে শেষ দেখা গেছে বলে ইউ এস ইনটেলিজেন্স দাবী করে।

সি আই এ-র সন্দেহ দৃঢ় হয় পহেলা মে। হাভানার মে-দিবসে চে গুয়েভারার অনুপস্থিতি দস্তুরমত বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বিশ্ব শ্রমিক ঐক্য দিবসে সুবিশাল মিছিল ও প্যারেডের কোথাও চে কে খুঁজে পাওয়া যায় না। ফিদেল কাস্ত্রো, রাউল কাস্ত্রো এমন কী মিসেস চে গুয়েভারা তাঁর শিশু সন্তান নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কখনও শোনা যায় ডমিনিকান রিপাবলিকের সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর পেছনে চে গুয়েভারা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। সণ্টো ডমিনগো-ই তার সদর ঘাটি। আবার শোনা যায় সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন চে। চেহারা দেখে কেউ যাতে চিনতে না পারে তাই তাঁর মুখ বিকৃত করা হয়েছে। আবার খবর আসে চে গুয়েভারা নাকি কিউবার ওরিয়েন্টির কোন জায়গা থেকে বা হাইতির দুরারোহ পর্বতশিখর থেকে রেডিও মারফৎ বিপ্লব পরিচালনা করছেন। দাড়ি তিনি কামিয়ে ফেলেছেন। এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞরা আবার প্রচার করেন, চে গুয়েভারাকে লিমা-য় দেখা গেছে। সেখান থেকে এণ্ডামার্কার পার্বত্য অঞ্চলে কমিউনিস্ট গেরিলাদের *hide-and seek guerrilla tactics* শেখাচ্ছেন। ভেনেজুয়ালা ও কলম্বিয়ায় চে রেড গেরিলাদের যে নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন সে সম্পর্কে এক আন্তর্জাতিক টেলিভিশন কোম্পানী দাবী করে।

পলিটিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে আর এক ধরনের জল্পনা ক্রমশঃ প্রকাশ পাচ্ছে। চে গুয়েভারা কিউবাতেই আছেন। শোধনবাদের ঢেউ নাকি হাভানার তটেও আছড়ে পড়েছে! মস্কো-পিকিং তত্ত্বগত বিরোধ কিউবার পার্টিকেও দু'টুকরো করেছে। চে নাকি পুরোপুরি জঙ্গী—তিনি চায়না লাইন বেছে নিয়েছেন। ধনবাদী দুনিয়ার বিরুদ্ধে সর্বহারাদের মুক্তিসংগ্রামে পিকিং-এর মার্ক্সীয় ব্যাখ্যাকেই নির্ভুল বলে মনে করেন। মস্কোপন্থী ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে মতবিরোধ এমন স্তরে

গিয়ে দাঁড়ায় যে, চে শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার জন্যে মেক্সিকোর দূতাবাসে আশ্রয় নিয়েছেন। দ্বিতীয় এক নির্ভরযোগ্য মহলের ধারণা প্রতিবিপ্লবী আখ্যা দিয়ে ফিদেল শেষ পর্যন্ত অবাধ্য এই মানুষটিকে ক্ষমতাচ্যুত করে কারাগারে প্রেরণ করেছেন। ভিন্ন আর মহলের দৃঢ় ধারণা বুয়েনস আয়ার্স মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলে চে হাঁপানীতে খুবই ভুগতেন। ঐ রোগটিতে আবার খুবই কষ্ট পাচ্ছেন। হার্টও নাকি দুর্বল।

নাটকীয়ভাবে টি ভি-তে স্বয়ং কাস্ত্রো চে সম্পর্কে বিবিধ জল্পনা-কল্পনাকে বিদ্রূপ করে বলেছেন :

If the Americans are puzzled, let them remain puzzled. If they are nervous let them take a tranquilizer. Che is alergic to publicity. If the Americans are so curious, why don't they take a picture of Che with the U-2 ?

আমার নিজের ধারণা শারীরিক অসুস্থতাই চে-র অজ্ঞাতবাসের প্রধান কারণ। হাঁপানীতে ভুগছেন তিনি শৈশব থেকেই।

আঁদ্রে মরিশ রসিকতা করে বলেন,

—চে হয়তো হাঁপানীতে ভুগছেন। মনে হয় তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন।

রসিকতা কিন্তু গায়েই মাখেন না মিঃ উইনবাইট। ধরা গলায় বলেন,—হয়তো বিশ্রাম নিচ্ছেন, কিন্তু বিশ্রামের সময়ও তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপদ ঘটাতে চেষ্টা করবেন।

রাত অনেক। নিস্তব্ধ হোটেল। সায়গন এখন ঘুমোচ্ছে। এ সপ্তাহের ডেসপ্যাচ টাইপ করা যখন শেষ হ'ল তখন ঘড়িতে তারিখ পাল্টে গেছে। আজকের সায়গনের কাগজের অনেকটা স্থান জুড়ে আছে ডোমিনিকান রিপাবলিক। নতুন কিউবা কারিবিয়ন সাগরে যে রাজনৈতিক তুফান এনেছে, সে ঝড় ডোমিনিকান রিপাবলিককেও বড় অশান্ত করে তুলেছে। ত্রিশ বছরের একনায়কত্ব ও স্বৈরাচার প্রেসিডেন্ট ক্রু জিলো নিহত হবার সঙ্গে সঙ্গে অবসান হ'ল সত্যি, কিন্তু মধ্যপন্থী রেভুলিউশনারী পার্টির নেতা যুয়ন বশ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি দাঁড়াতে পারেননি। দক্ষিণপন্থী জেনারেল রোমানকে দেশরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করলেন এবং জেনারেল রোমানের অভ্যুত্থান স্বয়ং যুয়ন বশকেই অপসারণ করে। প্রেসিডেন্ট কেনেডীর বিশেষ তত্ত্বাবধানে পরবর্তী শাসন ব্যবস্থায় এক অসামরিক ত্রয়ীকে দেখা যায়—এমিলিও দ লস সান্তোস, রামন তাপিয়া, মানুয়েল তাভারেজ। ঠিক এই সময় লেবাননী রোমান ক্যাথলিক কর্নেল ওয়েসিনের ভূয়সী প্রশংসায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পঞ্চমুখ। এমিলিও সান্তোস ও রামন তাপিয়া প্রথমে সরে গেল। তাঁদের আসন গ্রহণ করলেন রামন কাথেবাস ও ডোনাল্ড রীড কাব্রাল। অসামরিক ত্রয়ীর ওপর জন মানুয়েল তাভারেজকেও সরে যেতে হ'ল। কিন্তু দেশের জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ, নিম্নপদস্থ সেনা বাহিনীতে চাপা বিক্ষোভ ও তরুণ অফিসারদের মধ্যে যুয়ন বশ প্রীতি নতুন এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটালো। জাতীয় প্রাসাদ তারা দখল করে নেয়। সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মার্কস রিভেরা ও সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হ'ল। কিন্তু সেই সঙ্গে চরম ভুলটিও বিদ্রোহী সেনাবাহিনী সুসম্পন্ন করতে ছাড়েনি। তারা জেনারেল ওয়েসিনকে প্রধান সেনাপতি হিসাবে মেনে নিল। অশান্তির শুরু সেখান থেকেই।

চতুর জেনারেল ওয়েসিন এক হাতে রীড কাব্রাল অপর হাতে যুয়ান বশ পন্থীদের অপসারণ করে আবার এজিলোর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। তাঁর আসল শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। জেনারেল ওয়েসিনকে ক্ষমতায় রাখতেই হবে। তাই আমেরিকান নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে ওয়াশিংটনের আজ ঘুম নেই।

আমেরিকান প্রেস বলে, জেনারেল ওয়েসিন বিরোধী সেনাবাহিনী ও বর্তমানে

পর্তো-র রিকো-য় য়ুয়ন বশের অনুগতদের নিয়ে কাস্ত্রোপন্থী বলশেভিকরা ডোমিনিকান রিপাবলিকের গণতন্ত্র হত্যা করতে চলেছে।

সি আই এ র নতুন প্রধান উইলিয়ম রেবর্ন বলেন,—*I will not have another Cuba in the Caribbean*

ম্যাকনামারা ডিন রাস্ক-কে ফোনে জানান—আমেরিকার প্রেস্টিস-ট্রেস্টিজ গেল! টি. ভি.-তে অশান্তির জন্যে শঙ্কা প্রকাশ করে প্রেসিডেণ্ট জনসন ঘোষণা করেন,

প্রিয় আমেরিকাবাসী, ডোমিনিকান রিপাবলিকের সামরিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন সেখানে আমেরিকানদের জীবন বিপন্ন, কিন্তু আপনাদের ভয় নেই। মার্কিন ট্রুপস্ ইতিমধ্যেই সেখানে নেমে পড়েছে।

তাই আজ সণ্টো ডমিনগো-র পরিত্যক্ত পোলো গ্রাউণ্ডের ওপর ৯০-এম. এম. কামান বসানো ট্যাঙ্ক গড়াতে শুরু করেছে। ব্যাটালিয়নের পর ব্যাটালিয়ন ইউ. এস. মেরিন ডোমিনিকান রিপাবলিকের হাইওয়ে অবরোধ করে আছে। এয়ার ক্রাফট কেরিয়ার 'বক্সার' থেকে ফাইটার বোম্বার নপাম নিয়ে ছুটে আসছে। রকেটে বোঝাই যুদ্ধজাহাজ কারাবিয়নের বুকে ভাসছে।

অবস্থা কিন্তু ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি কী পরিমাণ হয়েছে তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। সর্বশেষ যেটুকু খবর পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় শহর অচলাবস্থায়। খাদ্য নেই, জল নেই। ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে অপারেশন করতে হচ্ছে—বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ দেখে রেডক্রশের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলেছেন, হাজার দশেক এ পর্যন্ত হতাহত হয়েছে।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম, ফোন এলো। অফুরন্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে যান্ত্রিক ঝনঝনানিটা অসম্ভব তীব্র মনে হয়। পা দিয়ে বল টেনে নেবার মত রিসিভারটা বিছানায় তুলে নিলাম।

এত রাত্রে ফোন! জরুরী ফোন তাতে সন্দেহ নেই। প্রেস ব্যুরোর কোন উৎসাহী কর্মী হয়তো সর্বশেষ সংবাদ সম্পর্কে আমাকে ওয়াকিবহাল করতে চান। কিন্তু রিসিভার কানে তুলতেই অন্য রকম মনে হ'ল। এত রাত্রে সায়গন মিলিটারী হেড কোয়ার্টার্স আমাকে ফোন করছে! একবার ঢোক গিলে নিজের অস্তিত্ব জানান দিলাম।

—এখনই আমরা গাড়ি পাঠাচ্ছি, তাতে আপনি চলে আসুন। আমাদের চীফ আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

—খুব জরুরী?

—খুবই। আপনার সম্মতি পেলে আমরা গাড়ি পাঠাবো। চীফ আপনার মতামত জানতে চেয়েছেন।

—জরুরী প্রযোজনটা জানতে পারি কী?

—গোপনীয়, বলতে পারবো না।

—বেশ! আমি তৈরি হচ্ছি। গাড়ি পাঠান।

—ধন্যবাদ।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঝিম ধরে রইলাম কিছুক্ষণ। এত রাত্রে আমি চীফ হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠাচ্ছেন কেন? ডাঃ থিন ঘটিত কিছু? অনেক কিছুই ভাবলাম কিন্তু সকারণ যুক্তি কিছুই খুঁজে পাই না। একবার মনে হয় লেথেল ও নন-লেথেল গ্যাস সম্পর্কে ডেকে নিয়ে এঁরা জ্ঞান দেবেন নাকি! কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল হয় আমাকে ডেকেছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সামরিক দপ্তর থেকে—মার্কিন বিশেষজ্ঞরা নয়। প্রেস কনফারেন্স কখনই নয়। কোন কিছুই অনুমান করতে পারি না।

পোষাক পরিবর্তন করে তৈরি হয়ে নিলাম। ঘড়ি দেখে বুঝলাম রাত্রে আজ আর ঘুম আমার কপালে নেই। নিচের লাউঞ্জে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হ'ল। সাধারণ সেপাই নয়—একজন অফিসারকেই গাড়ির সঙ্গে পাঠানো হয়েছে। অল্পবয়সী ছোকরা—বেশ তড়িঘড়ি। তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি। সামান্য দু'চার কথায় বুঝলাম আমাকে ডেকে পাঠানো সম্পর্কে কোন খবরই তার জানা নেই। শুধু আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে আমাকে ঠিকমত পৌঁছে দেওয়াই তার একমাত্র দায়িত্ব। খাকি রঙের ভারী নতুন স্টেশন ওয়াগনের পাল্লা মেলে ধরে যুবা সপ্রসন্ন এক টুকরো হাসে।

আর্মি হেড কোয়ার্টার্স-এ যখন পৌঁছোলাম তখন কাঁটায় কাঁটায় একটা। কিন্তু কর্মব্যস্ততার শেষ নেই। ফোন ও বৈদ্যুতিক বেল বাজার আওয়াজ, সেই সঙ্গে ভারী বুটের ব্যস্ত আনাগোনা আর সামরিক যানবাহনের যাওয়া-আসার যেন বিরাম নেই।

চিফের ঘর পর্যন্ত আমাকে যেতে হ'ল না। তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারীর ঘরে আমার ডাক এলো। চেয়ার ছেড়ে উঠে করমর্দন করে সামনের চেয়ারে

আসন গ্রহণ করতে ইঙ্গিত করেন। হাবভাবে মনে হয় আমার সঙ্গে কথা বলার তাঁর খুব আগ্রহ। সুদৃশ্য কেস থেকে 'উট' মার্কা আমেরিকান সিগারেট মেলে ধরে বলেন,

—আপনাকে এতরাত্রে বিরক্ত না করে আমাদের উপায় ছিল না। কিছুক্ষণ আগে কিম মিন থো মত বদলেছেন। সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আমরা খবর পাঠিয়েছি। অসময়ে বিরক্ত করবার জন্যে আমি দুঃখিত।

অপ্রত্যাশিত সংবাদ। আশা আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম। মুহূর্তের জন্যেও কিম মিন থো র কথা আমার মনে হয়নি। কারণ সমস্ত আবেদন অগ্রাহ্য করবার খবর আমার জানা ছিল। আমি অবশ্য ভেবেছি সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরই মিঃ থো র সঙ্গে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকারে আপত্তি তুলেছে। প্রেসের প্রতি বর্তমান সায়গনী শাসন এতটা দরাজ হবে ভাবতে পারিনি।

কিম মিন থো ছিলেন ন গো দিন দ্যি র অধুনালুপ্ত কান লাও গুপ্ত ঝটিকা বাহিনীর সার্জেন্ট মেজর। দিয়েম শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের সময় বিপ্লবী সেনাদলের সঙ্গে যোগ দেন। নতুন শাসনে মিলিটারী ইনটেলিজেন্স দপ্তরে বদলী হন ও গ্রেপ্তার হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঐ বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিলেন।

মিঃ থো শেষ পর্যন্ত হাতেনাতে ধরা পড়েন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে তিনি ভিয়েত কং গেরিলা দল ও লিবারেশন ফ্রন্টের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। একটার পর একটা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি বর্তমান শাসনের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেন। সায়গনের শাসনযন্ত্রের হৃদপিণ্ডের মধ্যে থেকে তাঁর এই ভয়াবহ গুপ্তচরবৃত্তিতে যুগপৎ বিস্মিত ও শঙ্কিত হতে হয়। মিলিটারী ট্রাইবুনাল মিঃ থো কে গুপ্তচরবৃত্তি ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে গুলি করে হত্যা করবার সুপারিশ করে।

সামরিক সেক্রেটারী হেসে বলেন,

—সায়গনের মিলিটারী শাসন সংবাদপত্র ও প্রেসের মুখ বন্ধ করেছে—এই আপনাদের অভিযোগ। কিন্তু অভিযোগটা যে কত মিথ্যে আর পুরোপুরি মিথ্যে রটনা, নিশ্চয়ই সে সম্পর্কে আপনি এখন আমার সঙ্গে একমত হবেন। মিঃ থো-র সঙ্গে দেখা করবার জন্যে মোট এগারো জন দেশী বিদেশী করসপণ্ডেন্ট আবেদন করেন। একথা বলতে আমার এতটুকু সংকোচ নেই আপনারা সবাই ভেবেছিলেন আবেদনগুলো আমরা চেপে দিয়েছি। মিঃ থো-র কাছে সমস্ত আবেদনগুলো পৌঁছে দিয়েছিলাম কিন্তু তিনিই সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেন, একথা আপনারা নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাস করেননি।

—ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম। এতরাত্রে ডেকে পাঠানোর কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তবে আপনি ঠিকই বলেছেন, মিঃ থো-র কাছে যে আমাদের আবেদন শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছিল অনেকের মত আমিও বিশ্বাস করিনি। ভেবেছিলাম আপনারাই চেপে দিয়েছেন।

মিলিটারী সেক্রেটারীর ঠোঁটে আত্মপ্রসাদের হাসি,

—তা'হলে ঠিকই ধরেছি। দেখুন, প্রেসকে আমরা খোলামনে কাজ করতে দিতে চাই। তবে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অনেক সময় সতর্কতার দরকার। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার খাতিরে অনেক কিছুই গোপন করতে হয়।

—মিঃ থো করসপণ্ডেন্ট-এর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন ?

—এগারোটি আবেদনপত্র সে আবার আজ দেখতে চায়। শুনে খুশি হবেন আপনি আর এক জাপানী রিপোর্টার ছিলেন এশিযান—মিঃ থো আপনার সঙ্গেই শুধু দেখা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

—আমি তো আমেরিকান প্রেসের লোক! কিন্তু এতরাত্রে কি দেখা করবেন ? কাল সকালেও আমাকে ডেকে পাঠাতে পারতেন।

সামরিক সেক্রেটারী আমার চোখের ওপর চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত পর বলেন,

—এখন রাত দেড়টা—কয়েক ঘণ্টা পর মিঃ থো-কে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে হাজির করা হবে। শেষ সময়ে তিনি মত বদলেছেন। এতরাত্রে ডেকে পাঠানো ছাড়া আমাদের আর উপায় ছিল না।

আচমকা অদৃশ্য একটা আঘাতে আমার মাথায় চক্কোর খেয়ে গেল। পায়ের তলা কেমন শিরশির করে উঠলো। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরা কেমন গুমোট মনে হয়।

—অনেকেই পারে না। শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়ে। যত বড় বিপ্লবীই হোক, যত বড় কমিউনিস্টই হোক না, শেষ পর্যন্ত মাথা ঠিক রাখতে পারে না। ক'দিন ধরেই উল্টোপাল্টা কথা বলছে। তবে আপনার কপাল ভাল জানলেন—এই ইণ্টারভিউ পাবার জন্যে একজন আমেরিকান করসপণ্ডেণ্ট আমাকে পাঁচ হাজার ডলার দিতে চেয়েছেন। চেষ্টা করেছিলাম, গিলোটিনই হতো, শুধু আমেরিকান করসপণ্ডেণ্টের তদ্বিরে ফায়ারিং স্কোয়াডে আপনার প্রমোশন হয়েছে—এসব কথা বলেও মিঃ থো-কে রাজি করাতে পারিনি। নরম-গরম সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। এ ধরনের একগুঁয়েমীকে আপনি পাগলামো ছাড়া কী বলবেন। আমেরিকান

সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করলেও মারা পড়তে হবে, তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেও ফায়ারিং স্কোয়াডের হাত থেকে তাঁর নিষ্কৃতি নেই।

পা দুলিয়ে সামরিক অফিসার হাসতে থাকেন।

—মিঃ থো কী বললেন?

—'দয়া করে আমাকে একা থাকতে দিন'—আমার সমস্ত কথার উত্তরে মিঃ থো-র ঐ একই কথা। হঠাৎ কী হ'ল, মত পাল্টালেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। আর দেরি করা ঠিক হবে না। আমরা তৈরি, আপনি মিঃ থো-র সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত তো?

—নিশ্চয়ই! এতবড় সুযোগ আমি ত্যাগ করতে পারি না।

—আপনাকে ধন্যবাদ।

—একটা রিপোর্ট আপনি পাবেন।

—আপনার কথায় আমার ভরসা হচ্ছে। তা'ছাড়া এগারো জনের মধ্যে একমাত্র আপনাকেই যেখানে পছন্দ করেছেন তখন আশা করা যায় আপনাকে কিছু বলবেনই।

—আমি আপনাকে কথা দিলাম।

সামরিক সেক্রেটারী প্রসন্ন হেসে সিগারেট কেসটি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন,

—এটি আপনাকে আমি উপহার দেবো। প্যারী থেকে কিনেছিলাম। আপনি দয়া করে এটি গ্রহণ করলে আমি ধন্য হবো।

—সিগারেট কেস আমার তো আছে!

—বুঝতে পেরেছি, আপনি ভাবছেন আপনাকে ঘুষ দিচ্ছি—সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। খোলামনে এটি নিলে আমার খুব ভাল লাগবে।

পকেট থেকে আমার সিগারেট কেসটি তুলে নিয়ে বললাম,

—এই দেখুন, আমার কেস আছে। তবে আপনার মত দামী নয়।

—ওটা আপনি বরং আমাকে দিন। উপহার আদান-প্রদানের মাধ্যমেই আমাদের পরিচয় দৃঢ় হোক!

একটু ভাবলাম। চটানো ঠিক হবে না। আমার আসল উদ্দেশ্য মিঃ থো-র সঙ্গে দেখা করা। বুঝতে পারি, খবর কিছু বার করবার জন্যে ভদ্রলোক অতিমাত্রায় আগ্রহী। উপহার প্রত্যাখ্যান করে অহেতুক ক্ষমতাবান এই মানুষটির বিরাগ-ভাজন হওয়া খুব কাজের কথা নয়। সিগারেট কেসটি সুন্দর। একদিকে

লাইটার বসানো—চওড়া সৌখীন কেসটি হাতে তুলে নিলাম। ঝলমলে সোনালী রঙে ভেজাল না থাকলে জিনিষটি যে দামী তাতে সন্দেহ নেই।

উপহার দেওয়া-নেওয়া শেষ হয়। ফোন তুলে কী যেন নির্দেশ দিলেন। রিসিভার নামিয়ে রেখে হেসে বললেন,

—এখনই আসছে। আপনাকে মিঃ থো-র ওখানে নিয়ে যাবে।

মিলিটারী সেক্রেটারী চতুর হেসে বলেন,

—আপনাকে একটা প্রশ্ন করবো—মিঃ থো-র কাছে আপনি কী জানতে চান?

—আমার কতকগুলো প্রশ্ন করবার আছে। মিঃ থো-র রাজনৈতিক মত কী? তিনি কী কমিউনিস্ট? ষড়যন্ত্রে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন না সবটাই তাঁর স্বেচ্ছাকৃত? ভিয়েত কং-দের সঙ্গে কী ভাবে যোগাযোগ রাখতেন? হো-চিন মিন ট্রেল সম্পর্কে তাঁর কতটা জানা আছে? গেরিলাদের সঙ্গে বিদেশী ফৌজ আছে কিনা?

—উত্তেজক ফিচার হিসাবে দারুণ জমাবেন আপনি! তবে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে আদৌ আপনি কোন খবর মিঃ থো-র কাছে পাবেন কি-না! অনেকের সঙ্গেই আমাকে ইতিপূর্বে মোকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু এমন একটা অবাধ্য চরিত্রের মুখোমুখি এর আগে আমি কখনও হইনি। যাক, এবার আমার একটু সামান্য অনুরোধ আছে। আপনাদের মধ্যে যে আলোচনা বা কথা হবে পুরোটা আমার জানা দরকার। যা আপনার খুব অপ্রয়োজনীয় মনে হবে—সেকথাও আমাদের জানা দরকার। কোন সূত্র যদি পাওয়া যায় তার মূল্য অনেক।

—আপনার কাজে আসতে পারে এমন কিছু খবর সংগ্রহ করতে পারলে নিশ্চয়ই আপনাকে আমি জানাবো। অসতর্ক মুহূর্তে তিনি যদি গেরিলাদের সম্পর্কে কিছু বলেন সে খবর আপনাকে আমি দেবো।

ভদ্রলোক আবার শুরু করলেন,

—মারধোর করে পরিশ্রমই সার হয় মশাই। ওয়াটার টর্চার দেখলে আপনিই জ্ঞান হারাবেন। কিন্তু এরা এক আশ্চর্য জীব। বিশেষ করে মিঃ থো এক অন্য ধাতুতে গড়া—কী ভাবে দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিলেন ভাবলে আশ্চর্য লাগে।

—শুনেছি মিঃ থো-র সঙ্গে অন্য কেউ ধরা পড়েননি।

—একজনও না। এঁকেও ধরতে পারতাম না। বউ-ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে ভদ্রলোক আমাদের ফাঁদে পড়েছেন। তাইতো বলি, মিঃ থো-কে সকালেই

গুলি করে শেষ করা যাবে, কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগে যে কোথায় কী ভাবে তাঁর সহকর্মীদের রেখে গেলেন তার এতটুকু সূত্র বার করা যাবে না। ক্রমাগত তাই বদলী আর ছুটি নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এভাবে বেসামরিক দপ্তর হয়তো নতুন লোক নিয়োগ করে কাজ করতে পারে কিন্তু খোদ গোয়েন্দা বিভাগে এত অবিশ্বাস আর সন্দেহ নিয়ে কাজ চালানো অসম্ভব।

অল্প বয়সী এক সৈনিক যুবা পরক্ষণেই ঘরে ঢুকে ভারী জুতোতে আওয়াজ তুলে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে দাঁড়ালো। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করে সামরিক সেক্রেটারী বলেন,

—এই সেনা আপনাকে নিয়ে যাবে।

হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম,

—আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হবো। আপনার সুন্দর ব্যবহার আমার মনে থাকবে।

আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। সেনা আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। অনেকটা পথ আমাকে হাঁটতে হ'ল। চওড়া করিডোর দিয়ে অনেকটা পথ পেরিয়ে এলাম। সামরিক একটা জিপ অপেক্ষা করছিল। এত রাত্রেও সামরিক সজাগ পাহারার এতটুকু কমতি নেই।

সমস্তটাই মিলিটারী এরিয়া। ছড়ানো অতিকায় এক দুর্গ বিশেষ। কংক্রীটের চওড়া রাস্তা। বাঁকের পর বাঁক। সামরিক সাংকেতিক চিহ্ন প্রতিটি মোড়ে। অসামরিক অঞ্চল ভেঙ্গে নতুন নতুন খাকি রঙের ব্যারাক আর এক মাপের একই ঢঙের ইট রঙের বাড়ি। একধার দিয়ে তাঁবু পড়েছে সারি সারি। একটা জঙ্গলা জায়গায় অতিকম শতখানেক ভারি মিলিটারী ট্রাকের চেসিস্ অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। এক অঞ্চল থেকে অন্য এলাকার প্রবেশপথে চেক পোস্ট। পাশ পরীক্ষা হয়। গাড়ির নম্বর নোট করে লোহার জাফরী লাগানো গেট খুলে দেয়। চেক পোস্টের সামনে বেগে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। ঢেউ কেটে কেটে তৈরি করা উঁচু নীচু কংক্রীটের রাস্তা প্রায় একশো গজ দূর থেকে শুরু হয়েছে।

জিপ একটা খাকি রঙের গেটের সামনে এসে থামে। গেট পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম। সৈনিকটিই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। এখানেও কিছুটা হাঁটা পথ। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হ'ল। বেশ বুঝলাম বন্দীশালাটি নীচে।

এখানে জিজ্ঞাসাবাদ ছিল না। পরিচয় দিতেই একজন ভারী গড়নের সামরিক অফিসার বললেন,

—আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। আসুন।

পূর্বের লোকটি সরে গেল। বিনাবাক্যব্যয়ে নতুন পথ প্রদর্শককে অনুসরণ করি। জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা। আলো কম। নিয়মিত ব্যবধান রেখে প্রহরী টহল দিচ্ছে। করিডোর সেলের সামনে এসে সরু হয়ে গেছে।

কেন জানি না, মিঃ থো-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হ'ল। অস্বস্তির ভাবটা কাটিয়ে উঠতে কয়েক মুহূর্ত লাগে। পেছনে ফিরে দেখি সামরিক সেই মোটা অফিসারটি নেই। ভারী লোহার দরজাটা বাইরে থেকে ভেজানো।

—একমাত্র আমার সঙ্গে আপনি দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তার জন্যে আমি গর্বিত।

মিঃ থো চওড়া একটা বেঞ্চে চুপচাপ বসেছিলেন। শান্ত, স্থির দৃষ্টি। সৌম্য প্রিয়দর্শন চেহারা। টর্চারের চিহ্ন চোখেমুখে লক্ষ্য করলাম। একবার ফিরে তাকালেন। মনে হ'ল গভীর কিছু চিন্তা করছেন বা আমাকে তিনি আশাই করেননি। আবার বললাম,

—আপনি আমাকে দেখা করবার সুযোগ দিয়েছেন সে জন্যে আমি গর্ব বোধ করি।

ফিরে তাকালেন মিঃ থো। একটু মৃদু হেসে বললেন,

—কেন এসেছেন? কী চান?

—আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

—বসুন। ইচ্ছে প্রকাশ আমি করিনি—কিছুক্ষণ আগে আমি জানতে পেলাম আপনি আসছেন। একজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ আমাকে দেওয়া হবে। আমার নিজের তরফ থেকে কোন প্রয়োজন নেই—তবে আপনার কিছু জানবার থাকলে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

শুরুতেই হোঁচট খেলাম। বললাম,

—কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে আপনি শুধু আমার সঙ্গেই দেখা করতে চেয়েছেন। এগারো জন সাংবাদিকের মধ্যে আমাকেই আপনি পছন্দ করেছেন।

—আপনার কথাগুলো যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। কতজন সাংবাদিক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় আমি জানি না। কিন্তু আপনি সুযোগ পেয়েছেন। আপনাকেই বোধ হয় এঁরা বিশ্বস্ত লোক বলে মনে করে।

কথায় একটা বিদ্রূপ ছিল। আমি অসম্ভব অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। মিঃ থো-র দিকে তাকাতেও আমার সঙ্কোচ হচ্ছিল।

সেলের মধ্যে অতি স্বল্প জিনিষপত্র। একটা চেয়ারের সামনে ছোট এক টুকরো টেবিল। উঁচু টুল সমেত মানায় ভাল। বেঞ্চটা শোবার। একপাশে একটা ধূসর বর্ণের কম্বল। একটা বালিশ। জলের কুঁজোর ওপর একটা এ্যালুমিনিয়াম মগ উল্টে রাখা।

লোহার গরাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে মিঃ থো নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলেন,

—বেশ তো, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত বলুন, আপনি কী জানতে চান?

বেশ বুঝতে পারি মিঃ থো সাধারণ মানুষ নন। অসীম ব্যক্তিত্ব, তাঁর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা সুস্পষ্ট।

—আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো সম্বন্ধে আপনার কী কিছু বলার আছে?

—না।

—আত্মপক্ষ সমর্থনের কী যুক্তি আপনার আছে?

—সে সুযোগ নেই, তাই ও প্রশ্ন অবান্তর।

—আপনার দলের কেউ কী শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল?

—না।

—আপনাকে কী অফিসে গ্রেপ্তার করা হয়?

—না।

—আপনি কী একাই গ্রেপ্তার হন?

—হ্যাঁ।

—এত পাহারা আর সন্ত্রাসের মধ্যে আপনি বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন কেমন করে?

—আমার মনে হয় অন্যের চেয়ে কাজ করতে আমার সুবিধেই ছিল।

হঠাৎ মিঃ থো-র ডান হাতটা নজরে পড়লো। কব্জির ওপরে দগদগে খানিকটা ঘা।

অনুশোচনার সুরে বলি,

—হাতে আপনার কী হয়েছে? অত্যাচারেব চিহ্ন বলে মনে হচ্ছে?

—ওটা আমারই তৈরি। যখন গোয়েন্দা বিভাগে কাজ কবতাম তখন উল্কিতে লিখিয়ে নিয়েছিলাম '*sat cong*' অর্থাৎ কমিউনিস্টদের হত্যা কর। কিন্তু আজ আর মিথ্যে অভিনয়ের প্রয়োজন নেই। তাই যা পেয়েছি তাই দিয়ে ঐ কথাগুলো তুলতে চেষ্টা করেছি। উল্কিব দাগ সহজে যায় না, তাই হাতটাকে অনেক কষ্ট দিতে হয়েছে।

—আপনি কী ভাবে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন আমার জানতে ইচ্ছে করে। আপনি লেখাপড়া কোথায় করেছেন? সায়গনে আপনি কতদিন আছেন? দেশ ভাগের সময় আপনার কী কোন রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল—জেনভা কনফারেন্সের সময় আপনি কোথায় ছিলেন? আমি রিপোর্টার আমার কৌতুহলের কোন যুক্তি নেই। সে শুধু খবর সংগ্রহ কবতে জানে। আমার প্রশ্ন আপনাকে হয়তো বিব্রত করতে পারে কিন্তু এসব প্রশ্নেব উত্তর আশা করি আমি পাবো। আপনি কমিউনিস্ট? আপনি মাও সে তুং পড়েছেন?

মিঃ থো বেশ সহজ হয়ে আসছিলেন। হঠাৎ আমার কথাগুলো শুনে কেমন থমকে গেলেন। মনে হ'ল আমি যেন অন্যায় কিছু বলেছি। আমার চোখের ওপর চোখ রেখে ধীরে ধীরে বললেন,

—আপনাকে বুদ্ধিমান মনে করেছিলাম। জানোয়ারগুলোর মধ্যে আপনাকে মানুষই মনে হয়েছিল। তবে এত নোংরা চাতুরীর আশ্রয় আপনি না নিলেও পারতেন। আপনাকে সাংবাদিকই মনে হয়েছিল, কিন্তু আপনি যে একজন গুপ্তচর, মার্কিন দালাল, বুঝতে পারিনি। অবশ্য আপনাদের চরিত্র বাইরে থেকে খুবই ভদ্র হয় আমি জানি।

মিঃ থো-র কথাগুলো আমাকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিল। কয়েক মুহূর্ত থ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ঠোঁটে কোন কথাই এলো না। অপমানে, লজ্জায় আমি ঘামতে থাকি। মিঃ থো বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়াতে ঠিক পারেন না খোঁড়াচ্ছিলেন। সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। ঘৃণা ও উপেক্ষা মিশ্রিত কণ্ঠে বলেন,

—আপনি আসতে পারেন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

ধাতস্থ হতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগে। মিঃ থো-র বিপরীতধর্মী ব্যবহারে আমি হতবাক। সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একবার মনে হয় মিঃ থো হয়তো মানসিক সুস্থতা হারিয়েছেন। টর্চারের সময় এ ধরনের প্রশ্নের সামনে নিশ্চয়ই

তাঁকে পড়তে হয়েছে। সেই সব কথার সঙ্গে আমার প্রশ্নগুলোর মিল থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু আমি আমার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছি বলে মনে হয় না।

'—আপনি বলেছিলেন আমার প্রশ্নের আপনি উত্তর দেবেন। এই সব প্রশ্নই তো আমি করবো। আমি তো এসব কথা জানতে চাইবোই। এই আমাদের কাজ। এতেই আমরা অভ্যস্ত।

—খামাকা আপনি আমার সময় নষ্ট করছেন। আপনি দয়া করে সেল ছেড়ে গেলে আমি খুশি হবো। আমার সময় হয়ে এসেছে। সুন্দর এই পৃথিবীতে আপনি দয়া করে এখন আমাকে একটু একা থাকতে দিন।

—আমি দুঃখিত। অন্যায় কিছু বলে থাকলে আমি ক্ষমা চাইছি। মার্কিন দালাল আমি নই, তবে আমেরিকান প্রেসের আমি একজন প্রতিনিধি। আমেরিকান সব কিছুতেই যদি আপনি ম্যাকনামারা আর ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের ষড়যন্ত্র খুঁজে পান তা'হলে আমার কিছু বলার নেই। ভিয়েতনামে মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসের নির্ভীক ভূমিকা হয়তো আপনার জানা নেই। গ্যাসযুদ্ধ সম্পর্কে প্রথম আমরাই দুনিয়াকে জানিয়েছি। জনসনের বিরুদ্ধে আজ যে আমেরিকায় ছাত্রবিক্ষোভ, হাজার হাজার মানুষের প্রতিবাদ, আপনি কী তার কোন মূল্য দিতে চান না। যাক, আপনাকে বিরক্ত করবার জন্যে আমি দুঃখিত।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। সিগারেট হাতে ধরা ছিল, উত্তেজনায় ধরাতে ভুলে গিয়েছিলাম। লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে ব্যবহারিক ভদ্রতায় হাসি হেসে বললাম,

—আপনাকে বিরক্ত করেছি। এবার আপনি একা থাকুন।

—আপনি একজন সতর্ক লোক।

—আমার অপরাধটুকু জানতে পারলে আমি খুশি হতাম।

—অপরাধপ্রবণতা আপনার একটু বেশি।

—আপনি কিন্তু ভুলই বুঝলেন আমাকে।

—ভুল! এখনও আপনি নিজেকে সৎ প্রমাণ করবার চেষ্টা করবেন! আপনি গোপনে আমার সমস্ত কথা রেকর্ড করছেন না? নীচ জঘন্য একটা আমেরিকান দালাল ছাড়া আপনাকে আমি কী বলবো! আপনি ভারতীয়, আপনি এশিয়ান, লজ্জা করে না আপনার?

—এসব আপনি কী বলছেন মিঃ থো !

মিঃ থো উত্তেজনায় কাঁপতে থাকেন। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এগিয়ে আসতে গিয়ে খোঁড়া পা নিয়ে উল্টে পড়েন। ধরে ফেললাম। অচঞ্চল দৃষ্টি মেলে ধীর কণ্ঠে বলেন,

—গোপন যন্ত্রটি আপনার হাতেই আছে। আমাদের আপনারা কতটা বেকুব মনে করেন ?

বিস্ময়ের শেষপ্রান্তে পৌঁছে যাই। সিগারেট কেসটি তুলে ধরে বলি,

—আপনি কী এই সিগারেট কেসের কথা বলছেন ?

—এটি আপনার হাতে এলো কেমন করে ?

—কিছুক্ষণ আগে মিলিটারী সেক্রেটারী আমাকে উপহার দিয়েছেন। তিনি আশা করেন আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ তাঁর হাতে তুলে দেবো। সেই কারণেই সিগারেট কেসটি উপহার দিয়ে আমাকে খুশি করতে চেয়েছেন। আমি কথা দিয়েছি গেরিলাদের সম্পর্কে কোন সূত্র যদি মিঃ থো অসতর্ক মুহূর্তে প্রকাশ করেন আমি নিশ্চয়ই তাঁকে জানাবো। এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না। আপনার সঙ্গে দেখা করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য—আর্মিকে আমি চটাতে চাইনি। উপহার আমি প্রত্যাখ্যান করিনি। আপনি আমাকে ভুল বুঝতে পারেন, আপত্তি থাকলে আমি এখনই সেল ছেড়ে চলে যেতে পারি। কিন্তু আমার তরফ থেকে পরিষ্কার হয়ে নিতে চাই। আমি কোন নীচ উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি। আমি সামরিক চক্রের দালাল নই, মার্কিন গুপ্তচর আমি নই—আমি নিজেকে আজও একজন পবিত্র সাংবাদিক বলে মনে করি।

কিছুটা দমে যান মিঃ থো। বেঞ্চের ওপর বসে পড়েন,

—আপনি যে একটা অতি শক্তিশালী ইলেকট্রনিক টেপ রেকর্ডার সঙ্গে নিয়ে এসেছেন আপনি জানেন না ?

মিঃ থো-র কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর। আমি সম্পূর্ণ হতবাক !

মিঃ থো হাত বাড়িয়ে সিগারেট কেসটি নেন। সিগারেটে ভর্তি কেসটি খুলে দেখেন। লাইটারও জ্বালেন। তারপর চাপ দিয়ে লাইটারের তলা থেকে গ্রামোফোনের পিন রাখবার কায়দায় রাখা অন্য একটা বিশেষ যন্ত্র টেনে বার করে সবটাই আমার হাতে তুলে দিলেন।

ভূত দেখবার মত আমি আঁৎকে উঠি,

—ইলেকট্রনিক টেপ রেকর্ডার ! বিশ্বাসঘাতক, এ উপহার আমি গুঁড়িয়ে দেবো।

কেসটি মেঝেতে ফেলে জুতো দিয়ে আমি মাড়াতে যাচ্ছিলাম, মিঃ থো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেটি হাতে তুলে নিয়ে বললেন,

—জিনিষটা নষ্ট করলে ভুল করবেন। আপনি উল্টে বিপদে পড়বেন। এটাকে আমি সাময়িকভাবে অকেজো করে রাখছি।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। অবাঞ্ছিত সিগারেট কেস ফিরিয়ে দিয়ে মিঃ থো খোঁড়া পা-টি টেনে বসতে চেষ্টা করলেন।

কিছুক্ষণ পরে বললাম,

—আপনার কথাগুলো আমি প্রথমে ধরতে পারিনি।

—এখন তাই মনে হচ্ছে। জঘন্য গালাগালিগুলো আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

কিছুক্ষণের বিরতি। মিঃ থো-র আঙুলগুলো সূঁচ ফোটানোর অত্যাচারে জর্জরিত। অমানুষিক অত্যাচার ও লাঞ্ছনার চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও মিঃ থো-কে অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছিল। আর কয়েক ঘণ্টা পর এই মানুষটিকে গুলি করে হত্যা করা হবে, কিন্তু চোখেমুখে গভীর একটা প্রশান্তি। শান্ত, ধীর, অনুত্তেজিত মুখশ্রী।

এক টুকরো মিষ্টি হেসে মিঃ থো বলেন,

—আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন?

লজ্জিত বোধ করি। সহানুভূতির সুরে বলি,

—আপনার মানসিক সুস্থতা কল্পনাতীত। আপনার তরফ থেকে আপনি ঠিকই করেছেন। এখনও আপনি আমাকে একজন গুপ্তচর মনে করলে আমার তরফ থেকে কিছু বলবার নেই।

—এতরাত্রে আপনি কষ্ট করে এসেছেন, কিন্তু উত্তেজক খবর আপনাকে দিতে পারবো না। আপনি কতদিন সায়গনে আছেন?

—মাস চারেক।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। মিঃ থো বললেন,

—দেখুন, আমার গোটা জীবনটাই এত গোলমেলে, এত নাটকীয় ক্ষিপ্র তার গতি, আপনার ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তরগুলো গুছিয়ে হয়তো আমি বলতে পারবো না। আপনারও অসুবিধে হবে।

—আপনার যা বলতে ভাল লাগে আপনি সেটুকু বলুন। প্রশ্নই আমি করবো না, আজ যে কথা আপনার আমাকে বলতে ভাল লাগে সেটুকু শুনলেই আমি খুশি

হবো। আপনি বলুন। দুনিয়ার কাছে আপনার যদি কিছু জানানোর থাকে, সে খবর প্রকাশ করে দেবার চেষ্টা আমি করবোই।

গভীর চিন্তায় যেন ডুবে যান মিঃ থো। নিজের কথা কোথা থেকে শুরু করবেন তাই হয়তো ভাবতে থাকেন। সুন্দর ক্লান্ত মুখশ্রীতে হাসি ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে পূর্বস্মৃতির খেই খুঁজে পান। নিজের জীবনের অনন্যসাধারণ ঘটনা, বিস্ময়কর সে জীবনেতিহাস আমার সামনে প্রকাশ করে দিলেন।

—রাজনীতির সঙ্গে আমাদের পরিবারের কোন সম্পর্কই ছিল না। আমার বাবা ছিলেন উকিল—অনেকটা জমি আর ফলের বাগান থেকেও বেশ আয় হতো।

আমি ছিলাম একমাত্র সন্তান। প্যারীতে আইন পড়ে এসে বাবার সঙ্গে কোর্টে যাবো—এই রকম ভবিষ্যতই আমার সামনে ছিল। আমার মামা ছিলেন সায়গনের দাপুটে ব্যবহারজীবী। তিনিও আমাকে প্যারী যেতে উৎসাহিত করতেন। সত্যি কথা বলতে কী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে জাপানীদের আত্মসমর্পণ, ইংরেজ ফৌজের সায়গন আসা ও হো-চি-মিনের নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ, ফরাসীদের হাতে আবার সায়গন চলে যাওয়া ও আবার নতুন করে যুদ্ধ শুরু হলেও আমাদের পরিবারে খুব একটা ধাক্কা আসেনি। বাবা নিয়মিত তাঁর লাইব্রেরীতে বসে আইনের পরামর্শ দিতেন। মক্কেল আর কোর্ট নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। খেলাধুলা আমার খুব একটা ভাল লাগতো না। সেই সময় আমি ছবি আঁকতাম। ছবি আঁকতে আমার ভাল লাগে।

দেশের অস্বাভাবিক অবস্থা জিনিভা কনফারেন্সের পর শান্ত হ'ল। আমার বেশ মনে পড়ে প্রেসিডেন্ট দিয়েমকে নাগরিক সম্বর্ধনা যেদিন দেওয়া হয় সেদিন আমরা খুব সাজ-পোষাক করে সেই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। দিয়েম সম্পর্কে আমার বাবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমার আজও মনে পড়ে।

কিছুদিন পর আমার মামা গ্রেপ্তার হন। মামার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। আমার মামার কথা পূর্বেই বলেছি, তিনি সায়গনের দাপুটে ব্যবহারজীবী ছিলেন। তাঁর কোন রাজনৈতিক জীবনের কথা কেউই জানতেন না। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ আনা হয়, ভিয়েতমীন গেরিলা বাহিনীকে তিনি বিপুল অর্থ সাহায্য করেছেন। আদালতে বাবাই তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন। আমার বাবার যুক্তি ছিল, দেশ ভাগের আগে যদি কেউ ভিয়েতমীন গেরিলা বাহিনীকে অর্থ সাহায্য করে, এমন কী সক্রিয় সশস্ত্র ভূমিকাও

গ্রহণ করে তাঁকে ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক বলা যেতে পারে, রাজদ্রোহী বলা চলে না। জিনিভা চুক্তি অনুযায়ীও এ অপরাধের শাস্তি হতে পারে না। বাবার যুক্তি কিন্তু গ্রাহ্য হয় না। আমার মামার পাঁচ বছরের জেল হয়ে যায়। এর পর থেকেই বাবাকে অন্য রকম দেখতাম। লাইব্রেরীতে মক্কেল ঠাসা থাকতো কিন্তু তাঁরা টাকা দিতেন না। রাজনৈতিক নানা ধরনের মামলা বাবা বিনা দ্বিধায় পরিচালনা করতেন। বাবার আশ্চর্য পরিবর্তনে আমার মা-ও খুব অবাক হতেন। সাধারণত নিষিদ্ধ জিনিষে কৌতূহল বেশি। আইনের বই ফেলে আমি রাজনীতির বই পড়তাম। ছবি আঁকবার ঝোঁক ছিল কিন্তু বই আমায় নেশার মত পেয়ে বসে। এই সময় আমার পা ভাঙ্গে। তিন মাস বিছানায় পড়ে থাকতে হয়। বন্ধুরা আমাকে দেখতে আসতো। দু'জন অতি উৎসাহী রাজনীতির ছাত্র অফুরন্ত বই পড়াতো। ঐ সময় পা ভাঙ্গাটা ও দু'বার করে হাড় ঠিক করে তিন মাস বিছানায় পড়ে থাকা আমার পড়া-শোনাতে খুব কাজের হয়েছে। আমি চলতে শিখলাম, কোন পথে চলতে হবে সে চোখও আমার তখন তৈরি হয়েছে।

জিনিভা কনফারেন্স অনুযায়ী দু' বছর পর স্বাধীন নির্বাচনের মধ্যে বিভক্ত দেশ আবার এক হবার প্রস্তাব যেদিন প্রেসিডেণ্ট দিয়েম অগ্রাহ্য করলেন তার ঠিক এক সপ্তাহ পর কোর্ট থেকে ফেরার পথে বাবাকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। বাড়ি সার্চ হ'ল। হ্যানয়ের কিছু পত্র-পত্রিকা হস্তগত করে পুলিশ সুপার বললেন— পেয়েছি! তোমাকেও সঙ্গে আসতে হবে।

দু'দিন পর আমাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। ভবিষ্যতে কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়ে আমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়। সপ্তাহে তিন দিন সকালে থানায় দেখা করে আসবার আদেশও আমাকে দেওয়া হ'ল।

আমার মা বললেন, একবার যখন পিছু নিয়েছে তোমারও বিপদ আসছে। বাড়িতে বন্ধু-বান্ধবের আড্ডা একটু কমাও। বিনা কারণে এরা গ্রেপ্তার করছে বুঝলাম, কিন্তু অযথা জেলে যাবার মত বোকামো আর কিছু নেই।

একটার পর একটা আন্দোলন দিয়েমকে হিংস্র করে তোলে। সায়গনে নিত্য নতুন বিক্ষোভ। কোথাও না কোথাও সংঘর্ষ। গুলিচালনা আর গ্রেপ্তার চলে নিয়মিত। অনিবার্য গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যে একদিন আমি সায়গন ত্যাগ করলাম।

পালিয়ে এলাম হুয়ে-তে। সম্পর্কে কাকা হন—তাঁর ওখানে উঠলাম।

নিঃসন্তান কাকীমার পছন্দ হলেও কাকা ডেকে বললেন—দিনকাল বড় খারাপ। আমি সরকারী কর্মচারী। সাহায্য চাও দিতে পারি কিন্তু আমার এখানে থাকতে দিলে আমার চাকরী যাবে। সর্বনাশ হবে। আস্তানা আমার ছিল, কিন্তু তখনও আমি পুরোপুরি আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্যে হয়তো তৈরি ছিলাম না। কাকীমা বললেন,—আমার দাদার ওখানে যাও, সেখানে তুমি ভাল থাকবে।

কিছুদিন আমি একা একাই ঘুরলাম। আমার মত সায়গন থেকে পলাতক এক বন্ধু শেষ পর্যন্ত আমাকে একটা আস্তানায় টেনে আনে। তার কাছে খবর পেলাম সায়গনের পুলিশ আমাকে অনুসন্ধান করছে। এখানে নিয়মিত আমাদের রাজনীতির ক্লাস হতো। দিয়েমের ফ্যাসিস্ট অত্যাচারে দেখতে দেখতে গোটা দেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই সময় আমাদের প্রথম দেখা হয়—বিন্‌কে আমি ভালবাসলাম।

এদিকে মার্কিন বিশেষজ্ঞদের চাপে পড়ে অত্যাচারের তীব্রতা কিছুটা শিথিল হয়। আমার বাবা ছাড়া পান। জরুরী খবর পেয়ে আমি যখন গেলাম মা মারা গেছেন। পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করলো। আমার সহকর্মীদের পরামর্শ অনুযায়ী আমি লিখে দিলাম—জীবনে রাজনীতি করবো না। ভবিষ্যতে সৎ নাগরিক হয়ে চলবো। মুক্তি পেলাম। বাবা জামিন রইলেন। বাবা একটু দমে গিয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে। চোখেও তিনি কম দেখতে শুরু করেছেন। মনে দুর্বল হয়ে গেছেন। বললেন—বিয়ে কর। প্যারী যাও। বিন্‌কে কাছে পাবার বাসনাও আমার তীব্র। সব খুলে বললাম। বাবা রাজি হলেন। কিন্তু বিয়ের তিন মাস পর প্যারীতে গিয়ে আইন পড়া শেষ করে আসতে বললেন।

আমাদের বিয়ে হ'ল। প্যারী যাওয়ার কথা তুলতে বিন্ আপত্তি জানায়। সাময়িক বিচ্ছেদের দুঃখ হয়তো ছিল কিন্তু বিন্ আমাকে বলে—এ সময়ে দেশ ছেড়ে যাবে কেন? আন্দোলনের চেয়ে আইন পড়াই বড় হ'ল! যে দেশে বেআইনীই আইন সেখানে আইনের বিচার হবে কোন আদালতে?

বাবা কিছু ভাবতেই পারতেন না। শরীর ও মনে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। অহেতুক ভয় পেতেন।

আমি প্যারী যাওয়াই স্থির করলাম। ছাড়পত্র ও কাগজপত্তরের তদ্বিরে কিছুদিন ব্যস্ত থাকতে হ'ল।

ঠিক এই সময় একদিন ডাক এলো। আমার বিপ্লবী বন্ধুরা বলে, জরুরী ডাক এসেছে, আমাদের সবাইকেই চলে যেতে হবে। মুক্তিসংগ্রামের ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আমাকে তাদের দরকার। আমি বলেছি—একটা জায়গায় যুক্তি দেখাতে পারবো না। বাবাকে আঘাত দেওয়া অসম্ভব। আমার স্ত্রী বলে—প্যারীর নাম ক'রে তুমি সরে পড়। পুলিশও তোমার পিছু নেবে না। আমরাও নিরাপদে থাকবো। জাহাজ থেকে তুমি সরে পড়। মাঝে মাঝে চিঠি দিও। পরে বাবাকে সব খুলে লিখো।

কথা বলতে বলতে থো একটু থামলেন। বললেন,

—আপনার কী এসব অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে মিঃ সেন ?

আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। বললাম,

—আপনি থামবেন না, বলে যান। আপনার সমস্ত কথা আমার শুনতে ইচ্ছে করছে।

—শুধু আমার নয়, সায়গনে আমার পরিচিত বন্ধুদের সবারই এক অবস্থা। এত কথা বলছি, পুরোটা আপনার কাছে নইলে পরিষ্কার হবে না।

মিঃ থো আবার শুরু করেন,

—মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে আমি সায়গন থেকে পালালাম। প্যারীর জাহাজেও উঠেছিলাম। শেষ মুহূর্তে সবার অলক্ষ্যে নেমে এসেছিলাম। প্রথমে দালাতে। সেখানে এক অধিবেশনে যোগ দেবার পর আমরা সবাই জঙ্গলে চলে যাই।

তারপর থো নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন। হাতেকলমে গেরিলা যুদ্ধ শিখেছেন। দিয়েমের শাসন যত তীব্র হয়েছে, প্রতিরোধও সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছে। সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে মার্কিন সেনারা দিয়েমের ফৌজ তৈরিতে ব্যস্ত। 'স্ট্রেটেজিক ভিলেজ'-এর নামে গড়ে উঠেছে শত শত কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। সেই সঙ্গে লিবারেশন ফ্রন্টের হাতে গড়ে উঠেছে মুক্ত এলাকা।

বছর ঘুরে আসে। বহু হাত ঘুরে পিতার পত্র হাতে আসে—থো, তোমার ছেলে এখন লোক চিনতে শিখেছে। একবার তুমি দেখে যাও।

অবসর নেই থো-র। আইনের ছাত্র আজ গেরিলা গ্রুপ ক্যাপ্টেন। গেরিলা যুদ্ধের দুঃসাহসী বীর। তামাম অঞ্চলের দায়িত্বভার হাতে। গেরিলা রণনীতির কলাকৌশলে দক্ষ থো কখনও জঙ্গলে নতুন যোদ্ধা তৈরিতে ব্যস্ত, কখনও শত্রু শিবির আক্রমণের অন্যতম নেতা। আবার কখনও শত্রু বিমান নাগাল পাবার জন্যে ধানক্ষেতের মধ্যে নিদারুণ প্রতীক্ষা। একবার মৃত্যুর হাত থেকে থো আশ্চর্য

রকম রক্ষা পায়। হাজার-পাউণ্ডের এক নপাম দশ গজ দূরে পড়ে কিন্তু দৈবাৎ কোন বিস্ফোরণ না হওয়ায় অনিবার্য মরণের হাত থেকে থো বেঁচে যায়।

দিন যায়। সময় অতিবাহিত হয়। তীব্র শাসন তীব্রতর হয়েছে। মুক্তি-বাহিনীর শক্তিও হয়েছে কল্পনাতীত। শত শত গ্রাম ও জনপদ মুক্তিফৌজের এলাকায় চলে গেছে। স্ট্রাটেজিক ভিলেজ আক্রমণ করে বন্দী মানুষদের মুক্ত করা হয়েছে। জঙ্গলে গোলাবারুদের কারখানা ও বিপ্লবীদের নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে।

এমন সময় গোপন সংবাদ আসে একদিন। রসদ ও সৈন্যে বোঝাই হয়ে দু'টি সামরিক ট্রেন উপদ্রুত অঞ্চলের জংলা পথেই দনং যাচ্ছে। দু'টি ট্রেন ধ্বংস করবার দায়িত্ব থো-কে নিতে হবে। প্রয়োজনীয় অন্য সমস্ত খবরও তাতে দেওয়া ছিল।

মিঃ থো একটু থামলেন। প্রশান্ত মুখমণ্ডলে একবার হাত বুলিয়ে বললেন,

—এখানে এই ঘটনার একটু বিশদ বর্ণনা দরকার। আমার জীবনের অন্য এক অধ্যায়ে প্রবেশ করতে সুবিধে হবে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার ইউনিট থেকে বাছাই করা কুড়ি জনকে সঙ্গে নিলাম। আমাদের ব্যারাকে বসে ট্রেন আক্রমণের কলা-কৌশল সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিলাম। তারপর পাহাড় আর জঙ্গল ভেঙে রেল লাইনের দিকে চললাম। পছন্দমত একটা জায়গা পাওয়া গেল। দু'পাশের জঙ্গলের মধ্যে রেল লাইন যেখানে বড় একটা বাঁক নিয়েছে সেই জায়গাটাই বেছে নিলাম। স্থির হ'ল পাইলট ইঞ্জিন বাঁক অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে একটা গাছ লাইনের ওপর ফেলে দিতে হবে। তারপর যথারীতি কাজ শুরু হবে।

জঙ্গলে আবার আমরা ফিরে আসি। জায়গাটা আমাদের সবারই খুব পছন্দ হয়েছিল। আমি বেশ ভরসা পাচ্ছিলাম। সবার মনেই উত্তেজনার একটা ভাঙ্গাগড়া চলছিল। ফিরে এসেও আমাদের আলোচনা চলতে থাকে। মাটিতে দাগ কেটে কেটে সকলকে আমি নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলাম। যাকে আমি সব সময়ই সঙ্গে থাকতে নির্দেশ দিলাম, সে অসম্ভব বেটে। ওজন একশো পাউণ্ড হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু গেরিলা হিসাবে সে ছিল অতিশয় দক্ষ—ক্ষিপ্রতা ছিল কল্পনাতীত। স্পুটনিকের মত সময় জ্ঞান। লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। আমাদের মধ্যে তার নাম ছিল—বিষ মাখানো তীর।

শেষ পর্যন্ত গাছ কেটে পথ আটকানোর পরিকল্পনা ত্যাগ করলাম। ভেবে দেখলাম, শত্রুপক্ষ গেরিলা ষড়যন্ত্র আন্দাজ করবার পর এক মিনিটের মধ্যে যদি

আমরা কাজ শেষ করতে না পারি তবে গোটা পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের রেহাই নেই।

আমাদের গোপন সংবাদ ছিল নিখুঁত। সময়ের হেরফের হয়নি এতটুকু। সন্ধ্যের আগেই আমরা পজিশন নিলাম। অসামরিক একটা ট্রেনকে যেতে দেখলাম। দেখলাম জঙ্গলের বাঁকটা বেছে আমরা নির্ভুল কাজ করেছি। কালভার্ট-এর পাশ থেকে প্রথম আক্রমণের এমন চমৎকার জায়গা সত্যিই মেলা দুষ্কর।

রাত তখন ন'টা। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। রেল লাইন থেকে কান তুলে আমার পার্শ্বচর জানান দিল পাইলট ইঞ্জিন আসছে। সবাইকে শেষবারের মত নির্দেশ দিয়ে আমরা সবাই নিজ নিজ পজিশন নিলাম।

সে এক চরম মুহূর্ত। পাইলট ইঞ্জিনের বিশেষত্ব ছিল একটা বাড়তি বিরাট সার্চলাইট স্পটারের কাজ করছিল। সেই সঙ্গে দূরপাল্লার মেশিনগান এমনভাবে লাগানো যে আলোর মধ্যে সন্দেহজনক কিছু পড়লে আর রক্ষা নেই।

পাইলট ইঞ্জিন আসছে। কালভার্টের পাশ থেকে দু'টি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসে। ইঞ্জিন সংলগ্ন কেবিনের ওপর উঠেই থো পজিশন নেয়। সামরিক এক অফিসার ফোনে কথা বলছেন। আর একজন কেবিনে নিদ্রিত। বাঁকটা অতিক্রম করছে ইঞ্জিন। ফোন নামিয়ে রাখবার সঙ্গে সঙ্গে থো অফিসারটিকে অতর্কিতে আক্রমণ করে। শাণিত ছুরিকার করাল আঘাত। আর্তনাদে অপর জন সচকিত হবার আগেই থো দ্বিতীয় মানুষটিকে শেষ করে ফেলে। মুহূর্তে অফিসারের পোষাকটি পরে নেয়। দু'টি দেহ কেবিন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। কেবিনের মাথার ওপর অল্প ওজনের সেই বিষ মাখানো তীর তখন মেশিনগান সামনে নিয়ে থো-র অপেক্ষা করছে।

থো বলে,

—চমৎকার!

—মেশিনগানার কিন্তু লাইনের পাশেই পড়েছে।

—আমিও দুটোকে ফেলেছি। এবার ইঞ্জিন। সময় নষ্ট করো না, আমাদের বাঁকের মুখেই ট্রেন আটকাতে হবে। নইলে পজিশন নিতে অসুবিধে হবে। তৈরি।

—তৈরি।

ইঞ্জিনে ছিল চারজন। তাই গুলি চালাতে হয়। হিংস্র নেকড়ের মত বিষ

মাখানো তীর একটার পর একটা দেহ লাইনের ওপর ফেলে দেয়। থো তখন ইঞ্জিন ধরে ফেলেছে। পেছনের ট্রেনের সিটির উত্তরে সিটি ফিরিয়ে দেয়।

থো বলে,

—সার্চলাইট বন্ধ করে মেশিনগান নিয়ে পজিশন নাও। আমি টেলিফোনে কথা বলছি। ইঞ্জিনটা থামিয়ে দেয় থো। কেরোসিনের বাতির নিশানা জঙ্গলের ভেতরে দুলতে থাকে। থো বলে,

—বিষ মাখানো তীর ও আমরা এ পর্যন্ত নিভু'ল কাজ করেছি। এবার আসল কাজ বাকি।

টেলিফোনে থো কথা বলে,

—সামনের একটা পুল দুর্বল। বর্ষায় জমি সরে গেছে কোথাও কোথাও। বাঁকের মুখে আস্তে এসো।

উল্টোদিক থেকে জবাব আসে,

—আপনি তুক-তাক বিশ্বাস করেন না—আমি করি। ডান দিকে একটা শেয়াল পড়লো। ভয় নেই—জঙ্গল নিরাপদ।

ফোন নামিয়ে রেখে থো তার সাথীকে বলে, মেশিনগানের ভার তুমি নিলে। আমি চললাম।

অন্ধকারে উধাও হয়ে যায় থো।

বাতির নিশানা চিনে থো জঙ্গলের অন্য পারে আসে। বাঁশের রণ-পা লাগিয়ে অনেকটা পথ পিছু হটতে হ'ল। পুরো গেরিলা দল তখন প্রস্তুত। সামনের ওপর প্রথম ট্রেনটা বেরিয়ে গেল।

মিঃ থো একটুকরো হেসে বললেন,

—এসব শুনতে আপনার ভাল লাগছে?

—আপনি থামবেন না। বলে যান।

—আমরা দ্বিতীয় ট্রেনটার অপেক্ষায় রইলাম। নিদারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটে।

ক্রমাগত সিটি দিতে দিতে দ্বিতীয় ট্রেনটা এগিয়ে আসছে। থো আবার জঙ্গল ভেঙ্গে সাথীদের নিয়ে সামনে এগুতে থাকে। বিপদেরই সঙ্কেত!

—প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয় ট্রেনটির তফাৎ প্রায় এক'শ হাত। দ্বিতীয় ট্রেনটা ছাড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আটজন এক সঙ্গে দ্বিতীয় ইঞ্জিন আক্রমণ করলাম। এরা কিছুটা তৈরি ছিল। তবে প্রথম গাড়িটা সামনে থাকায় সেই

মুহূর্তেই তাদের ওপর আঘাত আসবে হয়তো ভাবতে পারেনি। ক্ষয়ক্ষতির হিসেব আমার জানা নেই, তবে দ্বিতীয় ইঞ্জিনটা আমি যখন পুরোপুরি দখলে পেয়েছি তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। নিচে ছিল বার জন। প্রথম ট্রেনটির পেছনে ছিল ছ'জন, তাদের দায়িত্ব প্রথম ট্রেনের আক্রমণ রোধ করা। অন্য ছ'জন দ্বিতীয় ইঞ্জিনের সামনে। একজন সেনাও যাতে দ্বিতীয় ট্রেন থেকে নামতে না পারে। অবশ্য নামছিল আর মরছিল।

থো তখন চূড়ান্ত কাজে হাত দিয়েছে। সময় যেন বেশিই লেগেছিল তার। পর পর তিনবার হুইসিল দিয়ে সাথীদের সর্তক করে থো ইঞ্জিন চালাতে শুরু করে। ছায়ামূর্তির মত গেরিলা সাথীদের রেল লাইন থেকে গড়িয়ে নীচে নেমে যেতে দেখলো। আর অপেক্ষা করে না থো। চূড়ান্ত গতিতে ইঞ্জিন বেঁধে দিয়ে সে ঝাঁপ দিল।

নিশ্চয়ই থো অসর্তক হয়েছিল। বিজয়ের আনন্দে হয়তো নয়—সফলতার আগুন আর ফুল সে হয়তো ঘাড় ঘুরিয়ে একটু দেখতে চেয়েছিল। থো দেখেছিল। কালো একটা পাহাড়ের তীব্র গতি নিশ্চয়ই থো প্রত্যক্ষ করেছে। রেডক্রশের মিথ্যে নিশান লাগানো গোলাবারুদ আর সেনাতে ঠাসা দুটি ট্রেনের সে ভয়াবহ সংঘর্ষ। আগ্নেয়গিরি মৃত জ্বালামুখ ভেদ করে আগুন আর বিস্ফোরণ থো নয়ন ভরেই দেখেছিল। জ্বলন্ত লাভাস্রোতে নিজে ঝলসানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আকাশের রঙ বদলানো ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিল।

তারপর?

তারপর সব অন্ধকার!

—খুব কষ্ট হচ্ছে?

থো স্থির।

—যন্ত্রণা হচ্ছে খুব?

থো নীরব।

—আপনার নাম কী?

থো সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিহীন।

সামরিক ডাক্তার শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোন। ক্যাপ্টেনের মাথাতেই সবচেয়ে আঘাত বেশি। আরও এক সপ্তাহ না গেলে ঠিক বলা যাচ্ছে না। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে থো-কে উদ্ধার করা হয়। পোড়া ঝলসে যাওয়া একটা

রক্তাক্ত দেহ। সামরিক পোষাকের অল্প কিছুই অবশিষ্ট আছে। শুধু বিবর্ণ পেতলের ছুটি চিহ্ন থেকে তার পদমর্যাদা সনাক্ত করা যায়।

সায়গন সামরিক হাসপাতাল। মার্কিন-দিয়েমী শাসনের একান্ত অনুগত ও বীর যোদ্ধা হিসাবে থো-কে সনাক্ত করা হয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, থো নাকি গেরিলাদের পশ্চাৎধাবন করে। নির্ভীক কর্তব্যনিষ্ঠ থো-কে উচ্চবর্ণের বীর পুরুষও একবার দেখে যান। মাদাম নু্য আহতদের দেখতে এসে থো-র সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন,—আমাদের সেনাদের গর্ব বোধ করা উচিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে গর্ব বোধ করি। এঁকে আবার সুন্দর জীবনে ফিরিয়ে দিতে পারলে আমি ডাক্তারদের ধন্যবাদ দেবো।

আধপোড়া থো-কে একজন শুধু চিনতে পারে। সংশয় প্রথমে হয়েছিল। চোখের ভুল মনে হয়েছিল কয়েকবার। কিন্তু বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করে আপন মনেই বলে,

—চিনেছি! থো এখানে এলো কেমন করে?

অনেক রাত। একবার মনে হয় বিন্‌কে গিয়ে সব জানায়। কিন্তু ভোরের আগে তার বিশ্রাম নেই। বদলী নার্স না আসা পর্যন্ত অবসর নেই স্টাফ নার্স লোই-এর।

সামরিক হাসপাতালে লোই একজন নার্স। বিন্‌ তার বিশেষ পরিচিত। লোই-এর ভাইও পলাতক। রাইফেল নিয়ে জঙ্গলে চলে গেছে অনেক দিন। কয়েক বছর আগেকার কথা হলেও থো-কে সে বহুবার তাদের বাড়িতে যাতায়াত করতে দেখেছে। গভীর রাত্রে আশ্রয়ের জন্যে থো যেদিন আসে, সেদিনের কথা লোই-এর স্পষ্ট মনে পড়ে।

ভেবেই পায় না লোই। উত্তেজক এক চিন্তার ভাঙ্গাগড়া নিজের মধ্যে চলতে থাকে। সন্দেহ নিরসনে বার বার থো-কে দেখে আসে। সেই চোখ, সেই মুখ। পুড়ে যাওয়া মুখটা যত বিকৃতই হোক, এত কাছের মানুষটিকে কী চিনতে ভুল হয়!

সব শুনে বিন্‌ পাথরের মত বসে রইলো। অতিশয় বুদ্ধিমতী বিন্‌। নিজের দুঃখ বেহিসাবী এক উচ্ছ্বাসে আরও গভীর সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যেতে চাইলো না। লোই-এর হাত চেপে ধরে বলে,

—সামরিক হাসপাতাল, সেখানে আমার কৌতূহল ও হৃদয়ের কোন মূল্য নেই। আর এই মুহূর্তে আমারও কিছু করবার নেই। তোমার চিনতে ভুল হয়নি নিশ্চয়ই, তবু একবার শুধু দেখতে চাই।

লোই-এর সাহায্যে বিন্ খো-কে দেখে এলো। নিঃশেষিত জীবনশক্তি। এক টুকরো রিক্ত হাসি,

—এভাবে বেঁচে থেকেই বা কী লাভ?

—সামনের সপ্তাহে প্লাস্টিক সার্জারী হবে। মুখের পোড়া দাগ তুমি খুঁজেই পাবে না তখন। ডাক্তারের মত খো ভাল হয়ে উঠবেন।

—তারপর?

—আমি ভাবতে পারি না বিন্। আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

দিন অতিবাহিত হয়। সপ্তাহ যায়। মাসও ঘুরে আসে এমনি করে। ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে আসে। চিকিৎসার ত্রুটি হয়নি এতটুকু। পূর্বের মত সুন্দর হয়তো না, কিন্তু ঝলসানো মুখে আবার নতুন শ্রী ফিরে আসে। হাঁটা-চলা ও নিয়মিত ম্যাসেজে খুঁড়িয়ে হাঁটাটা কাটিয়ে ওঠা যাবে বলে সার্জন ভরসা দেন। কিন্তু এত করেও নিজের নামটি মনে করতে পারে না খো। শেষ পর্যন্ত নিজেকেই সে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হ'ল।

ডাক্তার শেষ রিপোর্ট দিয়ে দায়িত্ব সারেন,—স্মরণ শক্তি ফিরিয়ে আনা আমার হাতের বাইরে। তবে আশা করি কিছুদিনের মানসিক চিকিৎসায় পূর্ব অবস্থা ফিরে আসবে। প্রচণ্ড আঘাতে সাময়িক মানসিকবিস্মৃতি হয়—এটাকে আমরা বলি—ইমনেশিয়া।

একটা মানুষকে খো কিন্তু ঠিক চিনেছে। শুধু লোই-কে সে মনে করে একমাত্র কাছের মানুষ। নার্স লোই সরে গেলেই সে অসহায়। সায়গনের একপ্রান্তে মানসিক হাসপাতাল। খো-কে রেখে আসবার সময় সে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য।

অস্বাভাবিক রোগী সব ডাক্তারের কাছেই ইণ্টারেস্টিং কেস। বিভিন্ন পর্যায়ে চিকিৎসা চলে। কখনও কখনও সুস্থ স্বাভাবিক ব্যবহারে ডাক্তার অবাক হন। সহকর্মী ডাক্তাররা বলাবলি করেন—ক্যাপ্টেন শীঘ্রই তাঁর স্মরণ শক্তি ফিরে পাবেন। অবস্থার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে।

খো কাগজ পড়ে। নির্ভুল অঙ্ক কষে। ট্রাম্প কার্ড হাতে নিয়ে ব্রীজের টেবিলে মিটিমিটি হাসে। একদিন দীর্ঘ এক পত্রে ডাক্তারকে জানায়, সে সম্পূর্ণ সুস্থ। শুধু শুধু আটকে রাখা হয়েছে। আমি সৈনিক, আমি যুদ্ধ করতে চাই। কিন্তু বহু সময় নিয়ে চেষ্টা করেও নিজের নামটি তলায় লিখতে পারে না খো।

লোই মাঝে মাঝে আসে। থো খুশি হয়। বাগানে বেড়ায়। নানান কথা হয়। লোই-এর পরিচয়ের মাধ্যমে তৃতীয় মানুষের মত আসে বিন্। আপ্রাণ চেষ্টা করেও থো পুরোনো দিনের এতটুকু স্মৃতি তুলে ধরতে পারে না।

বিপর্যস্ত বিন্ তছনছ হয়ে ফিরে আসে। ছেলেকে বুকের মধ্যে চেপে কতটা দুঃখ ভোলা যায়?

ডাক্তার বলেন,

—আপনাকে যখন পছন্দ করে, সময় করে আসবেন মাঝে মাঝে। বেড়াতে যদি বাইরেও যেতে চান আমাদের আপত্তি নেই। আপনাকে দেখলে বেশ ভাল থাকেন।

লোই বলে,

—আমি সামরিক হাসপাতালে কাজ করি। ছুটি কতটা পাই নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে। তবে হাতে সময় পেলেই আসি। এই নির্বান্ধব রিক্ত মানুষটাকে আমার ভাল লাগে। হতভাগ্য মানুষটির পা টা আর ঠিক হ'ল না।

জীবনটাই নাটক। একটার পর একটা ঘটনা থো-কে ভিন্ন পরিবেশে নিয়ে ফেলে। সামরিক দপ্তরের এক প্রশ্নের উত্তরে মানসিক হাসপাতাল থেকে জানানো হয়, ক্যাপ্টেন সম্পূর্ণ সুস্থ। স্মৃতিশক্তি ফিরে না আসলেও স্বাভাবিক মানুষের মত চলতে ফিরতে সক্ষম। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরে গেলে বিস্মৃতি কেটে যাবার সম্ভাবনা বেশি। মানসিক হাসপাতালের এখন আর কিছু করার নেই।

সামরিক দপ্তরে ক্যাপ্টেনকে ফিরিয়ে নেওয়া হ'ল। তবু শেষ পর্যন্ত একটা সমস্যা দেখা দিল। চীফ কিছুতেই রাজি হলেন না। খোঁড়া মানুষকে রেগুলার আর্মিতে রাখার কোন যুক্তিই খুঁজে পেলেন না। শেষ পর্যন্ত মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের হাতে থো-কে দেওয়া হ'ল।

তারা বললেন,—আমরা ক্যাপ্টেনকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবো।

থো এখানে টিকে যায়। রিপোর্ট গেল,

—ক্যাপ্টেন সুন্দর কাজ করছেন। আর্মির গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করবার যোগ্যতা আছে। রিপোর্ট লেখবার হাত সুন্দর।

থো কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। পেছনের ইতিহাস তাকে আর টানে না। মাঝে মাঝে শুধু আশ্চর্য রকম পাগলামো দেখা যায়। চুপচাপ নিশ্চল পাথরে মত বসে থাকে। হঠাৎ চীৎকার করে। 'জ্বলে গেল, পুড়ে গেল, জ্বলে গেল' বলে চীৎকার করে। ট্রেন দেখে একবার শুধু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

মাদাম হ্যু একদিন খোঁজ করেন। সামরিক হাসপাতালে এসে স্মৃতিভ্রষ্ট থো-র

খোঁজ করেছিলেন। বলেছিলেন, এ ধরনের কেস আমি দেখিনি। মজার মানুষটিকে আমি দেখতে চাই।

নগো দিন দ্যু কিভাবে সামান্য এই মানুষটি সম্পর্কে কৌতূহলী হন তার খুব একটা যুক্তি নেই। হয়তো উদ্ভট খেয়াল, আফিমের মেজাজে বা মফিস্নার আনন্দে ছিলেন। বললেন,—ক্যাপ্টেনকে আমার কাছে রেখে দেবো। কান লাও পার্টিতে অদ্ভুত সব স্পিসিস্ আমি রাখতে চাই।

থো-কে তারপর প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে দেখা যায়। একটা খোঁড়া মানুষ অসামরিক পোষাকে সাপের ক্ষিপ্রতা নিয়ে ঘোরে। মাঝে মাঝে শুধু গণ্ডগোল করে। মহামান্য দ্যু বলেন—ঐ পাগলামোটাই তো বিশেষত্ব—ভুলে যাবেন না। তিন মাসের মধ্যে এই লোকটির কাজে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

এখানে বিন্ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে তার যোগাযোগ পূর্বের মতই আছে। থো সম্পর্কে আলোচনাও হয়েছে নিজেদের মধ্যে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে থো-র অত্যাশ্চর্য মানসিক বিস্মৃতি নিষ্ঠুর এক নাটকীয় জীবনের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে সবাই সে কথা মনে করে। সময়ের ওপর ভরসা করা ছাড়া উপায় নেই। নিরাপত্তার জন্যে থো-র সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে না তুলতে বিন্‌কে তারা পরামর্শ দেয়। কিন্তু থো-কে বিন্ ছাড়তে পারে না। লোই সাহায্য করে। অতি পরিচিত, অতি নিকটের মানুষটির সঙ্গে তৃতীয় এক অপরিচিতার অধিকার নিয়ে কথা বলে।

লোই একদিন থো-কে বাড়িতে নিয়ে এলো। থো-র কিছুমাত্র ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় না। সেই বাড়ি, সেই ঘর। আইনের কেতাবে ঠাসা ঘরটিতে কত দিনের কত পুরানো স্মৃতি—কিন্তু কিছুই আজ আর থো-র স্মরণে আসে না।

বহু অজুহাত ও নানা অছিলায় বিন্ সারা বাড়িটা থো-কে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়। মাঝে মাঝে থো কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। বিনের ঘর। কত স্বপ্ন-সুখ, কত আনন্দের পূর্ব স্মৃতি—তবু আজ আর কিছু মনে পড়ে না থো-র।

শেষ পর্যন্ত থো-কে দোতালার লম্বাটে ঘরটাতে বিন্ নিয়ে আসে। থো-র সব চেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল একদিন। বিপ্লবী বন্ধুদের নিয়ে যেখানে সে আড্ডা বসাতো। ছবি আঁকতো যেখানে বসে। আজও সব কিছুই পূর্বের মতই আছে। থো-র বড় সাধের ছবির সংগ্রহ আজও দেওয়ালে টাঙানো।

নিজের হাতে আঁকা একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে থো মৃদু হাসে। হঠাৎ সমুদ্র-তটে তাহিতি মেয়ে দেখে চমকে উঠে বলে,

—গোঁগ্যো !

সফলতার আনন্দে ঝলমল করে ওঠে বিন্। পাশের ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে,

—এটা কী ?

—মাতিশ !

—বল, বল, এটা কী এবার বল। নিশ্চয়ই তুমি জান, বল, বল।

—পিকাসো।

বিন্ অস্থির। বিন্ দিশেহারা। থো-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ধরা গলায় বলে,

—বল, বল, এবার তুমি বল। আমাকে চিনতে পার। আমার কথা মনে পড়ে তোমার ? সত্যিই কী তুমি আমাকে চিনতে পার না থো ?

—তুমি। তুমি !

—হ্যাঁ হ্যাঁ আমি···আমাকে মনে পড়ে ?

—তুমি···তুমি !

নিষ্ফল চেষ্টা করে হাত উল্টে থো বলে,

—কে তুমি !

—আমি বিন্। আমি তোমার বিন্। আমার কথা একবারও তোমার মনে পড়ে না ?

হঠাৎ নজরে আসে। কোণে কী একটা দেখে থো কেমন হয়ে যায়। যেন সে উল্টে পড়ে যাবে। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সামনের সোফার হাতল ধরে বসে পড়ে। দু'হাতে মুখ ঢেকে চীৎকার করে ওঠে—জ্বলে গেল ! পুড়ে গেল ! জ্বলে গেল ! পুড়ে গেল !

বিন্ লক্ষ্য করে কোণে রাখা ছেলের খেলনা। দম দেওয়া রেলগাড়ি। চক্রাকারে ঘুরছে। ভয় পেয়ে ছেলেটা দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে কেঁদে ওঠে। খেলনার রেলগাড়ি সব গোলমাল করে দিল।

লোই পুরো ব্যাপারটা সামলে নেয়। ঘুমের ওষুধ দিয়ে শুইয়ে দেয় থো-কে। অতি নিকটের অথচ অনেক দূরের এক মানুষের পায়ের কাছে বিন্ সারারাত উৎকণ্ঠা নিয়ে জেগে কাটায়।

বৌদ্ধ বিক্ষুভ থো-কে নতুন করে নাড়া দিল। নগো দিন হ্যু-র নির্দেশে একটার পর একটা প্যাগোডা আক্রান্ত হ'ল। বৌদ্ধ পুরোহিতদের অগ্নিতে আত্মবিসর্জন চললো দিকে দিকে। সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে তখন মার্শাল ল। জ'লই প্যাগোডা যেদিন আক্রান্ত হয়েছে বিপ্লবী সামরিক বাহিনীর সঙ্গে থো

তখন জড়িয়ে পড়েছে। থো-র ওপর নির্দেশ আসে প্রাসাদে থেকে বিপ্লবী সামরিক বাহিনীকে সাহায্য কর।

তারপর আসে এক ভয়ঙ্কর দিন। নগো দিন ন্যু-র সামনে এসে থো বলে,

— এইমাত্র টেলিফোন এসেছে. আর্মির মতিগতি ভাল নয়। তারা সায়গন অবরোধ করেছে।

নগো দিন ন্যু হেসে বলেন,

—বিদ্রোহী সেনাদের খতম করার ব্যবস্থা হচ্ছে। তোমরা বিচলিত হয়ো না। দিন্-কে আমি টেলিফোনে পাচ্ছি না, তার সঙ্গে দেখা করে বল আমি ডাকছি। আমরা একটা কাউণ্টার ক্যু-ডে-টা-য় সব কটাকে শেষ করবো।

সংবাদ নিয়ে থো দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করে। দিন্-এর কাছে বার্তা নিয়ে যাবার অছিলায় প্রাসাদ ছেড়ে চলে যায়।

বিদ্যুৎ গতিতে কাজ তখন এগিয়ে চলেছে। গোপনে যখন বিপ্লবী সামরিক পরিষদের নির্দেশ নিয়ে থো প্রাসাদে ফিরছে, তখন প্রেসিডেণ্ট দিয়েম ও নগো দিন ন্যু প্রাসাদ থেকে বিভিন্ন সামরিক সংস্থায় সাহায্য চেয়ে পাঠাচ্ছেন। এক একটা যোগাযোগ নষ্ট হচ্ছে।

প্রাসাদ রক্ষীদের সঙ্গে বিপ্লবী ফৌজের ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়! মুহুর্মুহু মর্টার আর ট্যাঙ্কের গোলা এসে আছড়ে পড়ছে। প্রাসাদের নাড়ি-নক্ষত্র থো-র জানা। বিদ্রোহী ফৌজের একটা ইউনিট পরিচালনার ভার তার হাতে এল।

রাত্রের শেষ প্রহর। শেষ পর্যায়ের যুদ্ধ তখনও চলেছে। কাঁটা তাদের বেষ্টনী ভেঙ্গে পড়েছে। দেওয়াল ভেঙে গেছে একদিকের। আত্মসমর্পণের নির্দেশ তবু প্রাসাদ রক্ষীরা মানছে না। থো হয়তো অগ্রবর্তী এক সেনাদলের সঙ্গে প্রাসাদে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় চারদিক থেকে হর্ষধ্বনি শুরু হয়। এতক্ষণে প্রাসাদ সাড়া দিয়েছে। বারান্দা থেকে তারা শ্বেতপতাকা নড়ছে।

উন্মত্ত সেনাবাহিনী আকাশের বুকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রাসাদে প্রবেশ করে। ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা চোরা মাইন বেমওকা আত্মপ্রকাশ করলো। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ—আগুন, ধোঁয়া আর মাটি। অনেকের সঙ্গে থোও বিস্ফোরণের ঝাপটায় ছিটকে পড়লো।

ঠিক আঘাত নয়, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ঝাপটা থো-কে আছড়ে ফেলে। পুরোপুরি জ্ঞানও সে হারায়নি। চোখের ওপর দিয়ে একটার পর একটা

চলমান দৃশ্য সরে যেতে থাকে। অজস্র চিন্তা, যোগসূত্রহীন টুকরো টুকরো দৃশ্য চোখের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। দৃশ্যমান জগত দুলতে থাকে। তারপর সমস্ত কিছু যেন সরে যায়। প্রাসাদ রক্ষীদের আত্মসমর্পণের নিশানা—শুধু শ্বেত পতাকাটা চোখের ওপর দুলতে থাকে। পরক্ষণেই তীব্র গর্জন ছিটিয়ে রেডক্রশের পতাকা লাগানো একটা ইঞ্জিন তীব্র গতিতে সামনে এগিয়ে আসতেই থো দু'হাতে মুখ ঢেকে চীৎকার করে ওঠে।

কাদা মাটির মধ্যে থো-র শরীরটা তখন গড়াচ্ছে। সম্পূর্ণ আত্মবিস্মরণ।

জ্ঞান ফিরে আসতেই বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো দৃশ্যের মিল খুঁজে পায় থো। নিজের জীবনের ছেঁড়া ছেঁড়া ঘটনা যেন জোড়া লাগছে। সম্পূর্ণ জীবনচিত্র চোখের সামনে ফুটে উঠতেই একজনকে তার আগে মনে পড়ে। সে বিন্।

প্রথমে দেখতে পায়নি বিন্। পেছন থেকে বহু আকাঙ্ক্ষিত একটা ডাক,

—বিন্।

ফিরে তাকায় বিন্। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থো। একটা চরম মুহূর্ত। প্রসারিত বাহুতে বিন্‌কে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে।

—থো।

—বিন্।

—থো, তুমি আমাকে চিনতে পেরেছো?

—বিন্।

পাগলের মত থো বিনের মধ্যে হারিয়ে যেতে চায়। হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে আসে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উদভ্রান্তের মত প্রশ্ন করে, আমার ছেলে কোথায় বিন্। সোনামনি কোথায়?

সোনামনি কাছেই ছিল। মায়ের সঙ্গে বাইরের এই মানুষটির এত দৈহিক নৈকট্যে হয়তো বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। চোখে চোখ পড়তেই দৌড়ে মায়ের বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আকাশের বুকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে থো অর্থহীন ভাষায় আদর জানায়। ভাল লাগলেও সংশয় কাটে না। সেদিনের কথা হয়তো নাবালক শিশুটি ভোলেনি। ছাড়া পেয়েই সে দম দেওয়া ট্রেন ইঞ্জিনের দিকে ছুটে যায়। হাজারো ঘূর্ণি, ট্রেনের বিসর্পিল গতি ও নকল সিটি আজ আর থো-কে বিভ্রান্ত করতে পারে না।

মিঃ থো একটু হাসলেন। পরিশ্রান্ত কণ্ঠ। ভাবাবেগের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন। বললেন,

—এ সব শুনতে আপনি নিশ্চয়ই আসেননি মিঃ সেন।

—আপনার কাহিনী অস্বাভাবিক, এ সমস্ত কিছুই আমার জানার দরকার ছিল। আমি ভাগ্যবান। আপনি থামবেন না।

ঘড়িতে দেখলাম ভোর চারটে।

মিঃ থো বলে চলেন,

—গ্লানি ও চূড়ান্ত আত্মধিক্কারে আমি পর্যুদস্ত হয়ে রইলাম। এতদিন আমি কী করেছি ভাবলেও ঘৃণায় আমার মন ভরে ওঠে। কান লাও পার্টিতে দুশমনের কাজ করেছি এতদিন! বিন্ আমাকে ভরসা দেয়, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আবার ভাল হয়ে যাবে। আবার তুমি তোমার জীবনে ফিরে যাবে।

পরিবর্তন শুধু থো-র জীবনেই আসেনি। নবজন্ম শুধু থো-র একলার নয়। গোটা দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজনৈতিক আকাশে তখন রঙ বদলাতে শুরু করেছে। প্রেসিডেণ্ট নগো-দিন দিয়েম ও নগো দিন ন্যু নির্মমভাবে বিপ্লবী সেনাদের হাতে নিহত হয়েছেন। ক্ষমতা দখল করেছে সামরিক পরিষদ। জেনারেল মিন্ বললেন,—কান লাও পার্টি ভেঙ্গে দাও। অনেকের সঙ্গে থো-কে বদলী করা হ'ল সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরে।

থো বিন্‌কে বলে,

—চলো আমরা পালাই।

—পরশু তোমাকে সন্ধ্যায় আসতে হবে। বাড়িতে তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে আসবেন। তিনি তোমার ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি বলে দেবেন।

মিঃ থো একটু মৃদু হেসে বললেন,

—আমাকে জঙ্গলে ফিরে যেতে বারণ করা হ'ল। গোয়েন্দা দপ্তরে থেকে যাবার নির্দেশ দেওয়া হ'ল। ভেতরে থেকে শত্রুপক্ষের সমস্ত সংবাদ পাচার করবার ভার দেওয়া হ'ল আমাকে। আমি মেনে নিলাম। বিন্‌কে আবার নতুন করে বিয়ে করলাম। স্বাভাবিক সম্পর্ক পাতাতে আইনের আশ্রয় নিলাম।

তারপর সে এক নতুন অধ্যায়।

থো আবার হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। এখন আরও প্রস্তুত। অনেক বেশী সতর্ক। অনেক বেশি অব্যর্থ।

শত্রুপক্ষের খবর বাইরে পাচার করাই থো-র প্রধান কাজ। কিছুমাত্র আশঙ্কার সূত্র না রেখে নিখুঁতভাবে একটার পর একটা কাজ করে যায়।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও নির্দয় কঠোর শাসন আরও তীব্র হয়েছে। থো তার মধ্যেই কাজ করে চলে। সরকার অনুগত গেরিলা বিরোধী কয়েকজনকে ফাঁদে ফেলে রাজদ্রোহী প্রমাণ করে চিরতরে সরিয়ে দিতে একটু বুদ্ধি ও সাহসের দরকার। গুলি একটিও খরচ না করে থো শত্রুপক্ষকে এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে থাকে। ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে মিথ্যে অভিযোগ ও প্রমাণ দেখিয়ে বিপ্লব বিরোধী অনেককেই থো সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। এক একটা ক্ষমতার উঠতি পড়তি, নতুন নতুন সামরিক বীর পুরুষকে তুলেছে। থো-র তাতেই সুবিধে। পূর্ববর্তী শাসনের অনুগত, পান্টা ক্যু-র ষড়যন্ত্রে মশগুল, আবার খোদ লিবারেশন ফ্রন্টের সঙ্গে যোগাযোগ—এধরনের বহু মিথ্যে সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখিয়ে বেশ কিছু শত্রুকে থো সরিয়ে ফেলে। থো-র উন্নতি হতে থাকে। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে থো-কে হাতেকলমে গোয়েন্দা বিভাগের চূড়ান্ত শিক্ষা দেবার জন্যে একবার আমেরিকায় পাঠানো দরকার। থো বলে, দেশের এই দুর্দিনে একমুহূর্তের জন্যেও সে বাইরে যেতে চায় না। ভিয়েত কং দের নির্মূল না করা পর্যন্ত তার বিশ্রাম নেই।

আশ্চর্য মানুষ থো। বলে চলেন,

—এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো। পলাতক বিদ্রোহী কয়েকজন সামরিক অফিসারের ছবি রেকর্ড রুম থেকে উধাও হ'ল। দেখা গেল সেখানে জাল ছবি লাগিয়ে রাখা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি নিশ্চিত বিপদের পদধ্বনি শুনতে পেলাম। সবটার পেছনেই আমার হাত ছিল কিন্তু কীভাবে কর্তৃপক্ষের নজরে আসে ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না। রেকর্ড রুমের চাবি একটি করে আমাদের দু'জনের কাছে থাকতো। আমরা দু'জন একই পদে, একই চেয়ারে চব্বিশ ঘণ্টার দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিয়েছিলাম। আমার সহকর্মী ছবি হারানোর ব্যাপারটা নিয়ে কোন আলোচনা না করায় আমি বুঝলাম—সে আমাকে সন্দেহ করছে। কেমন যেন সন্দেহ হ'ল যেন আমাকে শ্যাডো করা হচ্ছে।

—এ সমস্ত ব্যাপারে সময় নষ্ট করা বিপজ্জনক। কোন ঝুঁকি নেওয়া বোকামি। একদিন আমার ডিউটির পর সহকর্মীকে যখন কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি কথাপ্রসঙ্গে বললাম: বাঁ হাতে রিভলভারের টিপ তোমার কেমন?

সহকর্মীর রসিকতায় একটা চাপা বিদ্রূপ ছিল। জবাবে বলল—তোমার মাথা বাঁচিয়ে চুল উড়িয়ে দিতে পারি।

বাজি ধরলাম। বললাম তুমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে টেবিলের পেপার ওয়েট দুটো উড়িয়ে দাও তো। সে সহাস্যে রাজি হ'ল। আমি চেয়ার ছেড়ে কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য ভেদ করতে বলি। পর পর দুটো গুলিতে পেপার ওয়েট দুটো সে চুরমার করে দেয়। ঠিক সেই মুহূর্তে মোক্ষম দু'টো গুলিতে আমি শয়তানটাকে ধরাশায়ী করে ফেলি। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার ব্যাগে গোটা ছয়েক জাল ছবি পুরে দিয়ে ব্যাগটা তার মুখে ছুঁড়ে মারলাম।

গুলির আওয়াজে পাশের ঘর থেকে সবাই ছুটে আসে। সে এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি। গুলিটা আমি মোক্ষমই করেছিলাম। বুক ও মাথা তার বিদীর্ণ হয়েছিল।

—কিন্তু তবু শয়তানটা বেশ কিছুক্ষণ বেঁচেছিল। কী বলেছিল জানি না। কিন্তু ব্যাগটা সন্দেহাতীত দলিল বহন করছিল। আমি বললাম—সন্দেহ আমার আগেই হয়েছিল। কিন্তু প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কিছু করতে ভরসা পাইনি। অন্য কাগজের সঙ্গে দৈবাৎ একটা ছবি অসতর্ক মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ে। আমি ব্যাগ খুলতে অনুরোধ করি। সঙ্গে সঙ্গে শয়তানটি ভায়াবহ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ব্যাগ নিয়ে সে পালাচ্ছিল। গুলি দুটো তার ব্যর্থ হয়। দরজা খুলে যখন সে পালাতে চেষ্টা করছিল আমি গুলি চালাতে বাধ্য হই।

নতুন করে থো প্রমাণ করে সে অদ্বিতীয় বীর।

সময় যায়। মাস কাটে। বছরও ঘুরে আসে এমনি করে। থোদ সায়গনে ভিয়েত কং গেরিলাদের তৎপরতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। সামরিক বহু গুপ্ত খবর গেরিলাদের হাতে চলে যায়। সরকার একটু বিচলিত বোধ করে। থো এমন জাল বিস্তার করেছে যে চক্র ভেদ করা দুর্ভেদ্য। সামরিক গুপ্তচর বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে বসেই থো সায়গনে গেরিলা বাহিনীর তৎপরতাকে গতি দিত। দু'একটা জরুরী অধিবেশনও সে ঐ ঘরে নিরাপদেই করেছে।

এমন সময় ওপর থেকে আদেশ আসে সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ অফিসারকে বদলী করা হোক। সে আদেশ থেকে থো-রও রেহাই নেই। থো-কে বদলী করা হয় হয়ে-তে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হাই কমিশন এইভাবে চক্রটির হদিশ করবার চেষ্টা করেছিল।

থো ধরাছোঁয়ার বাইরে। তবু নিজের সততা সম্পর্কে কারো কোথাও কোন সন্দেহ আছে কিনা জানবার জন্যে থো হুয়ে যাবার আগে ছেলের জন্মদিনের অজুহাতে সহকর্মীদের ডিনারে ডাকে একদিন।

নিতান্তই ঘরোয়া পরিবেশ। নিমন্ত্রিত জনা চারেক। বিন্-এর আপ্যায়নে মুগ্ধ সবাই। ফরাসী ও আমেরিকান মদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। সে এক অতি রম্য অনুষ্ঠান। অতিথিরা উপহারও এনেছেন সঙ্গে করে। মাউথ অর্গান, আমেরিকান পুতুল—দম দিলেই বেশ কিছুক্ষণ টুইস্ট করে। একজন এনেছে ব্যাটারী ফিট করা ট্যাঙ্ক—ক্রমাগত আলো ছিটিয়ে সে আগুনের ভয় দেখায়।

নতুন নতুন পুতুল পেয়ে ছেলে খুব খুশি। বিন্ ডিনার টেবিল সাজাতে ব্যস্ত। পলিটিক্স্ থেকে পোলট্রি—দায়িত্বহীন হালকা আলোচনার আর শেষ নেই। নতুন নতুন কাজের গুরুত্ব ও দায়িত্বভারের কথা আলোচনা হচ্ছিল তারপর।

হঠাৎ সমস্ত কিছু থেমে গেল। খাওয়া ফেলে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে একই দিকে ফিরে তাকায়। বিন্ পাথরের মত দাঁড়িয়ে পড়ে। পাতলা একটা কাঁচের গ্লাস থো-র হাতে ধরা ছিল। নিজের অলক্ষ্যে চাপে পড়ে হাতের মধ্যে টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যায়। টপ টপ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ে।

খুব স্বাভাবিকই একটা দৃশ্য। পর্দা সরিয়ে ফুটফুটে থো-র ছেলে মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে। সবাইকে উঠে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকে নিরীক্ষণ করছে দেখে হযতো সে ভেবেছিল সবাই তাকে তারিফ করছে। সে যেন সবাইকে আরও চমৎকৃত করে দিতে চায়। অতটুকু ছেলে তন্ময় হয়ে বাজিয়ে চলে মুক্তির জযগান। লিবারেশন ফ্রন্টের প্রাণ মাতানো সঙ্গীত—'জাগো, দখিনের বীর সন্তান জাগো'। গেরিলা বাহিনীর অতি প্রিয় সঙ্গীত। যে সুরকে প্রতিটি ভিযেত কং তার রাইফেলের মত ভালবাসে।

থো আর সংযত করতে পারে না নিজেকে। ছুটে গিযে ছেলেটাকে একটা চড় মারে। চোখের সামনে দৃশ্যমান সমস্ত কিছু দুলতে থাকে। বিন্ ছুটে যায় ছেলের দিকে। অর্থহীন, বেসুরো যুক্তিতে কাল্পনিক এক ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়।

ফিরে এসে দেখে ডিনার টেবিল শূন্য। কেউ নেই।

থো বলে,

—ওরা আবার আসবে বিন্। ওরা প্রস্তুত হয়ে আসছে।

—উপায়!

—পালানো। এখনই ওরা আবার ফিরে আসছে। ওরা নিশ্চয়ই হেডকোয়ার্টার্সে পরামর্শে গেছে। ভাববার সময় নেই বিন্। আমাদের ধরতে পারলে আর রক্ষা নেই। এখনই এই মুহূর্তে চল আমরা বেরিয়ে পড়ি।

তারপর পলায়ন। দূরপাল্লার বাসে চাপিয়ে থো বিন্‌কে মুক্ত এলাকায় ঢুকে পড়তে বলে। তিনজনে এক সঙ্গে থাকলে গ্রেপ্তার এড়ানো কঠিন।

থরথর করে কাঁপছিল বিন্‌। হাত চেপে ধরে বলে,

—তুমি!

আমার জন্যে ভেবো না। কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে। সাবধানে যেও। ভাল থেকো।

তারা আবার এসেছিল কি না থো জানে না। কিন্তু সে যখন ঘণ্টা খানেক পর সম্পূর্ণ অন্য চেহারায়, অন্য পোষাকে কয়েক ডজন গ্যাস বেলুনের ফিরিওয়ালা সেজে পশ্চিমের চেক পোস্ট অতিক্রম করে গেছে তখন বেতারে সর্বত্র খবর ছুটছে —জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় থো-কে ধরা চাই।

কিন্তু নাগালের বাইরে যেতে পারেনি থো। একসঙ্গে চক্রাকারে সবাই তাকে ঘিরে ধরে। ঘণ্টা খানেক আগে ডিনার টেবিলে বিনের আন্‌জোয়িান কুশ-কুশ-এর প্রশংসায় যিনি পঞ্চমুখ ছিলেন, তিনিই এগিয়ে এলেন,

—থো, পালাতে চেষ্টা করো না। কুকুরের মত গুলি করে মারবো।

শত্রুব্যূহ ভেদ করে পালানো অসম্ভব। আকাশের বুকে বেলুনগুলো ভাসিয়ে দিয়ে থো ধীর পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে এলো।

মিঃ থো তাঁর অসাধারণ জীবনেতিহাস শেষ করলেন। আমি নির্বাক। আমি অস্থির। সম্পূর্ণ স্তব্ধ।

এক টুকরো ম্লান হেসে মিঃ থো বলেন,

—প্রয়োজন কিছু ছিল না, তবু সবটাই খুলে বলতে আমার কেমন যেন ভাল লাগলো। আমার সম্পর্কে আর কী জানতে ইচ্ছে করে মিঃ সেন?

জবাব এলো না কণ্ঠে। পাথরের মত মুখোমুখি বসে রইলাম। আমি যেন সমস্ত কিছুই জেনেছি। অনেক কথা, অনেক প্রশ্ন সাজিয়ে এনেছিলাম কিন্তু কোন কিছুই আর আমার জানতে ইচ্ছে হ'ল না। আমার মাথা নত হয়ে এলো।

হঠাৎ ভারী লোহার দরজা খুলে গেল। দু'জন সশস্ত্র সেনাকে সঙ্গে নিয়ে এক সামরিক অফিসার সেলে প্রবেশ করে। ক্ষিপ্র গতি। অসম্ভব ব্যস্ততা। শান্ত পরিবেশে একটা অস্থিরতা টেনে আনে,

—আমাদের কাজ করতে হবে। সেলে আর আপনি থাকতে পারবেন না।

আপনাকে এবার যেতে হবে। বাইরে গার্ড আছে। আপনাকে গাড়িতে তুলে দেবে।

ফাঁস লাগানো দড়ি মিঃ থো-র কোমরে পরানো হ'ল। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি হাসছেন। অনভিব্যক্ত হাসিটুকুর ব্যাখ্যা নেই।

—পবিত্র জন্মভূমির জন্যে মৃত্যুবরণ করে আমি ধন্য হবো। আমার বিপ্লবী অভিবাদন গ্রহণ করুন।

ঠোঁটে আমার কথা এলো না। প্রাণশক্তি যেন সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। অসম্ভব রিক্ততা, পরিপূর্ণ এক শূন্যতা আমাকে অস্থির করে তোলে। আমি কঠিন মানুষ জানি, তবু নিজেকে সংযত করতে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছিল।

—আমাদের দেরি করবার সময় নেই। আপনি এবার যান!

সামরিক অফিসারের কথায় সম্বিত ফিরে আসে। আনন্দে উদ্ভাসিত মুখশ্রীতে থো-কে অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছিল। মনে হ'ল মিঃ থো যেন গুন গুন করে গান করছেন। কথা বোঝা যায় না—কিন্তু সুরটা পরিচিত। এ সঙ্গীতের কোন সীমান্ত রেখা নেই। এ আন্তর্জাতিক—ইণ্টারন্যাশনাল।

সেল থেকে একরকম ছুটে বেরিয়ে এলাম। উল্টোদিক থেকে বাইবেল হাতে নিয়ে ফাদার এগিয়ে আসছেন। করিডোর অতিক্রম করে ওপরে উঠতেই ভোরের আলো চোখে পড়লো।

গাইড অপেক্ষায় ছিল। সেলাম ঠুকে খুব কাছে এসে বলে,

—ফায়ারিং স্কোয়াডের ছবি নেবেন স্যার। পাঁচশো পিয়াস্টা দিলে ক্যাপ্টেনকে রাজি করানো যাবে। ছবি নিশ্চয়ই আপনার দরকার হবে।

থমকে দাঁড়াই। কথার জবাব না দিয়ে আবার দ্রুত হাঁটতে থাকি। খাকি রঙের অন্য একটা গাড়ি অপেক্ষায় ছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। সিটের ওপর ব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়ে গাড়িতে উঠে এলাম।

গাড়ি চলতে থাকে। কাঁচ থেকে ওয়াইপার একটানা যান্ত্রিক গোঙানি নিয়ে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো সরিয়ে নিচ্ছে। অনেক কথাই মনে আসে। থো-র চড়া পর্দায় বাঁধা নিষ্ঠুর জীবনের চিন্তাই আমাকে টেনে নিয়ে চলে। কাঁচের ওপর বৃষ্টির ফোঁটাগুলোর মধ্যে আমি যেন থো-র জীবনের টুকরো টুকরো দৃশ্যগুলোর দেখা পেলাম। একটার পর একটা দৃশ্য ওয়াইপার সরিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

আমি দেখলাম থো-র বিপ্লবী অভিবাদন—ঠোঁটের ইণ্টারন্যাশনালও আমার কানে বাজে। ক্রমেই আমি তলিয়ে যেতে শুরু করি। আরও বিচ্ছিন্ন কিছু দৃশ্য আমার চোখের ওপর ভেসে ওঠে। চলমান চিত্রবৎ থো-র মুখের মত কতগুলো মুখ বৃষ্টির জলের মধ্যে থেকে আত্মপ্রকাশ করে।

আমি যেন দেখতে পেলাম দু'জন সাথীকে নিয়ে ম্যানোভার মুসো রাইফেল নিয়ে দৌড়চ্ছেন। হাত্তা সরকারের নির্মম সেনা চীৎকার করে ওঠে।

—*Surrender, Musso !*

তারপরেই দেখলাম গুলি খেয়ে মুসো পড়ে গেছেন। আমার দিকে তাকিয়ে মুসো হাসছেন। হাত তুলে বিপ্লবী অভিবাদন জানালেন। স্ফুরিত ওষ্ঠাধর থেকে রক্তে সিঞ্চিত শেষ কথা,

—সাম্যবাদ দীর্ঘজীবী হোক।

দু'জন সেনা সামনে এগিয়ে আসে। একজনের সংশয় তবু কাটে না,

—চিনতে তোমার ভুল হয় নি—ইনিই মুসো ?

—হ্যাঁ, ইনিই ম্যানোভার মুসো—ইনিই ইন্দোনেশীয়া কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম বিপ্লবী নেতা।

সমস্ত দৃশ্যপট কাঁচ থেকে ওয়াইপার সরিয়ে নিয়ে গেল।

তারপর কতকগুলো ফোঁটা কাঁচের ওপর একসঙ্গে দেখা দিল। দেখলাম এগারোজন সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ানো। পিঠের দিকে দু'টি হাত সবারই একত্রে বাঁধা। কালো কাপড়ে চোখ বাঁধা ছিল, তাই চিনতে অসুবিধে হচ্ছিল। তবু কয়েকজনকে চিনতে পারি। ইন্দোনেশীয়ার প্রিয় নেতা আমীর জারিফউদ্দিন চীৎকার করে উঠলেন,

—দুনিয়ার মেহনতী মানুষ—একত্রিত হও। তোমাদের জন্যেই আমি মৃত্যুবরণ করলাম।

সুরিপ্‌নো হাসছিলেন। পাশেই ছিলেন ডারুশমান—আর কাউকেই আমি চিনতে পারলাম না। এগারো জনের কণ্ঠে তখন মুক্তির গান—ইণ্টারন্যাশনাল।

জাভার সামরিক নেতা চীৎকার করে আদেশ দেন,

—ফায়ার !

এগারো জনের উন্নত শির বুকের ওপর হেলে পড়ে। মনে হ'ল জন্মভূমিকে তাঁরা যেন শেষ প্রণাম জানাচ্ছেন।

টায়ার লাগানো একটা ঠেলা বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে আসে। বিসপিল

জলরেখাকে আমি হয়তো রক্ত ধোবার স্টিবাপ্ পাম্পের সঙ্গে ভুল করেছিলাম। অর্ধবৃত্তাকারে ওয়াইপার রক্তাক্ত দৃশ্যপটটি সরিয়ে নিল।

পরক্ষণেই দেখলাম তেহেরাণের রাজপথ। প্রিয় দর্শন এক যুবা নির্জন পথে একাকী চলেছে। হঠাৎ চারদিক থেকে ইরাণের ঝটিকা বাহিনী এই যুবার ওপর ঝাঁপিযে পড়ে। তিনটে গুলি খেযেও যুবা দৌড়চ্ছে। ব্লাড্-ট্রেল ধরে সেনাদের নিষ্ঠুর শিকারের পেছনে দৌড়তে দেখলাম। আলোআঁধারী ও ক্ষিপ্রতার মধ্যে যুবাকে চিনতে পারিনি প্রথমে। সামরিক হাসপাতালে ব্যাণ্ডেজে বাঁধা, লাল কম্বলে ঢাকা হতভাগ্য যুবাকে আমি চিনতাম না। কিন্তু গোপন সামরিক আদালতের সামনে দীর্ঘকায় প্রিয়দর্শন এই যুবা যখন আত্মপক্ষ সমর্থনে ঘুরে দাঁড়িযেছে তখন চিনলাম—খোসরোভ রুজবেক।

—আমি আমার আদর্শে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচলিত থাকবো। আমার রাজনৈতিক প্রত্যয় আমার কাছে সবচেযে পবিত্র। আমার শপথ ও কর্তব্য থেকে চ্যুত করবার চেষ্টা অর্থহীন। আমার ঐতিহাসিক দাযিত্ব সম্পাদন করতে পারায আমি গর্বিত। খোসরোভ রুজবেক-কে ফাঁসী আপনারা দিতে পারেন- কিন্তু মানবতা, সৎপ্রবৃত্তি, দেশপ্রেম ও জনগণের নিঃস্বার্থ ত্যাগকে আপনারা শাস্তি দিতে পারবেন না। আরও অনেক খোসরোভ আসছে।

কোর্ট রায় দিলো—খোসরোভ-কে গুলি করে হত্যা করা হবে।

হেসমেথা ফাযারিং গ্রাউণ্ড অল্পক্ষণের জন্যে দেখতে পেলাম। কোমরে দড়ি, কালো কাপড়ে চোখ বাঁধা খোসরোভ-কে মুহূর্তের জন্যে দেখলাম।

রাইফেলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে খোসরোভকে সরিয়ে নিয়ে গেল ওয়াইপার।

বৃষ্টির ফোঁটাগুলো আমাকে যেন তছনছ করে দেবে। একটার পর একটা দৃশ্য চোখের ওপর এসে হাজির হয। দেখলাম বাগদাদের কারাগৃহ। অন্ধ পরিসর ২৭ নম্বর সেল থেকে ফাইদ্ চেঁচাচ্ছে,

—জাকি এখনও বেঁচে আছো?

২৯ নম্বর সেল থেকে জাকি জানান দেয়,

—আছি, এখনও আছি বন্ধু।

১৯ নম্বর সেল থেকে হুসেন আহ্বান জানায়,

—এসো আমরা গান করি। এই ভাবেই পরস্পরে কথা বলি।

রাত্রের নীরবতা ভেঙ্গে লোহার গরাদের ওপর মাথা রেখে তিনজন বন্দী যুবার সমবেত সঙ্গীত সারা কারাপ্রাচীরে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে:

মানুষের মৃত্যু নেই, জীবন অনন্ত—তারা অমর। ইরাক স্বাধীন হবেই ; দুষমনের পরাজয় আসন্ন।

সেলের বাইরে সশস্ত্র পাহারা নিরুপায়। ফাঁসীর আসামীদের তারা আজ আর কিসের ভয় দেখাবে !

প্রথম সেল থেকে হুসেনকে সামরিক পাহারায় বাইরে আনতে দেখলাম।

—কমরেডস্, বন্ধুরা, আমি চললাম।

বাগদাদে ভোর হচ্ছে। তখনও মানুষ ঘুমুচ্ছে।

প্রভাতী আজানের সুর মসজিদের এ চূড়ো থেকে অন্য চূড়োয় সাদা মেঘের ওপর ভর করে উড়ে বেড়াচ্ছে।

বধ্যভূমিতে সশস্ত্র পাহারা আছে—মানুষ নেই। বাগদাদে আজ মার্শাল ল। মানুষের পথে নামা নিষিদ্ধ।

হুসেন নির্ভীক, অচঞ্চল। চলনে এতটুকু কুণ্ঠা নেই। দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে,

—ইরাকের জন্যে প্রাণ দিতেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি।

হুসেন সরে যেতেই এসে হাজির হয় জাকি। হাসতে হাসতে বলে,

—বিপ্লব এই ভাবেই এগিয়ে যাবে। সর্বহারাদের মুক্তিসংগ্রাম এভাবে এগিয়ে চলবে।

পর মুহূর্তে দেখলাম ফাইদ্ মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঘাতকের হাতের কালো কাপড় সরিয়ে দিয়ে বলে,

—সাম্যবাদের মৃত্যু নেই। ফাঁসীর মঞ্চ তার নাগাল পাবে না কোনদিন।

পরক্ষণেই ইরাকের ইতিহাসের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের কালো পাতাটা ওয়াইপার সরিয়ে নিল।

তারপরেই দেখলাম লোক ছুটছে। মিলিটারী চার্জ করছে। জেনারেল কাশেমের হত্যাকাণ্ডের পর ভয়াবহ বাগদাদের মধ্যে যেন আমি ছুটে চলেছি। লাউড স্পীকারের চীৎকার শোনা যাচ্ছে,

—সালাম অদেল, যেখানে থাকুন আত্মসমর্পণ করুন।

মস্কোর দ্বাবিংশতি পার্টি কংগ্রেসের অভিজ্ঞতা সালামকে কতটা চঞ্চল করেছিল জানি না কিন্তু দুষমনের সঙ্গে সহ অবস্থানের কোন পরিকল্পনা হয়তো তাঁর ছিল না।

মুহূর্তের জন্যে সালামকে দেখলাম। গুলিতে না ছুরিকায় বিদীর্ণ হয়েছিলেন সালাম, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

দৃশ্যপটটি ওয়াইপার মুছে নিয়ে গেল।

পরক্ষণেই ভেসে ওঠে দামাস্কাসের ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশনের টর্চার চেম্বার। ফারাজআল্লা হেলু-র মৃতপ্রায় দেহটা কাতরাচ্ছে। গোপনে হেলু-র দেহ কবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু সরে গিয়ে অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণের মধ্যে মরক্কোর অন্যতম নেতা আবদেল করিম বেন আবদুল্লাকে ক্যাসাব্ল্যাঙ্কার রাজপথে পড়ে থাকতে দেখলাম। রক্তে সিঞ্চিত একখানা বই তখনও বুকের কাছে ধরা ছিল, লেলিনের—"*Imperialism, the Highest stage of Capitalism.*"

ওয়াইপার সরিয়ে নিল তাকেও।

কাঁচের ওপর তারপর ভেসে ওঠে উইলফ্রিদো এ্যালভারেজ। নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারছেন না। সমস্ত সাথীদের নিরাপদে শত্রু-বেষ্টনী থেকে বার করে দিয়ে সম্মুখ সমরে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। আমার গাড়ি হয়তো বাঁক নিচ্ছিল তখন—ইণ্ডিকেটারের আলোর রক্তিম প্রতিফলন সামনের কাঁচে ফুটে ওঠে। নিজের রক্ত দিয়ে এ্যালভারেজ তখন লিখে চলেছেন,

Viva el Comunismo! Viva la revolucion democratical! Abajo la dictadura!

প্যারাগুয়ার মার্ক্সিস্ট বিপ্লবী আর একটা গুলি খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়লেন।

তারপর আরও। সহস্র ধারায় বর্ষণ শুরু হয়। মুহূর্তের জন্যে দেখলাম মারিয়ানো বালগোস্ ফিলিপাইনের জঙ্গলে গেরিলা বাহিনী নিয়ে ম্যাগসেসের সেনাদের সঙ্গে লড়াই করছেন। গুলি খেয়ে পড়ে যেতেই কমরেড জুয়ান ফেলিও ধীরে ধীরে ফুটে ওঠেন। তবে তাঁকে তাড়া করে খুন করবার দৃশ্যটি অবিশ্রান্ত জলধারার মধ্যে হারিয়ে গেল।

গাড়ির হর্নের আওয়াজের সঙ্গে মটোর বোটের হুইসিলের মিল আছে কী না জানি না, কিন্তু সামনে তাকাতেই দেখি আলোড়িত জলরাশির মধ্যে একটা মটোর বোট ছুটে আসছে। মটোর বোট এগিয়ে আসতেই দেখলাম ঝটিকা বাহিনীর নির্মম ছুরিকার আঘাতে আঘাতে নিরস্ত্র বন্দী মুস্তাফা শুফি, নিজাত, নাজ্‌মী ও ইসমাইল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। ঝটিকা বাহিনী তারপর বোট উল্টে দিয়ে অন্য একটা স্টিমারে উঠে গেল। ফেনিল জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে সব কিছু হারিয়ে ফেললাম। তারপরের দৃশ্য শান্ত। ইরাকের কমিউনিস্ট বীর সন্তানদের ছিন্নভিন্ন দেহগুলো ঢেউ বুকে করে এনে আনকারার নদীতটে পৌঁছে দিয়ে গেল।

কাঁচ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলাম, হঠাৎ নজরে এলো। চেনাই যায় না। চওড়া কপাল ও গভীর স্থির দৃষ্টিটুকুর শুধু কোন পরিবর্তন হয়নি। হেলমেট পরা ফায়ারিং স্কোয়াড পজিশন নিচ্ছে। নিভীক অনমনীয় এই মানুষটি ফ্রাঙ্কোর সিক্রেট পুলিশ ও ফাদারের দিকে তাকিয়ে দপ্ত কণ্ঠে বলেন,

—আমার চোখ বাঁধবেন না। মরতে আমাদের ভয় পেতে নেই। আমি কমিউনিস্ট। কমিউনিস্টরা মরতে ভয় পায় না।

ফায়ারিং স্কোয়াডের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা যায়। তাই স্কোয়াড ক্যাপ্টেন আর অপেক্ষা করলেন না। রাইফেল তুলে নিয়ে নিজেই গুলি করলেন।

জুতোগুলোর ওপর টপ টপ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। ভিজে উঠছে মাদ্রিদের মাটি। জুলিয়ান গ্রিমাউ গার্শিয়ার শোণিতধারায় গোটা স্পেনই যেন রক্তিম হয়ে ওঠে।

অবিশ্রান্ত ধারার যেন শেষ নেই। প্রবল বর্ষণের সহস্র জলধারায় সামনের কাঁচ একাকার হয়ে যায়। চলমান দৃশ্যগুলো ক্রমে অস্পষ্ট, ধূসর ও ঝাপসা হয়ে ওঠে।

একটানা যান্ত্রিক গোঙানির যেন বিরাম নেই। অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে আসার যেন শেষ হবে না ওয়াইপারের।

ফ্রেডারিক দি গ্রেট ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ চাইলে তাঁর লুথারিয়ন ধর্মযাজক দু'টি শব্দে উত্তর দিয়েছিলেন——*The Jews.*

ইতিহাস অনুসরণ করলে এ উত্তরের তাৎপর্য বোঝা যাবে। ইহুদীদের বেঁচে থাকাটাই যেন অস্বাভাবিক। পৃথিবী থেকে এত দিনে তাদের লুপ্ত হওয়াই যেন উচিত ছিল। ঈজিপ্সিয়ানদের হাতে এরা ছিল ক্রীতদাস, প্যালেস্টাইনে পাইকারী হারে ইহুদী হত্যা, ব্যাবিলন থেকে নির্বাসিত হয়েছে এই হতভাগ্য জাতি। রোমানরা এদের ছত্রভঙ্গ করেছে, ইযোরোপের দেশে দেশে চলেছে নিগ্রহ আর ভয়াবহ অত্যাচার। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহুদী হনন সেদিনও আমরা দেখেছি। সর্বশেষ উত্তরসূরী আইকম্যান—লাখ লাখ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে নিখুঁতভাবে হত্যা করবার ভয়াবহ প্রামাণ্য দলিলচিত্রের পেপার ব্যাক চলতে-ফিরতে হামেশাই চোখে পড়ে। ইহুদীরা তবু ধ্বংস হযনি। প্রাচীন ইজরাইল বা মুসলিম স্পেনের স্বর্ণযুগ হয়তো ফিরে আসবে না, কিন্তু ইহুদীরা আজ পৃথিবীতে নিরাপদ। দুনিয়ায় সর্বত্র আজ নতুন করে শক্তি তারা ফিরে পাচ্ছে।

ফ্রেডারিক দি গ্রেট বহু পুরাতন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে দুনিয়ার মানুষের আজ উৎসাহ কম। ইহুদীরাও আমার আলোচ্য প্রসঙ্গ নয়। তবে সায়গনের কোন গ্রেটম্যান যখন সপ্তম নৌবহরের চূড়ান্ত মজুত রণসম্ভার, লাখ মার্কিন সেনা ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ, হাজার হাজার টনের আগুনে বোমা—জল স্থল অন্তরীক্ষের সর্বাধুনিক অস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারের পরেও ভিয়েত কং-দের হাতে নাজেহাল হন ও ক্রমবর্ধমান শক্তির উৎস সন্ধান করেন, তখন লুথারিয়ন ধর্ম-যাজকের দুটি শব্দই আমার মনে আসে—*The people.*

প্রচণ্ড গণসমর্থন, দেশবাসীর অকুণ্ঠ সহযোগিতাই ভিয়েত-কং-দের হাতে আসল শক্তির উৎস। দেশবাসীই তাদের হাতিয়ার। সাধারণ মানুষের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া গেরিলারা কখনই বাঁচতে পারে না। গেরিলারা যেন মাছ। গ্রামবাসী ও মেহনতী মানুষ তাদের কাছে জলাশয়। সাঁতার কাটতে, নিরাপদে বেঁচে থাকতে ও বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কিন্তু যে জলাশয়ে ভয়, বসবাস যেখানে সহজ নয়, সেই ঠাণ্ডা পরিবেশে প্রয়োজনবোধে ভয়াবহ সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জলাশয়ের উষ্ণতা এই গেরিলারা বাড়িয়ে তোলে। মাও-সে তুং এই সর্বাধুনিক রণনীতির জনক। ঐতিহাসিক দিয়েন বিয়েন ফু গিয়াপের হাতে এই নিয়মেই রচিত হয়। চে

গুয়েভারা ও ফিদেল কাস্ত্রো সাইকোলজিক্যাল ওয়ার-এর এই ব্লু-প্রিন্ট নির্ভুল প্রয়োগ করেই নতুন কিউবা রচনা করেছেন।

তবে গেরিলা যুদ্ধের সমস্ত গৌরবময় ঐতিহ্যকে এই ক্ষুদ্র কাদামাটি আর জংলা দেশ আজ পেছনে ফেলে এসেছে। তীব্র ও ভয়াবহ শত্রুসৈন্যের সঙ্গে গেরিলা বাহিনীর সংগ্রামও ক্রমশঃ বিস্তার অকল্পনীয়—অবিশ্বাস্য।

এ যুদ্ধে কী জয়লাভ সম্ভব?

নীরস এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ একজন অতিশয় বিচলিত। মার্শাল হুয়েন কাও কী নন—ওয়েস্টি।

বিশ্রাম নেই মানুষটির। অতি প্রত্যুষেই বিছানা ছেড়ে ওঠেন। সকাল ছ'টার মধ্যেই দাড়ি কামানো, স্নান পর্ব শেষ। ধূসর ও বাদামী ছাঁটা চুলের ওপর ব্রাশ বুলিয়ে টেবিলে এসে নরম ডিম ও টুকিটাকির সঙ্গে কিছুটা দুধ। সবুজ ফিল্ড ইউনিফর্ম পরে নিয়ে দৈনিক সংবাদপত্রের ওপর চোখ বুলোনো যখন শেষ হয় তখন তাঁর "টেফেনী" ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাতটা। একজন পার্শ্ব-চরকে সঙ্গে নিয়ে কালো ফোর্ড সিডন-এ এসে বসেন। সায়গন ভিলা থেকে রুযে পাস্তুর অল্প পথ। ঠিক সাড়ে সাতটায় তাঁর কামরায় এসে হাজির হন। টেবিলে অনেকগুলো টেলিফোন। একটার লাইন সরাসরি ওয়াশিংটনে। আর একটা গেছে সপ্তম নৌবহরের এডমিরাল সার্প-এর ঘরে। এক গাদা ফাইলের স্তূপ আর রিপোর্ট। ডিক্টোফোনে নোট দিচ্ছেন, ডাকের চিঠি পড়ছেন ও জোনাল কমাণ্ডারদের নির্দেশ দিচ্ছেন। এইভাবে একটানা ষোল ঘণ্টা কাজের মধ্যে ডুবে যান ভিয়েতনামে মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞদের অন্যতম কর্ণধার ফোর স্টার জেনারেল উইলিয়ম চাইল্ডস ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড—সংক্ষেপে ওয়েস্টি। উচ্চবর্ণের এই পেন্টাগন প্রতিনিধির সঙ্গে স্টেট ডিপার্টমেন্টের সম্পর্ক নাকি মধুর। তবু একদিন মেক্সওয়েল টেলরের সামনেই বলে ফেলেছিলেন:

I don't see how we can not get involved in the next big battle.

এক বছর আগে জেনারেল পল হরকিনস-এর হাত থেকে নতুন কর্মভার নিয়ে যখন সায়গন আসেন ডগলাস ম্যাকআর্থার তখন ভরসার সঙ্গে ভয়ও কিছু দিয়েছিলেন—

I'm sure you realize that your new assignment is filled with opportunities—and saturated with hazards.

সৈনিক হিসাবে ওয়েস্টি শুরু থেকেই দক্ষ। সাউথ কারোলিনার সিটেডেল

মিলিটারী কলেজের পাঠ শেষ করে ওয়েস্ট পয়েন্ট-এ ভর্তি হন। সেখানেও তিনি যোগ্যতার পরিচয় দেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিউনেশিয়া ও সিসিলি-তে ৩৪ ফিল্ড আর্টিলারী ব্যাটালিয়ন পরিচালনা করেন। বীরত্বের জন্যে পুরস্কৃত হন। ওয়েস্টি এয়ারবর্ন ট্যাকটিকস এ একজন বিশেষজ্ঞ। যুদ্ধের পর দ্বিতীয় পদক পান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব কনিষ্ঠ মেজর জেনারেল হিসাবে তিনি মনোনীত হন।

ভিয়েতনামের এই "বিশেষ যুদ্ধ" ওয়েস্টিকে নিশ্চয়ই অবাক করেছে। তিনি এতদিনে ম্যাকআর্থার এর কথার হয়তো যৌক্তিকতা উপলব্ধি করছেন। ভিয়েতনাম তিউনেশিয়া বা সিসিলি নয়। ফোর্ট লিভেনওয়ার্থেও এই আশ্চর্য যুদ্ধের ক্লাস হয়নি। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়েস্টি একজন উঁচু গেরিল রণনীতি বিশারদ—ফোর্ট ক্যাম্বেল এ "রিকোণ্ডো" ট্রেনিং স্কুলে মাও-সে তুং-এর গেরিলা নীতিও শিক্ষার্থীদের পড়তে বলতেন। কিন্তু কোন শিক্ষাই যেন কাজের হচ্ছে না আজ। ওয়েস্টি স্বীকার করেন— *Viet Congs are world's best irregular infantry.*

তারপর দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—*If we can get the Viet Cong to stand up and fight, we will blast him But we can't destroy him until we find him and fix him*

ওয়েস্টির সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামের নতুন শাসক এয়ার ভাইস মার্শাল ন্যুয়েন কাও কী র সম্পর্ক কতটা মধুর বলা মুস্কিল। নগো দিন দিয়েমের পর সায়গনী শাসনে যে একটানা সঙ্কট ক্ষমতার জন্যে সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বী নেতাদের ষড়যন্ত্র আজও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। দিয়েমের পর মাত্র দু' বছরে অতিক্রম দশবার ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে। কাল সকালে প্রাতঃরাশের টেবিলে যদি কাগজ খুলে দেখি বা গভীর রাত্রে জরুরী টেলিফোনে সংবাদ পাই যে ন্যুয়েন কাও কী নতুন এক খান বা মিন এর নেতৃত্বে সফল এক ক্যু দে-টায় ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন, তাতে আমি এতটুকু অবাক হবো না। কাও কী বৈমানিক হিসাবে হয়তো দক্ষ কিন্তু বর্তমান দক্ষিণ ভিয়েতনামের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর পক্ষে কতটা সামলানো সম্ভব সে সম্পর্কে গভীর সন্দেহের অবকাশ আছে। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে আজ ভিয়েতনাম যে পলিটিক্যাল দড়ি টানাটানির "টেস্টিং গ্রাউণ্ড" কাও কী-র পক্ষে তার তাৎপর্য পুরোপুরি অনুধাবন করা হয়তো অসম্ভব নয়। স্ত্রীকে আঁটো জিনস্ পরিয়ে সঙ্গে নিয়ে ওয়ার ফ্রণ্টে

সাধারণ সেনাদের মর‍্যাল সাপোর্ট দিতে যাবার সচিত্র কাহিনী প্রকাশিত হয় নিত্য। কিন্তু আপাতদৃশ্য শক্তিশালী সামরিক বাহিনীতে যে অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলতা সে সম্পর্কে তিনি আদৌ ওয়াকিবহাল বলে মনে হয় না। মুক্তা বসানো রিভলভার সঙ্গে নিয়ে ষোল জনের ওয়ার ক্যাবিনেটে অনেক ভাল ভাল প্রস্তাব তোলেন কিন্তু চোরাকারবার ও ফাটকা বন্ধ করতে পারেননি। চালের আটাশ জন একচেটিয়া কারবারীকে তিনি ধমকেছেন সত্যি, কিন্তু কৃত্রিম আকাশ-ছোঁয়া দাম নামাতে পারেননি।

তবে, কাও কী ভালভাবেই বুঝেছেন—তাঁর পলিটিক্যাল বস্ মার্কিন রাষ্ট্রদূত। তাঁকে হাতে না রাখলে যে কোন মুহূর্তে তাঁর অপসারণ অনিবার্য। সায়গনে সব বদল হয় কিন্তু ম্যাক্সওয়েল টেলর ও হেনরী ক্যাবট লজ-এর রাষ্ট্রদূত হিসাবে ঘুরে ঘুরে আসা বন্ধ হয় না।

রাষ্ট্রদূত মিঃ টেলর সায়গনের কর্মভার ছেড়ে শীঘ্রই ওয়াশিংটনে ফিরে যাচ্ছেন। প্রেসিডেণ্ট জনসনকে তিনি পত্রে জানিয়েছেন, এক বছরের মেয়াদে আমি সায়গনের রাষ্ট্রদূতের কাজ গ্রহণ করেছি। এক বছর পার হতে চলেছে, এবার আমি মুক্তি চাই। প্রেসিডেণ্ট জনসন উত্তরে জানিয়েছেন—

Dear Max, there is no prouder page in your record than the one which you have written in the last year.

প্রেসিডেণ্ট জনসন ভিয়েতনাম নীতি নিয়ে মিঃ টেলরের সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছে, এমন জল্পনা-কল্পনাকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে প্রেসকে ডেকে এল. বি. জে. জানিয়েছেন—*irresponsible, inaccurate and untrue.*

হেনরী ক্যাবট লজ রাষ্ট্রদূত হয়ে আবার আসছেন সায়গনে। এই সপ্তাহেই ম্যাকনামারাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর একবার ঘুরে যাবার কথা। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারী সায়গনের রাষ্ট্রদূত হিসাবে তাঁর নিয়োগের কথা ঘোষণা করলে মিঃ লজ বলেছেন :

Something noble and brave is going on out there, I am glad to have a part in it.

তবে মিঃ লজ একথাও বলেছেন, আগস্টের মাঝামাঝির আগে তিনি সায়গনের কর্মভার হয়তো নিতে পারবেন না।

মিঃ লজ সায়গনে নতুন নন। তিনি দক্ষ, বিচক্ষণ ও এল. বি. জে.-র আঙুলে গোনা অতি নিকটের একজন। দু' বছর আগে এই পদেই তিনি সায়গনে বহাল

হন। কর্মভার গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বৌদ্ধ বিক্ষোভ, দেশব্যাপী হরতাল আর অরাজকতা। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয় যেন এক অতি-নাটকীয় সেক্সপীরিয়ন প্লে। প্রেসিডেণ্ট নগো দিন দিয়েমের রক্তাক্ত মৃতদেহের মধ্য দিয়ে সামরিক সরীসৃপ যেদিন প্রথম ক্ষমতার স্বাদ পায় হেনরী ক্যাবট লজ তখন সায়গনেই ছিলেন। এই ম্যাক্সওয়েল টেলরের হাতেই ক্ষমতা দিয়ে তিনি ওয়াশিংটন যাত্রা করেছিলেন বছর খানেক আগে। সেদিন ক্ষমতায় ছিলেন মেজর জেনারেল হুয়েন খাঁন। দু'হাত ঘুরে এখন ক্ষমতা পেয়েছেন কাও কী। এই মানুষটিকে মিঃ লজ চেনেনই না কোনদিন। আগে মার্কিন সেনা ছিল ত্রিশ হাজার—এখন দেড় লাখ। মার্কিন ফৌজের তখন ভূমিকা ছিল জ্ঞান বিতরণ—এখন পুরোপুরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ।

কাও কী কিন্তু প্রথম থেকেই মার্কিন পেণ্টাগনের বিশ্বাসভাজন হবার চেষ্টা করছেন। প্রকাশ্য দিবালোকে মার্কেট স্কোয়ারে একজন ভিয়েত কং-কে ফাঁসীতে লটকানোতে অনেকেই তার দৃঢ় ও ক্ষমাহীন চরিত্রের প্রশংসা করেছেন। সংবাদ-পত্র ও প্রেসের কণ্ঠরোধ করে মার্কিন দূতাবাসের আস্থা অর্জন করবার চেষ্টা করেছেন। দ্য গলের "অবন্ধুজনোচিত" মনোভাবের জন্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করায় অনেকেই তাঁকে শক্ত মানুষ মনে করেন।

ভিয়েত কং-রাও বদলা নিতে ছাড়েনি। প্রকাশ্য দিবালোকে ফাঁসীতে লটকানোর ভয়াবহ প্রতিশোধ তারাও নিয়েছে।

সায়গন নদীতটে ভাসমান রেস্তোঁরা। হয়াঙ্কীদের অতি প্রিয় জায়গা। জমজমাট পরিবেশ। গোটা রেস্তোঁরা জনসমাগমে ভরাট। নিগ্রো জি.আই.-দের পুরু ঠোঁটের তোতলামী আর কাঠের ওপর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পা ঠুকে ঠুকে দ্রুত নৃত্য একদিকে; অন্যদিকে হাততালির সঙ্গে একজনের কটিতটের অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে হুল্লোড় চূড়ান্ত পর্যায়ে। বায়োলজির নিচের তলায় চূড়ান্ত সিনথেটিক আনন্দ হুইস্কীর ঝাঁঝালো গন্ধে ভরপুর হয়ে যখন সিগারেটের ধূসর ধোঁয়ায় সারা পরিবেশ জুড়ে ম ম করছে—এমন সময় বিস্ফোরণ। পর পর দুটো। সমস্ত অন্ধকার। ধোঁয়া আর আগুনের আলোর মধ্যে মানুষের আর্ত চীৎকার। সে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। একটানা অসহায় মানুষের বড় করুণ জীবনভিক্ষা—*stretchers, stretchers, more stretchers !*

অনেক রাতে জায়গাটা আমি পরিদর্শন করেছি। বীভৎস দৃশ্য। যে-কোন

শক্ত মানুষকেও কাহিল করে ফেলে। হতাহতদের সরিয়ে ফেলা হয়েছে কিন্তু মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখনও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। চাপ চাপ রক্ত গোটা রেস্তোঁরাটার সর্বত্র ছড়ানো। সায়গন নদীতেও নানা দ্রব্যসামগ্রী ভাসছে। তেলতেলা জল। ভেসে যাচ্ছে ভাঙ্গাচোরা ফার্নিচার, অর্গানের সাদা কালো রীড ও নানান কিছু। ডুবুরীদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছে জলে। ডোমেরাও হাত লাগিয়েছে। দেহ তল্লাশির ফাঁকে মালের বোতলের সন্ধান চলেছে তাদের। রেস্তোঁরাটা কাঁচে ভর্তি। ছড়ানো মুর্গি আর বিবিধ কাঁচা ও তৈরি খাবারের ছড়াছড়ি। মজবুত অতি ভারী সাদা ধবধবে ফ্রিজিডিয়ার বাচ্চা ছেলের খেলনার মত দোমড়ানো পাকানো সম্পূর্ণ বিবর্ণ।

আক্রমণ কী ভাবে আসে কেউ বলতে পারে না। চূড়ান্ত সামরিক পাহারা অতিক্রম করে কী ভাবে দু'টি ভয়াবহ বিস্ফোরক রেস্তোঁরায় রেখে যাওয়া সম্ভব হয় অনেকেই ভেবে পান না। সরকারী রিপোর্ট বলছে, আশি জন আহত ও বারো জন মার্কিন সহ চুয়াল্লিশ জন নিহত। কিন্তু অতি উৎসাহী প্রেস প্রতিনিধি সর্বসাকুল্যে শ'তিনেকবার স্ট্রেচার আসতে-যেতে দেখেন। স্ট্রেচারে একাধিক মৃতদেহ তিনি বহন করতে দেখেছেন।

বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন ভিয়েত কং-দের বর্ষাকালীন আক্রমণ শুরু হয়েছে। আক্রমণ ও পলায়ন নীতি ছেড়ে এবার তারা কোথাও কোথাও তীব্র অভিযানে নেমেছে। সবচেয়ে উপদ্রুত এলাকা "ডি-জোন"। মেকং নদীর তীর ধরে ঠাসা জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া অসংখ্য সুতোর মত খাল ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। নতুন জঙ্গল ও আগাছার আড়ালে লম্বা লম্বা সাম্পান নিয়ে গেরিলাদের ব্যস্ত আনাগোনা ক্রমশঃ বাড়ছে। জঙ্গল এখন আরও বিপদসঙ্কুল। অজস্র জোঁক। মাটিতে, ঘাসে আর গাছের পাতায়, সর্বত্র। গর্তে জল ঢোকায় সাপেরাও নাড়া পেয়ে উঁচুতে আশ্রয় খুঁজতে বেরিয়েছে। বর্ষাকালে এই জলা-জঙ্গলে অনভ্যস্ত মার্কিন সেনাদের পক্ষে যুদ্ধ চালানো খুবই মুস্কিল।

সাম্প্রতিক কোয়াংগিয়ার আঘাত পৌঁছেছে চরমে। স্বয়ং ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড উপদ্রুত অঞ্চলটি ঘুরে গেছেন। শালপ্রাংশু মানুষটি সামরিক ম্যাপ হাতে নিয়ে জায়গাটির বিশেষ অনুধাবন করে গেছেন। শেষে মন্তব্য করেছেন—*Dienbienphu-style encirclement.*

কয়েক ব্যাটালিয়ন ভিয়েতনামী সেনা নিয়ে একটা মার্কিন বিশেষজ্ঞ দল এখানে কাজ করছিল। ভিয়েত কং-দের আক্রমণ ও পলায়ন নীতি তখনও

চলছিল। বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মার্কিন উপদেষ্টা অপারেশন টেকনিক স্থির করে ফেলেন। মন্তব্য করেন,

—*The V. C. are coming out of the blooby hills.*

প্রকৃত অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। পাহাড় থেকে প্রথম আক্রমণ চালিয়ে গেরিলারা উস্কে দিয়ে সরে পড়ে। শত্রুসৈন্যকে জঙ্গলে প্রবেশ করতে প্রলুব্ধ করে। সেনারা যখন জঙ্গলে প্রবেশ করে পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছায় তখন গেরিলারা চক্রাকারে তাদের ঘিরে ফেলে। পাহাড়ের ওপর পাশ থেকে এবং ধান ক্ষেতের মধ্যে থেকে অবৃত্তের সংখ্যায় গেরিলারা তাদের বৃত্তটিকে ছোট করতে থাকে। জায়গাটিতে এই সংখ্যাতীত গেরিলাবাহিনী সম্পূর্ণ হিসাবের বাইরে ছিল। একটার পর একটা ফঁাদে সেনাবাহিনী জড়িয়ে পড়ে। মার্কিন বিশেষজ্ঞরা যখন *mousetrapped, mousetrapped* বলে সাহায্যের জন্য দনং এয়ার বেস্-এ সংবাদ পাঠাচ্ছেন, তখন ভিয়েতনামী সেনারা প্রাণভয়ে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে ইউনিফর্ম খুলতে শুরু করেছে। পালিয়ে ধানক্ষেতে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করে। বেগিয়া গ্রামের দিকে ছুটতে থাকে। নিজেদের অসামরিক গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়াই তখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

কোয়াংগিয়া-য় সাম্প্রতিক গেরিলাদের প্রচণ্ড আক্রমণের বিশদ বিবরণ আমি মেজর ম্যাককিলের খবর নিতে গিয়ে জানতে পারি।

মেজর ম্যাককিল আমার পরিচিত বৈমানিক বন্ধু। নির্ভীক এই মার্কিন যুবা কোরিয়ায় জেট ফাইটার চালিয়ে ডি. এস সি. পদক পান। ভিয়েতনামে তিনি এল—১৯ স্পটার প্লেন চালাতেন। অপেক্ষাকৃত সোজা কিন্তু মারাত্মক ঝুঁকি। মেজর ম্যাককিল স্পষ্ট আমার চোখে ভাসেন। তাঁর টেনে টেনে কথা বলা আমার আজও কানে বাজে :

I'll see you over a beer again in Saigon after I finish my flight. I've got plenty to celebrate. I'm going home very soon Mr. Sen.

মরণফাঁদের আর্তনাদ শুনে মেজর ম্যাককিল প্রথম আকাশে ওঠেন। তাঁকে অনুসরণ করে কয়েকটি এফ ১০০-সুপার স্যাবার, স্কাই রেডার আর আধ ডজন হেলিকোপ্টার। উপদ্রুত অঞ্চলে অনেকটা নীচে নামতে হয়েছিল। চক্রাকারে ঘুরে এসে ফাইটার বোম্বারকে গেরিলা-গতিবিধি জানাচ্ছিলেন ম্যাককিল—

I see nine V. C. down there under those big trees to my left, wearing those crazy hats—charge.

পেছনের বিমান থেকে পর মুহূর্তেই রেডিও মেসেজ আসে—

Hell McKeil, Eject ! Eject ! Flames on your tail !

স্পটার প্লেন তখন মেজর ম্যাককিলের হাতের বাইরে চলে গেছে। জ্বলন্ত উল্কার মত সে তখন মাটির দিকে ছুটে চলেছে। গেরিলাদের স্নাইপারদের স্যুটিং রেঞ্জের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন ম্যাককিল।

কোয়াংগিয়ার বিপর্যয় ছোটখাটো একটা দিয়েন বিয়েন ফু। সারাদিন ধরে সমগ্র এলাকায় নপাম ও রকেট বর্ষণ করেও কোন ফল হয়নি। বেশ কিছু মার্কিন জি. আই. ও দক্ষিণ ভিয়েতনামী ফৌজ এখানে গেরিলাদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়। পরদিন বাগিয়া গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পর্যাপ্ত গ্রাউণ্ড ফোর্স নিয়ে প্রবেশ করেও জনমানবের সন্ধান পাওয়া যায়নি। মৃত সৈনিকদের পাশে অস্ত্রশস্ত্রের হদিশ করাও সম্ভব হয় না। হঠাৎ একটা জায়গায় থমকে দাঁড়াতে হয়। উঁচু একটা টিলার ওপর বড় বড় হরপে লেখা—"শোন ইয়াঙ্কী শোন ! তের বছর আগে ফরাসীরা এখানে এই একই ভুল করেছিল।"

শুধু একজনকে হাইওয়ের ওপর পাওয়া যায়। সামনের মিলিটারী কনভয়কে সে ভ্রূক্ষেপও করে না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক বৃদ্ধা।

নারকেল গাছের শুকনো একটা ডাল সে টেনে নিয়ে চলেছে, আর আপন মনে গান করছে।

কনভয়ের গতি হ্রাস হয়। একজন মন্তব্য করে,

—পাগলী !

চোখ থেকে বায়নাকুলার নামিয়ে নিয়ে অপরজন বলে, মেয়েমানুষ।

দু'জনকে দু'পাশে সরিয়ে মেশিনগানের গুলিতে বৃদ্ধাকে ছিন্নভিন্ন করে তৃতীয় ইয়াঙ্কী সেনা ফিরে তাকায়,

—ভিয়েত কং।

আকাশ থেকে সমস্ত কিছু একাকার মনে হয়। দক্ষিণ চীন সাগরের বুকে অশ্বক্ষুরাকৃতির উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এই দু'হাজার মাইল ওপর থেকে একই রকম লাগে। বর্মা, লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড ও অধুনা মালয়েশিয়া স্টেট্‌ ও সিঙাপুর গেল উত্তরে। পূর্ব দিকে বোর্নিও, মালয়েশিয়ার সারওয়াক ও সাবা বর্ডার, ইন্দোনেশিয়ার কালিম্যানথন ও ফিলিপাইনের সাত হাজার ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি। গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাহাড়, জঙ্গল, উর্বরা ভূমি, অতি সুন্দর জলপথের মাঝে মাঝে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতশ্রেণী—দু'টি দেশকে পৃথক করে দিয়েছে। দু'টি বিখ্যাত নদী মেকং ও সেলুইন। বাণিজ্য ফেরী চলাচলো অতি সুন্দর জলপথ, বর্মা, উত্তর ভিয়েতনাম ও থাইল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত।

ব্যাঙ্কক্‌, ম্যানিলা, সিঙাপুর—ও জাকার্তা পুরোপুরি পশ্চিমী কায়দার শহর। হালফ্যাশনের অটোমোবাইল অটোবানে প্যাঁক ছুটে চলেছে, আকাশ ছোঁয়া বাড়ি, পাশাপাশি জেট বিমান নামছে-উঠছে। আবার ঠিক তার পাশেই অফুরন্ত ধান ক্ষেত। মাটির কুঁড়ে ঘর আর গোলপাতার আস্তানা। রানওয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলে গেছে। টোকা মাথায় নেংটি পরা মানুষ আপন মনে জমি চষছে। ভিয়েনটিয়েনের ফরাসী স্টাইলের অভিজাত পরিবার অনুষ্ঠানে 'পানাং' পরে আসেন। বলিদ্বীপের ছেলে-মেয়েরা যখন খালি পায়ে রামায়ণ বা কথক নৃত্য নাচে তখন মনেই হয় না যে, রক-এন রোল-এও তারা সমান অভ্যস্ত। মাকু টানবার আওয়াজ আসছে তাঁতীর বাড়ি থেকে। আই. সি. আই.-এর টেরিলিনের কারখানা সেখান থেকে মাত্র দু'মাইল।

পৃথিবীর আর কোথাও এত বিচিত্র সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ও সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় না। চেহারা ও আকৃতিগত গঠনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষের সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার। একমাত্র ব্যতিক্রম—ভিয়েতনাম।

সমতল ভূমির বাসিন্দারা ব্যবসায়ী, পরিব্রাজক, পুরোহিত ও সামরিক অভিযানের প্রভাবে ভারত ও চীনের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভারত হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম আমদানি করে। সঙ্গে আনে স্থাপত্যশিল্প। তারপরেই আসে ইসলাম ধর্ম। কন্‌ফুশিয়াস মতবাদ আসে চীনের সঙ্গে। চীনা সিল্ক ও পর্সিলিনের সঙ্গে বৌদ্ধ ও তাও ধর্মও অনুপ্রবেশ করে।

চীন আসে। জয় করে। হাজার বছর ভিয়েতনামে রাজত্ব করে। ভারত ও চীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য কোথাও বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মিশ্রণে ক্ষেমর সাম্রাজ্য তৈরি হয়—কম্বোডিয়ায় আজও ঐ সংস্কৃতি বহাল আছে। সিংহল থেকে পরে এই গোটা অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে।

ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রবেশ করে। স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ ফেরী খৃষ্টধর্ম আমদানী করে ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার পূর্বে মলুক্কাস-এ। পর্তুগীজ ও ডাচ প্রভাবে ধীরে ধীরে খৃষ্টধর্ম প্রাধান্য পেতে শুরু করে। বলি আজও হিন্দু প্রধান। আদিবাসীরা এখনও ফিলিপাইনে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তবু স্প্যানিশ শাসন এখানে খৃষ্টধর্ম এনেছে।

দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড আকর্ষণ ছিল মশলা। পর্তুগীজরা গোটা অঞ্চল ধীরে ধীরে অধিকার করে নেয়। এক শতাব্দী পরে ডাচরা এ অঞ্চলে প্রবেশ করে। পর্তুগীজদের মেরে তাড়ায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বর্মা ও মালয় গেল বৃটিশ অধিকারে। সিঙাপুর, সারওয়াক ও উত্তর বোর্নিও ধীরে ধীরে বৃটিশ প্রভাবে চলে যায়। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও লাওস নিয়ে ইন্দোচীন এল ফরাসী অধিকারে। শ্যাম কিন্তু স্বাধীনই রইলো। কোন শক্তিই এখানে উপনিবেশন স্থাপন করতে পারেনি। স্প্যানিশ আমেরিকান যুদ্ধের শেষে ফিলিপাইন এলো আমেরিকার অধিকারে। উত্তর অস্ট্রেলিয়ার কাছে টিমর দ্বীপটি তবু পর্তুগীজরা অধিকার করে রইলো। আশ্চর্য এই পর্তুগীজ! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসেছে প্রথম। প্রত্যেকের কলোনি আজ চলে গেছে, কিন্তু টিমর দ্বীপটি এখনও পর্তুগীজরা কব্জায় রেখেছে।

জাকার্তার সী-বীচ্ থেকে কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামের নদীতট সব একরকম। ভৌগোলিক গঠন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই শুধু নয়, আশ্চর্য সাংস্কৃতিক মিলও চলতে ফিরতে চোখে পড়ে। কম্বোডিয়ার লোক জাভায় বরবুদুর বৌদ্ধ মন্দির দেখে স্তব্ধ হয়ে যায়। বৌদ্ধ ধ্বংসস্তূপ অ্যানগোর-এর কথা তাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে। আশ্চর্য সব মিল। মালয়ী ও ইন্দোনেশিয়ার মানুষ ফিলিপাইনের টাগোলগ ভাষায় অবাক হয়। ও ভাষায় কথা বলতে পারে না, কিন্তু অনেকটা বুঝতে পারে। বলি দ্বীপ, কম্বোডিয়া, লাওস, থাই ও বর্মার নৃত্য মূলত এক। এরা পান খায়। লিপস্টিক্-এর পেছনেও বিস্তর ফরেন এক্সচেঞ্জ ব্যয় করে। টেলিভিশন সেটে অনুষ্ঠান দেখে। পনের মাইলের পর থেকেই আদিবাসী অঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। ট্রাক্টর জমিতে গড়াচ্ছে—চাষি—পুরোহিতের নির্দেশে ধান বুনছে। জাকার্তার

বাস সার্ভিসের সঙ্গে—ভিয়েনটিয়েনের তুলনা চলে না। কিন্তু ধুলো ভর্তি বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হালফ্যাশনের চেক গাড়ির মিছিল দেখলে অবাক লাগে। কম্বোডিয়ার রাজপথ জুড়ে হাতি চলেছে—কিন্তু চীনা রেস্তোঁরায় ড্রাই চিকেন টেবিলে আসতে সময় লাগে এক মিনিট। সিঙ্গাপুর প্রসিদ্ধ বন্দর। আজও ভিক্টোরিয়ান যুগের বাড়ি অক্ষত আছে। ওষুধের দোকানে 'মিক্সচার' ও ট্রাউজার্স'-এর চওড়া ঘেড দর্জির মাপের খাতা খুললেই চোখে পড়বে। বুদ্ধিজীবীরা সর্বত্র সরগরম। কিন্তু জাকার্তা ও কুয়ালালামপুর অনেক ফারাক। ভিয়েতনামে ফরাসী থানা—বুলেভার্ড'। রেঙ্গুনে বৃটিশ স্টাইল। নবদম সিহানুক স্যাক্সোফোন ও নাচে অভ্যস্ত, কিন্তু তিনমাস মাথা কামিয়ে মন্দিরেও থাকেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বর্মা থেকে সুমাত্রা পর্যন্ত মিল ও অমিল, সেকাল ও একাল, রক্ষণশীল আভিজাত্য ও ক্রমশঃ পরিবর্তনশী। হাজারো প্রভাব, বন্য ও ভদ্র, অতীত ও বর্তমানের আশ্চর্য মিশ্রণ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশ পূর্বে দেশীয় স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের নিষ্ঠুর শাসনের অধীনে ছিল। শিল্প বিপ্লবের পর উপনিবেশ সংগ্রহে অস্থির পশ্চিমী শক্তি নানা ছলেবলে এক একটা দেশ কব্জা করেছে। রাজনৈতিক শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণের একই পদ্ধতি। একই রূপ। আরও একটা জায়গায় আশ্চর্য মিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রায় গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জাপানী ফ্যাসিস্টদের হাতে চলে যায়।

ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী চেতনার সাম্প্রতিক অভ্যুত্থান ফিলিপাইনেই প্রথম। জাতীয়তাবাদী নেতা যোশ রিজেল ধরা পড়েন ও স্পেনে তাঁর ফাঁসী হয়। বক্সার যুদ্ধে চীন নতুন এক চেতনা পায়। চীনা 'ন্যাশনালিজম'-এর প্রচণ্ড প্রভাব সর্বত্র ছড়াতে থাকে। সান ইয়াৎ-সেন-এর প্রভাবও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বলা যেতে পারে। তা'ছাড়া জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার বিরুদ্ধে এশিয়াবাসী মুখোমুখি উঠে দাঁড়ানোর একটা নৈতিক বল অর্জন করে। সাম্যবাদের স্বাদ এসে পৌঁছেছে অনেক পরে। লেনিনের নেতৃত্বে প্রথম কমিউনিস্ট ইণ্টার-ন্যাশনাল মুক্তিকামী মানুষের মনে নতুন এক প্রেরণা নিয়ে আসে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে প্রথম থেকেই আমরা হো-চি মিন-কে দেখতে পাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হো-চি-মিন-এর নেতৃত্বে ভিয়েতমীন ফ্রন্ট গঠিত হবার

সময় থেকে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক রঙ বদল পর পর সাজিয়ে গেলে আমরা দেখতে পাই, জাপান সর্বত্র একটা টোকিও মার্কা জাতীয়তাবাদী সরকার গঠনে তৎপর। রাজা বাও-দাই ভিয়েতনামেও এই একই নিয়মে চলেছেন। জাপানের পরাজয়ের পর রণতরী নিয়ে মাউণ্টব্যাটন সিঙাপুরে পৌছোনোর সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপট বদলালো। হো-চি-মিন-এর নেতৃত্বে ভিয়েতনাম ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক ফরাসীরা মানতে নারাজ। যুদ্ধ শুরু হ'ল। বর্মায় আউং সান মন্ত্রিসভার প্রায় সবাই নিহত হ'ল। এটলী-নু চুক্তি ও বর্মার স্বাধীনতা। ডাচ সরকারের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ান রিপাবলিকের সাময়িক চুক্তি। রাজা বাও-দাইকে ফ্রান্স সমর্থন করতে শুরু করেছেন। ডাচরা ইন্দোনেশিয়া ছেড়ে গেল। অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য নিয়ে আমেরিকা ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও লাওস-এ এগিয়ে আসে। জেনারেল গিয়াপ টনকিন্-এর ফরাসী দুর্গ কেড়ে নেন। লাও দং পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় ভিয়েতনামে। ফ্রান্স কম্বোডিয়া থেকে সামরিক শক্তি গুটিয়ে নেয়। জিনিভা কনফারেন্স। দিয়েন বিয়েন ফু-তে ফরাসীদের বিপর্যয়। ভিয়েতনাম দু'ভাগে ভাগ হয়। সায়গনে এলেন নগো দিন দিয়েম। ম্যানিলায় সিয়াটো চুক্তি। ম্যাগসেসে মার্কিন সাহায্যে ফিলিপাইনের কমিউনিস্ট গেরিলা-শক্তি ধ্বংস করেন। বান্দুং-এ আফ্রো-এশিয়ান কনফারেন্স। দিয়েম বাও-দাইকে সরিয়ে সায়গনী শাসনের সর্বময় ক্ষমতা দখল করলেন। স্বাধীন হ'ল মালয়। প্যাথেট লাও-এর সঙ্গে লাওস সরকারের সাময়িক বোঝাপড়া। ইন্দোনেশিয়ায় বিপ্লবী সরকার গঠন। জেনারেল নে উইন বর্মার শাসনভার দখল করেন। সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ায় 'গাইডেড্ ডেমোক্রেসি' আমদানি করলেন। কমনওয়েলথ-এর অধীনে সিঙাপুরের স্বায়ত্তশাসন। সুকর্ণ কর্তৃক পার্লিয়ামেণ্ট বাতিল। বর্মায় পার্লিয়ামেণ্টারী শাসন। কং লে লাওসের শাসন ক্ষমতা দখল করলেন। সুভান্ন ফুমা নিরপেক্ষ সরকার গঠন করেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামে লিবারেশন ফ্রণ্ট তৈরি হ'ল। জিনিভায় লাওস প্রসঙ্গ আলোচনার টেবিলে গেল। টুঙ্কু আবদুল রহমান মালয়েশিয়া প্ল্যান বাতলালেন। মার্কিন সমর দপ্তর ভিয়েতনামে ছুটে এল। জেনারেল নে উইন বর্মায় মিলিটারী রুল চালু করলেন। লাওস সমস্যার সাময়িক রফা হ'ল জিনিভায়। মালয়েশিয়া প্ল্যানে সুকর্ণের প্রতিবাদ। উ থাণ্ট মিশনের হস্তক্ষেপ ও মালয়েশিয়া গঠন। জাকার্তায় বৃটিশ দূতাবাস ভস্মীভূত। দিয়েমের পতন। জেনারেল মিন্ ক্ষমতায় এলেন। জেনারেল নে উইন কমিউনিস্ট নিধন শুরু করলেন বর্মায়। সপ্তম নৌবহর গোটা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে ঘিরে ফেলে। মার্কিন আক্রমণ উত্তর ভিয়েতনামে ছড়িয়ে পড়ে। নগুয়েন খাঁন সায়গনের শাসনে এসেছেন। ভিয়েত কং আক্রমণ তীব্র হয়েছে। গোটা সায়গনী শাসন মার্কিন পেন্টাগনের হাতে চলে গেছে।

দনং, চৌ লাই, বিয়েন হোয়া আর সায়গন সবচেয়ে দীর্ঘ ও বিস্তৃত এয়ারপোর্ট। এই চারটে জায়গাতেই সুপারসনিক জেট বিমানের বিশেষ রানওয়ে। টেলি-কমিউনিকেশন নেট ওয়ার্ক কল্পনাতীত। সংকেত পাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রথম ঝাঁক উপক্রুত অঞ্চলে যাত্রা করতে পারে। প্লেটুন লীডারের রেডিও কলের অপেক্ষায় সমস্ত রকম মারণাস্ত্র নিয়ে জেট বিমান সদা জাগ্রত। '৫০ ক্যালি মেশিনগান, ক্যানন সেলস্, বুল-পাপ মিসাইলস, জুনি রকেটস,—আরও বহু কিছু। আর থাকে নপাম—২৫০ পাউণ্ড থেকে ৩০০০ পাউণ্ডের আগুনে বোমা। *ABCCC* (***Airborne Battle Control and Command Center***)-র আটটা টেলিভিশন স্ক্রীন যখন কাজ করে সে দৃশ্য ভোলা যায় না। শুধু বোতামের ওপর পুরো মিলিটারী অপারেশন। গ্রাউণ্ড আর্মির প্রস্তুতি আরও নিখুঁত ও সতর্ক। নাইলনের মই পর্যন্ত প্রতিটি সেনার সঙ্গে থাকে।

বিয়েন হোয়া বিমানঘাঁটির সামরিক গুরুত্ব বেশি। মার্কিন বিশেষজ্ঞরা বলেন : *Bienhoa airfield the biggest U. S strategic air base in South-East Asia.*

বিয়েন হোয়া বেস্ প্রায় চল্লিশ কিলোমিটারের বিস্তৃত সংরক্ষিত অঞ্চল। একদিকে দংনাই নদী। এক নম্বর সায়গন বিয়েন হোয়া হাইওয়ে দক্ষিণে চলে গেছে। তিন হাজার ও ছ'শো মিটারের পাশাপাশি দুটো রানওয়ে। যে কোন আবহাওয়ায়, যে কোন সময় দুটো বিমান একসঙ্গে এখানে নামতে পারে। বড় রকমের মেরামতের কারখানাও এখানে আছে।

নিরাপত্তার ব্যবস্থাও এখানে সর্বাধিক। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা। একটা ইঁদুরের পক্ষেও বিমানঘাঁটির মধ্যে গোপনে প্রবেশ করা যেন দুঃসাধ্য। পাশাপাশি অঞ্চল থেকে মানুষ ও বসতি সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলা হয়েছে। গোটা অঞ্চল পাহারা দিচ্ছে সামরিক কনভয়। আকাশ থেকেও পাহারা চলছে সর্বক্ষণ। দংনাই নদীতে গানবোটের আনাগোনা দিবারাত্র। সন্দেহ হলেই হেলিকোপ্টার ছুটে আসে। গাছের মরা ডাল ভেঙে পড়ার শব্দেও এরা তাড়া করে আসে। পুরো গাছটাই ধরাশায়ী করে যায়।

গেরিলা আক্রমণের তীব্রতা ক্রমশঃ বাড়ছে। অদৃশ্য এই মুক্তিবাহিনার হাতে মার্কিন ফৌজ শুধু নাজেহাল হচ্ছে। সর্বাধুনিক সমস্ত কলাকৌশল ব্যর্থ হচ্ছে। অতি সুরক্ষিত বিয়েন হোয়া এয়ার বেস্‌-এর ধ্বংসলীলা আজও মার্কিন বিশেষজ্ঞদের হৃদকম্পের কারণ।

রাত তখন সাড়ে ন'টা।

আকাশে বাতাসে অন্তরীক্ষের সমস্ত পাহারার চোখ এড়িয়ে হঠাৎ গেরিলা আক্রমণ শুরু হ'ল। এত আকস্মিক, এত অতর্কিত, এত অপ্রত্যাশিত, এত অবিশ্বাস্য এই ভিয়েত কং অভিযান যে, বেশ কয়েক মিনিট মার্কিন বিশেষজ্ঞরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

খালি আগুন আর আগুন। গোটা এয়ারফিল্ড জ্বলছে। অবিশ্রান্ত বিস্ফোরণের আওয়াজে মাটি দুলতে থাকে। বিভ্রান্ত মার্কিন বিশেষজ্ঞ বৈমানিক-দের নির্দেশ পাঠান :

Take off ! Take off ! !

কিন্তু গেরিলাদের এলোপাথাড়ি মর্টার শেলের তীব্রতায় সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

অপারেশন কমাণ্ডার লেফটেনাণ্ট কর্নেল গার্থ রেনল্ড পরে রয়টারের কাছে বলেন : *Mortar rounds all landed withın fifteen to twenty minutes and over one hundred shells accurately hit the U. S. base.*

বিমানবহরের ভারপ্রাপ্ত সার্জেন্ট লরেন বেক্‌ ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেন : *It was like hallowe'en in hell, with all the witches flying. There was no place to hide.*

ভিয়েত কং মর্টার শেল কয়েক লক্ষ গ্যালনের পেট্রল ট্যাঙ্কও নষ্ট করে দেয়। বেশ রাত, তবু বিয়েন হোয়ায় যেন দিনের আলো। হাসতে হাসতে আগুন উঠছে আকাশ ছুঁতে। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য।

বিমানঘাঁটির মধ্যের অবস্থা বর্ণনাতীত। সময়টা রাত্রি তাই প্রাণহানি কম। কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা দুষ্কর।

রয়টার বলে : মর্টার শেলের প্রথম ধাক্কায় বি, ৫৭,১৭ খানা সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে যায়। ইউ. এস. ব্যারাকের কন্ট্রোল টাওয়ার নষ্ট হয়ে যায়। কয়েকটা অস্ত্রশস্ত্র মজুত গুদাম জ্বলে ওঠে। অনেক পেট্রল ট্যাঙ্ক দেখতে দেখতে জ্বলতে থাকে। বিমান ও হেলিকোপ্টারের ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন।

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট মন্তব্য করে : *The fire was deadly accurate and concentrated on the hangars and the billet area of the big modern airfield.*

ফোর স্টার জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়েছেন। সায়গন ভিলা থেকে রাষ্ট্রদূত ম্যাক্সওয়েল টেলরকে টেলিফোনে শোকসংবাদ জানান। বিস্ময়ে বিমূঢ় রাষ্ট্রদূতের হাত থেকে রিসিভার খসে এসেছিল।

ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারটা আশ্চর্য রকম চেপে যাওয়া হয়। জেনারেল ওয়েস্ট-মোরল্যাণ্ড হিসেব দিতে গিয়ে বলেছেন : ২৮-টি বিমান ধ্বংস হয়েছে। আর সব মেরামত করলেই ঠিক হয়ে যাবে।

এ. পি -র পর্যবেক্ষক উপদ্রুত অঞ্চল থেকে রেডিওগ্রাম পাঠায় : *It seemed that the great majority of, or even all, jet planes in Bienhoa airfield were damaged or destroyed.*

জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড বলেন : চারজন নিহত, বার জন আহত।

ওয়াশিংটনে সেনেটর লাফাতে থাকেন : *The casualties were far higher than was being publicly admitted.*

ভিয়েত কং লিবারেশন ফ্রন্টের রেডিও সংবাদ দেয় :

গেরিলা ইউনিট সায়গন থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে বিয়েন হোয়া মার্কিন বিমানবন্দর আক্রমণ করে। ২১-টি বি. ৫৭ জেট বোম্বার ১টি ইউ-২, ১ টি স্কাইরেডার ফাইটার বোম্বার ও ৩টি জেট হেলিকোপ্টার ধ্বংস হয়। কণ্ট্রোল টাওয়ার ও পেট্রল ট্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়া হয়। ২০০ জন মার্কিন সেনা নিহত ও ৯০ জন আহত।

ওয়াশিংটনে রিচার্ড নিক্সন স্বীকার করেন : *the defeat in Bienhoa is the greatest disaster for the U.S. since its serious defeat in Pearl Harbour.*

এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের খবর এল. বি. জে.-কে যখন দেওয়া হয় তখন রাত আড়াইটে। নিউ ইয়র্কে তখন তিনি নির্বাচনী সফরে ব্যস্ত সমস্ত প্রোগ্রাম ফেলে দ্রুত হোয়াইট হাউসের উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন রওনা হন। পার্শ্বচর ডিন রাস্ক ও রবার্ট ম্যাকনামারার সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে মিলিত হন। সায়গনের কূটনৈতিক ও সামরিক কেবল্-এর আশায় উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতীক্ষা করেন।

—*How the top secret military base is attacked and by what means?*—সকলের এই একই জিজ্ঞাসা।

মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞগণ বলেন,—প্রায় এক মাইল দূর থেকে মর্টার আক্রমণ শুরু হয়।

জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড সাংবাদিকদের বলেন,

—কমিউনিস্ট গেরিলারা ৮১ এম. এম.-এর তিনটে মর্টার চালায়। অক্রমণ চলে পনের থেকে কুড়ি মিনিট। কমিউনিস্টরা মার্কিন মর্টার ব্যবহার করে। পশ্চিমী সামরিক বিশেষজ্ঞগণ বলেন: মর্টার আক্রমণ নিতান্ত কৌশলগত দিক থেকে ভিয়েত কং-রা ব্যবহার করে। আসলে বিমানঘাটির মধ্যেই তারা অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়। তা'ছাড়া এতবড় ধ্বংসলীলা এত নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না।

সবচেয়ে বিস্ময়কর সংবাদ একজন ভিয়েত কং-কেও দেখা যায়নি। সংখ্যায় তারা কত ছিল জানা যায়নি। অন্ধকারে এসে আবার অন্ধকারেই মিলিয়ে যায়।

বিয়েন হোয়া বিমানঘাঁটি যেভাবে আক্রান্ত হয়, মার্কিন ব্রিক্ হোটেল সেই একই কায়দায় ধ্বংস হয়। সায়গন বন্দরে এয়ারক্রাফট্ ক্যারিয়ার 'কার্ড' যখন দু'ডজন হেলিকোপ্টার, প্রচুর সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও মার্কিন হতাহতদের নিয়ে ডুবে গেল তখনও প্রশ্ন উঠেছিল—*Who sunk the card ? And by what means ?*

এ প্রশ্নের উত্তর মেলা দুষ্কর। মার্কিন বিশেষজ্ঞরা আজও কল্পনা করতে পারেন না ভিয়েত কং-দের আসল শক্তি কোথায়? অফুরন্ত নৈতিক বল, আদর্শ, কর্তব্যনিষ্ঠা তাদের চরিত্রকে আজ এমন একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে যে এরা আজ সব পারে। তাঁরা ভাবতে পারেন না এরা অনিবার্য মৃত্যুর মুখে এভাবে এগিয়ে যেতে পারে। উঁচুতে উঠতেই নাইলনের মই যাঁদের দরকার হয়, তাঁদের পক্ষে ভাবা সম্ভব নয়, অন্ধকার জঙ্গলে কচুর পাতার ওপরে সামান্য শুকনো ভাত আর ঠাণ্ডা তরকারী খেয়েই এরা তৃপ্ত। হোম না থাকায় হোমোসেক্স যাঁরা বেছে নেন তাঁরা কল্পনা করতে পারেন না, দৈহিক নৈকট্য সুখে বঞ্চিত দু'টি নারী-পুরুষ নিরালা অন্ধকার পাহাড়ে, গর্তে রাইফেল বুকে নিয়ে রাতের পর রাত শত্রুর অপেক্ষা করতে পারে স্বচ্ছন্দে।

এ এক আশ্চর্য মুক্তিবাহিনী। দুর্জয় এদের চরিত্র, অবিশ্রান্ত এদের প্রাণশক্তি-এরাই প্রকৃত পিপলস্ আর্মি।

নবম শতাব্দীতে তাও বৌদ্ধ মেটাফিজিক্‌স্‌-এর চাপে কন্‌ফুশিয়স মতবাদ কী ভাবে হীনবল হয়ে পড়ে আঁদ্রে মরিশ খুব সহজ ভাবেই বোঝাচ্ছিলেন।

হোটেল ক্যারাভেলীর দশতলার বারে আমরা বসেছিলাম। সারাদিনের একটানা পরিশ্রমের পর শান্ত নির্জন বারের এক কোণে আঁদ্রে মরিশের বিশেষ টানযুক্ত ইংরাজি উচ্চারণের সঙ্গে আমার এক রকম না-জানা প্রসঙ্গের অতি সুন্দর সহজ ব্যাখ্যা আমার ভাল লাগছিল। আঁদ্রে মরিশের বাচনভঙ্গী ও পরিবেশনায় একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে যা আমি খুব কম লোকের মধ্যেই লক্ষ্য করেছি।

কন্‌ফুশিয়সের মৃত্যুর পর তাঁর মানব কেন্দ্রিক ধর্মচিন্তা কী ভাবে তাঁর দুই অনুবর্তী মেঙ্‌-ৎসে ও শুন্‌-ৎসে-র হাতে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়, চীনের স্বৈরতন্ত্রের শাসনে কন্‌ফুশিয়স মতাবলম্বীদের ওপর অত্যাচার ও হান বংশের অভ্যুত্থানে আবার এই মতবাদের রিভাইভ্যাল। তুঙ্‌ চুং-শু-এর পৃষ্ঠপোষকতায় চীনে রাজধর্ম হিসাবে এই মতবাদের স্বীকৃতি ও পরবর্তীকালে তাও ও বৌদ্ধ মতবাদের বিস্তার এবং উৎপীড়িত কন্‌ফুশিয়স মতবাদ হান-যু-র দ্বারা পুনরুজ্জীবিত হবার কাহিনী, বৌদ্ধ ও তাও তত্ত্ববিদ্যার প্রভাবে একাদশ শতাব্দীতে নব কন্‌ফুশিয় মতবাদের প্রসার, অতি সুন্দর সহজ ভাবে বলে চলেন আঁদ্রে মরিশ।

বীয়রের মগে চুমুক দিয়ে আঁদ্রে মরিশ বলেন, কন্‌ফুশিয়স মতবাদ চীন থেকে মুছে যাওয়া মুস্কিল। সান্‌-য়াৎ-সেন তাঁর আদর্শে এই নীতিশাস্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন, এমন কী মাও-ৎসে-তুং চীনের সংস্কৃতিতে কন্‌ফুশিয়স মতবাদের দানকে অস্বীকার করেন না। পুরাতন সব কিছু ছুঁড়ে ফেলবার যে অশ্চর্য নেশায় চীনকে প্রথমে পেয়েছিল, মাও তার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

দায়িত্বহীন আলোচনা। নিছক অড্ডাই বলা চলে। সমস্ত পথ রোমে গেছে কিনা জানি না কিন্তু আমাদের সব আলোচনাই কিছুক্ষণ পর রাজনীতির সাগরে এসে মিলিত হয়। আমাদের আলোচনা যখন জাকার্তায় পৌছে গেছে আঁদ্রে মরিশ ইশারায় ডান দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

তাকিয়ে দেখি এসোসিয়েট প্রেসের ফটোগ্রাফার জেমস র‍্যামসে। মিচিগানের এই মার্কিন যুবা গত এক বছরে সায়গন থেকে যে পরিমাণ মূল্যবান ছবি বাইরে

পাঠিয়েছেন তা যে কোন প্রেস ফটোগ্রাফারের ঈর্ষার কারণ নিশ্চয়ই। অতিশয় নির্ভীক অসম্ভব চতুর এই যুবা অনেক জায়গায় নিজের জীবন বিপন্ন করে ছবি তোলবার ঝুঁকি নিয়েছেন। র‍্যামসের ছবি নিত্য নতুন মেয়েমানুষ। খরচা করে বিস্তর। আজকের সঙ্গিনীর একটু বিশেষত্ব আছে। র‍্যামসের পাশে আজ দেখলাম জর্মন অভিনেত্রী ইলকে সোমার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সেনাদের মনোবল যুগিয়েছেন বেটি গ্রাবেল। কোরিয়ায় মার্লিন মুনরো। পিন আপ উইনয়ার জর্মন অভিনেত্রী ইলকে সোমার আজ সায়গনে ইয়াঙ্কীদের মজলিসে জোর নাচ গান আর হুল্লোড় চালাচ্ছেন। মুঠো মুঠো নোট ব্যাগে পুরছেন আর হাত নেড়ে বলছেন—*I'm keeping up their morale.*

পর পর কয়েকটা বড় পেগ মেরে দিয়ে র‍্যামসে উঠে যাচ্ছিলেন। সঙ্গের সঙ্গিনীকে নিয়ে দেখলাম বড় ব্যস্ত। চোখাচোখি হতে লম্বা শরীরটা ঝুঁকিয়ে বললেন,

—দশটায় জেনারেল কাও কী প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন—খবর রাখেন তো।

—জানি, আমি যাচ্ছি।

র‍্যামসে চলে যেতেই আঁদ্রে ম'রিশ বললেন,

—সায়গনে বসে আর জাকার্তার কথা ভেবে লাভ নেই। এখনও ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

আঁদ্রে মরিশের কাজ ছিল। ভদ্রলোক এত রকম তাল নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, কখন যে দু'দণ্ড বসে লেখাপড়া করেন বুঝে পাই না।

—আপনি কী প্রেস কনফারেন্সে যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ।

—লোকটা একের নম্বর পাগল। জেট কেমন চালান জানি না কিন্তু রাজনীতি আদৌ বোঝেন না। সেদিন একগাদা রিপোর্টারদের মধ্যে বলে বসলেন—ভিয়েতনামে একজন হিটলারের দরকার। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এখানে যা হচ্ছে হিটলারও লজ্জা পেতেন হয় তো। কিন্তু হিটলারের সঙ্গে মিতালীর কথা মার্কিন রাষ্ট্রদূত ভাবতে পারেন না। সে এক কাণ্ড—ঘন ঘন ফোন, কয়েক দফা পরামর্শ। ধমক খেয়ে কাও কী পরদিন বললেন—হিটলারের সংগঠনের কথা বলেছি, ফ্যাসিস্টদের কথা আমি তুলিনি।

জরুরী প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন কাও কী। ঘড়ি দেখে যথাসময়ে বেরিয়েও পড়লাম, তবু বার বার জাকার্তার কথা আমাকে আচ্ছন্ন করে রইলো। একটা উড়ো খবর আমাকে আরও বিচলিত করে। পার্টাই কমিউনিস্ট ইন্দোনেশিয়ার চেয়ারম্যান আইদিত-কে নাকি সোলোর মিলিটারী জেলে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে নির্দিষ্ট সংবাদ না পাওয়া গেলেও নির্ভরযোগ্য যেটুকু সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে জানা যায়, রাষ্ট্র প্রধান সুকর্ণ প্রাসাদে ছিলেন না। বিষাক্ত সরীসৃপের মত নিভৃতে অতি সন্তর্পণে ট্রুপস যখন মুভ করতে শুরু করেছে মারদেকা প্রাসাদ তখন শূন্য। সুকর্ণ তখন প্রাক্তন জাপানী বার হোস্টেস ছাব্বিশ বছরের সর্বশেষ স্ত্রীর সঙ্গে ডিনার টেবিলে। সুকর্ণ র দেহরক্ষী বাহিনীর কর্নেল উন্তুং তখন রেডিও জাকার্তা নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু অনেক শ্রেষ্ঠ সেনা নায়কদের নাগাল পাননি উন্তুং। প্রথমে মোটরে প্রাসাদে ফিরতে চেয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ। শেষ পর্যন্ত হেলিকোপ্টার ডেকে পাঠালেন। রাতের অন্ধকারে আকাশের বুকে হারিয়ে গেলেন সুকর্ণ। ইন্দোনেশিয়ার অদ্বিতীয় নেতাকে আর দেখা যায়নি। অতি পরিচিত সুরেলা কণ্ঠ রেডিওতে আর শোনা যায়নি।

নানা গুজব ছড়াতে থাকে। সুকর্ণ নিহত হয়েছেন। কিডনী ও অন্ত্রের পীড়ায় মৃত্যু শয্যায়। বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর হাতে তিনি বন্দী। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট, সাধারণ মানুষের অতি প্রিয় কাছের ডাক বাং কর্ণ শেষ পর্যন্ত অজ্ঞাত পথে দেশ ছেড়েছেন। স্বয়ং লণ্ডন টাইমস শঙ্কা প্রকাশ করে—ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক পটভূমি থেকে সুকর্ণ অপসৃত হয়েছেন। নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা সময়ের ওপর বয়ে যায়। সুকর্ণ-র জাপানী স্ত্রী ফোনে দুই বান্ধবীকে প্রথম জানান—সবাই ভাল আছি, চিন্তার কারণ নেই।

আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা পর রেডিও জাকার্তায় সুকর্ণ প্রথম ঘোষণা করলেন—আমি ভাল আছি। দেশবাসী ধৈর্য ধরুন।

উন্তুং পঁয়তাল্লিশজনের রেভ্যুলেশনারী কাউন্সিল গঠন করলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সুবান্দ্রিও, এয়ার চীফ ওমার দনি-কেও কাউন্সিলে রেখেছেন। নতুন ক্যাবিনেটে অবশ্য উন্তুং নিজেকে সর্বেসর্বা হিসাবে ঘোষণা করেছেন। উন্তুং কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। আর্মি চীফ স্টাফ আহমেদ য়েনী নিহত হলেও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আবদুল হরিশ নাসুয়েন তাঁর বিশ্বস্ত সিলিওয়াঙ্গী ডিভিশন বান্দুং থেকে

জাকার্তায় পাঠিয়েছেন। জেনারেল সুহার্থো এই মিলিটারী অপারেশনের দায়িত্বভার নিয়েছেন। উন্তুং ব্যর্থ হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে তিনি মধ্য যাভায় শক্তি সংহত করবার জন্যে সরে গেছেন। আবার শোনা যাচ্ছে আইদিত পিকিং আছেন।

কমিউনিস্ট দুনিয়ার কাছে ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী একটা নিদারুণ অভিজ্ঞতা। বিপ্লবী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা'র আসল চরিত্র যে কী ভয়াবহভাবে আত্মপ্রকাশ করে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি শ্রেণীস্বার্থে আঘাত পড়বার আশঙ্কা দেখা দিলে যে কী ভীষণ হয়ে ওঠে ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে সেই শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে। শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা দখলের সুবিধাবাদী মোহ শেষ পর্যন্ত যে কী সর্বনাশ ডেকে আনে, অনিবার্য রাজনৈতিক আত্মহত্যার মধ্যে টেনে নিয়ে যায়, ইন্দোনেশিয়া তার নিষ্ঠুর প্রমাণ। আজ এখানে নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লবী শক্তি কখনও জনগণের সরকার গঠন করতে পারে না। বিপ্লবের কঠিন পথে ভীত নেতৃত্ব 'গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা'র সুবিধাবাদ বেছে নেন। ক্রমে তাঁরা পরিবর্তিত হন সংশোধনবাদীতে। বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমে এক সংস্কারবাদী পার্টিতে রূপান্তরিত হয় ও শেষে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের তাঁবেদারে পরিণত হতে দেখা যায়। সুহার্থো সিলিওয়াঙ্গী ডিভিশন নিয়ে চিরদিনই বিপ্লবীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেই, কিন্তু দেশের প্রগতিশীল শক্তিকে, শ্রমজীবী মেহনতী মানুষকে কতটা ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল? 'নাসাকম'-এর অস্তিত্বই ছিল কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে প্রতিহত করবার শক্তি ছিল না।

প্রেস আজ জাকার্তার খবর নিয়ে ব্যস্ত। পরস্পরবিরোধী নানা খবর ছড়াচ্ছে। সবচেয়ে বড় গুজব রটেছে আইদিত-কে নিয়ে। এই অভ্যুত্থানে সি. আই. এ-র হাত কতখানি? জাকার্তার মিছিলে মার্কিন বিরোধী ধ্বনি নেই। ছাত্রেরা সভাতে 'গানতুং আইদিত' বলছে কেন? আইদিতকে ফাঁসী দিতে চাইছে কেন? অভ্যুত্থানের ঠিক দু'মাস আগে ইন্দোনেশিয়ার সাত বছরের পুরোনো মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে হঠাৎ সরিয়ে নিয়ে মার্শাল গ্রীনকে পাঠানো হ'ল কেন? নগো দিন দিয়েম খুন হবার আগে যেমন নলটিংকে সরিয়ে হেনরী ক্যাবট লজকে সায়গনে পাঠিয়েছিল প্রেসিডেন্ট কেনেডী। একদা সায়গনে মার্কিন দূতাবাসের অফিসার-ইনচার্জ হিসাবে মার্শাল গ্রীন কী করেছিলেন যার জন্তে রাতারাতি কনসাল জেনারেল করে তাঁকে হংকং-এ পাঠানো হয়?

সব কিছুই কেমন যেন ধোঁয়াটে! অস্পষ্ট! বিভ্রান্তিকর! ধাঁধার মত রহস্যময়।

হুয়েন কাও কী ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটায় এসে হাজির হন। খুব তড়িঘড়ি। ক্ষিপ্র গতি। ছোটখাটো মানুষটির পোষাকে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কালো ফ্যাইং স্যুট, গলায় স্কার্ফ। দিয়েম ছবি তুলতে ভালবাসতেন, জেনারেল মিন্ মটোর বোট চড়ে সায়গন নদীতে ঝড় তুলতেন। জেনারেল খাঁনের শখ ছিল ট্রপিকাল ফিশ ও সী সোয়ালো। হুয়েন কাও কী-র শখ বিভিন্ন মাপের বিভিন্ন ধরনের বন্দুক ও পিস্তলের সংগ্রহ।

হুয়েন কাও কী-র জন্মস্থান উত্তর ভিয়েতনাম—হ্যানয়ের পশ্চিমে সন তাই-তে। অফিসারস্ ট্রেনিং প্রাপ্ত লেফটেনেন্ট কী কে ফরাসীরা 'মারাকী'-তে বিমান শিক্ষার জন্যে নিয়ে যায়। শিক্ষা শেষে ফরাসী স্ত্রী নিয়ে তিনি সায়গন এয়ার ফোর্সের ভার গ্রহণ করে দেশে আসেন। তারপর চলে যান আমেরিকায়। 'ম্যাক্স-ওয়েল ফিল্ড স্টাফ কলেজে' বিশেষ শিক্ষার পর যখন ভিয়েতনামের বিমানবহরের অন্যতম নেতা হিসাবে ফিরে আসেন তখন তিনি দক্ষ বৈমানিক। এয়ারপোর্টেই নিজস্ব কটেজে তিনি থাকেন। দরজার সামনেই হেলিকোপ্টার রাখা থাকে। ফরাসী স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর সুন্দরী এক ভিয়েতনামী স্টুয়ার্ডেসকে বিবাহ করেছেন। উপদ্রুত অঞ্চলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে ভালবাসেন হুয়েন কাও কী।

প্রেস কনফারেন্সে কাও কী অনেকটা যেন আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছেন। একজন মার্কিন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন,

অসামরিক কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কে আপনার কী কোন পরিকল্পনা আছে?

—সামরিক প্রস্তুতিতে আমাদের এত বেশি নজর রাখতে হচ্ছে যে, এখন অসামরিক কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি অসম্ভব। আর্মির বেতন ৩৩ থেকে ৬৬ ডলার করে দিতে হয়েছে। তা'ছাড়া উত্তর ভিয়েতনামে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ায় আমাদের অনেক বেশি প্রস্তুতির দরকার। জরুরী অবস্থায় সাধারণ মানুষের এটুকু দুঃখকষ্ট খোলামনেই নিতে হবে। আমার মনে হয় দেশবাসী তার জন্যে প্রস্তুত। আমি যেদিন দক্ষিণ ভিয়েতনামের কর্মভার হাতে নিয়েছি তার একশ দিনের মধ্যে রাজনৈতিক বিক্ষোভ দমন করেছি। মার্শাল ল জারী করায় অনেকে বিরূপ ধারণা পোষণ করেছেন কিন্তু এখন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝেছেন দেশবাসী

অরাজকতাকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি। ফ্রান্সের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে আমি বাধ্য হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে ছ্য গল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে হ্যানয় ও পিকিং-কেই সমর্থন করছিলেন। আমি নিত্য ব্যবহার্য পাঁচটি অপরিহার্য দ্রব্য—চাল, নুন, চিনি, ময়দা ও জমাট দুধের ন্যায্য মূল্য বেঁধে দিয়েছি। ধর্মীয় সংস্থার অপপ্রচার, ধ্বংসাত্মক কাজে উৎসাহ দেওয়া বন্ধ করবার জন্যে মাসখানেক ভিয়েতনামী কুড়িটি সংবাদপত্র বন্ধ করে দিতে হয়েছে। হাজার টাকার ওপর ঘুষ নিলে গুলি করে হত্যা করবার আদেশ দিয়েছি। তাতে কতটা কাজ হয়েছে দেশবাসী তার বিচার করবেন। সামরিক শাসন এখন অপরিহার্য—আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি আমরা যদি আরও এক বছর এই সততা ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করতে পারি, দেশ থেকে আমরা বিদ্রোহীদের নির্মূল করতে পারবো। সমস্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমরা শান্তি-শৃঙ্খলা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো।

আজ আপনাদের আমি একটা নতুন খবর দেবো। ব্যাপারটার গুরুত্ব আপনারা কতটা বুঝবেন জানি না, কিন্তু আমি এই সাফল্যের জন্য গর্বিত। দু'দিন আগে আমি বান মি ভাউত্-এ মণ্টাগ্নাড উপজাতিদের মধ্যে গিয়েছিলাম। দুঃসাহসী এই উপজাতির, প্রায় পাঁচশো অবাধ্য বিদ্রোহীর নেতা তাদের দলবল নিয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পন করেছে। এতদিন এরা ভিয়েত কং-দের সঙ্গে ছিল। সেই বিশেষ উপজাতীয় আচার-অনুষ্ঠানে যখন মেষ বলি দেওয়া হ'ল ও আমার জুতোতে রক্ত মাখানো হ'ল, সুন্দরী মেয়েরা আমায় ব্রেশলেট উপহার দিতে এগিয়ে এলো, আমি আমেরিকান রিকয়েললেস্ রাইফেল, হাতে তুলে দিয়ে দলপতিকে বলেছি—আমাদের মৈত্রী চিরস্থায়ী হবে। উপজাতীয়দের মধ্যে এই যে ভাঙন, এটাকে সামরিক জয় না বলে আমি বর্তমানে সায়গন সরকারের রাজনৈতিক বিজয় বলবো। আপনারা জানেন ভিয়েত কং-রা আমাদের দেশের পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে অসম্ভব সক্রিয়। এদের সাহায্যেই তারা পাহাড়ী অঞ্চল আজও দুর্ভেদ্য করে রেখেছে। মণ্টাগ্নাডদের এই চিন্তাধারার পরিবর্তন অদূর ভবিষ্যতে বৃহত্তর উপজাতীয় বিদ্রোহের আভাস। এতবড় তাৎপর্যপূর্ণ বিজয় দেশভাগের পর আর হয়নি।

পুরো একটা সালেম সিগারেট কাই-এর হাতে পুড়ে গেল।

—ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট সায়গনে যে নিত্য নতুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে সে সম্পর্কে আপনার কী মতামত?

প্রশ্নকর্তার চোখের ওপর চোখ রেখে কাও কী বললেন,

ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট বলে কিছু নেই—ন্যাশনাল এসেসিনেশন ফ্রন্ট, সায়গনে একটু বেশি মাত্রায় সক্রিয়। তবে পূর্বের চেয়ে সন্ত্রাস এখন কম। আমাদের 'পলিটিক্যাল এ্যাকশন্ টিম' খুব ভাল কাজ করছে। গাঁয়ে গাঁয়ে তারা প্রচার চালিয়ে প্রেম, ভালবাসা ও মুক্তির মহান স্বাদ সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলছে। কমিউনিজমের বীভৎস রূপের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে ভিয়েত কং-দের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ করা হচ্ছে। আমাদের এই 'পলিটিক্যাল এ্যাকশন টিম' খুব কাজের হয়েছে। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের সুপারিশে এই অসামরিক সংস্থা গঠিত হয়েছে। এই টিম অতি অল্প সময়ে সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। আমি সৈনিক, তবু একথা স্বীকার করবো, বন্দুক দিয়ে অধিকার করা যায়—মানুষকে জয় করা যায় না।

আরও অনেক কথা। নিজের ধ্যান-ধারণা মত অনেক কিছুই সাজিয়ে গেলেন হুয়েন কাও কী। শুধু একটা বিশেষত্ব এবার লক্ষ্য করলাম, পূর্বেও কয়েকবার এ মানুষটিকে দেখেছি, কিন্তু দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয় আগে এতটা স্পষ্ট হতে দেখিনি।

হোটেলে যখন ফিরলাম তখন অনেক রাত। সবাই ঘরে ফিরে গেছে অনেকক্ষণ। শুধু একজনকে বাইরে পেলাম। দেখে মনে হ'ল মালে চুর হয়ে আছেন।

—*It's wonderful, just wonderful !*

ফিরে তাকাতেই দেখি ভদ্রলোক আমার দিকেই এগিয়ে আসছেন। টলছেন। পায়ের ওপর দাঁড়াতে পাচ্ছেন না।

—*The operation was a complete success.*

কিছুই বোধগম্য হ'ল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম। রহস্য ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। কিছুক্ষণ আগে ভদ্রলোক রেডিওতে জানতে পেরেছেন নির্বিঘ্নে অস্ত্রোপচারের পর প্রেসিডেন্ট জনসন দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন।

ভদ্রলোকের খপ্পর থেকে তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাবার জন্যে বললাম,

—*L. B. J. is not a usual man.*

তাতেও ছাড়া পাওয়া গেল না। ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরে কাতর কণ্ঠে বলেন,

—একবার যদি আমেরিকায় আসতেন নেপোলিয়ন, গলস্টোনে এত কষ্ট

পেতেন না। গলস্টোন কলিক্‌-এ যে কী কষ্টই পেয়েছেন বোনাপার্ট! ডুয়োডোনাল আল্‌সার-এ মুসোলিনীও খুব কষ্ট পেয়েছেন।

—আমার কিন্তু গলস্টোন নেই।

—যদি কখনও আপনার কিডনী খারাপ হয় আমাকে বলবেন। আমি আপনাকে নিয়ে যাবো।

সুবোধ বালকের মত আমি মাথা নাড়লাম।

সায়গন থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে। তের নম্বর বাসরুট অবশ্য কোন সময়েই ছাড়লেন না মাদাম কোয়াত। কংক্রিটের রাস্তার পাশে সরে দাঁড়িয়ে গাড়িটি বন্ধ করলেন। তারপর হেসে বললেন,

—দিনের বেলায় ঠিক বুঝতে পারবেন না কিন্তু সন্ধ্যের পর এ সমস্তই ভিয়েত কং-দের এলাকা। গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকতে সাহস হয় না। সায়গন অবশ্য দাবী করে এসব অঞ্চল তাদেরই অধিকারে কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা অন্য রকম। দু'সপ্তাহ আগে এখানকার সংরক্ষিত গ্রাম—আপনারা যাকে 'স্ট্র্যাটেজিক ভিলেজ' বলেন, সম্পূর্ণ ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। একটু ঘুরে দেখবেন ?

মাথা নাড়লাম। এক টুকরো মিষ্টি হেসে মাদাম কোয়াত তাঁর নিজের দিকে কাঁচ তুলতে শুরু করলেন। কাঁচ বন্ধ করে আমিও গাড়ি থেকে নেমে এলাম।

দু'পাশে পাতলা জঙ্গল। একটা মস্ত ঝিলের পাশে কিছু বসতি। পথে লোকজন কম। গ্রাম্যজীবনের অতি সাধারণ চিত্র ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। পথের ধারে অস্থায়ী বাঁশেব চালাঘর। সস্তা চায়ের দোকান একটা। সার্কাস পার্টির বিজ্ঞাপন বাঁশের দেওয়ালে সাঁটা। গাছেব সঙ্গে লটকানো বাস স্টপেজের চিহ্ন।

—তের নম্বর রুট কতদূর গেছে ?

—আরও কয়েক ফার্লং। আগে এটাই ছিল সায়গন থেকে দূরপাল্লার বড রুট। এখন কমতে কমতে প্রায় অর্ধেক দাঁড়িয়েছে।

—বাসের ভীড় দেখে মনে হয় শহরের সঙ্গে গ্রামবাসীর নিয়মিত যোগাযোগ আছে।

—তা' আছে। ঘণ্টা খানেকের পথ। এ সব অঞ্চল থেকে অনেকে অফিস করে। সায়গন যে রকম ভীড়ের শহর—ঘর ভাড়া পাওয়াও সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

আগে আগে চলছিলেন মাদাম কোয়াত। জাপানী সিল্কের আঁটো পোষাকে সুন্দর যৌবনশ্রী প্রতিপদক্ষেপে যেন উঠছে-পড়ছে।

—এদিকে কিন্তু সামরিক পাহারা কিছু লক্ষ্য করছি না।

—খরচের খাতায় রেখে দিয়েছে আর কী। দিনের বেলায় কিছুই বোঝবার উপায় নেই। সন্ধ্যের পর বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অন্ধকার নামতেই গেরিলা তৎপরতা শুরু হয়। আগে আরও জঙ্গল ছিল। মাইলের পর মাইল

ছিল বাঁশঝাড়—সবই নষ্ট করে ফাঁকা করা হয়েছে। সংরক্ষিত গ্রাম তৈরি করে মানুষদের আটকানো হ'ল। এখন এ অঞ্চলে একটাও স্ট্র্যাটেজিক ভিলেজ নেই—একটা মাত্র ছিল, দু'সপ্তাহ আগে সেটা নষ্ট হয়েছে। জায়গাটায় এত খাল-বিল আর ছোট ছোট চোরা নালা—জঙ্গলও খুব দূরের পথ নয়, তাই গ্রামবাসীদের পক্ষে পালানো সুবিধে হয়েছে।

—ভিয়েত কং-রা এ জায়গায় খুব সক্রিয় বলছেন কিন্তু তারা জায়গাটা পুরোপুরি দখল করছে না কেন?

দখল না করেই যদি তাদের কাজ চলে তবে অধিকার নিয়ে কী লাভ? বরং পুরোপুরি দখল করলে সায়গনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা মুস্কিল। তাতে অনেক বেশি চেক পোস্ট বসবে। নিয়মিত হামলা বাড়বে। বোমা পড়বে। ধানক্ষেত নষ্ট হবে। এই ধরনের জায়গা মুক্ত রেখে করিডোর হিসাবে ব্যবহার করাই এদের প্রধান উদ্দেশ্য।

সাধারণ মানুষ এখনও যারা রয়েছে এখানে, তাদের নিয়মিত একটা সন্ত্রাসের মধ্যে থাকতে হয় নিশ্চয়ই।

মিঃ সেন, প্রথমে আমারও তাই ধারণা ছিল। কিন্তু গেরিলারা যত বিপজ্জনক ও ভয়াবহ হোক না, সাধারণ গ্রামবাসীদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক আশ্চর্য রকম মধুর। এরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে। চাল, তরকারী ও মুর্গি কিনে দাম দেয়। জঙ্গল থেকে রাত্রেই এরা গ্রামে গ্রামে প্রচারে নামে। গ্রামবাসী প্রথমে ভয় পায় কিন্তু তারপর দেখে নিতান্তই স্বজাতি, একই ভাষায় কথা বলে, খাওয়া দাওয়াও একরকম। তাদের বিগ্রহের সামনে মাথা নোয়ায়। কলেরা-বসন্তের টিকে দিতে আসে। এমনভাবে নিরীহ গ্রামবাসীর মধ্যে গেরিলারা তাদের স্বপক্ষে একটা মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলে। সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে তাদের কব্জার মধ্যে চলে যায়। প্রত্যেক চাষীকেই জমিদার ও জোতদার ঠকায়—তাই অত্যাচারী জমিদারের ধানের গোলা লুট করলে গ্রাম-বাসীদের খুব খারাপ লাগে না। ভিয়েত কং-রা সাধারণ গ্রামবাসীদের নিয়ে সায়গনে মিছিল নিয়ে যায়। সায়গনের পুলিশ ও সেনাবাহিনী অসংখ্য মারা যাচ্ছে তাই তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। মাইনে বাড়ানোর প্রস্তাব ও সস্তাদরে রেশনের দাবী তুলে মিছিল চলে শহরের দিকে। ঐ ধরনের মিছিলের সামনে পুলিশ ও সেনাবাহিনী বিব্রত বোধ করে। মিছিল আটকাতে এসে তারা লক্ষ্য করে এ মিছিল তাদেরই মিছিল। ব্যানার আর ফেস্টুনে তাদের বিভিন্ন দাবী ও সুবিধের

কথা লেখা আছে। তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই এই জমায়েত। একটা বিশৃঙ্খলা, একটা উত্তেজনা, একট সংঘর্ষ গড়ে তোলা ও দেশী পুলিশ ও ফৌজকে অকেজো করে দেবার চূড়ান্ত অপকৌশল আর কী! নানা কৌশলে ভিয়েত কং-রা আজ সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেদের অনুকূলে দুর্জয় শক্তি সংহত করেছে। সায়গনের বিশেষজ্ঞরা এটা বোঝে না। গ্রামবাসী সায়গনের পুলিশ ও মিলিটারীকে শুধু ভয় পায় না, ঘৃণা করে। তারা গ্রাম ঘিরে ফেলে ভিয়েত কং-দের খবর জানতে চায়। দরিদ্র মানুষের সংসার আছড়ে ভাঙে। মেয়ে তা যে বয়সেরই হোক তার সর্বনাশ তারা করবেই।। সমস্ত গ্রাম তারা ধ্বংস করে যায়। এই ভাবে গোটা গ্রামবাসীকে নিশ্চিত ভিয়েত কং-দের দলে যোগ দেবার মানসিক প্রস্তুতিকে আরও তীব্র করে দেয়। গ্রামকে গ্রাম গেরিলাদের সঙ্গে যোগ দেয়। একটার পর একটা স্ট্র্যাটেজিক ভিলেজ ভেঙ্গে যাবার পেছনেও এই একই ইতিহাস। আমাদের সামরিক বাহিনীর কোন নেতার সঙ্গে জনতার কোন যোগ নেই। মার্কিন বিশেষজ্ঞরা ভিয়েতনামের মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছুই পছন্দ করে না। আমরা যে একটা উঁচু ধরনের সায়কোলজিক্যাল ওয়ার করছি —আমার মনে হয় সে সম্পর্কে আমরা আদৌ ওয়াকিবহাল নই।

আমি মনোযোগ দিয়ে মাদাম কোয়াতের কথা শুনছিলাম। বিস্মিত হয়েছি অনেক আগেই, কিন্তু বর্তমান সায়গনী শাসন সম্পর্কে এমন নির্ভীক ধারালো যুক্তি শোনবার জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। হাস্যে লাস্যে দেহভঙ্গীর বিভ্রম তুলে পুরুষবন্ধুর সঙ্গে যত্রতত্র বিচরণ করতে দেখেছি। ইয়াঙ্কীদের সঙ্গেও তাঁর মাখামাখি বন্ধ নেই। কত উঁচুতে যে ওঁর হাত পৌঁছোয় আমি ভেবে পাই না। আমি মাদাম কোয়াতকে পছন্দ করি। কাজ থেকে অবসর পেলে দেখা করি। হুড়মুড় করে হোটেলে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার ঘরে কাটিয়ে যান মাদাম কোয়াত দিনের পর দিন।

কথায় কথায় চায়ের দোকানের সামনে পৌঁছে যাই। গ্রাম্য পরিবেশ। বললাম,

—এরাই স্থানীয় লোক, এদের কাছে গেরিলাদের খবর পাওয়া যাবে। ইশারায় আমাকে আসতে বলেন মাদাম কোয়াত। তারপর গ্রীবা নেড়ে বলেন,

—নিছক ভ্রমণের সঙ্গে আমি কিছু কাজও সারবো এখানে। জঙ্গলের মধু এখানে পাওয়া যায়। মধুর চাক এরা নিয়ে আসে। বেশি দিন রাখা যায় না কিন্তু নির্ভেজাল মধু আমি গ্রাম থেকেই সংগ্রহ করি।

আমাদের দেখে সতর্কতার ভাব লক্ষ্য করা গেল না। তবে ওদের নিজেদের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো। দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লেন মাদাম কোয়াত। দোকানে বৃদ্ধ মালিকের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। একজন অল্পবয়সী ছোকরা এগিয়ে এলো। আমাকে বেশ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে পিছু হটে হটে সরে গেল। দু'ঝাঁকা তরকারী কাঁধের বাঁকে ঝুলিয়ে বাস স্টপেজের দিকে যেতে যেতে একজন বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখে গেল। দুটো অল্প বয়সী ছোকরা ধুলোতে আঙুল বুলিয়ে গাড়ির গায়ে কী যেন লিখছে।

মাদাম কোয়াত ফিরে এলেন।

—চলুন এবার ফেরা যাক।

মধু সংগ্রহের কী হ'ল ?

—এখন নেই, পরে খোঁজ করতে হবে।

—জায়গাটা আপনার কেমন লাগলো মিঃ সেন ?

--মন্দ নয়! বেড়ানোর পক্ষে ভালই।

দিনের বেলায় আপনি স্বচ্ছন্দে চলে আসতে পারেন। আপনি এশিয়ান, আপনার কোন ভয় নেই। অবশ্য শ্বেতাঙ্গদের কথা আলাদা।

গাড়িতে উঠে মাদাম কোয়াত বললেন,

—এখন আমরা সেই নদীর ধারে যাবো। সে একটা অপূর্ব জায়গা। এমন নির্জন জায়গা, এত সুন্দর নদীর ধার আপনি ধারে কাছে আর পাবেন না। সায়গন থেকে পালিয়ে আমি মাঝে মাঝে ওখানে আসি। আগে ইয়াঙ্কীদের ভয়ে আসা মুস্কিল ছিল, এখন ওদের গতিবিধি অসম্ভব রকম নিয়ন্ত্রিত। বিনা কারণে শুধু বেড়ানোর খাতিরে ওরা এদিকটায় আসে না।

সিগারেট ধরাচ্ছিলাম। অর্ধবৃত্তাকারে গাড়িটা ঘুরিয়ে মাদাম কোয়াত গিয়ার পাল্টে বললেন,

—দয়া করে আমাকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেবেন।

বিনা বাক্যব্যয়ে ধরানো সিগারেট এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা জেলে নিলাম। মাদাম কোয়াত ধন্যবাদ দিয়ে বললেন,

—অনেক দিন পর আজকের দিনটা আমার ভাল লাগছে।

আমি নীরব।

—এতদূর একা আসতে ভয় করে। রাত্রে গেরিলাদের এলাকা, দিনের বেলায় সায়গনী ফৌজের ঝামেলা। আর পুরুষ বন্ধু সঙ্গে এনেও ভরসা নেই। নির্জন স্থানে

কয়েক রাউণ্ড পেটে পড়লেই বেশ একটা গদগদ ভাব জাগে, তুম করে প্রেমিক হয়ে ওঠেন। সমস্ত দোষ হুইস্কীর ঘাড়ে চাপিয়ে পরদিন টেলিফোনে ক্ষমা প্রার্থনা। আমার স্বামীর এক বন্ধু যা কাণ্ড করলেন সেদিন! আমার স্বামী এমন একটা শূন্যতা রেখে গেছেন, সে স্থান ভরাট হবে না কোন দিন।

—আপনার স্বামী কতদিন আগে মারা গেছেন?

—জানুয়ারীর কুড়ি তারিখ, ১৯৬৪ সাল। খাঁন-এর ক্যু-ডে-টার এক সপ্তাহ আগে। থান ফু-তে বড় রকমের যুদ্ধ হয়। মার্কিন জেনারেল ও আটাশ জন বিশেষজ্ঞ আর আমাদের জেনারেল লী ভ্যান কিম এই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। আমার স্বামী ছিলেন থার্ড ট্যাকটিক্যাল জোন-এর একজন লেফটেনেণ্ট। বিশ দিন এখানে ভিয়েত কং-দের সঙ্গে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। আমাদের ছশো ফৌজ, দশ জন মার্কিন বিশেষজ্ঞ এবং একজন বৃটিশ কর্নেলের সঙ্গে আমার স্বামীও এই যুদ্ধে প্রাণ হারান। শুনেছি এতবড় হেলিকোপ্টার অপারেশন নাকি আর হয়নি। কিন্তু মার্কিন জেনারেল ও জেনারেল লী ভ্যান কিম যুদ্ধ পরিচালনায় ভুল করেন। ভিয়েত কং-দের হাতে মার খেয়ে আমাদের পিছু হটতে হয়। তবে আমার স্বামী বিশে জানুয়ারীতে মারা গেছেন একথাও বলা মুস্কিল। মারা হয়তো আগেই গিয়েছিলেন—ঐ তারিখে আমি তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাই। আপনি শুনে অবাক হবেন ঐ বিশে জানুয়ারী আমাদের বিয়ের এক বছর পূর্ণ হতো। জেনারেল খাঁন ব্যক্তিগত ভাবে আমার স্বামীকে জানতেন। ছোটবেলা থেকেই বিশেষ পরিচয়। জেনারেল খাঁনের মায়ের দালাতে একটা হোটেল বার ছিল। জেনারেল খাঁন সায়গনে বাবার কাছে থাকতেন। একজন নামকরা অভিনেত্রী খাঁনের বাবার রক্ষিতা ছিলেন—খাঁন তার কাছেই মানুষ হন। পরে কম্বোডিয়া পড়তে যান। আমার শ্বশুরও ছিলেন সায়গনের ধনী সন্তান। খাঁনের বাবার সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। আমার স্বামীকে খাঁন খুব পছন্দ করতেন। খুবই দক্ষ ও নির্ভীক চরিত্রের মানুষ—খাঁনের সাহায্যে তিনি হয়তো খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি করতেন। জেনারেল মিনের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করবার দু'দিন আগে খবর পেয়ে খাঁন আমার বাড়ি এলেন। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তারপর বললেন,

—তুমি স্বামী হারিয়েছ, আমি ছোট ভাইকে হারিয়েছি। দেশবাসী একজন উঁচুদরের যোদ্ধাকে হারিয়েছে। কেঁদো না! সবাই এ দুঃখ ভাগ করে নেবো। অসম্পূর্ণ কাজ আমরা সম্পাদন করবো। প্রয়োজন হলে

আমাকে স্মরণ করবে। জেনারেল খাঁনের গলা ভারী হয়ে উঠেছিল—মুখের দিকে তাকাতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম। মাদাম কোয়াতের স্বামী নিহত হয়েছেন জানতাম কিন্তু এত বিশদ বর্ণনা ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি।

—আপনাকে আমার নিজের পুরোনো কথাগুলো বলে হয়তো ফূর্তি মেজাজটা নষ্ট করে দিচ্ছি।

—আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আপনাকে আমার ভাল লাগে। ব্যক্তিগত জীবনের এতবড় অঘটনের কথা আমার শুনতে খারাপ লাগবে কেন?

—মাদাম কোয়াত ম্লান এক টুকরো হাসলেন। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে দু'পাশের জংলা পথের দিকে আঙুল তুলে বললেন,

—এসবই গোলমেলে জায়গা। সন্ধ্যের পর এ জায়গায় গেরিলারা নির্বিচারে চলাফেরা করে। বড় ব্রীজটার ওপার থেকে সায়গনী শাসন বলতে পারেন।

গাড়ি ভিন্ন পথ ধরলো। মাদাম কোয়াত বললেন,

—চমৎকার জায়গা। এতবড চওড়া নদীর ধার আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

উঁচু একটা টিলার আড়াল সরে যেতেই দূরে সায়গন নদী দেখতে পেলাম। নির্জন ঢালু পথে গাড়ি এগিয়ে চলে। পাকা রাস্তা নয়—পাথরের টুকরো চাকা থেকে ছিটকে গিয়ে গাড়িতে ধাক্কা মারছিল। দু'পাশের লম্বা লম্বা গাছগুলোর প্রতিফলন সামনের কাঁচের ওপর চলমান দৃশ্যের মত এসেই মিলিয়ে যাচ্ছিল।

জায়গাটা বেশ সুন্দর। বেড়ানোর উপযুক্ত জায়গা। খুবই নির্জন। জনমানবের চিহ্ন নেই কোথাও। একটা ভাঙা নৌকো কিছুটা তফাতে উল্টানো ছিল। বহুদূরে একটা ছিপ নৌকোকে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে যেতে দেখলাম।

মাদাম কোয়াত গাড়ি থেকে বাস্কেট টেনে নিয়ে এলেন। বিচিত্রিত এক মোটা চাদরও সঙ্গে নিয়ে আসেন। আমি হাত লাগাই। চাদর বিছিয়ে দু'পাত্র বীয়র ঢেলে মুখোমুখি বসলাম। কোলের মধ্যে বীয়র পাত্রটি রেখে সিগারেট ধরিয়ে মাদাম কোয়াত বললেন,

—কেমন লাগছে জায়গাটা।

—সুন্দর!

—নিরালায় প্রেম করবার উপযুক্ত জায়গা।

—তাইতো দেখছি! ছুরি দিয়ে সায়গনের বহু রোমিও জুলিয়েট নারকেল গাছ ক্ষতবিক্ষত করে গেছে।

—খুব সুন্দর জায়গা কী বলেন?

—বড্ড নিরালা, এতক্ষণে একটা রাখাল ছেলে ছাড়া কাউকে আমি দেখিনি।

—রাখাল ছেলে কোনদিকে গেল?

—রাস্তা পেরিয়ে ওপারে গেল।

—ওদের বিশ্বাস নেই। গত সপ্তাহে দনং-এ একটা দশ বছরের ছেলে দুটো জেট্ বিমান নষ্ট করেছে।

—বলেন কী!

—কল্পনা করা যায় না। পুরো মার্কিন জি. আই. গার্ড যথারীতি পাহারায় ছিল। ছেলেটা সঙ্গের ছাগলটাকে রানওয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর ছেলেটাও ছাগলাকে তাড়া করে ভেতরে ঢোকে। গার্ড প্রথমে কিছু বলে না। কিন্তু ছাগলটাকে তাড়া করে ছেলেটা যখন অনেক ভেতরে চলে গেছে তখন সে তার পিছু নেয়। ইতিমধ্যে অন্য একজন জি. আই. ছাগলটাকে ধরে ফেলে মজা করতে থাকে। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে ছেলেটা দুটো মারাত্মক ছোট সাইজের বিস্ফোরক ফেলে যায়। ছাগলের গলায় দড়ি বেঁধে ছেলেটা তারপর টানতে টানতে এয়ারপোর্টের বাইরে নিয়ে গেল। প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে বিস্ফোরক দুটো পর পর আত্মপ্রকাশ করে। দুটো জেট তাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। ছাগলটাকে মাঠে দেখা যায় কিন্তু ছেলেটাকে আর পাওয়া যায় না। ছেলেটা ছিল গাছে। বিস্ফোরণটা দেখবার কৌতূহল হয়তো সে ত্যাগ করতে পারেনি। গুলি করে ছেলেটাকে গাছ থেকে নামিয়ে নেওয়া হ'ল। বাচ্চা ছেলেগুলো আরও মারাত্মক।

দ্বিতীয় বীয়র পাত্রটি আমি ঢেলে নিলাম। মাদাম কোয়াতের গ্লাসটিও ভরে দিলাম। মুখোমুখি বসেছিলাম। অনেক কথা ভাবছিলাম। মাদাম কোয়াত আমাকে পছন্দ করেন। আমার সঙ্গে মেশবার তাঁর ইচ্ছে। আমারও আগ্রহ আছে। অনেক কথাই বলেন কিন্তু সব সময়ই মনে হয় ভদ্রমহিলার প্রকৃত পরিচয় আমার আজও জানা হ'ল না। আর প্রকৃত পরিচয় জেনেই বা আমার কী লাভ? উঁচুমহলের কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচয় ছাড়া এ পর্যন্ত মাদাম কোয়াত আমার কোন কাজেই লাগেননি। আমি তাঁর কোন কিছুতেই লাগতে পারি

না। কখনও কখনও মনে হয় আমাকে এই ভদ্রমহিলা এত পছন্দ করেন কেন? একটা মোটা দাগের অজুহাত মনে উদয় হয় কিন্তু সে নিতান্তই ষোল আনা মিথ্যের কষ্ট কল্পিত স্বপ্নবিলাস ছাড়া কিছু নয়।

—আপনি স্নান করবার পোষাক এনেছেন?

মাদাম কোয়াত বীয়ার পাত্রটি এক চুমুকে শেষ করলেন। হেসে বললাম,

—আপনি বলেছিলেন, কিন্তু বেরুনোর মুখে স্নান করবার ব্যাপারটা একদম ভুলে গেছি। তা'ছাড়া আজ প্রায় বিশ বছর তোলা জলে স্নান করে—জলে নামতে কেমন ভয় করে।

—ভয় নেই, আমি আপনার সঙ্গে আছি। আমি থাকলে আপনি ডুবে যাবেন না।

—তা'ছাড়া এরকম নির্জন জায়গায় আপনার সঙ্গে সহস্নান করবার মরাল সাপোর্টের যথেষ্ট অভাব বোধ করছি।

সুরেলা কণ্ঠে খিল খিল করে হেসে উঠলেন মাদাম কোয়াত।

—আপনি বরং বই পড়ুন। আমি জলে সাঁতার কাটতে চললাম।

মাদাম কোয়াত আর সময় নষ্ট করলেন না। গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। নিটোল স্বাস্থ্যের দেহ ভঙ্গিমা-লীলায়িত ছন্দে যেন নৃত্যরতা। সায়গন নদী এঁকে বেঁকে পশ্চিমে উধাও হয়ে গেছে। অনেকটা চওড়া তটভূমি। এক সঙ্গে অনেক-গুলো নারকেল গাছ। সোনালী রোদে পাতাগুলো ঝলমল করছে। ঝিরঝিরে অবিশ্রান্ত বাতাস। চারদিকে পরিপূর্ণ নীরবতা।

ল্যাণ্ডস্কেপ্ আমাকে অন্যমনস্ক করেছিল। পদশব্দে ফিরে তাকালাম। একটু হাসলেন মাদাম কোয়াত। হাতে একটা মোড়ক। ভাঙা নৌকোটার আড়ালে চলে গেলেন। বাস্কেটের পাশে রাখা ট্রানজিস্টার রেডিওটি আমি টেনে নিলাম। লিবারেশন ফ্রন্টের স্টেশন ধরতে চেষ্টা করি। পেলাম না। এলো পিকিং। গত এক সপ্তাহ ধরে লিন পিয়াও-এর 'পিপলস্ ডেলি'-তে প্রকাশিত প্রবন্ধটি নিয়মিত পাঠ করা হচ্ছে। লিন পিয়াও শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণা ও রণকৌশলগত ভাবে তার মোকাবিলা করার আহ্বান জানিয়ে মাও-ৎসে-তুং-এর সতর্কবাণী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। তারপরেই শুরু হ'ল ক্রুশ্চেভ সংশোধন-বাদের বিশ্লেষণ।

ওদিকে জলে নেমেছেন মাদাম কোয়াত। পরনে সাদা সুইমিং স্যুট। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে হাত নাড়ছেন। বেশ ভালো লাগছিল। আত্মে মগ্নিশেক্ষ

দেওয়া কড়া ধাতের কিছুটা পকেটের শিশিতে ছিল। ঠিক জমছিল না, তাই খানিকটা তা থেকে ঢেলে নিলাম।

পিকিং স্টেশন চমৎকার আসে। লিন পিয়াও ক্রমাগত মাও থেকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয়। সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা ক্ষমতা অধিকার, যুদ্ধের সাহায্যে দেশের সমস্যার সমাধান—এগুলোই হল বিপ্লবের শ্রেষ্ঠতম রূপ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এই শিক্ষাই দিয়েছেন।

অনেক দূরে চলে গেছেন মাদাম কোয়াত। বিক্ষিপ্ত জলরাশিতে সূর্যের আলো পড়ে মুক্তোর মত ঝলমল করে। জলের মধ্যে পাগলের মত ছুটোছুটি করছেন মাদাম কোয়াত। নেহাৎ-ই যেন ছেলেমানুষ।

—মিঃ সেন!

ফিরে তাকাই। মাদাম কোয়াত কিছুটা এসেছেন। হাত নাড়ছেন। আমিও হাত তুললাম। পরমুহূর্তেই জলের মধ্যে হারিয়ে গেলেন মাদাম কোয়াত।

লিন পিয়াও-এর প্রবন্ধটি কয়েকবার শুনে শুনে আমারও কেমন মুখস্ত হয়ে গেছে।

—If North America and Western Europe can be called the cities of the World, then Asia, Africa and Latin America are the rural areas. The contemporary world revolution presents a picture of the encirclement of cities.

লিন পিয়াও বর্তমানে চীনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। যদিও আজ পনের বছর পলিট ব্যুরোতে আছেন কিন্তু মাঝে যেন হারিয়েই গিয়েছিলেন।

লিন পিয়াও-এর দীর্ঘ বিস্তৃত সৈনিক জীবন শুরু হয় ক্যান্টনে। ওয়াম্পা মিলিটারী একাদমীতে রণনীতি শিক্ষা করেছেন। এখানেই প্রথম দেখা হয় চৌ-এন-লাই-এর সঙ্গে। কৃশকায় বিদেশী এক তরুণ মাঝে মাঝে এসে মিলিত হতেন। তিনিই হো-চি-মীন।

মিলিটারী একাদমীতে এসেই নাম পাল্টান। পূর্বের নাম ছিল ওয়া ওয়াং। নাম নিলেন পিয়াও (বাঘের বাচ্চা)। কমিউনিস্ট জেনারেল চু-তে-র সঙ্গে যুক্ত হন। সাত হাজার মাইলের দীর্ঘ পথ, সাতটা পর্বত অতিক্রমের অবিশ্বাস্যকর, 'লং মার্চ'-এর সময় লিন পিয়াও একা নব্বই হাজার সেনাকে পরিচালনা করেছেন। এই লিন পিয়াও কুওমিন্টাঙ দক্ষ সেনাবাহিনীকে কানসু

প্রদেশের ওপারে ঠেলে নিয়ে গেছেন। টাটু নদী অতিক্রম করে এসেছেন। জাপানীরা যখন মাঞ্চুরিয়া থেকে ক্রমাগত দক্ষিণে হানা দিচ্ছে, লিন পিয়াও অতর্কিতে আক্রমণ করে জাপানীদের ইটাগাকী ডিভিশন নিশ্চিহ্ন করেছিলেন। এই লিনের সপ্তম ডিভিশন বিদ্যুৎ বেগে চিযাং বাহিনীকে আক্রমণ করে এক একটা শহর অধিকার করে নেয়। উনিশ শো আটচল্লিশের অক্টোবর। মুকদেন, চ্যাং চুন ও লিযাও তুং অধিকার করে লিন পিয়াও প্রায় চার লক্ষ চিয়াং বাহিনীকে নিহত ও বন্দী করেন। ছত্রিশ জন জেনারেল প্রচুর গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পন করে। তারপর পিয়াও এগিযেছেন ধীরে। দিনে গড়ে মাত্র ছ মাইল। পনের সপ্তাহ পর লিন পিযাও পিকিং প্রবেশ করেন।

যুদ্ধ শেষেও বিশ্রাম নেই মানুষটির। সেনাবাহিনীকে আহ্বান জানান।

—Take off your leather shoes, lay doun your arms Put on the clothes of the peasants and work.

লক্ষ সেনাবাহিনী বন্দুক রেখে মাঠে চাষ করতে চললো।

লিন পিয়াও আজ বয়সে প্রবীণ। প্রায় ষাটের কাছাকাছি। চলতে ফিরতে মাও আজ এই সৈনিক-মার্ক্সিস্টকে সব সময় কাছে রাখেন।

রেডিও শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হযে পড়েছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হ'ল মাদাম কোযাতকে দেখছি না। শুধু লিন পিয়াও শুনতে পাচ্ছি,

—dismember the U. S Imperialism piece by piece, some striking at its head and others at its feet.

—এমন নির্জন জায়গায বসে আপনি লিন পিয়াও শুনছেন। অবাক করলেন দেখছি!

সিক্ত বসনা মাদাম কোয়াত বুকের ওপর একটা তোয়ালে ফেলে আধ শোয়া হযে চাদরের ওপর এসে বসলেন। রেডিও বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম, মাদাম কোয়াত বাধা দিলেন।'

—থাক! পিয়াও-ই এখন শোনা যাক।

মাদাম কোয়াত উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। চাদরটা ভিজে উঠলো জায়গায় জায়গায়। আমার কেমন অসুবিধে হতে লাগলো।

—The war of annihilation is the fundamental guiding principle of our operations The sacrifice of a small number of people in revolutionary wars is necessary.

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হ'ল। ইণ্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের পর দুর্ভেদ্য মূল চীনা ভাষায় এবার অনুষ্ঠান শুরু হয়।

বন্ধ করে দিলাম রেডিও।

—মিঃ সেন, আপনি গ্রেহাম গ্রীনের 'কোয়ায়েট আমেরিকান' পড়েছেন?

লিন পিয়াও, গ্রেহাম গ্রীন ও একটুকরো ভেজা পোষাকে মাদাম কোয়াত পর পর এসে পড়ায় আমি কেমন বেসামাল হযে পড়ি।

—আপনি আমাকে কেমন দেখেন?

—গ্রেহাম গ্রীনের বইয়ের সঙ্গে কোন মিল নেই।

—আমি কী রকম?

—অপূর্ব।

—অপূর্ব মানে?

—অনন্যা।

—আরও পরিষ্কার করে বলুন।

—অদ্বিতীয়া!

মাদাম কোয়াত একটু হেসে চাদরের ওপর হাত দুটো প্রসারিত করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

ভেজা চুল থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল। শরীরের অনাবৃত অংশে মুক্তোর মত জলবিন্দু যেন গোলাপের ওপর শিশির কণার মত নাড়া খেয়ে ভাসছিল। পরিপুষ্ট নিম্নাঙ্গে এতটুকু ভেজা পোষাক। স্ত্রীলোককে এত কাছে এত মুক্ত অবস্থায় এর আগে কোন দিন দেখিনি।

ইচ্ছেটা আমার হঠাৎ হ'ল। মুহূর্তে নিদারুণ এক উত্তেজনা আমার শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। অল্পক্ষণে ইচ্ছে পৌছোলো আগ্রহে। আমি যেন কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়ি। যুক্তি হারিয়ে ফেলি। শুধু মনে হয় এমন সুযোগ হয়তো আমি আর কোন দিন পাবো না। মাদাম কোয়াতের এই নির্জন পরিবেশে, এত নিরালায়, এই পোষাকে এত কাছাকাছি পৌছোনোর সুযোগ হয়তো জীবনে আর আমার আসবে না।

—বড় তেষ্টা পাচ্ছে। দয়া করে একটু বীয়ার দেবেন মিঃ সেন?

—বিশ্রাম করুন। আপনাকে আমি একটা নতুন জিনিষ দিচ্ছি। আপনার এসময়ে খেতে খুব ভাল লাগবে।

—তাই দিন।

আমি আঁদ্রে মরিশের দেওয়া ছোট বোতলটা পকেট থেকে বার করলাম। প্রায় পেগ দুই ঢেলে মাদাম কোয়াত-এর হাতে এগিয়ে দিলাম।

শরীর ও মনের মধ্যে আমার একটা নিদারুণ অস্থিরতা হু হু করে বয়ে চলে। আমি নিশ্চিত, বীয়ারের পর এই নতুন পানীয় দু'এক চুমুকেই মাদাম কোয়াতের শরীরে আগুন ছিটিয়ে দেবে। আঁদ্রে মরিশের স্পেশাল ড্রিঙ্কস্। পরিমাণে কম হলেও অল্পতেই নেশা জমে ওঠে।

আমি যা করতে চলেছি তার প্রতিক্রিয়া যে কতদূর গড়াতে পারে মুহূর্তের জন্যে সে ভাবনা আমার মাথায় এলেও আমি যেন নিরুপায়।

মনের মধ্যে উত্তেজনার এক নিদারুণ ভাঙ্গাগড়া চলছিল, তাই মাদাম কোয়াতের মুখের দিকে তাকাতে পাচ্ছিলাম না। গ্লাসের অবশিষ্ট পানীয়টুকু টক করে মেরে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবলাম। নিটোল স্বাস্থ্য, শরীরের নিম্নাংশ প্রায় অনেকটা প্রকাশিত। টানটান হয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন মাদাম কোয়াত। সুডৌল অনাবৃত দেহের দিকে আমি অগ্রসর হতে থাকি। বার বার মনে হতে থাকে, এ এক অপূর্ব সুযোগ। আমার এত দিনের সঞ্চিত কৌতূহল আজ মিটিয়ে নিতে হবেই। ভবিষ্যত ভাবতে পারছিলাম না। মাদাম কোয়াতের শরীরটা ছাড়া অন্য কিছুই যেন আমার মাথায় নেই।

আস্তে করে অনেকটা নিচে সরে এলাম। মাদাম কোয়াত নদীর দিকে তাকিয়ে আছেন। আঁদ্রে মরিশের মোক্ষম ড্রিঙ্কসের প্রতিক্রিয়া তাঁর শরীরে কতটা শুরু হয়েছে জানি না। মাদাম কোয়াত কী ভাবছিলেন কে জানে?

শরীরের নিম্নাংশে নিতম্ব যেখান থেকে দুটো উরু হয়ে পায়ের দিকে নেমে গেছে সেখানে চোখ পড়তেই আমি যেন চমকে উঠলাম। জায়গাটা মোটামুটি 'রিয়ার থিগ' বলা চলে। বেশ খানিকটা দাগ। অতি সুন্দর মসৃণ ত্বকের এক জায়গায় আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। ডানদিকের উরুর বিপরীতে নিশ্চিত অস্ত্রোপচারের দাগটি আমি বেশ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করতে থাকি।

হঠাৎ নাড়া খেয়ে মাদাম কোয়াত এক ঝলকানি দিয়ে উঠে বসলেন। আমি আগেই ঠিক করে নিয়েছিলাম। অতি দ্রুত কাল্পনিক এক কাঁকড়া বিছেকে অনেকটা তাড়া করে মাদাম কোয়াতের শরীরে আমার চৌর্য বৃত্তি ঢাকতে চেষ্টা করি। বালির মধ্যে পা দিয়ে সমানে আঘাত করতে শুরু করলাম। মুখে বললাম—কামড়ালে আর রক্ষে নেই! খুবই বিষাক্ত!

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম মাদাম কোয়াত পূর্বের জায়গায় নেই। দ্রুত তিনি

ভাঙ্গা নৌকোর ওপাশে চলে যাচ্ছেন। ভয়, সংশয় ও সাফল্যের আনন্দে আমার ভেতরে তখন একটা দারুণ অস্থিরতা শুরু হয়েছে। মাথার মধ্যে আমার সব যেন গোলমাল হয়ে যেতে শুরু করে। অস্পষ্ট মাদাম কোয়াত আমার কাছে আরও রহস্যময়ী হয়ে উঠলেন। ডাঃ থিনের কথা আমার বার বার মনে হতে লাগলো। সুইমিং কস্টিউম পরা লাস্যময়ী সুন্দরী মাদাম কোয়াতকে আমার কেমন ভয় হতে লাগলো। চাদরের ভিজে অংশে মাদাম কোয়াতের শরীরের ছাপ। পাশেই গ্লাসটি রাখা। দেখলাম আমার মোক্ষম দাওয়াই স্পর্শই করেননি তিনি। হাওয়া বইছিল—তবু যেন আমি ঘামতে শুরু করি।

কী ভাবে কথা শুরু করবো তাই চিন্তা করছিলাম। মাদাম কোয়াত কী ভাবে গোটা ব্যাপারটা নেবেন সে কথাও ভাবছিলাম। বার বার মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা কী বুঝতে পেরেছেন মাদাম কোয়াত? আমি যে তাঁর শরীরে কিছু তালাশ করছিলাম—একথা কী মাদাম কোয়াতের মনে হয়েছে? আমার অজুহাত কী বিশ্বাসযোগ্য? মাদাম কোয়াতের মত লোককে কী এত সহজে ভোলানো যায়?

অল্পক্ষণ পরেই মাদাম কোয়াত পোষাক পাল্টে এলেন। ভেজা পোষাক গাড়িতে রেখে আরও একটা বাস্কেট সঙ্গে নিয়ে এলেন। খুব একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না। কেন জানি না, কাঁকড়া বিছের প্রসঙ্গ তুলতে আমি খুব উৎসাহ পেলাম না।

শোয়ালে দিয়ে প্লেট মুছে নিয়ে বাস্কেট থেকে খাবার নামালেন মাদাম কোয়াত। স্যাণ্ডউইচ আর কাটলেট সাজিয়ে হেসে বললেন,

—বেরসিক বিছেটাকে মারলেন।

কথাটার মধ্যে বিদ্রূপ ছিল না তবু আমার মনে হ'ল মাদাম কোয়াত যেন আমাকে পরীক্ষা করছেন। আমার উত্তরটা জবাবদিহির মত শোনালো। কাঁকড়া-বিছের বেরসিক আবির্ভাবের চেয়ে, স্থান পরিবর্তন করে মাদাম কোয়াতের শরীরের বিশেষ জায়গা. অনুসন্ধানের স্বপক্ষে যে সকারণ যুক্তি ছিল সেই কথা বোঝাতেই আমি আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ি। মাদাম কোয়াতের খুব একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করি না। তবু মনে হতে লাগলো, নিশ্চয়ই তিনি সন্দেহ করছেন আমাকে। আমি যে সমস্তই জেনে ফেলেছি একথা যেন বুঝতে পেরেছেন মাদাম কোয়াত।

আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি। মনের মধ্যে অস্থির চিন্তার ভাঙ্গাগড়া চলতে থাকে। নিজেকেই যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করি। আমার কৌতূহল মিটেছে।

মাদাম কোয়াতের প্রকৃত পরিচয় আমি পেয়েছি। মাঝে মাঝে ডাঃ থিনের মুখটা সমস্ত কিছুই তছনছ করে দিচ্ছিল।

খেতে খেতে কথা চলছিল। আমার কথাগুলোই ছিল আড়ষ্ট। কখনও রেডিওতে শোনা লিন পিয়াও-এর প্রবন্ধের কথা, গ্রেহাম গ্রীনের 'কোয়াইট আমেরিকান' ও সন্ধ্যের পর এই তামাম গ্রামাঞ্চল গেরিলাদের হাতে চলে যাবার আখ্যান, কিছুই বাদ পড়ছিল না।

—আমরা এবার রওনা হবো। এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের রাস্তা। তবু আগে আগেই আমাদের রওনা হওয়া দরকার।

আঁদ্রে মরিশের বিশেষ ড্রিঙ্কস মাদাম কোয়াত এতক্ষণে শেষ করলেন।

তারপর শুরু হ'ল প্যাক আপ। এবার আমিই সক্রিয় হয়ে উঠি। নিজেই চাদর ভাঁজ করলাম। বাস্কেট টেনে নিয়ে চললাম গাড়ির দিকে। মাদাম কোয়াত দু'হাতে জিনিসপত্তর টেনে এনে পেছনের সিটে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন,

—জায়গাটা আপনার কেমন লাগলো মিঃ সেন।

—শহরের চাপ থেকে সময় করে মাঝে মাঝে পালিয়ে আসতে হয়।

—আপনি কাজের মানুষ—পালানোর সময় কখন আপনার।

—সুযোগ করে নিতে হয়। তবে দ্বিতীয় সুযোগ আসবার আগেই হয়তো দিনের বেলাতেই এ সব জায়গা গেরিলাদের হাতে চলে যাবে।

মাদাম কোয়াত আমার হাতে গাড়ির চাবি তুলে দিয়ে বললেন,

—এবার আপনি ড্রাইভ করুন। আপনার বন্ধুর বিশেষ ড্রিঙ্কস্ আমাকে একটু উপভোগ করতে দিন।

বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়িতে উঠে বসি।

চাবি ঘুরোতেই ড্যাশ বোর্ডের আলো জ্বলে ওঠে। মাদাম কোয়াত লাল একটা সিল্কের ওড়নায় মাথা ঢেকে থুতনীতে গিট বেঁধে হেসে বললেন,

—দিনটা আজ চমৎকার কাটলো।

গাড়িটা ঘুরিয়ে উঁচু পথে উঠতে উঠতে বললাম,

—আপনার গাড়ির স্টীয়ারিং হুইল বড় চমৎকার।

মাদাম কোয়াতের চোখে জড়িমা। ভ্রূযুগলে একটা খুশি খুশি ভাব। মুঠো মুঠো সোনালী আলোর মধ্যে মাদাম কোয়াতকে বড় সুন্দর লাগছিল। ক্লান্তি জড়ানো সুরেলা কণ্ঠে হেসে বললেন,

—আপনি আমার সব কিছুই সুন্দর দেখেন।

সায়গনের ইংরেজী দৈনিক 'ডেলি নিউজ' আর 'পোস্ট' মজার মজার খবর পরিবেশন করে। গুল গাঁজা তো থাকেই, ছাপার ভুলও থাকে মারাত্মক। মুখরোচক সংবাদের জন্যে 'পোস্ট'-এর কাটতি বেশি। যাতে-তাতে হেডলাইনের ব্যবহার দেখে অবাক হতে হয়। জাকার্তায় ৩০শে সেপ্টেম্বরের সামরিক অভিযান যে প্রাধান্য পায়, বিদেশী নর্তকীর এয়ারপোর্টের ভাষণ 'আমার যা কিছু আছে মহান মার্কিনদের আমি দেখাতে চাই' ঘোষণাও পরদিন ছবিসহ সেই জায়গায় ফ্ল্যাশ করা হয়। '*Everything is News*' কলামের একটু বিশেষ আকর্ষণ আছে। পোস্ট খবর ছাপে: *A young tailor recently tried to commit suicide in his employers backroom by strangling himself with his wife's brassiere.* স্ত্রীর ব্রেসিয়ারের ফাঁসে আত্মহত্যার কারণ হিসাবে অনুসন্ধানে প্রকাশ, দর্জির স্ত্রীর বুকের খাড়া খাড়া টানটোন নাকি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

ইয়াঙ্কীদের সম্পর্কে কাগজের উৎসাহের অভাব নেই: *A soft shoe dance on the bar with combat boots is generally recommended for immediate attention from the establishment's personnel* ঘটকালীর বিজ্ঞাপনেও 'পোস্ট' পিছিয়ে নেই: আমেরিকান ও বিদেশীরা যাঁরা ভিয়েতনামী তরুণী বিবাহে ইচ্ছুক, ও এ দেশের মেয়েদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে চান সেই সঙ্গে নিরাপদ সুখী জীবনযাত্রায় আগ্রহী, তাঁরা শীঘ্রই যোগাযোগ করুন।

সবচেয়ে মজার ছাপার ভুল। যেখানে হবে '*U S to pay $ 6 Million Cost*' সেখানে ছেপে বেরুলো '*U. S. to pay $ 6 Million Loot*' অথবা '*Asks Audience to Give L. B. J. Standing Ovation*', ছাপা হ'ল সেখানে '*Asks Audience to Give L. B J. Standing Nation.*'

পরের সংখ্যাতেই ভ্রম সংশোধন। মার্জনা ভিক্ষা। কিন্তু তাতেও সময় সময় 'ভুল' বানান ভুল।

এক শ্রেণীর একান্ত বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সংবাদদাতার নিত্য নতুন উত্তেজক সংবাদে সায়গনের দৈনিক সংবাদপত্র আরও গরম থাকে। সে সংবাদের অনেকটা জুড়ে থাকে চীনা সমাচার। এই সমস্ত সাংবাদিক চীনা বিশেষজ্ঞ বা ধুরন্ধর 'চায়না ওয়াচার্স' মূল চীন ভূখণ্ডে কি ঘটছে সে সম্পর্কে ফলাও সংবাদ পরিবেশন

করেন। গত কয়েক মাসের একান্ত বিশ্বাসযোগ্য সংবাদের হেডলাইনগুলো অনেকটা এই রকম :

—মাও-সে-তুং গুরুতর অসুস্থ। চীনে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছে।

—মাও-সে-তুং বিরোধী জনতার সঙ্গে চীনা ফৌজের সশস্ত্র সংঘর্ষ। হতাহতের সংখ্যা চার হাজার।

—মাও-সে তুং দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন।

—চীনে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন। সেনাদলকে বিক্ষোভ দমনের জন্যে তৈরি রাখা হয়েছে।

—বিভিন্ন কমিউন-এ বিদ্রোহ। শ্রমিকদের ওপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ।

—উত্তর চীনে কৃষক বিদ্রোহ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। গুরুতর পরিস্থিতি দমনে সৈন্যদল তলব।

—মাও-সে-তুং-এর সঙ্গে সেন্ট্রাল কমিটির গুরুতর মতবিরোধ। চৌ-এন লাই স্বগৃহে অন্তরীণ। কেন্দ্রীয় পরিষদের তিনজন গ্রেপ্তার ও একজনের বিষপানে আত্মহত্যা।

—চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙ্গন।

—মাও-সে-তুং মৃত্যুশয্যায়। গুরুতর ক্যান্সার রোগে কাতর।

—কমিউনিস্ট চীনের ভয়াবহ পরিস্থিতি—পলাতক প্রাক্তন বিপ্লবীর হৃদয়স্পর্শী অভিজ্ঞতা।

—সামরিক বাহিনীতে ভয়াবহ অসন্তোষ।

চীন সম্পর্কে আরও বহু, আরও হাজারো রকমের উত্তেজক খবর প্রকাশিত হয় নিত্য। প্রত্যেকটি সংবাদ যোল আনা অভ্রান্ত বলে দাবী করে। এ সমস্ত সংবাদ-সংস্থার সদর দপ্তর ম্যানিলা, টোকিও, হংকং বা ফরমোজা। বলা বাহুল্য, এই সব সংবাদ সংস্থায় কয়েক মিলিয়ন ডলার নিয়মিত খাটে। মার্কিন ঝুঁদে বিশেষজ্ঞরা এই 'চায়না ওয়াচার্স' নেট-ওয়ার্ক-এর পহেলা নম্বর প্রযোজক।

সংবাদ পরিবেশনায় বিস্তর চাতুরী থাকে। এমন সব প্রামাণ্য দলিলচিত্র ছাপা হয় যাতে সাধারণ পাঠকই শুধু নয়, দস্তুরমত রাজনীতির ছাত্রের পক্ষেও মাথা ঠিক রাখা মুস্কিল। তবে এই বিশেষ ধরনের কৌশল যে পুরোপুরি মৌলিক এ দাবী করা উচিত নয়। রুশ বিপ্লবের পরে ঠিক এই ধরনের চতুর সংবাদদাতা সারা ইয়োরোপ আমেরিকায় হাজারো উত্তেজক ও কাল্পনিক সংবাদ এই একই নিয়মে পরিবেশন করেছেন। তৎকালীন সেই 'রাশিয়া ওয়াচার্স'-দের রিপোর্টিং

দেখে মনে হয়েছে, ১৯২০-এর মধ্যেই রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষকদের হাতে বলশেভিকদের পরাজয় ও লেনিন প্রাণভয়ে দেশত্যাগ করবেন। তৎকালীন সেই সব প্রেস নিউজের কিছু কিছু নমুনা আমি সামনে রাখছি :

—অনিবার্য ধ্বংসের পথে বলশেভিজম।

মর্নিং পোস্ট, ১লা মে, ১৯১৮

—পেট্রোগ্রাড থেকে কমিউনিস্টদের প্রাণভয়ে পলায়ন —পেট্রোগ্রাডের জনগণ, বিশেষত মেহনতী মানুষ, দুশমন বলশেভিকদের হাত থেকে পেট্রোগ্রাড রক্ষায় অস্ত্র ধারণ করেছে। রাস্তায় রাস্তায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলেছে।

ডেলি মেল, ২৫শে মে, ১৯১৮

—অনিবার্য ধ্বংসের পথে বলশেভিজম। লেনিনের পলায়ন।

মর্নিং পোস্ট, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৮

—পেট্রোগ্রাড জ্বলছে। রাস্তায় রাস্তায় অবরোধ।

টাইম, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৮

—বলশেভিজমের মুখোশ খসে গেছে—লেনিন জর্মন গুপ্তচর—প্রামাণ্য দলিল হস্তগত।

টাইম, ১৮ই অক্টোবর, ১৯১৮

—বলশেভিক সন্ত্রাস—নয়া ক্রীতদাস প্রথা।

ডেলি টেলিগ্রাফ, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯

—লেনিন বন্দী—দেশত্যাগী পলাতকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা।

মর্নিং পোস্ট, ১০ই জানুয়ারী, ১৯১৯

—Bolshevism is not a policy, it is a disease. It is not a creed, it is a pestilence.

Winston Churchill, May 30, 1919.

—Cry in the streets of Petrograd, "Long live Kolchak, our saviour !"

Daily Telegraph, May 12, 1919.

—Lenin inciting to Pillage and Assassination.

Daily Telegraph, Feb. 4, 1919.

আছে, আরও আছে। এ ধরনের অজস্র নজীর আমি সামনে রাখতে পারি। এই মুহূর্তে সামান্য কয়েকটি নমুনাই শুধু তুলে দিলাম। সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্তের দীর্ঘ ও বিস্তৃত কাহিনী সম্পর্কে আজ অনেকেই ওয়াকিবহাল। আজ

দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রে অভ্রান্ত যাবতীয় এই চীন-ভাষ্যে আর যাই থাক মৌলিকতার কণামাত্র নেই। নতুনত্ব শুধু এক জায়গায়, মাও সে-তুং ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যে মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদ থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে আমেরিকান ও সোভিয়েত প্রেস আশ্চর্য রকম একমত।

আমার সিগারেট লাইটারটা খোয়া গেছে। পরে টমাব হওয়া মুস্কিল। মনে হয় হোটেলের কামরা থেকেই গেছে। ব্যাপারটার কোন হদিশ করতে পারলাম না।

যে প্রয়োজনে ঐ উপহার আমাকে দেওয়া সে দিক দিয়ে বিচার করলে জিনিসটি ফিরে পাবার চেষ্টা স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে ভদ্র কৌশলও অবলম্বন করা যেত। নিতান্তই চুরির আশ্রয় না নিলেও চলতো।

কোন পেশাদার চোরের ব্যাপার নয় বেশ বুঝতে পারি। সায়গনের সিকিউরিটি আজ অসম্ভব ক্ষমতাসম্পন্ন। অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এখানে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এখানকার সিকিউরিটি নেট-ওয়ার্ক শুধু সায়গনের নয়—গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম প্রধান ঘাঁটি। ম্যানিলা বর্তমানে সি. আই. এ.-র হৃদপিণ্ড বলা যেতে পারে। হংকং, টোকিও, সায়গন—সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সি. আই. এ অপারেশনের অতি শক্তিশালী কেন্দ্র বলা চলে।

সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি আজ আমেরিকার অদৃশ্য সরকার। বিশ্বময় এদের আজ অবাধ গতিবিধি। অতিবড় পেন্টাগন বা স্টেট ডিপার্টমেন্টের অন্যতম প্রতিনিধি সি. আই. এ.-র গতিবিধি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। শোনা যায়, প্রেসিডেন্ট জনসন কর্মভার গ্রহণ করবার পর তাঁকে হোয়াইট হাউসের গোপন ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ ঘরটি হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুম। এখানেই প্রেসিডেন্ট জনসনের সি. আই. এ.-র ডিরেক্টর ম্যাক্কন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। প্রেসিডেন্ট জনসন সেদিন প্রথম আমেরিকার অদৃশ্য সরকারের প্রকৃত চেহারা উপলব্ধি করেছেন।

সি. আই. এ.-র হেড কোয়ার্টার্স ল্যাংলে-তে। ওয়াশিংটন থেকে আধঘণ্টার পথ। গভীর বনের মধ্যে ছাই রঙের ছড়ানো বিপুল একটা বাড়ি। বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে অতি নির্জন এক নিষিদ্ধ অঞ্চল।

আপাতদৃষ্টে সি. আই. এ.-কে গোয়েন্দা দপ্তর বলে মনে হবে। কিন্তু তাতে এই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত চেহারাকে লঘু করে দেখা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক ও অসামরিক দপ্তর মিলিয়ে অনেকগুলো গোয়েন্দা দপ্তর আছে। তাদের সঙ্গে এই বিভাগের যোগসূত্র নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। ফস্টার ডালেসের অন্যতম ভ্রাতা এ্যালেন ডালেস এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও পরিচালক নির্বাচিত হন। সি. আই. এ.-র প্রধান উদ্দেশ্য দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের সংবাদ সংগ্রহ করা। রাজনৈতিক মতলব হাসিল করা। অপর দেশের সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঠিক সংবাদ বার করে আনা। বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রীতিনীতিকে সর্বসময়ই সাহায্য করা।

কী পরিমাণ লোক প্রধান দপ্তরে কাজ করেন তাঁর সঠিক সংবাদ নির্ণয় করা কঠিন। তবে ওয়াকিবহাল মহল বলেন, আট থেকে দশ হাজার কর্মী এখানে নিযুক্ত আছেন। হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া এই বিপুল কর্মচারীদের কেউ কোন হদিশ রাখে না। গোটা দুনিয়ায় প্রায় দুইলক্ষ কর্মচারীর নিখুঁত হিসেব রাখে ইলেকট্রনিক ব্রেন। কর্মচারীদের নাম জানা যায় না—এক্স ১০, এক্স ১১—এই ধরনের পরিচয় নিয়ে চলতে হয়। একমাত্র ইলেকট্রনিক ব্রেন প্রতিটি কর্মচারীর হাড় হাড্ডির হদিশ রাখে। কে কোথায় কী কাজে ব্যস্ত, ইলেকট্রনিক ব্রেন তার নিখুঁত খবর রাখে।

গুপ্তচর বৃত্তিতে আজকাল মাতাহারীর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল এখন অনেক অসম্ভবকে সহজ করে তুলেছে। ছোট সাইজের মারাত্মক অস্ত্র, অদৃশ্য কালি, বোতামের মত আকৃতিগত গঠনের অতি শক্তিশালী বিস্ফোরক, ফাউন্টেন পেনের চত্ত্ব-এর ক্যামেরা, সিগারেট লাইটারের সঙ্গে অদৃশ্য টেপরেকর্ডার, ওষুধের ক্যাপসুলের মধ্যে মাইক্রো ফিল্ম। এমন অনেক কিছু, হাজারো কায়দার গুপ্তচর বৃত্তির বিবিধ সরঞ্জাম এখানে মজুত থাকে। নিয়মিত হাতেকলমে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ চলছে চব্বিশ ঘণ্টা।

অতি সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্র, পৃথিবী থেকে প্রায় ১০০ মাইল ওপরে প্রচণ্ড বেগে উড়ন্ত ইউ-টু বিমান বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ফটোগ্রাফ তুলে নিয়ে আসছে। কারখানার চিমনি থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার রঙ থেকে সেই কারখানার সমস্ত খবর তারা নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। এই সব

গবেষণা বিভাগে আছেন প্রথম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, আর ধাতু বিজ্ঞানী।

রাজনৈতিক গুপ্তচর বৃত্তিতে অবশ্য মানুষই কাজে লাগে। তাঁরা দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় গোপনে ছড়িয়ে থাকেন। কেউ ভাষাবিদ, কেউ মৃত্তিকা সংরক্ষণের অন্যতম বিশেষজ্ঞ। কেউ ইতিহাসবেত্তা, কেউ আবার ভূতত্ত্ব বিশারদ।

এদের আসল চরিত্র ধরা অসম্ভব। এদের পারদর্শিতা কল্পনাতীত। আমার মনে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোন বৃত্তিতে এত কঠোর, এত কঠিন চুলচেরা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে কাউকে হয়তো আসতে হয় না।

এদের আরও নিখুঁত লোকাল রিক্রুট। বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদেও এঁরা বহাল আছেন। বিরাট মার্ক্সিস্ট থিয়োরিটিশিয়ান হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তি একজন সি. আই. এ.-র চর। ক্রুশ্চেভের ২০শ পার্টি কংগ্রেসের মূল গোপন নথি এই ভাবেই সি. আই. এ. ক্রেমলিন থেকে বার করে নিয়ে যায়। চীন সম্পর্কে যিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ, পিকিং স্টাইল মার্ক্সবাদ সম্পর্কে যিনি অতিশয় সোচ্চার তিনিই হয়তো অন্যতম সি. আই. এ. প্রতিনিধি। ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সেই সাক্ষ্যই দেয়।

সি. আই. এ. নেট ওয়ার্ক আজ বিশ্বময়। বীভৎস ও জঘন্যতম রাজনৈতিক চক্রান্তের পেছনে খরচা হচ্ছে কোটি কোটি ডলার। এত বিরাট ও সুদূরপ্রসারী এর চক্রান্ত জাল, কল্পনা করা দুঃসাধ্য। দশ বছর পর সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে পলাতক রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর আত্মজীবনীর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আজই তৈরি আছে। প্রয়োজনীয় নাম ধাম, জায়গার নাম বসিয়ে প্রকাশিত হবে—'লৌহ যবনিকা থেকে আমি মুক্ত হয়েছি', 'বাঁশের সীমান্ত পেরিয়ে' অথবা 'পিকিং-এর কমিউনে দশ বছরের বন্দী জীবন'—পলাতক রাতারাতি বিখ্যাত হবে। আমেরিকায় নাগরিক অধিকার ও বিস্তর ডলারে ভেসে যাওয়া সেই মানুষটি বাকী জীবনটা মুক্ত দুনিয়ায় জয়গান করে বেড়াবে।

সি. আই. এ. সত্যিই অসাধ্য সাধন করতে পারে! ফিলিপাইনের লিবারেশন ফ্রণ্ট চুরমার করে র‍্যামন ম্যাগসেসে-কে ক্ষমতায় বসিয়েছিল সি. আই. এ.। নগো দিন দিয়েম যখন অনিবার্য পতনের সামনে পড়েছিলেন ফস্টার ডালেস সি. আই. এ. এক্সপার্ট লেন্সডেলকে ম্যানিলা থেকে সায়গনে পাঠিয়ে দিয়েমকে উদ্ধার করেন। লাওসে ফুসি নোসাভানকে তুলেছিল সি. আই. এ.। গুয়াটেমালায় প্রগতিশীল আরবেঞ্জ সরকারের পতন ঘটিয়েছে সি. আই. এ.। কিউবায় 'বে অফ

পীনস্‌' ঘটিত মার্কিন হামলার অন্যতম প্রযোজক সি. আই. এ। ব্রহ্ম-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ অনিবার্য করবার চেষ্টা করে সি. আই. এ.। কঙ্গোতে জাতিসঙ্ঘের আড়ালে থেকে শোম্বের কাতাঙ্গা বিযুক্তি ও কাসাভুবু-মবুতু চক্রান্তে প্রগতিশীল প্যাট্রিস লুমুম্বাকে হত্যার নেপথ্য চরিত্র সি. আই. এ.। এই মুহূর্তে সি. আই. এ-র সবচেয়ে বড় সাফল্য হয়তো ইন্দোনেশিয়া। আরও বহু, আরও হাজারো নজীর তুলে ধরা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের করিওগ্রাফ এখন সি আই. এ.-র হাতে। পেন্টাগন সি. আই এ.-র কথা শুনে চলে। স্বয়ং জনসন সি. আই. এ.-কে পরামর্শ না করে ডমিনিকান রিপাবলিকে হাত দিতে যান না। পেন্টাগনের প্রশংসাই বড় কথা নয়—সি. আই এ-র সুপারিশ ছাড়া সুহার্তোর সঙ্গে রাষ্ট্রদূত মাখামাখি করতে যাবেন না।

সি. আই. এ. এখন দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকায় সবচেয়ে বেশি তৎপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই অদৃশ্য ওপরওয়ালা নিজেদের পছন্দ মত বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে অতি ব্যস্ত। বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারে এই ভয়াবহ সংস্থা চক্রান্তের জাল বুনে চলছে রাত্রিদিন।

আঁদ্রে মরিশ অ্যান-খী উপদ্রব অঞ্চল থেকে ফিরে এসেছেন। বিয়েন হোয়া অঞ্চলে আমি এক সপ্তাহ কাটিয়ে এলাম। উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা আমার চোখে পড়েনি। শুধু গোটা কুড়ি হেলিকোপ্টারের ধ্বংসাবশেষ দেখেছি। আগুনে জ্বলে যাওয়া ধান ক্ষেত আর বিধ্বস্ত 'সংরক্ষিত গ্রাম' আমার নজরে পড়েছে। এখানে ভিয়েত কং-দের বড় রকমের পরাজয় হয়েছে শুনেছিলাম, কিন্তু বিয়েন হোয়া সামরিক হাসপাতালে মার্কিন আহতদের সংখ্যা দেখে সে কথা বিশ্বাস করা দুষ্কর।

আঁদ্রে মরিশ বললেন,

—আপনাকে একটা জিনিস দেখাবো, হয়তো আপনার ভাল লাগবে। অ্যান-খী থেকে এটাকে আমি উদ্ধার করেছি। চুরি করেছি বলতে পারেন।

—অ্যান-খী থেকে আপনি কী এনেছেন সঙ্গে করে?

—আমার ভাল লেগেছে, আশা করি আপনার পছন্দ হবে। মার্কিন সেনা ওখানে কত মরেছে নির্ণয় করা কঠিন। গ্রাউণ্ড আর্মির অর্ধেক নিশ্চিহ্ন হয়েছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। অ্যান-খী উপত্যকা অনেকটা বাক্সের মত। আক্রমণ চালানোর পক্ষে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার কর্নেল উইলফ্রেড স্মিথের পরিকল্পনাও নিখুঁত ছিল। কিন্তু কেউ কল্পনাও করতে পারেনি হেলিকোপ্টার উপত্যকার কাছাকাছি নামানো দুঃসাধ্য হবে। সর্বত্র ফাঁদ আর মাইন। প্রথম চোটেই নাজেহাল হতে হয়েছে। ১০১ এয়ার বোর্ন "স্ক্রীমিং ঈগিল" নাক ভোঁতা করে ফিরে এলো। তারপর তিন দিন ধরে আহতদের সরানো চললো। মৃতদেহ আমি কমই দেখেছি কিন্তু শূন্য কফিন সায়গন থেকে বিমান যোগে আনতে দেখেছি বহু। ভিয়েত কং-রা এখানে আক্রমণ ও পলায়ন নীতি গ্রহণ করে। কয়েকবার বিভিন্ন ধরনের আক্রমণে পুরো মার্কিন ফৌজকে দিশেহারা করে দেয়। ভিয়েতনামী সরকারী সেনারা নির্দেশ অমান্য করে ইউনিফর্ম খুলে ধান ক্ষেতের ওপর শুয়ে পড়তে থাকে। সে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি।

—অ্যান-খী থেকে কি একটা আপনি সংগ্রহ করে এনেছেন বলছিলেন—

আঁদ্রে মরিশ বিনাবাক্যব্যয়ে কোটের পকেট থেকে একটা খাম তুলে আমার হাতে দিলেন। বললেন,

—একজন নিহত মার্কিন যুবার মায়ের কাছে লেখা শেষ চিঠি। তাকে দেবার আগেই বেচারা মারা গেছে। চিঠিটা পড়ুন—হযতো আপনার ভাল লাগবে।

খুব পাতলা ফুরফুরে সাদা কাগজে লেখা। সবুজ কালিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। খাম থেকে চিঠিটা বার করে আঁদ্রে মরিশকে বলি,

—আপনার হাতে এ চিঠি এলো কেমন করে?

—ধান ক্ষেতের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। চিঠিটা আপনি শেষ করুন। আমি ততক্ষণে একটা হাতের কাজ শেষ করে আসি।

পড়ে চললাম চিঠিটা। বাংলা তর্জমা মোটামুটি সেই সঙ্গে আমি সাজিয়ে গেলাম:

মা, সায়গন

তিন সপ্তাহ যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়ে আজ চারদিনের জন্যে সায়গন ফিরেছি। কাল সকালে আমরা এখান থেকে আবার চলে যাবো। আমি ভাল আছি। যে প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া ভীতি নিয়ে প্রথম এখানে এসেছিলাম, এখন দেখছি অতটা ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার শরীর সুস্থ। বরং এখানে এসে চার পাউণ্ড ওজন আমার বেড়েছে।

তুমি অনেক কথাই লিখেছো। তুমি জানতে চেয়েছো ভিয়েত কং-রা আমাদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও প্রবল শক্তির সঙ্গে কী ভাবে পাল্লা দিচ্ছে। অনেকেই তোমাকে এ প্রশ্ন করেছে। সত্যি কথা বলতে কী তোমার মত এই একই প্রশ্ন আমার মনে হয়েছে বারবার। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছে। কিন্তু আমার আঁটো জীবনের সীমিত অভিজ্ঞতা বলে, ভিয়েতনামের যুদ্ধ এক বিশেষ ধরনের সংগ্রাম। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটা রণাঙ্গনের কথা হয়তো খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। আমরা এখানে একটা দেশের বিরুদ্ধে লড়তে নেমেছি। গোটা দেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধে আমরা আজ সংগ্রাম করছি। আর্মি একাদমীতে আমাদের রাজনীতিও শেখানো হয়েছে—

Communism is like a disease of the body that must be stopped before it spreads to the vital parts.

এ কথা আমি মানি। বেশি না ভেবে এ কথায় সায় দিতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

কিন্তু আমি জানি, আমি এখানে কেন এসেছি। শুধু আমি নই, আমার মত

প্রায় সবাই ৫০০ ডলার বাড়তি রোজগারের লোভে এসেছে। তা'ছাড়া নানান সুবিধে, অনেক সম্ভাবনা আমাদের সামনে আছে।

এখানকার বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাকে বিস্মিত করেছে। প্রথমত এখানে এসে আবিষ্কার করলাম আমাদের শত্রুপক্ষকে চোখে দেখা যায় না। এদের নিয়মিত কোন পোষাক নেই, এদের বেতন নেই। সানাই বাজিয়ে এদের ঘুম ভাঙাতে হয় না। এরা অতর্কিতে আসে, জীবন বিপন্ন করে মারাত্মক ঝুঁকি নেয়। আবার এরা পালিয়ে যায়। রেখে যায় রক্ত, আগুন আর হাহাকার।

ভিয়েত কং-রা কারা? তোমরা জান ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট গেরিলাদের সংক্ষেপে বলে ভিয়েত কং। আমারও সেই একই ধারণা ছিল। তোমাকে পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা সামনে রাখছি।

সায়গন সংকারের প্রায় দু'শো আধুনিক ফৌজ ও পঞ্চাশ জন মার্কিন সেনার সঙ্গে একটা অভিযানে আমি ছিলাম। ভিয়েত কং-রা একটা উঁচু জায়গায় পজিশন নিয়ে আমাদের প্রায় পনের ঘণ্টা ঠেকিয়ে রেখেছে। আমরা মর্টার চার্জ করেও সেই উঁচু পাহাড়টা দখল করতে পারছি না। বিমানবহর থেকে বোমা বর্ষণ শুরু হ'ল। তবু আমরা সন্ধ্যে পর্যন্ত আটকে রইলাম। ওদের আক্রমণ কখনও কমে, কখনও একদম থেমে যায়, আবার অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ শুরু হয়। রাতটাও ঐ ভাবে কাটে। পরদিন আরও গ্রাউণ্ড আর্মি নিয়ে আক্রমণ শুরু হয়। পাহাড় থেকে গুলিও ছুটে আসতে থাকে। তারপর হঠাৎ সব একসঙ্গে থেমে গেল। মনে হ'ল শত্রুপক্ষ হটে গেছে। আমাদের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়েছে।

অনুমান আমার মিথ্যে নয়—একটা গুলি আর বাড়তি খরচ না করে আমরা উঁচু জায়গাটা দখল করি। কিন্তু ওপরে এসে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি। একটা পুরো দিন কারা আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছিল জানো?

দুটো মেশিনগান। পরিচালনা করছিল এক ছোকরা আর একজন প্রৌঢ়া মহিলা। দু'জনেই নিহত হয়েছে। মৃতদেহ দুটো কাছেই পাওয়া গেল। রক্তাপ্লুত দুটো দেহ। শেষ পর্যন্ত বিস্ফোরক দিয়ে মেশিনগান দুটো ওরা নষ্ট করেছিল। আর একজনকে পাওয়া গেল। বছর পাঁচেকের এক শিশু। এক পাটি লাল জুতো পায়ে ছিল। আপন মনে সে হয়তো অপর পাটির সন্ধান করছিল। আমাদের দেখে বাচ্চাটা দৌড়তে শুরু করলো। তাকে অনুসরণ করেই মৃতদেহ দুটোর কাছে পৌঁছোলাম। বাচ্চাটা অবশ্য আশ্রয় পায়নি। আমাদেরই এক সাথী তাকে মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন করে ফেললো। মৃতদেহ দুটোর পাশেই আর এক পাটি লাল

জুতো পড়ে ছিল। আমি হয়তো সব ভুলে যাবো। কিন্তু এক পায়ে লাল জুতো পরা বাচ্চাটাকে আর নিঃসঙ্গ অপর পাটি লাল জুতো আমি জীবনেও ভুলতে পারবো না।

আমাদের জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড বলেছেন:

It is imperative that all our officers and men understand the importance of minimizing non-combatant casualties whenever possible.

আমার প্রশ্ন ঐ বাচ্চা ছেলেটা কী মার্কিন ফৌজকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করছিল? আমি প্রতিবাদ করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়েছি। আমি স্মিথের মত অপরিণামদর্শী নই। স্মিথকে তোমরা চেন না। এখানে এসে আলাপ হয়। সব কথা চিঠিতে লেখা যায় না, দেখা হলে বেচারা স্মিথের গল্প বলবো।

অল্পবয়সী ছোকরা ও প্রৌঢ়া মহিলাটি আমাদের পুরো একটা দিন ঠেকিয়ে রেখেছিল। আমার সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতা এত বড একটা অবিশ্বাস্য ঘটনার সামনে পড়েনি। এরাই ভিয়েত কং। এদের সঙ্গেই আমরা লড়াই করছি। এদের দেখা যায় না। দেখা গেলেও জীবিত অবস্থায় এদের পাওয়া দুষ্কর। এ ধরনের ঘটনা একটা নয়, অসংখ্য। নিতান্তই এটি সাম্প্রতিক ঘটনা তাই আমার চোখে ভাসছে।

ভিয়েতনামের যুদ্ধের আর একটা বিশেষত্ব, এখানে নির্দিষ্ট কোন রণাঙ্গন নেই। যেখানেই মানুষ, সেখানেই যখন তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। একটা সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে আমরা এখানে যুদ্ধ করছি।

আমরা এখানে দীর্ঘদিন আছি। বিস্তর ডলার ব্যয় করছি কিন্তু ক্রমেই আমরা কোণঠাসা হয়ে পড়ছি। দক্ষিণ ভিয়েতনামের এক পঞ্চমাংশ শুধু এখন আমাদের অধিকারে। আমাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। খোদ সায়গনের রাজপথেও আমরা নিরাপদ নই।

আমাদের ডলার ও সৈন্য সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। ফরাসী উপনিবেশ টিকিয়ে রাখার জন্যে আমরা খরচ করেছি ২৬০ কোটি ডলার। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সাগনী শাসকের পেছনে খরচা করেছি ২০০ কোটি ডলার। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত আমাদের খরচা পড়েছে ২৫০ কোটি ডলার। ১৯৫৪ সালে মার্কিন অফিসার ও সৈন্যসংখ্যা ছিল ২০০, ১৯৬১ সালে ৩,৫০০, ১৯৬৫ সালের মার্চ

পর্যন্ত হিসেবে দাঁড়ায় ৩৫,০০০। আজ প্রেসিডেন্ট জনসন ও ম্যাকনামারার নির্দেশে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ১,৭৫,০০০। সামনের বছরে শুনছি হিসাব দাঁড়াবে ২,৫০,০০০।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে এখন প্রতিদিন ২,০০০ বমান কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে বি-৫৭, এফ-১০০, এফ-১০১, এফ ১০৫ জেট বিমান ও ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান। ৮০০ সামরিক ঘাঁটি। ১৭০টি বিমান ঘাঁটি ও ১১টি নৌঘাঁটি।

১৯৬২, '৬৩ ও '৬৪ সালে আমরা ১,৬০,০০০ বার সন্ত্রাসমূলক অভিযান পরিচালনা করি। ৩০০,০০০বার বিমান আক্রমণ হয়। বিমানগুলি মোট উড্ডানকালের সময় ছিল ২২৬,০০০ ঘণ্টা। আমরা এ পর্যন্ত ১,৭০,০০০ জন ভিয়েতনামীকে হত্যা করেছি। ৮০০,০০০ মানুষকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চাশ লক্ষের বেশি মানুষ বিভিন্ন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করেছি। তা'ছাড়া আছে হাজার হাজার নরনারী ও শিশুকে বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরোধ করে দেওয়া, ভিয়েত কং এলাকার গ্রামাঞ্চল নপাম বোমায় জ্বালিয়ে দেওয়া। রাসায়নিক ও গ্যাস বোমায় শস্যক্ষেত ও গ্রাম ধ্বংস করা।

আমাদের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব পাওয়া মুস্কিল। তবে গত দু'মাসে উনিশ ব্যাটেলিয়ান (সায়গনী সৈন্য সমেত) নিশ্চিহ্ন হয়। এর মধ্যে ৮,৭৩৫ জন আমেরিকান। এ হিসাব নিশ্চয়ই তোমরা পাবে না।

আমার মত অনেকেরই মনে নানা প্রশ্ন জেগেছে। হাজার হাজার মাইল দূরে জঙ্গল আর কাদামাটির দেশে এই রক্তাক্ত নিষ্ফল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি কেন? দক্ষিণ ভিয়েতনামের গণতন্ত্র রক্ষা করার দায়িত্ব? তবে সায়গনী শাসনের পুলিশ ও সামরিক বাহিনী ছাড়া আমাদের পাশে কোন দেশবাসী নেই কেন? এ প্রশ্ন একদিন আমাদের প্রেসিডেন্ট জনসনের মনেও উদয় হয়েছিল। তিনি তখন সেনেটর। তাঁর কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

I am against sending American GI's into the mud and muck of Indo China on a bloodletting spree to perpetuate Colonialism and white man's exploitation in Asia. আজ তিনিই বলেছেন, *'I have had advice to load our planes with Bombs and drop them on certain areas that would enlarge the war and escalate the war.*

আমার মনে হয় এ শিক্ষা প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁর পূর্বসূরীর কাছেই শিক্ষা করেছেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডী নিজের রক্তে ভিজে ওঠবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত

দক্ষিণ ভিয়েতনামের মাটি রক্তস্রোতে ভাসিয়ে গেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, এই জন ফিটজ্যারেল্ড কেনেডী যখন ম্যাসাচুসেটস থেকে সেনেটর তখন বীরদর্পে ঘোষণা করেছিলেন—

To pour money, material men into the jungle of Indo-China without at least a remote prospect of victory would be dangerously futile and destructive. No amount of American assistance in Indo-China can conquer an enemy which is everywhere and at the same time nowhere ; an 'enemy of the people' which has the sympathy and support of the people.

আরও পেছনে তাকালে আমরা প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে দেখতে পাই। তিনি দক্ষিণ ভিয়েতনামের গণতন্ত্র রক্ষায় ব্যাকুল হয়ে স্বৈরাচারী দিয়েমকে সমর্থন করলেন। এই প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার স্বীকার করেছেন—

'I have never talked or corresponded with a person knowledgeable in Indo-Chinese affairs who did not agree that had elections been held as of the time of the fighting (1954) 80 percent of the population would have voted for the Communist Ho Chi Minh as their Leader.

গণভোট সমর্থন না করে আমরা কী ধরনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হই, হয়তো ফস্টার ডালেসই সে কথার যথার্থ উত্তর দিতে পারবেন।

মা, তুমি লিখেছো—চীনের পত্র-পত্রিকায় ও রেডিওতে ভিয়েতনামে মার্কিন সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচারের অসংখ্য খবর প্রকাশিত হচ্ছে। তুমি বলেছো পিকিং-এর 'পিপলস ডেলি'-র একটা কথাও তুমি বিশ্বাস করো না। এ সম্পর্কে আমার মতামত তুমি জানতে চেয়েছ। মার্কিন বর্বরতার কী চিত্র চীন প্রচার করছে আমি জানি না, তবে মনে হয় তারা মিথ্যে কথা বলছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে তারা সুযোগ পেলেই প্রচার করবে।

মা, তুমি লিখেছো ছোটবেলায় মুরগী কাটা দেখলে আমার খারাপ লাগতো। আমার পক্ষে বিনা কারণে অন্যায় অত্যাচার অসম্ভব। কিন্তু এখানে এলে তোমার ধ্যানধারণা বদলাবে। এখানে এসে দেখলাম আমাদের দেশের এক শ্রেণীর যুব-সম্প্রদায় যারা দেশে অবাধ্যতা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে মানুষ হয়েছে, তাদের সংখ্যাই বেশি। এদের শিক্ষাদীক্ষা কম। মারামারি দাঙ্গা-হাঙ্গামায় এঁরা বেশেই হাত

পাকিয়ে এসেছে। এরা বয়সে খুবই তরুণ। এরা নেশাগ্রস্ত উৎকট আনন্দ-স্রোতে ভেসে যাওয়া এক শ্রেণীর বেপরোয়া যুব সম্প্রদায়। দেশে এদের ভয়েই পুলিশ বাহিনী নাজেহাল হয়, সৎ মেয়েদের ত্রাসের কারণ এরাই, শান্তিপূর্ণ নাগরিকেরা এদের সংশ্রব থেকে পুত্রকন্যাদের বাঁচাতে সচেষ্ট। এরা কুখ্যাত কু ক্লক্স ক্লান নিগ্রোবিদ্বেষী সংগঠনের উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবক, টেক্সাস ও আলবামায় এদের ভয়ে স্বয়ং এফ. বি. আই. সন্ত্রস্ত। এটুকু জোর করে বলা চলে, আমেরিকার মহান সমাজের যুবশক্তির সঙ্গে এই বিপুল সাধারণ মার্কিন সেনাবাহিনীর চারিত্রিক কোন মিল নেই।

যুদ্ধে কোন ক্ষমা নেই। শত্রুর সঙ্গে কোন আপোষ নেই। তাকে নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত বিশ্রাম নেই। কিন্তু নিরীহ নিরস্ত্র নারী ও শিশু হত্যা আমাকে অসম্ভব বিচলিত করে। আমাদের "মপিং আপ অপারেশন"-এর চরিত্র সমস্ত কিছুই ধ্বংস করা। তাতে সবুজ ধানক্ষেতও পুড়িয়ে ফেলবার ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধবন্দী ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ওপর অত্যাচার চালাতে গিয়ে এখানে সাম্প্রতিক এক অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কিছু মার্কিন নিগ্রো সেনা বিদ্রোহ করে। সামরিক আইনের চোখে তাদের শাস্তি নিশ্চয়ই তুমি আন্দাজ করতে পারো।

তুমি লিখেছো, কোন এক চীনা পত্রিকায় বলা হয়েছে মেয়েদের যৌনাঙ্গে গরম ডিম প্রবেশ করিয়ে পলাতক গেরিলার সন্ধান জানবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ধরনের কোন ঘটনা আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু ভিয়েত কং-য়ের খোঁজ-খবর আদায় করবার জন্য মেয়েদের ধরে আনতে আমি দেখেছি।

একটি ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। একটি মেয়ে কিছুতেই তার স্বামীর খবর দিল না। আমাদের সমস্ত আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হ'ল। তারপর শুরু হ'ল অত্যাচার। মেয়েটিকে চিৎ করে বেঞ্চের সঙ্গে বাঁধা হ'ল। নোংরা খানিকটা জল তার মুখে ঢালতেই সে বমি করতে শুরু করে। মেয়েটি তবু মুখ খুললো না। তারপর পায়ের চেটোয় মুগুর দিয়ে সজোরে আঘাত করা হ'ল। তলপেটে একটা লাথি খেয়ে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে গেল।

গোটা ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছিল না। পরে জানলাম মেয়েটি গুরুতর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মুখ দিয়ে কথা বার করতে পারলে গোটা অঞ্চলের ভিয়েত কং-য়ের হদিশ করা সোজা হবে।

জ্ঞান ফিরতেই আবার অন্য পদ্ধতিতে তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে দেখা গেল। এই পদ্ধতির নাম ইলেকট্রোকিউশন বা বিদ্যুতে জ্বালা। ভিয়েতনামী পদ্ধতি

হিসাবে একে বলে ডিং-এ-লিং। বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রটির দুটো ইলেকট্রোড মেয়েটির স্তনাগ্রে লাগানো হ'ল। সে ভয়ঙ্কর বেদনাদায়ক পদ্ধতি। তাতেও কাজ হ'ল না। গরম ডিম লাগাতে আমি দেখিনি, তবে শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রোড মেয়েটির যৌনাঙ্গে লাগানো হ'ল। মেয়েটি আবার অজ্ঞান হয়ে গেল। আমি উত্তেজনা চাপবার জন্যে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে গেছি। আমার নিজেরও একটা ভূমিকা ছিল। অতি শক্তিশালী একটা মাইক্রোফোন মেয়েটির মুখের কাছে ধরে রাখবার দায়িত্ব ছিল আমার। সমস্ত কিছুই টেপ হচ্ছিল। হঠাৎ স্মিথ একটা কাণ্ড করে বসলো। ইলেকট্রোড-এর তার একটানে ছিঁড়ে ফেলে টর্চার চেম্বারের অধিনায়ক পেনিসিলভিয়ানার ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হ্যারীস-কে সজোরে এক আঘাত করে চীৎকার করে উঠলো: আমি সৈনিক—সামনের ওপর এ অত্যাচার আমি সহ্য করতে পাচ্ছি না। লাথি মেরে মেরে মেশিন ভাঙতে শুরু করলো স্মিথ। স্মিথকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। তার কথা দেখা হলে বলবো। মেয়েটি ঐ টর্চারের বেঞ্চেই মারা গেল।

আমরা কেমন যেন মরিয়া হয়ে উঠেছি। সামরিক বয়সের প্রত্যেক মানুষকে আমরা ভিয়েত কং বলে মনে করি। কিন্তু আমার মনে হয় তারা নিতান্তই গ্রামবাসী। তাদের একমাত্র অপরাধ তাদের যৌবন। তুমি ডেলি টেলিগ্রাফে গ্রেহাম গ্রীনের লেখার কথা তুলেছো। নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ পেটের মধ্যে ছুরি ঢুকিয়ে দেবার ছবির কথা বলেছো। হতে পারে—আমি দেখিনি। কিন্তু হেলিকোপ্টার থেকে তিন হাজার ফিট উঁচু থেকে সন্দেহভাজন মানুষকে ছুঁড়ে ফেলতে দেখেছি। চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে ডুবিয়ে ওয়াটার টর্চার দেখেছি। সাঁজোয়া গাড়ির পেছনে বেঁধে ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে বেগে টেনে নিয়ে অনেক মানুষকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে দেখেছি। হাত ও গাল ফুটো করে তারের মালায় বহু মানুষকে গেঁথে ফেলতে দেখেছি। পাশবিক অত্যাচারই শুধু নয়—সন্তান প্রজননের সমস্ত শক্তি নির্মূল করবার ভয়াবহ পদ্ধতিও আমাকে দেখতে হয়েছে। আনাড়ীর কথা নয়, কমপিউটার মেশিন বলে, একটি ভিয়েতনামী গেরিলা হত্যা করতে আমেরিকার গড়ে খরচা পড়ে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ডলার।

আমরা অনেক সময় ভয় পেয়ে অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করি। হাসপাতাল, স্কুল ও নিরীহ নাগরিক জীবন আমরা নপামের আগুনে জ্বালিয়ে দিচ্ছি। ক্যাথলিক গীর্জাও রেহাই পাচ্ছে না।

মা, তুমি লিখেছ যুদ্ধক্ষেত্রে ভিয়েত কং-দের সঙ্গে চীনা ফৌজ আছে কিনা।

চীনা অস্ত্রশস্ত্র গেরিলারা ব্যবহার করছে কিনা। হ্যানয় সরকার থেকে ভিয়েতনামে সামরিক সাহায্যের পরিমাণ তুমি জানতে চেয়েছো।

অনুমান করা কঠিন। দক্ষিণ ভিয়েতনামে একমাত্র বিদেশী ফৌজ আমরা। তবে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের যে প্রশ্ন তুমি তুলেছ সে সম্পর্কে ইন্টারন্যাশনাল কন্ট্রোল কমিশনের হিসেব পরীক্ষা করলে তার যথার্থ উত্তর পাওয়া যাবে। ভিয়েত কং-দের কাছে কী পরিমাণ অস্ত্র হারিয়েছি আর কী পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করেছি তার আমি হিসেব রাখছি :

	গেরিলাদের কাছ থেকে আটক অস্ত্রশস্ত্র	গেরিলাদের দ্বারা অধিকৃত মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র
১৯৬২	৪,৮০০	৫,২০০
১৯৬৩	৫,৪০০	৮,৫০০
১৯৬৪	৪,৯০০	১৩,৭০০
৩ বছরের মোট হিসেব	১৫,১০০	২৭,৪০০

দেখা যায় গেরিলারা তিন বছরে তাদের হারানো অস্ত্রের পরিমাণ বাদ দিয়েও আমাদের কাছ থেকে ১২,৩০০ অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে গেছে।

কন্ট্রোল কমিশনের হিসেব অনুযায়ী গত ১৮ মাসে আটক অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে শত্রুপক্ষের তৈরি অস্ত্রের বিবরণ এই রকম :

৭২ রাইফেল (৪৬ সোভিয়েত, ২৬ চেক) ৬৪ সাব মেশিন গান (৪০ চেক, ২৪ ফরাসী নির্মিত তবে উত্তর ভিয়েতনামের দ্বারা মেরামত করা)। ১৫ কারবাইনস্ (সোভিয়েত), ৮ মেশিনগান (৬ চীনা ও ২টি উত্তর ভিয়েতনাম), ৫ পিস্তল (৪ সোভিয়েত, ১টা চেক), ৪ মর্টার (চীনা), ৩ রিকয়েল্‌লেস ৭৫ এম এম রাইফেল (চীনা), ৩ রিকয়েল্‌লেস ৫৭ এম এম কামান (চীনা), ২ বাজুকা (১ চীনা, ১ চেক), ২ রকেট ক্ষেপণাস্ত্র (চীনা), ১ গ্রানেড ক্ষেপণাস্ত্র (চেক)—মোট ১৭৯।

পেন্টাগনের হিসেব অনুযায়ী প্রতি ১৮ মাসে গড়ে আমরা ৭,৫০০ গেরিলা অস্ত্র আটক করেছি। তার মধ্যে শত্রু রাজ্যের ১৭৯টি অস্ত্র কোন হিসেবের মধ্যেই পড়ে না। হিসেবে প্রায় শতকরা আড়াই ভাগ দাঁড়ায়। বাকী সাড়ে সাতানব্বই ভাগ অস্ত্রশস্ত্র ভিয়েত কং-রা মার্কিন অরিজিনের ব্যবহার করছে।

সুতরাং হ্যানয়ে চীন ভিয়েত কং-দের অস্ত্র সাহায্য করছে এ অভিযোগের পেছনে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। অন্তত ইন্টারন্যাশনাল কন্ট্রোল কমিশনের হিসেব তাই বলে।

এখানে আরও একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। তোমার পক্ষে বুঝতে সুবিধে হবে। একটা কমিউনিস্ট ব্যাটালিয়নে অন্তত ৪৫০ জন লোক থাকে। তাতে ৫০০ রাইফেল দরকার। চার'ট ৮০ এম এম মর্টার, আটটা ৬০ এম এম মর্টার ও অতি কম চারটে রিকয়েললেস রাইফেল। কিন্তু কমিউনিস্ট অস্ত্রশস্ত্র যা আমরা উদ্ধার করেছি, তা দিয়ে একটা নিয়মিত ব্যাটালিয়ন কাজ চালাতে পারে না।

অধিকৃত গোলাবারুদের পরিমাণ সামনে রাখলে দেখা যায় আমরা ৬০ এম এম মর্টারের ১৮৩ (চীনা) শেল উদ্ধার করেছি। কিন্তু ঐ মর্টারে মিনিটে ২০ টি শেল লাগে অর্থাৎ দশ মিনিটের বেশি ঐ মর্টার চাজ করা সম্ভব নয়। ৭'২৬ এম এম মেশিনগানেব ১০০,০০০ (চীনা) কার্তুজ আমরা আটক করেছি। কার্তুজের পরিমাণ লোভনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রতি মিনটে ঐ মেশিন-গানে ৬০০ কার্তুজ খরচা হয়। সুতরাং চারটে মেশিনগানে ঐ ১০০,০০০ কার্তুজ খরচ হতে সময় লাগে ৪০ মিনিট। অধিকৃত কমিউনিস্ট অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ থেকে ১৮ মাসে ভিয়েত কং-রা বড়জোর বার-তের দিন লড়াই করতে পারে। বাকী সাড়ে সতের মাস ভিয়েত কং-রা আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এখানেও আমার কিছু বলবার আছে। কমিউনিস্ট অস্ত্রশস্ত্র যে সব সময়ই হ্যানয় থেকে হো-চি-মিন ট্রেল দিয়ে এসেছে এ রকম যুক্তিও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে বিস্তর অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।

আজ দুনিয়ায় সর্বত্র পুরোনো অস্ত্রশস্ত্র বিক্রী হয। ইণ্টার-আর্মকো লিমিটেড, ১০ নম্বর প্রিন্স স্ট্রিট, আলেকজেন্দ্রিয়া, পৃথিবীর অন্যতম পুরোনো অস্ত্রশস্ত্র বিক্রীর দোকান। ভিয়েত কং-দের কাছ থেকে গত ১৮ মাসে আমারা যে কমিউনিস্ট অস্ত্র উদ্ধার বা আটক করেছি, ইণ্টার-আর্মকো লিমিটেড তার চেয়ে অনেক বেশি চেক, চীন ও সোভিয়েত অরিজিনের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে পারে। পূর্ব ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট অস্ত্রশস্ত্র প্রধানত সুয়েজ ক্যাম্পেনের সময় ইসরাইলীরা আটক করে। হাঙ্গেরী থেকেও অনেক সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হাতে আসে। কোরিয়া থেকে আমরা পেয়েছি চীনা অস্ত্র।

ঠিক এই রকম পরিস্থিতি আমরা আলজেরিয়াতে দেখেছি। আলজেরিয়ার ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রণ্টের গেরিলারা মার্কিন সামরিক বাহিনীর পোষাক ব্যবহার করেছে। ইউ এস ৮০, এম এম মর্টার ও ৫০ ক্যালিবার মেশিনগান

তারা ব্যবহার করেছে তার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু তাই বলে কী ধরে নেওয়া যায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে লিবারেশন ফ্রন্টকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করেছে?

মা, আরও অনেক কথা বলতে পারতাম কিন্তু আমার নিরাপত্তার খাতিরে সে কথা বললাম না। দেখা হলে বলবো।

রাজনীতি আমি বুঝি না। আমার মনে যা আসছে লিখে গেলাম। এ সব আমার মনের কথা। এসব নিয়ে আলোচনা করা যায় না। আমি স্মিথের মত অপরিণামদর্শী নই।

আমি তোমাকে আগেই বলেছি, এখানে একটা গোটা জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি। যে মুষ্টিমেয় ধনিক গোষ্ঠী, সামরিক ও পুলিশ বাহিনী আমাদের সঙ্গে আছে তারা অতিশয় সংশয়াকুল—একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। আমরা পছন্দ মত যে গণতন্ত্র এখানে প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি, তাতে স্থানীয় দেশবাসীর এতটুকু সমর্থন আছে বলে আমার মনে হয় না। আমরা যেন একটা ভুল জায়গায় ভুল শত্রুর সঙ্গে ভুল যুদ্ধ করছি।

উপায় নেই। কাল সকালেই সায়গন ছেড়ে চলে যাবো। কোথায় যাবো জানি না। তবে মনে হচ্ছে বড় রকমের একটা সংঘর্ষ আমাদের সামনে আছে।

—টনি—

Dien bien phu : Could it happen Again ?

অতিবড় পেণ্টাগন প্রতিনিধির কাছেও আজ বেরসিক এই প্রশ্নটি অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। দিয়েন বিয়েন ফু-র একাদশ বার্ষিকী বিজয়োৎসব হয়ে গেল। উত্তর ভিয়েতনামের সর্বত্র জমায়েত, মিছিল ও অনুষ্ঠানের মধ্যে এই দিনটি বিপুল উত্তেজনা ও জমজমাটের মধ্যে শেষ হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামে লিবারেশন ফ্রন্টের রেডিও স্টেশন থেকেও বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। খোদ সায়গনের পথে ঘাটে নিষিদ্ধ "লিবারেশন অফ দিয়েন বিয়েন ফু" সঙ্গীত শোনা গেছে। 'দিয়েন বিয়েন ফু'-র যুদ্ধকে সাধারণ মানুষ শোষিত গণমানসের ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহাসিক বীরত্বপূর্ণ জয়লাভ বলে মনে করে। তাদের কাছে এটি একটি পবিত্র দিন।

কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনামে আজ নতুন করে একটা দিয়েন বিয়েন ফু কী সম্ভব ?

দিয়েন বিয়েন ফু যুদ্ধের অন্যতম বীর সন্তান জেনারেল গিয়াপ রণনীতির কৌশলগত দিক থেকে বিচার করে বলেন,

—Communist strategy now envisages not one big Dienbienphu, but a lot of small, frustrating engagements The enemy will pass slowly from the offensive to the defensive and be caught in dilemma ; he has to drag out the war in order to win it and does not possess, on the other hand, the psychological and political means to fight a long drawn out war.

দিয়েন বিয়েন ফু-র কথা ফ্রান্স কোনদিনও ভুলতে পারবে না। ফরাসী শ্রেষ্ঠ রণ-কৌশলীদের শোচনীয় পরাজয় হয়েছে এখানে। প্রথম শ্রেণীর ফরাসী যোদ্ধারা পিঁপড়ের মত মরেছে। শোচনীয় নিষ্ফল যুদ্ধের পর এশিয়ার অনুন্নত মানুষের হাতে মার খেয়ে বিপর্যস্ত হাজার হাজার শ্বেতাঙ্গ সেনাবাহিনীর মর্মান্তিক আত্মসমর্পণ কী কখনও ভোলা যায়। ভরদুন ও ওয়াটারলু-র পরাজয়ের মত দিয়েন বিয়েন ফু-র কথাও ফ্রান্স স্মরণে রাখবে চিরদিন।

দিয়েন বিয়েন ফু-র কথা মনে হলেই এক ফরাসী তরুণীর কথা আমার মনে পড়ে। ভিন্ন পরিবেশে অন্য আবহাওয়ায় তাঁকে দেখেছিলাম। এগারো বছর আগের কথা। প্রায় এক যুগ।

'তড়িতাহত হইয়া দম্পতীর মৃত্যু' সংবাদ সংগ্রহ করবার কাজ ছেড়ে পলিটিক্যাল করসপণ্ডেণ্ট হিসাবে আমি এক বিদেশী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি প্রথম। আণবিক বোমার আবিষ্কর্তা ডাঃ ওপেনহাইমার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে পদচ্যুত হওয়ার সংবাদ নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় জরুরী নির্দেশ এলো—এখনই ঢাকা যাও। আগের দিনই বোধহয় পাকিস্তানের গবর্নর জেনারেল নবাব গোলাম মোহম্মদ পূর্ববঙ্গের হক মন্ত্রিসভা বাতিল করে গবর্নররাজ প্রবর্তন করেছেন। দেশের শাসন পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব পাক দেশরক্ষা সচিব জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার হাতে। আমি সেদিনই পূর্ববঙ্গ রওনা করতে যাচ্ছি।

দমদম এয়ারপোর্টে দেখা। একগাদা রিপোর্টারকে অপরিচিতা এক সুন্দরী তরুণীকে ঘিরে রাখতে দেখে ভেবেছিলাম বিদেশী কোন ফিল্ম স্টার। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে ইংরেজের লেখা নভেলের আউটডোর স্যুটিং-এ এসেছেন। বিশেষ করে কয়েকজনের ঠোঁটে 'পঁচিশ হাজার ডলার!' বিস্ময়োক্তিতে সে ধারণা আমার দৃঢ় হ'ল। পরে শুনলাম তরুণীটি ফরাসী বিমান বাহিনীর নার্স। নাম জেনেভিভ দ্য গালার। ভিয়েতমীন আর্মির হাতে দিয়েন বিয়েন ফু-তে ধরা পড়েন। এখন প্যারীর পথে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে দমদমে থেমেছেন।

আমার অবাক লাগলো শ্রীমতী গালার ভিয়েতমীনদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বললেন না। বরং জানালেন, ভিয়েতমীন আর্মির ব্যবহারে তিনি খুশি হয়েছেন। দিয়েন বিয়েন ফু র অভিজ্ঞতা তিনি লিখবেন ঠিক করেছেন। আমেরিকান এক প্রকাশক তাঁকে পঁচিশ হাজার ডলার কবুল করতে রাজি হয়েছেন।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই ঘটনাটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। দিয়েন বিয়েন ফু-তে জেনেভিভ দ্য গালার ছিলেন একমাত্র ফরাসী মেয়ে—এঞ্জেল অফ দিয়েন-বিয়েন ফু।

ফরাসীদের সামরিক এই বিপর্যয়ের জন্যে শুধু একমাত্র জেনারেল ন্যাভারেকেই দোষী করা চলে না। মার্কিন সামরিক বীর বিশেষজ্ঞদের পরামর্শেই রচিত হয়েছিল 'ন্যাভারে প্ল্যান'। পরিকল্পনা যদিও তৈরি হয়েছিল প্যারীতে কিন্তু বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও ডলারি সাহায্য দেবার আগে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা এই সামরিক ব্লু-প্রিণ্ট ওয়াশিংটনে বসে দেখে দিয়েছেন। করমর্দন করে বলেছেন,

—আঠারো মাসের মধ্যে হো-চি-মিন-কে চূর্ণ করতে পারবেন। আপনার পরিকল্পনা নিখুঁত।

প্রয়োজনের চেয়ে আয়োজন ছিল বেশি। সর্বাধুনিক মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক যুদ্ধোপকরণের বিপুল ব্যবস্থা করে ন্যাভারে ফিরে এলেন। সতের হাজার বাছাই করা ফরাসী সেনার অধিনায়কত্বের দায়িত্বভার দিয়ে জেনারেল দ্য কাস্ত্রিয়ে-কে নির্দেশ দিলেন—

Alway, keep the initiative—always on the offensive.

ভিয়েতনামের উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলে দিয়েন বিয়েন ফু মস্ত এক উপত্যকা। দৈর্ঘে প্রায় আঠারো কিলোমিটার, ছয় থেকে আট কিলোমিটার চওড়া পর্বত আর ঠাসা জঙ্গলে ঘেরা অতি রমণীয় স্থান। ভিয়েতনাম-লাওস পার্বত্য সীমান্তের অনেকগুলো পথ এখানে মিলিত হয়েছে। উপত্যকার ঠিক মাঝখানে মুয়েঙ থান গ্রাম। মুয়েঙ থান-কে ঘিরে চারিদিকে দুর্ভেদ্য সামরিক প্রস্তুতি গড়ে তুললেন জেনারেল কাস্ত্রিয়ে। কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত দশটি পৃথক কমাণ্ডে ভাগ করে সতের হাজার ফরাসী সেনাকে নিয়োগ করলেন। মেয়েদের নামে এক একটি কমাণ্ডের নামকরণ করা হ'ল—গাব্রিয়েল, বিযাত্রিস, অ্যানে মারী, ফ্রাঁসোয়া, ইসাবেল, দামিনিক, ক্লোদিন, হুগেতে, এলিয়ান ও যুনঁ। কাস্ত্রিয়ে এক একটি কমাণ্ড পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হন। তাঁর টেবিল ক্লথ ও ফরাসী পানীয়ের সুন্দর ব্যবস্থা দেখে নিশ্চিন্তমনে নিজের বাঙ্কারে ফিরে গেলেন।

ন্যাভারের পরিকল্পনা ছিল ইয়েন বাই ও থান হোয়া লাইন ভেঙ্গে দেওয়া, লাই চৌ-এর ওপার ভিয়েতমীনদের আটকে রাখা। দিয়েন বিয়েন ফু-র সামরিক প্রস্তুতির ওপর কোনক্রমেই যেন আঘাত না আসে। ভিয়েতমীন বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করা, গোটা ভিয়েতনামকে দখলে আনা ও ক্রমে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পূর্ব অধিকার আবার ফিরে পাওয়া।

বিপুল প্রস্তুতি, সামরিক সম্ভারের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা, দুর্ভেদ্য পরিখা তৈরি হলেও ন্যাভারে ভাবতে পারেননি ভিয়েতমীন মুক্তিফৌজ কামান ব্যবহার করবে। রাতারাতি রাস্তা করে প্রধান সড়ক এড়িয়ে ক্রমাগত পেছনের সাপ্লাই লাইন ঠিক রাখতে পারবে। অসংখ্য গেরিলা যোদ্ধা চোরা ট্রেঞ্চ কেটে ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে থেকেও অক্লেশে আক্রমণ চালিয়ে যাবে। নপামের আগুন পাথর পর্যন্ত গলিয়ে দেয় কিন্তু বাঙ্কারের সুড়ঙ্গ পথ তাঁর নাগালের বাইরে।

চড়াই ও উৎরাই পথ কেটে কেটে গোপন জংলা পথে পর্বতারোহণ হয়তো সম্ভব কিন্তু ১০৫ মিলোমিটারের দু' টনের চেয়ে বেশি ওজনের কামান ওপরে

তোলা নিতান্তই অবিশ্বাস্য। রক্ত, ঘাম আর কৌশল সেই অসম্ভব পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলে। জেনারেল গিয়াপ মুক্তিফৌজকে বলতেন,

—পিঁপড়েরা একত্রে যেভাবে মরা টিকটিকি খাড়াই দেওয়ালে টেনে তোলে, কামান তুলতে আমাদেরও সেই কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

অন্ধকার রাত সেই ভয়াবহ অভিযান স্পটার বোম্বারের অনুসন্ধান ব্যর্থ করে দেয়। দিনের বেলায় গাছের পাতার কামুফ্লেজের চলমান অরণ্য, আকাশ থেকে কিছুই বোঝা যায় না। জেনারেল গিয়াপের অবিশ্বাস্য এই সামরিক কৌশলকে মুক্তি ফৌজ প্রাণ দিয়ে সফল করে তোলে। সব কয়টি কামানই পাহাড়ের নির্দিষ্ট গোপন স্থানে বসানোর কাজ সমাপ্ত হয়। অনিবার্য ধ্বংস ও খাদের পতন থেকে কামানকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের শরীরটাকেই কামানের চাকার তলায় ঠেক হিসাবে উৎসর্গ করেছেন গেরিলা যোদ্ধা – ভিন দিয়েন।

জো'র সংঘর্ষ শুরু হয়। মুক্তি ফৌজের আক্রমণ কখনও পশ্চিম কখনও উত্তর থেকে নেমে আসে। কাঁটা তারের ওপর থেকে হাতবোমা ছোঁড়া হচ্ছে, অবিশ্রান্ত মেশিনগান ও আকাশ থেকে একটানা বোমাবর্ষণে গেরিলা আক্রমণের তীব্রতা হ্রাস হয় না।

অতি নাটক অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করে।

অযোনিসম্ভূত ম্যাকডাফের পরিচয় জানবার সময় হয়নি। বারনাম জঙ্গল ড্যান্সিনানে এগিয়ে এসেই আক্রমণ শুরু করে। বিযাত্রিস, গাব্রিয়েল ও আনে-মারী মুক্তিফৌজের কব্জার মধ্যে এসে যায়।

চারদিক থেকে ঘিরে গেরিলাদের কামান গর্জন করে ওঠে। কমাণ্ড পোস্ট থেকে জানায়, ট্যাঙ্ক চালানো অসম্ভব।

কাস্ত্রিয়ে নিজের ওয়ার রুম থেকে চীৎকার করছেন,

—*Keep the initiative—always on the offensive.*

কমাণ্ড পোস্টের কমাণ্ডার ব্যর্থ হয়ে দ্য কাস্ত্রিয়ে-কে জানান,

—*To go on the offensive, we would need 10, 000 mules.*

কাস্ত্রিয়ে ন্যাভারে-কে জানান,

—*We are unable to locate the Viet Minh's well-hidden big guns.*

দিয়েন বিয়েন ফু-তে যখন ভিয়েতনামের মুক্তি যোদ্ধারা তীব্র ও ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত, তখন জিনিভায় পূর্বতন লীগ অব নেশনস-এর সদর দপ্তর "প্যালাইস দেস নেশনস"-এ কোরিয়া ও ইন্দোচীনের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হতে চলেছে। চৌ-এন

লাই জিনিভার পথে কিছু সময়ের জন্য মস্কোতে। মলোটভ পৌঁছে গেছেন জিনিভায়। ইডেন প্যারীতে। ফস্টার ডালেস তখন শেষ চেষ্টা করছেন। তিনি ইডেনের অনমনীয় মনোভাবের পেছনে শ্রীনেহরুর অদৃশ্য চাপ লক্ষ্য করে বিরক্ত বোধ করেন। "ন্যাটো"-র এক মিটিং-এ জর্জ বিদো জেনারেল ন্যাভারে'র জরুরী কেবল্ ডালেসের হাতে তুলে দিলেন,

—*Only a massive air attack could save Dien bien phu.*

অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ ডালেস বললেন, আমি একা কী করবো। এডমিরাল র‍্যাডফোর্ড আসুন, শেষবারের মত ইডেনকে বোঝাতে চেষ্টা করি।

ইডেন কিন্তু বুঝলেন না। বললেন, ফিলিপাইন থেকে উড়ে গিয়ে ভিয়েত-মীনদের ওপর বেপরোয়া বোমাবর্ষণের পরিকল্পনায় আমি রাজি নই। তবে এ মতামত আমার নিজের। ক্যাবিনেটের সঙ্গে কথা না বলে আমি কিছুই মন্তব্য করবো না।

ডালেস বলেন,—যা হোক একটা কিছু করুন। ইন্দোচীন থেকে ফরাসীদের সরে যাওয়ার অর্থ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে অরক্ষিত অবস্থায় চীনের হাতে তুলে দেওয়া।

—সবই বুঝলাম—কিন্তু জিনিভা কনফারেন্সের মুখে—

ইডেন সেইদিনই প্যারী ত্যাগ করলেন। লণ্ডনে এসে ক্যাবিনেট মেম্বারদের সঙ্গে দেখা করবার আগে বিমানবন্দর থেকে সোজা স্যার উইনস্টন চার্চিলের "চেকার্স" পল্লীভবনে গিয়ে হাজির হন।

চার্চিল সেইদিনই ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে ফিরে এলেন। কমন্স সভায় ঘোষণা করলেন—

—*We are not prepared to give any undertakings about United Kingdom's military action in Indo China in advance of the results of Geneva.*

নিরুপায় ডালেস জর্জ বিদোকে জানালেন—

—*Too late to save Dien bien phu*

রণাঙ্গনের তখন অন্য রূপ। দশ মাইল ব্যাপী বিস্তীর্ণ উপত্যকায় তখন শুধু কাদা-মাটি আর রক্তের প্রবাহ। ধোঁয়া আর আগুন, অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণে পর্যুদস্ত এক একটি ফরাসী কমাণ্ড। সব কয়টি হাইওয়ের পথ অবরুদ্ধ। চিকিৎসকদের শেষ ভরসা যেমন স্যালাইন আর অক্সিজেন, তেমনি ক্রমাগত আকাশ থেকে মুক্ত

দ্বুপিং-এর ওপর পুরো ফরাসী বাহিনী তখন বেঁচে আছে। কিন্তু বেশির ভাগ রসদই ফরাসী এলাকার বাইরে পড়তে শুরু করে। দ্য কাস্ত্রিয়ের জন্যে পাঠানো নতুন পোষাক, ফল ও কনিয়াগ-এর বোতল কমিউনিস্ট গেরিলাদের মধ্যে গিয়ে পড়ে। দিয়েন বিয়েন ফু-র সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

জেনারেল গিয়াপের নেতৃত্বে গেরিলারা তখন নামছে ঝাঁকে ঝাঁকে। এবার আর আক্রমণ ও পলায়ন নীতি নয়। এবার আক্রমণের দ্বিতীয় পর্ব। গোটা অঞ্চল গেরিলারা ঘিরে ফেলে। চারদিক থেকে প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়।

অবরুদ্ধ দিয়েন-বিয়েন ফু-র কঠিন অবস্থা, এক একটি কমাণ্ডের অবর্ণনীয় দুর্দশা। ফরাসীদের সামরিক হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা যেখানে বিয়াল্লিশ—ভয়ানক ভাবে আহতের সংখ্যা তখন কয়েক সহস্র। জল নষ্ট হয়ে গেছে। মৃতদেহ সরানোর উপায় নেই।

কমাণ্ড পোস্ট ফ্রাঁসোয়া গেরিলাদের হাতে চলে গেল। সে দিবসে দোমিনিক আর হুগোতের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লো। মৃতদেহ তখন পচতে শুরু করেছে। কাদা আর রক্তের মধ্যে গলিত শবদেহের দুর্গন্ধে চারদিক ভরে উঠছে। ফরাসীরা বলে—ল্যো প ত্যে শামব্র।

সবচেয়ে মর্মান্তিক অবস্থা আহতদের নিয়ে। তবু ওপর থেকে নির্দেশ আসে,

—*Don't spoil everything by hoisting the white flag.*

রণাঙ্গন থেকে কিছুটা তফাতে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বাঁশের তৈরি অস্থায়ী এক কুঁড়ে ঘরে হো-চি-মিন তখন অপেক্ষা করছেন। মাঝে মাঝে ছুটে আসছেন জেনারেল গিয়াপ। রণাঙ্গনের সর্বশেষ অবস্থা জানাচ্ছেন। পরবর্তী কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ নিচ্ছেন। ফরাসী বাহিনীর নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সত্বেও, হাজার হাজার আহতদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবার ঝুঁকি নিয়েও কেন যে দ্য কাস্ত্রিয়ে আত্মসমর্পণ করছেন না—তাই ভেবে, হো অধীর হয়ে পড়েন। পাশে এক নাবালক শিশু। কামানের আগুন থেকে এই শিশুটি আশ্চর্যরকম রক্ষা পেয়েছে। হো এই শিশুর এখন অভিভাবক। বাঘ আর গরু আঁকছেন তার সঙ্গে বসে। কখনও তাকে কাঁধে নিয়ে, জঙ্গলে পাখি দেখে বেড়াচ্ছেন। কবিতার লাইন ভাবছেন। জিনিভা কনফারেন্সে যে ইন্দোচীনের ভবিষ্যত নির্দ্ধারিত হতে চলেছে—সেকথাও কখনও হয়তো মনে হচ্ছিল। আর কত রক্তস্নান ভিয়েতনামের

স্বাধীনতার পুজোয় উৎসর্গ করতে হবে, কত সুন্দর ফুলের মত জীবন আগুনে পোড়াতে হবে সে কথা ভেবে মাঝে মাঝে বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিলেন।

স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধের শেষ অবস্থার সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল!

হিটলার একশো দিনের মধ্যে গোটা সোভিয়েত রাশিয়া ওভারবান করতে চেয়েছিলেন। সামরিক বাজেটে তিনি প্রথমে সেনাদের শীতের পোষাক ধরবারও প্রয়োজন বোধ করেননি। পোল্যাণ্ড নিয়েছেন সাতাশ দিনে, ডেনমার্ক এক দিনে, নরওয়ে তেইশ দিনে, হল্যাণ্ড পাঁচ দিনে। বেলজিয়াম জয় করেছেন আঠার দিনে, ফ্রান্সে লেগেছে উনচল্লিশ দিন। যুগোশ্লাভা নিয়েছেন বার দিনে, গ্রীসে লেগেছে একুশ দিন ও এগারো দিনে ক্রিট দখল করেছেন।

তাই হয়তো রকোসোভস্কি যখন নাজি ষষ্ঠ বাহিনীকে ঠেলতে শুরু করেছেন, পিটোমনিক্ এয়ার বেস দখল করেছেন, হাজার হাজার জর্মন সেনা নিশ্চিহ্ন হচ্ছে ও ভন পলাস-এর অবর্ণনীয় ক্ষয় ক্ষতির বার্তা যখন ফুয়েরার-এর কাছে এসে পৌঁছেছে তখন তিনি বিশ্বাস করেননি। পাল্টা নির্দেশ পাঠালেন,

—*Capitulation is impossible. The Sixth Army will do its historic duty at Stalingrad until the last man, in order to make possible the reconstruction of the Eastren Front.*

রকোসোভস্কির হাতে নাজি অধিকৃত শেষ এয়ার-বেস চলে গেল। ষষ্ঠ বাহিনী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে!

ক্ষিপ্ত ফুয়েরার-এর নিষ্ফল আস্ফালন। স্টালিনগ্রাড তাঁর চাই-ই। অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। অবরুদ্ধ নাৎসী বাহিনী পিঁপড়ের মত মরছে। রেড আর্মি চক্রাকারে ঘিরে ফেলে বৃত্ত ক্রমশঃ ছোট করছে।

৩১শে জানুয়ারী জেনারেল ভন পলাস-কে ফিল্ড মার্শাল খেতাব দেবার বার্তা পাঠালেন ফুয়েরার। সে যেন এক মর্মান্তিক রসিকতা। ভন পলাস সেইদিনই আর্মি হেড কোয়ার্টার্স-এ তাঁর সর্বশেষ রেডিও ম্যাসেজ পাঠালেন,

—*The Russians are before our bunker. We are destroying the station.*

পরক্ষণেই বেতার যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেল।

রক্তাক্ত রণাঙ্গন। বরফ, আগুন আর ধোঁয়ায় বিপর্যস্ত নাৎসী বাহিনী। হতাহতের সংখ্যা এক লাখ। ফিল্ড মার্শাল পলাস আত্মসমর্পণ করেছেন। পেট্রল শূন্য। ওষুধের স্টকও নিঃশেষিত। টাইফাস ও কলেরার মড়ক শুরু হয়েছে।

আরও ভয়াবহ তুষারক্ষত। থার্মোমিটারের পারা জিরো থেকে ২৮ ডিগ্রী নিচে নেমে গেছে। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। নিষ্ঠুর এক ইনফার্নো।

জেনারেল দ্য কাস্ত্রিয়ে-র আক্রোশ মদের বোতলের ওপর আছড়ে পড়ে। ছিপি না খুলে পিস্তলের বাট দিয়েই বোতলের মাথা ভেঙে জানতে চান,—জেনারেল গিয়াপটা কে? ফরাসী আর্মি একাডেমীতে ছিলেন নাকি কোন দিন?

জেনারেল দ্য কাস্ত্রিয়ে-র মিলিটারী সেক্রেটারী জানান,—জেনারেল গিয়াপের কোন মিলিটারী ট্রেনিং-এর কথা আমরা জানি না। তবে সিক্রেট সার্ভিস থেকে জানা গেছে ভদ্রলোক হানয় য়ুনিভার্সিটির আইনের ডকটরেট। আবার ইতিহাসের মাস্টার ছিলেন এক সময়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে তিনি চীনে পালিয়ে যান। স্ত্রী ও শালী ধরা পড়ে। স্ত্রীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এবং জেলেই মারা যান। শালীর ফাঁসী হয়। হো-চি-মিনের নির্দেশে তিনি ইয়েনানে বেশ কিছু দিন ছিলেন। মনে হয় মাও সে-তুং-এর গেরিলা রণনীতি……

—থামুন!

ফরাসী সিক্রেট সার্ভিসের বিবরণ ছিল নির্ভুল, কিন্তু আরও কিছু গিয়াপ সম্বন্ধে জানার ছিল। এই লোকটিকে দেখা গেছে লিসির আলব্যার সার্য়া কলেজে পড়ছেন। হুয়ের জেলখানায় পাথর ভাঙছেন। নহান-দেন পত্রিকা অফিসে প্রুফ দেখছেন। ফুটবল খেলোয়াড়ের ছদ্মবেশে হংকং বন্দরে নেমে হো-চি-মিনের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। কম্বোডিয়ায় হো-র বাঁশের খাটিয়ায় বসে দিনের পর দিন স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইয়েনানের জঙ্গলের লাইব্রেরীতে বসে মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদ অধ্যয়ন করেছেন। গেরিলা রণনীতি হাতেকলমে শিক্ষা করেছেন বহুদিন। ভিয়েতনামের পাহাড়ী অঞ্চলের উপজাতীয়দের মধ্যে তাঁর প্রভাব ছিল অনন্যসাধারণ।

অবিশ্রান্ত রক্তপাত হো-কে বিচলিত করলেও গিয়াপ খুব একটা মুষড়ে পড়েন না। তিনি বলেন,

—*Every minute, hundreds of thousands of people die all over the world. The life or death of a hundred, thousand, or of tens of thousands of human beings, even if they are our own campatriots, represents really very little.*

জেনারেল গিয়াপের অবিশ্বাস্য রণনীতিতে বিমূঢ় বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেন,

—The west may find it difficult to produce a worthy match in the foreseeable future, for it is almost impossible within our military system to develop men with both brilliant tactical abilities and wide ranging political training.

রাত আর কাটে না।

চারদিক থেকে বিপুল আক্রমণ ঢেউয়ের মত অবশিষ্ট কমাণ্ড পোস্ট-এর ওপর আছড়ে পড়ে। অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণ করে ফরাসীরা গেরিলাদের শক্তিকে খর্ব করতে পারে না। ভারী কামানের একটানা পাল্টা আক্রমণ ব্যর্থই হ'ল শুধু। একটার পর একটা কমাণ্ড পোস্ট হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।

মিলিটারী কোডে রেডিওগ্রাম এসে পৌঁছোয়,

—Yankee Metro……this is Yankee Metro Calling. We're blowing up everything around here……Au revoir.

রেডিওগ্রামে "ও-রেভোয়ার" জানান দিচ্ছে সবাই। বড় করুণ শেষ অভিনন্দন। কমাণ্ড ওয়ার রুমে একটানা উৎকণ্ঠা,

—মঁ জেনেরাল! মঁ জেনেরাল!!

জেনারেল রেডিও ম্যাসেজ নিতে অক্ষম। টেবিলের ওপর উল্টে আছেন একদিকে। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই বেছে নিয়েছেন। কমাণ্ড পোস্টের ম্যাপটা রক্তে সম্পূর্ণ ভিজে উঠেছে।

এলিয়ান ও ক্লোদিন রাত্রের শেষে হাত ছাড়া হয়ে গেল। আমেরিকান পাইলট মন্তব্য করে,

—এমন জঙ্গল জীবনে দেখিনি। নিচে কিছুই দেখা যায় না। জর্মন রুর এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল।

শেষ পর্যন্ত দ্য কাস্ত্রিয়ে হ্যানয়ে ফরাসী হেড কোয়ার্টার্স-কে জানান,

—It is the end. Guerrillas are only a few yards from where I speak. Au revoir.

শেষ ঘাঁটি ইসাবেলের পতন হ'ল। ট্রেঞ্চ থেকে প্রথম গেরিলাটি শ্বেত পতাকা দেখে উঠে দাঁড়াতেই ফরাসী এক সেনার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

দু'জনেরই ছিন্ন বসন। কাদা, ধোঁয়া আর বারুদে মলিন। মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে। গেরিলার প্রাণশক্তি নিঃশেষিত,

—তুমি কী আমাকে গুলি করতে চাও ?

ফরাসী সেনাও ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। রাইফেলটা খসে পড়লো কাঁধ থেকে,

—না, আমি আর গুলি করবো না।

—স্তে ফিনি ?

—উঁই, স্তে ফিনি।

সত্যিই তো খতম। ছাপ্পান্ন দিনের ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান হয়। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কবরের নীরবতা নেমে আসে। সুবিশাল উপত্যকায় হা হা করা কান্নার মধ্যে অভিশপ্ত দিয়েন বিয়েন ফু। বড় সুন্দর। বড় বীভৎস। বড় করুণ। বড় সার্থক।

আগুন নেভেনি তখনও। অগণিত ট্যাঙ্ক ও সামরিক যান জ্বলছে। অনন্ত নীলাকাশে ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। এক একটা কমাণ্ড পোস্ট পিছু হটবার সময় পোড়ামাটি নীতি মেনে গেছে। রেখে গেছে শ্মশান। আধপোড়া কমাণ্ড পোস্ট, সামরিক যানের ধ্বংসস্তূপ ও বৃহদাকার ট্যাঙ্কগুলো অতিকায় মৃত জানোয়ারের শবদেহের মত স্তব্ধ।

গ্যাভারের কাছে শেষ সংবাদ গিয়ে পৌঁছোয়,

—*Brigadier General De Castries, Commander of the North-West military zone and Commander of Dien Bien Phu, captured alive.*

আত্মসমর্পণের সময় দ্য কাস্ত্রিয়ে কোন কথা বলেননি জেনারেল গিয়াপকে শুধু প্রশ্ন করেছিলেন,

—*Which military academy were you trained at ?*

—*At the law school in the French University of Hanoi.*

বিদেশী বিশেষজ্ঞরা জেনারেল গিয়াপকে বলতেন, *snow covered volcano.*

পশ্চিমী রিপোর্টারদের ঝাঁক তখন জঙ্গল ভেঙে চলেছে। তাঁরা বলেন,

—আপনার রণনীতি তুলনাহীন। ইয়োরোপ আমেরিকা আপনার কাছে শিখতে পারে। তবে আপনি না থাকলে দিয়েন বিয়েন ফু হতো না।

মার্ক্সিস্ট যোদ্ধা জেনারেল গিয়াপ রিপোর্টারদের হেসে জবাব দেন,

—*In the present world condition, if a people—whatever weak they may be—rise up in unity, pursue a correct political line, and*

fight resolutely for independence, they have all possibilities to defeat the most cruel aggressive army of the Imperialists and Colonialists.

জেনারেল গিয়াপের সঙ্গে আমি একমত। কাইজার যদি জর্মনীর ওপর দিয়ে লেনিনকে রাশিয়া প্রবেশ করতে না দিতেন, কেরেনিস্কী সরকার যদি লেনিনকে গ্রেপ্তার করতে পারতো ও নিশ্চিত ফাঁসীতে তাঁকে ঝুলতে হতো, তবে কী রুশ বিপ্লব হতো না? বলশেভিজম কী উঠে যেত ইতিহাস থেকে?

বর্ণনাতীত দিয়েন বিয়েন ফু। ট্রেঞ্চের মধ্যে গলিত শবদেহের পাশে আহত সেনা মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। মত্ত সেবিলার ওয়াটার বটল থেকে তৃষ্ণার্ত ফরাসী সেনা জলপান করছে। শত্রুর কাছেই নিজের পরিচয়টুকু রেখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে কেউ। কেউ কাঁদছে কেউ পাগলের মত হাসছে।

সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে অগণিত প্যারাস্যুট। দূর থেকে মনে হয় কিছুক্ষণ আগেই যেন তুষারপাত হয়েছে। মনে হয় যেন সাদা খোলসে অগণিত মৃতদেহ ঢাকা আছে।

পাহাড় থেকে নেমে আসছে বাতাস। অবিশ্রান্ত একটানা হাওয়ায় ভেসে সমগ্র চরাচরে মায়েদের কান্না বের সন্তানদের খুঁজছে।

অশ্রুপাতের শেষ নেই। কান্নার যেন শেষ হবে না মায়েদের।

শেষ পর্যন্ত আর্নেস্টো-চে গুয়েভারার খবর প্রকাশিত হয়েছে। সি আই এ বা এফ বি আই-এর কোন ভূমিকা নেই। স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রো গুরুত্বপূর্ণ এক দলিল সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। হাভানার চ্যাপলিন থিয়েটারে এক জনসভায় ফিদেল গত সাত মাসের বহু কল্পনার পর চে সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করেছেন। ফিদেল কাস্ত্রোকে লেখা চে গুয়েভারার একখানি পত্র স্বয়ং কাস্ত্রোই জনসভায় পড়ে শোনান।

কিন্তু বিভিন্ন কূটনৈতিক মহলের উৎকণ্ঠা তাতে বেড়েছে। রহস্য কিছুই সে পত্র থেকে উদ্‌ঘাটিত হয় নি।

চে গুয়েভারা কিউবা ছেড়ে গেছেন। কোথায় গেছেন কেউ জানে না। চিঠিতে সে সম্পর্কে কোন কিছুই বলা হয় নি। চিঠিতে কোন তারিখ নেই। কাস্ত্রো বলেছেন চে গত এপ্রিলে এই চিঠি তাঁকে লিখেছেন। কিউবার বিপ্লবের অন্যতম স্রষ্টা, বিপ্লবী গেরিলা বাহিনীর অদ্বিতীয় বীর সন্তান কিউবার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করতে গেছেন। বয়স আজও চল্লিশের নিচে। ক্ষুরধার বুদ্ধি, গেরিলা যুদ্ধের সর্বাধুনিক রণনীতিতে অনন্যসাধারণ প্রতিভা। সাইকোলজিক্যাল ওয়ার ফেয়ারের অব্যর্থ করিয়োগ্রাফ সঙ্গে নিয়ে হাভানা থেকে তিনি বিদায় নেন।

চে গুয়েভারার হদিস জানতে আজ সবচেয়ে তৎপর সি আই এ। সমগ্র লাতিন আমেরিকায় গুপ্তচর আজ সজাগ। কঙ্গোর বিপ্লবীদের মধ্যে চে গুয়েভারা কাজ করছেন এমন খবরও প্রকাশিত হয়েছে। মার্কিন শ্রেষ্ঠ দৈনিকের সম্পাদকীয় সন্দেহ প্রকাশ করে—দক্ষিণ ভিয়েতনামের গেরিলাদের মধ্যে নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছেন আর্নেস্টো চে গুয়েভারা।

ফিদেল কাস্ত্রোকে লেখা চে-র চিঠি থেকে কিছুই বোঝা যায় না। পরবর্তী কর্মসূচীর আভাস আছে—হদিস নেই। পত্রটির বাঙলা তর্জমা এই প্রসঙ্গে আমি সামনে রাখছি,

ফিদেল,

এই মুহূর্তে আমার অনেক কথাই মনে পড়ে—মনে পড়ে মারিয়া আন্তনিয়া-র বাড়ীতে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া, তুমি আমাকে ডাকলে, আমাদের প্রস্তুতি পর্বের আবেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তগুলো আমার মনে পড়ে।

একদিন সাথীরা জানতে চেয়েছিল মারা গেলে কাকে খবর পাঠাতে হবে! তখন সেই ঘটনার প্রকৃত সম্ভাবনা আমাদের সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল। পরে আমরা এই রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হয়েছি—জেনেছি এটাই বাস্তব, বিপ্লবের মাঝে (যদি সেটা সত্য হয়) মানুষ জেতে নয় মরে। জয়যাত্রার পথে বহু কমরেডকেই আমরা হারিয়েছি।

আজ আমরা অধিকতর পরিণত, তাই সব কিছুতেই নাটকীয়তা কম দেখতে পাই। তবু ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। আমার মনে হয়, আমার কর্তব্যের যে বন্ধন কিউবার বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত ছিল, আমি তা পালন করেছি। তাই আমি তোমার কাছে, কমরেডদের কাছে, আর আমার একান্ত আপনার জন তোমার দেশবাসীর কাছ থেকে বিদায় চাই।

আমি বিধিসম্মতভাবে পার্টির জাতীয় নেতৃত্বে আমার স্থান, মন্ত্রীপদ, সেই সঙ্গে "মেজর" পদ আর আমার কিউবার নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করলাম। আইনত কিউবার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক রইল না। যে বন্ধন থেকে গেল তা অন্য ধরনের, পদ-মর্যাদার মত তা সহজে ছিন্ন করা যায় না।

যখন অতীত জীবনের কথা স্মরণ করি, আমি বিশ্বাস করি যে, বিপ্লবের সাফল্যকে সুগঠিত করবার জন্যে আমি আমার কাজের মধ্যে যথেষ্ট সম্মান আর আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছি। আমার একমাত্র বড় খামতি ছিলো সিয়েরা মায়েস্ত্রার প্রথম মুহূর্তগুলো থেকেই তোমাকে পুরোপুরি ভরসা না করা, আর বিপ্লবী ও নেতা হিসাবে তোমার গুণগুলো যথেষ্ট তাড়াতাড়ি বুঝতে না পারা।

কত অপূর্ব দিন কাটিয়েছি, আর ক্যারাবিয়ন্ সংকটের দীপ্ত অথচ বিষণ্ণ দিনগুলোতে পাশে দাঁড়িয়ে আমি অনুভব করেছি জনগণের সঙ্গে যুক্ত হবার গৌরব।

সে দিনগুলোয় তোমার দীপ্তিকে ছাপিয়ে যেতে খুব কম সময়ই কোন রাষ্ট্রনেতা পেরেছেন। আমি গর্বিত যে আমি নির্দ্বিধায় তোমাকে অনুসরণ করেছি, তোমার চিন্তাধারার সঙ্গে, তোমার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে, আর বিপদ ও মূল-নীতির প্রশ্নে তোমার মূল্যায়নের সঙ্গে এক মত হতে পেরেছি।

আজ পৃথিবীর অন্যদেশ থেকে আমার সামান্য ক্ষমতাটুকুর ডাক এসেছে। আমি যা পারি, কিউবার নেতৃত্বের দায়িত্বে থেকে তুমি তা পারো না। তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার দিন এসেছে।

আনন্দ ও দুঃখের মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে এ কাজ আমাকে করতে হচ্ছে। গড়ে তোলবার পবিত্রতম আশা আমি এখানে রেখে গেলাম, ছেড়ে গেলাম ভালবাসার প্রিয়তম সবাইকে। আর ছেড়ে যাচ্ছি এই দেশবাসীকে, যাঁরা আমাকে সন্তানের মত গ্রহণ করেছিল। এ আঘাত আমার মনেবড় বাজে। লড়াইয়ের নতুন ময়দানে তোমার শিক্ষাই আমি সঙ্গে নিয়ে চলেছি, আমার জনগণের বিপ্লব সত্তা, পবিত্রতম কর্তব্য-পূরণের সেই অনুভূতি; যেখানেই থাকি, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এই আমার সান্ত্বনা, এটুকুই আমার গভীরতম ক্ষতের আরোগ্য।

আমি আবার বলবো, কিউবাকে সমস্ত দায়িত্বভার থেকে আমি মুক্তি দিলাম। অন্য কোন আকাশের নীচে যদি আমার জীবনের চরম মুহূর্ত আসে, সম্পূর্ণ বিস্মৃতির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই দেশের কথা আমার মনে পড়বে! মনে পড়বে তোমার কথা। তোমার শিক্ষা, তোমার দৃষ্টান্তের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম। শেষ পর্যন্ত আমি তাতে অবিচল থাকতে চেষ্টা করবো! যেখানেই থাকি একজন কিউবান বিপ্লবীর দায়িত্ববোধ আমার থাকবে, আর সেই ভাবেই আমি চলবো। আমার স্ত্রী আর সন্তানদের জন্যে আমি কিছু রেখে গেলাম না, তার জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই, বরং তাতে আমি খুশি। তাদের জন্যে আমি কিছুই চাই না, কারণ আমি জানি যে, রাষ্ট্র তাদের খরচ ও শিক্ষার ভার নেবে।

আমার অনেক কথা আরও যেন তোমাকে বলার ছিল। দেশবাসীকে অনেক কথাই বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার আর এখন প্রয়োজন নেই। শুধু কথা সাজিয়ে আমার সে অনুভূতি আমি ব্যক্ত করতে পারবো না, আর এই মুহূর্তে বহু কথা বলার মূল্যই বা কতটুকু!

শুধু বিজয় পথে যাত্রা শুরু, মাতৃভূমি নয় মৃত্যু।

আমার সমস্ত বিপ্লবী চেতনা ও উৎসাহ নিয়ে তোমাকে আলিঙ্গন জানাই।

আঁদ্রে মরিশ চুপ করে রইলেন।

নীরবতা ভেঙ্গে আমিই প্রশ্ন করি,

—আপনার কী মনে হয়?

—কী বলছেন?

—চে-র এই চিঠিটা সম্পর্কে আপনার ধারণা?

একটু স্মিত হাসলেন আঁদ্রে মরিশ।

স্বয়ং কাস্ত্রো যখন বলছেন আমার মনে হয় চিঠিটা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এর পেছনে তো আর মার্কিন গুপ্তচরের হাত থাকতে পারে না।

—মিঃ সেন, ব্যাপারটার সঙ্গে গভীর একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত।

—চিঠিটা মিথ্যে বলে মনে করেন?

—প্রশ্নটা ওখানে নয় মিঃ সেন, আমি এ সম্পর্কে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসি নি। তাছাড়া আপনি অনেকের চেয়ে লাতিন আমেরিকার রাজনীতির খবর রাখেন। আপনি তো হাভানায় ছিলেন?

আঁদ্রে মরিশ কেমন যেন অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। বললাম,—বে অব পীগস্-এর আগেই আমি হাভানা ছেড়েছি। কাস্ত্রো নিজেকে মার্ক্সবাদী বলে ঘোষণা করার পর ও কেনেডী প্রেসিডেন্ট হবার মুখেই আমি কিউবা ছেড়েছি।

—তা হতে পারে, কিন্তু অনেকের চেয়ে নিশ্চয়ই আপনি বেশি জানেন। কিন্তু সামান্য পাঁচ বছরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এমন একটা চোরা ঘূর্ণি এসেছে, অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি ঘটনাকে বিশ্লেষণ না করলে আপনি ভুল করে ফেলবেন। চিঠিতে কাস্ত্রো সম্পর্কে প্রচুর স্তুতি আছে। সেটাও বড় কথা নয়, তবে চে খুব একটা পুরোন কথা নিয়ে কাব্য করবার লোক নন। তা'ছাড়া চিঠি লিখে সম্পর্ক মিটিয়ে যাবার কী যুক্তি থাকতে পারে? কিউবার সঙ্গে একমাত্র হৃদযের সম্পর্কটুকু রেখে সব কিছু ছিন্ন করে অন্য দেশের বিপ্লবকে গতি দেবার জন্যে হাভানা ত্যাগ করার মধ্যে একটা কষ্টকল্পিত মেলোড্রামা লক্ষ্য করা যায়। এ সব কিছু না করেই চে অন্য কোন দেশের বিপ্লবে যোগদান করতে পারতেন। কাস্ত্রো কতটা শোধনবাদী, মস্কো ভ্যারাইটি তাঁকে কতটা কব্জা করেছে, চে গুয়েভারা কতটা জঙ্গী, পিকিং স্টাইল কমিউনিজম তিনি কতটা পছন্দ করেন সে আলোচনাতেও আমি আসতে চাই না। সমস্ত যুক্তিতর্ক ও তত্ত্ব ছাড়িয়ে ভ্যান ত্রয়ীর কথা মনে হলে আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় মিঃ সেন!

—আপনি ত্রয়ীর কথা বলছেন? গত বছর জেনারেল খাঁন-এর ফায়ারিং স্কোয়াড সায়গনে যাকে গুলি করে মারল? ম্যাকনামারার প্রাণনাশের যিনি চেষ্টা করেছিলেন?

মাথা নাড়লেন আঁদ্রে মরিশ। আমি একটু অবাক হলাম। ত্রয়ীকে গুলি করে মারার সঙ্গে চে গুয়েভারার এই চিঠির কী মিল বা সম্পর্ক থাকতে পারে!

—এসব আপনি কী বলছেন, আমি বুঝতে পাচ্ছি না। ত্রয়ীকে গুলি করে মারার সঙ্গে চে গুয়েভারার এই চিঠির কী সম্পর্ক আছে?

—দেখুন মিঃ সেন, আমি একটা রাজনৈতিক চরিত্র ধরতে চেষ্টা করছি। আপনি কতটা জানেন আমি ওয়াকিবহাল নই, তবে ভেনেজুয়ালায় মার্কিন কর্নেল স্মোলেন বিপ্লবী লিবারেশন আর্মির হাতে ধরা পড়েছিল নিশ্চয়ই আপনি জানেন?

—ধরা ঠিক পড়েন নি। কর্নেল স্মোলেন যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন তখন এফ. এ. এল. এন.-এর বিপ্লবীরা তাঁকে জোর করে অন্য একটা গাড়িতে চাপিয়ে ধরে নিয়ে যায়।

আঁদ্রে মরিশ একটু মৃদু হাসলেন। বললেন,

—আমি ধীরে ধীরে আমার প্রসঙ্গে আসছি। কর্নেল স্মোলেনকে বিপ্লবীরা সকাল আটটায় ধরে নিয়ে যায়। বেলা সাড়ে তিনটের সময় কারাকাসের এসোসিয়েটেড প্রেসের অফিসে একটা টেলিফোন আসে। বিপ্লবীরা জানায়—ইউ. এস. এয়ার ফোর্স মিশনের কর্নেল স্মোলেন আমাদের হাতে বন্দী। কর্নেল স্মোলেনকে আমরা মুক্তি দিতে পারি, যদি সায়গনের ভ্যান ত্রয়ীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ত্রয়ীকে যদি গুলি করে হত্যা করা হয়, তবে তার এক ঘণ্টা পরে আমরা কর্নেল স্মোলেনকে খুন করবো। ব্যাপারটা আপনার মনে পড়েছে মিঃ সেন?

—*If Troi is executed, Smolen will die an hour later*—খুব মনে পড়ছে।

—মিঃ সেন ভেনেজুয়ালার এই বিপ্লবী দল কাস্ত্রোকে কী অনুসরণ করে?

—পুরোপুরি। শুধু ভেনেজুয়ালা কেন, লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী সমস্ত কিছুর পেছনেই কাস্ত্রো। ভেনেজুয়ালার এফ. এ. এল. এন. পুরোপুরি কাস্ত্রো

—আমারও সেই রকম জানা আছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা কী দেখলাম, যদিও বলা হ'ল এক মাত্র ত্রয়ীর জীবনের বিনিময়ে আমরা স্মোলেন-কে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে রাজি আছি কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অন্যরকম রূপ নিল। কর্নেল স্মোলেনকে কারাকাসে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। বিপ্লবীরা তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করেনি। সায়গনে কিন্তু ত্রয়ীকে ছাড়া হ'ল না। কর্নেল স্মোলেন যখন কারাকাসে প্রেস কনফারেন্সে তাঁর স্বল্প কয়েকদিনের বন্দী জীবনের কথা বলছেন, টি. ভি. ক্যামেরা যখন তাঁর পেছনে ছুটছে; তখন সায়গনের চী হোয়া জেলের বাগানে জেনারেল খাঁন-এর ফায়রিং স্কোয়াড ভ্যান ত্রয়ীকে গুলি করে হত্যা করলো। আমি কিউবার বিপ্লবের যেটুকু জানি, ফিদেল কাস্ত্রোকে ২৬শে জুলাই মানকন্ডা

দুর্গ আক্রমণ থেকে অনুসরণ করেই বলছি, মেক্সিকোর কফি হাউস থেকে চে-গুয়েভারার সমস্ত রাজনৈতিক জীবন ও তাঁর লেখা অনুধাবন করে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—ভেনেজুয়ালার এই এফ এ. এল. এন. কাস্ত্রোপন্থী বিপ্লবীরা চে গুয়েভারার কতটা অনুগামী আমি জানি না কিন্তু আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি চে গুয়েভারার সমর্থকরা ত্রয়ীর নিরাপদ জীবনে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত কার্নেল স্মোলেনকে কিছুতেই ছাড়তো না।

আঁদ্রে মরিশ ভাবাবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠেন—আমার স্পষ্ট মনে আছে মিঃ সেন, এই সায়গনে আমি সেদিনও ছিলাম। ইডেন প্যালেসে 'জাজমেন্ট অব ন্যুরেনবার্গ' দেখে ফেরার পথে খবরটা যখন পেলাম—ত্রয়ীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, তখন হেসে বলেছিলাম—অসম্ভব। আমেরিকান দূতাবাস ত্রয়ীর প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখতে বলেছে। কর্নেল স্মোলেনের ভবিষ্যত ভেবে হয়তো ত্রয়ীকে মুক্তি দেওয়া হবে। পরে শুনলাম খবরটা সত্যি। ত্রয়ীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ভেনেজুয়ালায় বিপ্লবীরা কর্নেল স্মোলেনকে ছেড়ে দিয়েছে। সেই মুহূর্তে আমার একজনের কথা মনে হয়েছে। কার্নেল স্মোলেন নয়, হতভাগ্য ভান ত্রয়ীও নয়—আর্নেস্টো চে গুয়েভারা। আমার মনে হয়েছে, কাস্ত্রোর সঙ্গে গুরুতর এক রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় চে গুয়েভারাকে আসতে হবে। এখন আমি যদি বলি মিঃ সেন, স্মোলেনকে ছেড়ে দেবার পেছনে যে রাজনৈতিক যুক্তি সেই একই কারণেই তো চে গুয়েভারাকে ধরে রাখা আজ উচিত।

একটা গ্লানি নিয়ে গ্লাসের শেষটুকু মেরে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন আঁদ্রে মরিশ। আর অপেক্ষা করলেন না। মাথা ঝাঁকিয়ে অর্থপূর্ণ একটু হাসলেন। দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন,

—আমি জানি আপনি ভাববেন আমি নেশার ঝোঁকে কথা বলছি। বক বক একটু বেশি করি ঠিকই কিন্তু স্কচ আমাকে দিয়ে উল্টোপাল্টা বলায় না। লাতিন আমেরিকায় রেভ্যুলেশন হবে? ডমিনিকান রিপাবলিকের দিকে অল্প মদ খেয়ে যতই তাকিয়ে থাকুন—রেভ্যুলেশন ওখানে হচ্ছে না। *There are moor things in Moscow and Washington Mr. Sen, than are dreamt in your political philosophy*

হাত নেড়ে একমুখো পাল্লা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আঁদ্রে মরিশ।

আমি ভ্যান ত্রয়ীর কথা ভাবছিলাম। অসংখ্য দেশবাসী মৃত্যু বরণ করেছে। প্রতিদিন ভিয়েতনামী বহু যুবা প্রাণ হারাচ্ছে। গুলি করে হত্যা করবার বিরাম নেই। রক্তস্নানের যেন শেষ হবে না ভিয়েতনামে। তবু এই অবিশ্রান্ত রক্ত স্রোতের মধ্যে দু-একজন এমন ঘূর্ণি রেখে যায় যে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ত্রয়ী গোটা উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষের কাছে আজ অসম্ভব কাছের মানুষ। ত্রয়ীর ফটোগ্রাফ মার্কিন রাষ্ট্রদূত বা কাও কী র মত সবারই চেনা। ফায়ারিং স্কোয়াডের হাতে অনেকের মতই ত্রয়ী প্রাণ হারায় কিন্তু ত্রয়ী শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করেছে। তার ব্যক্তিগত জীবনের বেদনাবিধুর অধ্যায় সাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করেছে। ভিয়েতনামের যেখানেই যাও ত্রয়ীর প্রসঙ্গ তুললে সবারই মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে!

সেদিন ছিল রবিবার। সারারাত কুয়েন-এর উৎকণ্ঠায় কেটেছে। ত্রয়ীর দেখা নেই। সবমিলিয়ে কুয়েন-এর খারাপ লাগছিল। এত কী কাজ! এতটুকু অবসর নেই! আত্মীয়স্বজনই বা কী বলবে! পরিবারের অন্য সবাই সামাজিক এটুকু নিয়মশৃঙ্খলা নিশ্চয়ই আশা করে। বিবাহিত জীবনের প্রথম দু' সপ্তাহ কী কারো এ ভাবে কাটে? কুয়েন আর ভাবতে পারে না।

জানলার ধারে বসে আরও নানান চিন্তা ভীড় করে আসে। ত্রয়ী অনেক কথাই শোনাতো। বিয়ের আগে অনেক স্বপ্ন ছিল। ত্রয়ী বলতো,

—আমাদের জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিনে সবাইকে ডাকবো। বড় করে উৎসব করবো। অনেক ঘটা হবে।

কিন্তু কথা রাখেনি ত্রয়ী। এমন কী বিয়ের দিন কুয়েন লক্ষ্য করেছিল মাথার এলোমেলো চুলগুলোও কেটে অদ্ভুত সুন্দর হবার এতটুকু চেষ্টা করেনি ত্রয়ী। বিয়ের পর একদিনও ঠিকমত বাড়ি ফেরেনি। বলত, কারখানায় খুব কাজ। বিয়ের পরদিনই কুয়েনের নামাঙ্কিত আংটিটা ত্রয়ী খুলে ফেলল হাত থেকে। বললো—কাজে খুব অসুবিধে হয়। আংটি পরতে আমি একেবারেই অনভ্যস্ত। কিন্তু প্রথমে আংটিটা পরে কী খুশিই না হয়েছিল ত্রয়ী।

আরও অনেক কথা মনে এসে ভীড় করে। যতক্ষণ বাড়ি থাকে কুয়েন ছাড়া যেন কিছু ভাবতেই পারে না ত্রয়ী। কখনও কুয়েনের সঙ্গে হাতে হাতে কাজ করে। দূর থেকে জল বয়ে আনে। ম্যাণ্ডোলিন বাজিয়ে শোনায়। কোনদিন রান্না ঘরে গিয়ে সাহায্য করে। সামান্য শরীর খারাপ হয়েছিল—একগাদা ওষুধ নিয়ে এসেছে সেদিন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত পাখার বাতাস করতে করতে শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

শনিবার একটু চটেই উঠেছিল কুয়েন,

—বেরুবে বেরোও! জল আমি তুলে নেব। খুব হয়েছে।

—সিঁড়িগুলো এত উঁচু, তোমার অসুবিধে হবে। পা পিছলে পড়েও যেতে পার।

বেরুনোর সময় মটোর বাইকের কান ধরে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো,

—মেশিন সারতে খুব একটা দেরি হবে না। কাল রবিবার আমরা কিন্তু বেরুচ্ছি। ভেবে ঠিক করো কোথায় যাবো। দু' একদিনের জন্যে আমরা বাইরেও যেতে পারি।

কুয়েন তাই ভেবেছিল নিশ্চয়ই সে পরদিন আসবে। রবিবার দিনটা নিশ্চয়ই সে ত্রয়ীকে কাছে পাবে। বিয়ের পর দু'জনে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করবে। আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে যাবার সামাজিক নিয়মটুকুর কথা মনে হয়। কোন পোষাকটা পরলে ত্রয়ী সবচেয়ে খুশি হবে সে কথাও মনে হয় কুয়েন-এর।

বেলা তখন প্রায় ন'টা। কুয়েন-এর রাগ আর অভিমান তখন উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে পৌঁছেছে। শব্দ শুনলেই জানলায় এসে দাঁড়ায়। মটোর বাইকের আওয়াজ নিকটবর্তী হয় ও উঁচু পর্যায়ে উঠে আবার দূরে মিলিয়ে যায়। ত্রয়ী কিন্তু আসে না।

এমন সময় আওয়াজ। এক সঙ্গে অনেকগুলো জুতোর শব্দ। দরজাটা দড়াম করে এক ধাক্কায় খুলে গেল। পরক্ষণেই প্রায় সাত আটজন পুলিশ একটা লোককে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। লোকটার পিঠের দিকে হাতকড়ি লাগানো। কুয়েন চিনতেই পারেনি প্রথমে। এক রাত্রেই ত্রয়ীর চেহারার অসম্ভব পরিবর্তন হয়েছে। কাদা ও রক্ত মাখানো জামা। চোখেমুখে আঘাতের চিহ্ন। মাথার চুলগুলো অবিন্যস্ত।

—কুয়েন, আমি ধরা পড়েছি!

ত্রয়ী ধীর পদক্ষেপে কুয়েনের মুখামুখি এসে দাঁড়ালো। বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায় কুয়েন। বুকটা নিদারুণ আশঙ্কায় উঠছে-পড়ছে। কথা বলার শক্তি সে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে।

একজন পুলিশ একরকম ধাক্কা দিয়ে ত্রয়ীকে চেয়ারে নিয়ে ফেলে। তারপর সারাটা ঘরে চোখ বুলিয়ে বলে,

—[illegible] বিয়ে হয়েছে! তবু গোলমাল পাকাতে ওস্তাদ।

অপর জন মন্তব্য করে,

—ম্যাগোলিন, জিনিসপত্তর সবই নতুন লাগছে।

—এত সুন্দরী বউ—আর কত সুখ তোমার দরকার! আর কী চাও?

ত্রয়ী যেন অন্য মানুষ। কপালের ওপর এসে পড়া এলোমেলো চুলগুলো ঝাঁকুনি দিয়ে পিছনে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে বলে,

—গত রাত্রে বহুবার আপনাকে বলেছি। দেশ থেকে ইয়াঙ্কীদের নির্মূল করতে চেয়েছিলাম। দক্ষিণ ভিয়েতনামকে মুক্ত করতে চেয়েছিলাম।

পুলিশ অফিসার হঠাৎ দরজার দিকে এগিয়ে যান। চিৎকার করে নির্দেশ দেন তল্লাশি চালানোর। বীভৎস মুখশ্রী। পাশব শক্তি যেন গুমরাচ্ছে। পুলিশ অফিসার ফিরে এলেন ঘরে,

—এত সুন্দর বিছানা, চাদর বালিশ সবই নতুন। কিন্তু এ সবের কোন আকর্ষণই আপনার নেই। ভিয়েত কং-দের সঙ্গে আপনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বেটারা পালিয়েছে, আপনি ধরা পড়েছেন—সামনে আপনার কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।

—ওসব কথা আর আমাকে বলবেন না। বোমা আর গুলিতে ইয়াঙ্কীরা আমার দেশের মানুষ খুন করছে কাতারে কাতারে, সুন্দর বিছানার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আমার আর দরকার নেই।

ত্রয়ী সারা ঘরটিতে গভীর মমতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এই ঘর সে নিজে তৈরি করেছিল দু'-বছর আগে। কুয়েনের দিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ। সে দৃষ্টি প্রেম, ভালবাসা ও অব্যক্ত সান্ত্বনায় স্থির—অচঞ্চল। কুয়েনের কাছেও ত্রয়ী যেন নতুন ভাবে প্রতিভাত হয়। ত্রয়ী একজন বিপ্লবী। দেশের স্বার্থে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যে এই মানুষটির কাছে কত তুচ্ছ, মুহূর্তের জন্যেও কুয়েন আগে কোন দিন ভাবতে পারেনি। কুয়েন ভাবে, সেই কারণেই হয়তো ত্রয়ী বিয়ের তারিখ একের পর এক পিছিয়ে দিয়েছে। সময় চেয়েছে। ত্রয়ীর কথাগুলো আজ যেন নতুন করে কানে বাজে,

—কীভাবে আমি তোমাকে বোঝাবো কুয়েন—ঠিক আছে, যেমন বলছো সেই রকমই হবে। বিয়ের দিন আমি স্থির করছি শীঘ্রই। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না লক্ষ্মীটি। তোমাকে ছেড়ে যাবার কথা আমি ভাবতেই পারি-না। তোমাকে আমি সত্যিই ভালবাসি। তুমি রাগ করছো—কিন্তু আমার এই দ্বিধার কারণ একদিন তোমার কাছে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হবে। সব কথা বলে বোঝাতে পারবো না—তোমাকে ভালবাসি, তোমার কথা ভেবেই আমি সময় চাইছিলাম।

পুলিশের তৎপরতায় শেষ নেই। মাইন ডেটেক্টার নিয়ে ছুটোছুটিই কিন্তু সার হ'ল। পুলিশ অফিসার হতাশ হন। কুয়েনকে জিজ্ঞেস করেন,

—আপনার স্বামী কোথায় বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখেন আপনি জানেন? কোন কিছু কী আপনি তাঁকে লুকোতে দেখেছেন কোন দিন?

কুয়েন প্রায় কেঁদে ফেলে। বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে বলে,

—আমার স্বামি কী করেন আমি জানি না। তাঁকে কোন দিন কিছু লুকোতে দেখিনি।

—যদি না বলেন তবে আপনার স্বামীকে আমি এই ঘরেই মেরে খুন করবো।

—যে কথা জানি না সে কথা আমি কী করে বলবো।

প্রাণশক্তি যেন কুয়েনের নিঃশেষ হয়ে যাবে।

পুলিশ অফিসার ফিরে তাকালেন ত্রয়ীর দিকে,

—যদি আপনি লুকানো বিস্ফোরকের হদিশ দেন তবে এই বাড়ি, এই ঘর আপনাদের দু'জনের সুখী পরিবার হয়ে উঠবে। যদি না দেন, টর্চার চেম্বার ও ভয়াবহ মৃত্যু আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে জানবেন।

—বিস্ফোরকের খবর আমি জানি না।

কথাটার সঙ্গে সঙ্গে ত্রয়ীর ওপর দু'জন পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবিরাম প্রশ্ন ও অবিশ্রান্ত ঘুষি। ত্রয়ীর শরীরটা চেয়ারের ওপর টেনে বসানো হয়। কুয়েন আর স্থির থাকতে পারে না। ত্রয়ীকে ছাড়াতে চেষ্টা করে। একজন পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে কুয়েনকে অপর প্রান্তে টেনে নিয়ে চলে। পুলিশ অফিসারের পূর্বের প্রশ্ন,

—বিস্ফোরক কোথায়?

—আমি জানি না। যদি জোর করেন, তবে বলব যেখানেই ইয়াঙ্কী সেখানেই বিস্ফোরক।

পুলিশ অফিসার নিজেই এবার শুরু করেন। ছোট রুল দিয়ে পেটাতে শুরু করেন। প্রহারের সঙ্গে প্রশ্নও চলতে থাকে। একই প্রশ্ন বার বার। তারপর শুরু হয় ইলেকট্রোকিউশন।

—একে নিয়ে চল।

পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারছে না ত্রয়ী। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে একবার কুয়েনের দিকে ফিরে তাকায়। কুয়েন স্তব্ধ। স্থির। অচঞ্চল।

ত্রয়ীকে ওরা নিয়ে গেল।

সেই রাত্রেই আবার ওরা এল। জানাল কুয়েনকে,

—তোমার স্বামী তোমাকে ডেকেছে।

সিটি পুলিশ সদর দপ্তরে কী ভাবে কুয়েন আসে ভাল করে মনে করতে পারে না। ত্রয়ীর সঙ্গে দেখা হয়নি। অপেক্ষা করছিলেন পুলিশ সুপার।

—তোমার স্বামীর গতিবিধি সম্পর্কে তুমি কতটা জান?

—কিছু জানি না।

—কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমাদের?

—উনিশ দিন।

—তোমার কী মনে হয় না নববিবাহিত জীবনের এই দিনগুলো সবচেয়ে আনন্দের।

কুয়েন মাথা নাড়ে।

—এই তো বুদ্ধিমতী মেয়ের কথা। যদি তুমি সব খুলে বল তা'হলে তোমাদের জীবনে আনন্দের দিন আবার ফিরিয়ে দিতে পারি।

পুলিশ সুপার একটু থামলেন। তারপর, আবার শুরু করলেন,

—ত্রয়ী কার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিশতো?

—সারা দিনই সে কাজে ব্যস্ত থাকতো। কখনও কখনও সন্ধ্যের পরেও। বড় একটা বিনা প্রয়োজনে বাইরে যেত না। কোথায় যেত বলতে পারব না।

—কারা তার কাছে ঘন ঘন আসতো?

—কয়েকজন আসতো। গান-বাজনা হতো। আমার এত অল্প দিন বিয়ে হয়েছে, আমার স্বামীর বন্ধুদের খবর আমি জানি না।

—ভেবে বল, চিন্তা কর, যা জান সবই আমাকে বল। যদি কিছু গোপন না করো, তোমার স্বামী ছাড়া পাবে। সত্যি, তোমাদের সুখের জীবন দুঃখে ভরে উঠলে আমারও খুব খারাপ লাগবে।

টেবিলের টানা থেকে ত্রয়ী ও কুয়েনের বিয়ের ছবি টেনে বার করলেন পুলিশ সুপার।

—তোমাদের দু'জনকে চিরতরে বিযুক্ত করে দিতে খুব খারাপ লাগবে আমার। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার। অনেকের মঙ্গল আমি করেছি। তুমি ও ত্রয়ী আবার মিলিত হও, তাই আমি চাই। তোমরা আবার সুন্দর ও সুখী জীবনে ফিরে যাও আমি তাই চাই। এখন বল ত্রয়ীর নেতা কে? কারা ওর সঙ্গে ছিল? বিস্ফোরক কোথায় তারা লুকিয়ে রাখে?

—আমি কিছুই জানি না। আমি নিজে ফ্যাক্টরীতে কাজ করি। সংসার করি। রবিবারেও মাঝে মাঝে কাজে যাই। আমি কিছুই জানি না।

সুপার আর কোন কথা বললেন না। কুয়েনকে পাশের ঘরে নিয়ে আসা হ'ল। ঘরটি টর্চার চেম্বার। অত্যাচার চালানোর সর্বাধুনিক উপকরণে সাজানো। সিলিঙের সঙ্গে ঝোলানো দড়ি, সাবান জলের প্যান, বিভিন্ন মাপের পিন এবং ওয়াটার টর্চারের পুরো ব্যবস্থা।

—এ সবই তোমাদের জন্যে। বোকা বানাতে চেষ্টা করবে না।

—আমার স্বামী আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন, বলেই এখানে আমাকে আনা হয়েছে। তিনি কোথায়?

—তোমার স্বামী দুপুরেও এখানে ছিলেন: আমরা তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি আমাদের পরিকল্পনা। ভিয়েত কং-দেব ত্যাগ করে তাকে সরকারী দলে চলে আসবার জন্যে অনুরোধ করেছি। যদি তোমার স্বামী আমাদের কথা শুনতো তবে এখানেই তোমরা মিলিত হতে পারতে। কিন্তু ত্রয়ী এমন বেয়াড়া, কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে জানলা দিয়ে নীচে লাফ দেয়। পালাতে গিয়ে ত্রয়ী পা ভেঙেছে। ত্রয়ী এখন চোর, আই হাসপাতালে।

কুয়েনের বুকটা মোমের মত গলে গলে যায়। প্রতিবাদ ফেটে পড়ে,

—আপনারাই তাকে মেরেছেন, পা ভেঙে দিয়েছেন। এখন জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়বার মিথ্যে সাজানো গল্প বলে সাফাই গাইছেন।

—বাজে কথা বলবে না।

—যা সত্যি তাই বললাম। আমি কিছুই গোপন করি না। আমার স্বামী হাসপাতালে, আমাকে বাড়ি যেতে দিন।

—সময় হলে বলবো।

এতক্ষণে কুয়েন বুঝতে পারে। তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে এখন বন্দী। মুক্তির কোন আশাই তার সামনে নেই।

তারপর প্রত্যহ। দিনের পর দিন প্রশ্ন চলতে থাকে। অত্যাচার চলে। কুয়েন শুধু একাই নয়, ধরা পড়েছে লই আর ত্রয়ীর ভাইপো। তাদের ওপরও অত্যাচার চলে বর্ণনাতীত।

দিন তিনেক পর। পুলিশ সুপার কুয়েনকে একটা পুলিশ ভ্যানে তুলে নিলেন। বললেন,

—চল, তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করবে।

সায়গনের মুক্ত রাজপথের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন,

—দেখো তোমার স্বামী কী বুদ্ধিহীন। মানুষ কত স্বাধীন, কত আনন্দ তাদের। একমাত্র তোমার স্বামীই ভিয়েত কং-দের চক্রে পড়ে বন্দী, তুমিও আটক আছো।

পুলিশ অফিসার অনেক কথাই বলে যান। কুয়েন যেন কিছুই শোনে না কানে। হাসপাতালের সামনে গাড়ি থামাতেই ফিরিওয়ালার কাছ থেকে কিছু ফল কিনে নিল কুয়েন।

লোহার জাফরী লাগানো ঘরে সশস্ত্র পাহারায় ত্রয়ী আরও জনা ছয়েকের সঙ্গে বন্দী। কুয়েনকে দেখে হাসতে চেষ্টা করে। পারে না। ত্রয়ীর কণ্ঠে নিদারুণ উৎকণ্ঠা,

—যারা ধরা পড়েছিল আমার সঙ্গে, তারা ছাড়া পেয়েছে?

যদিও কুয়েন ভাল করেই জানতো কেউ নিষ্কৃতি পায়নি, এখনও তারা বন্দী—অত্যাচার চলছে নিত্য, তবু ত্রয়ীকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে করে,

—সবাই ছাড়া পেয়েছে। আমি ছাড়া সবাই মুক্ত।

লক্ষ্য করে ত্রয়ীর শরীরটা অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত। ডান পা-টা কোমর থেকে প্লাস্টার করা। মুখশ্রী পাণ্ডুর। সামান্য কয়েক দিনে অনেক রোগা হয়ে গেছে। মুখ আর কপালে কালশিটে আর কাটা দাগ। নিজেকে সংযত করতে পারে না কুয়েন। কাঁপা গলায় বলে,

—তোমার খুব কষ্ট, না? খুব ব্যথা?

—খুব একটা বেশি নয়। ঘুমিয়েছি। তোমাকেও কী ওরা মেরেছে?

—না!

—সাধু পুরুষ!

—মারে নি, কিন্তু অনেক প্রশ্ন আমাকে করেছে।

কুয়েনের হাতটা ত্রয়ী হাতে তুলে নেয়। চোখের দৃষ্টিতে প্রেম ও বেদনা মূর্ত হয়ে ওঠে।

কুয়েনের জড়ানো গলা,

—তুমি কিছু মনে করো না! সেদিন যখন বেরুলে, আমি রাগ করেছিলাম, চটে গিয়ে অনেক বাজে কথা বলেছি। অর্থহীন অনুযোগ করেছি। তুমি কিছু মনে করো না লক্ষ্মীটি।

ম্লান এক হাসির টুকরো সারামুখে ছড়িয়ে পড়ে ত্রয়ীর,—দোষ আমারই। আমিই অন্যায় করেছি। তোমার ওপর আমি কী রাগ করতে পারি!

পুলিশ অফিসার বাধা দিয়ে বলেন,

—ওসব সোহাগ বাড়িতে করবেন।

তারপর এক নজর ত্রয়ীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে সামনে এগিয়ে এসে বলেন,

—জানলা দিযে আপনি লাফ দিতে গেলেন কেন? আমাদের সরকারের নীতি আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম। ভিয়েত কং-দের ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আবার নিজের সুখের সংসারে ফিরে যেতে অনুরোধ করছিলাম। এসব কথা আপনাব ভাবতে ভাল লাগে না। আমার কথা শেষ করবার আগেই—

ত্রয়ী যেন আর সহ্য করতে পারে না,

—সরকারী নীতি একটু বন্ধ রাথবেন আপনি?

পুলিশ সুপারের তবু নরম সুর,

—আমি জানি আপনি আসল অপরাধী নন, আর কেউ এর পেছনে আছে।

ত্রয়ী মাথা নেড়ে বলে,

—অপরাধী কেউ নয়। আমেরিকান দস্যুদের খুন করা দেশের পবিত্র কাজ। এ ব্যাপারে আমিই সব, আর কেউ নয়। ম্যাকনামারাকে আমি খতম করতে চেয়েছিলাম।

—একটু ভেবে কথা বলুন। কী অপরাধ আপনি করেছেন আপনি জানেন না। একজন শ্রেষ্ঠ আমেরিকানকে আপনি খুন করতে চেষ্টা করেছিলেন।

—জানি, তিনি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের একজন অন্যতম যোগ্য প্রতিনিধি। তাঁকে আমি খতম করতে চেয়েছিলাম। আমি নিজেও যদি মারা পড়তাম, তার জন্যেও আমি তৈরি ছিলাম।

ত্রয়ীর কথা শুনে উপস্থিত অন্য পুলিশগুলো ক্ষেপে ওঠে। পুলিশ সুপার কিন্তু আশ্চর্য রকম সংযত,

—আপনার স্ত্রীর প্রতি আপনার কোন কর্তব্য নেই। ক'দিন আগে বিয়ে হয়েছে—একটি সুন্দর মেয়ের জীবন নষ্ট হতে বসেছে।

—যেদিন থেকে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেদিন থেকেই এই একই কথা হাজার বার। এসব কথা আমার আর ভাল লাগে না। আমাদের বিয়ের ছবি আমার নাকের কাছে তুলে ধরে, প্রেম, সুখ আর রঙীন ভবিষ্যতের কথা বলে আমার দেশকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা অর্থহীন। এ সমস্তই আপনাদের পণ্ডশ্রম। যতদিন এদেশে ইয়াঙ্কীরা থাকবে, ততদিন এদেশের মানুষের শান্তি নেই। কোন পরিবারের সুখ নেই।

—গতকাল আপনার সময় কাটানোর জন্যে একটা টেপ রেকর্ডার এনেছিলাম। হ্যানয় থেকে দক্ষিণের মুক্ত এলাকায় পালিয়ে এসে আমাদেরই দেশের এক তরুণ উত্তর ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট লৌহ যবনিকার ভয়াবহ প্রামাণ্য যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, আমি আপনাকে তাই শোনাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক খোলামনের কথা ও মহান ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন কথাই আপনি শুনতে চান না। এমন কী টেপ রেকর্ডারটা ভাঙ্গতে চেষ্টা করেছিলেন। সহ্যের সীমা আমাদেরও অতিক্রম হতে চলেছে। সভ্য যুক্তি, মানবিক কোন আবেদনই দেখছি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

—থামুন। আমাকে একটু একা থাকতে দিন।

ত্রয়ীর বিরুদ্ধে ভয়াবহ অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টাই নেই ত্রয়ীর। জবানবন্দীতে ত্রয়ী স্বীকার করে,

—আমার লক্ষ্য ছিল ম্যাকনামারা। তাঁকে আমি খুন করতে চেয়েছিলাম।

তারপর চলে অবর্ণনীয় অত্যাচার। টর্চার চেম্বারের সর্বাধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করেও ত্রয়ীর ঠোঁট থেকে গোপন কোন খবরই বার করা যায় না। প্রতিদিন জ্ঞান হারানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিদারুণ অত্যাচার চালিয়েও পুলিশ একটা কথাও বার করতে পারে না। ত্রয়ী সমস্ত দায়িত্ব নিজেই নিয়েছে। দ্বিতীয় কোন সাথীকে সে জড়ায়নি।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্ভীক দৃঢ়চেতা ত্রয়ীকে দেখে অতবড় মার্কিন সাংবাদিকও বিচলিত হন। এক সাক্ষাৎকারে ত্রয়ী বলে,

—আপনি সাংবাদিক, এদেশে কী হচ্ছে সবই তো আপনি জানেন। আমেরিকানরা আমাদের দেশ আক্রমণ করে প্রতিদিন আমার দেশবাসীকে হত্যা করছে। দেশকে আমি ভালবাসি। আমাদের দেশ আমেরিকা নিয়ে নেবে আমি কী সেখানে চুপচাপ থাকতে পারি।

—আপনার অনুতাপ হয় না?

—অনুতাপ! হ্যাঁ' অনুতাপ আমার নিশ্চয়ই হয়। সে অনুতাপ আমাকে সর্বসময়ই দহন করে। আমি ব্যর্থ হয়েছি। ম্যাকনামারাকে আমি আমাদের দেশের পবিত্র মাটি থেকে সরিয়ে ফেলতে পারিনি।

সময় অতিবাহিত হয়। জেনারেল থাঁন মিলিটারী ট্রাইবুনালের কাগজে সই করে দিয়েছেন। নুয়েন ভ্যান ত্রয়ীকে গুলি করে হত্যা করা হবে।

আর কুয়েন ?

কুয়েন ছাড়া পেয়েছে। প্রবল বাধা, ভয়াবহ সন্ত্রাস ও অত্যাচার সামনে থাকলেও সায়গনের সাধারণ মানুষ কুয়েনের পাশে এসে দাঁড়ায়। নিত্য নতুন মিছিল। মেহনতী মানুষ, শ্রমিক, ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের প্রতিবাদ মিছিলে জেনারেল খাঁনও প্রমাদ গোনেন। তবু নির্দয় আইন তার নিয়ম মেনে চলবেই।

সায়গনের দৈনিক কাগজে ছাপা হয় :

'Public execution. The first man to face the firing squad will be the one who planted a mine under Cong Ly Bridge on Mr. McNamara's route last May'

বিশ্রাম নেই কুয়েনের। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দৈবাৎ কখনও অনুমতি মেলে। ত্রয়ীর সঙ্গে অল্পক্ষণের একটু দেখা। লোহার জাফরীর সামনে উৎকণ্ঠা নিয়ে কুয়েন অপেক্ষা করে। পা ঠিক হয়নি তখনও। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ত্রয়ী আসে। বিশীর্ণ দেহ। বিবর্ণ ওষ্ঠাধর। কিন্তু চোখে তার আগুনের আলো। অনেক কথাই হয়। ত্রয়ী কুয়েনকে ভরসা দেয়,

—জীবন বড় সুখের কুয়েন। মানুষ বড় পবিত্র। তুমি নিজেকে নির্বান্ধব মনে করো না। গোটা দেশের সুখ দুঃখের পটভূমিতে ফেলে নিজেকে দেখো—তোমার ভাল লাগবে, সান্ত্বনা পাবে। আমি আশা করবো, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পেরেছ এতদিনে। অনেক কথাই গোপন করেছি। মিথ্যাকে অন্তরের সঙ্গে চিরদিন ঘৃণা করেছি, কিছু তোমার কাছেও লুকিয়েছি। দেশের স্বার্থে, আমার দৈনন্দিন অনেক কাজের একান্ত গোপনীয় কথাগুলো আমি প্রকাশ করিনি তোমার কাছেও। বিয়ে তাই আমি পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। দেখলাম তুমি কষ্ট পাচ্ছো ··

কুয়েনের ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে থাকে,—আমি জানি! সবই জানি!

—তোমাকে শুধু কষ্টই দিলাম কুয়েন। তুমি আমাকে সব দিয়েছ, প্রতিদানে যখন দেখি আমার হাত শূন্য, তখন আমি কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়ি। কুয়েন!

বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল কুয়েনের,

—ত্রয়ী!

—কুয়েন তুমি কী মা হতে চলেছ ?

অচঞ্চল রিক্ত চাউনী মেলে কুয়েন ত্রয়ীর দিকে তাকিয়ে রইলো কছুক্ষণ। তারপর মাথা নত করে বলে,

—না!

কুয়েন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ত্রয়ীর অনুরোধ রাখতে পারে না। ত্রয়ী বলেছিল—খামখা পয়সা নষ্ট করো না। উকিল লাগিয়ে আইনের সাহায্য নিতে যেও না। শৃঙ্খলই যেখানে শৃঙ্খলা, সেখানে আইন কোথায়?

পাঁচ হাজার পিয়াস্ত্রা সংগ্রহ করে উকিলের সামনে মেলে ধরে কুয়েন কান্নায় ভেঙে পড়ে,

—আপনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করুন। আমার স্বামীকে বাঁচান।

সেই দিনই নাটকীয় ভাবে সংবাদপত্রে অপ্রত্যাশিত এক সংবাদ প্রকাশিত হয়:

A Telephone Call: the life of an American Colonel for that of the Viet Cong Nguyen Van Troi.

সংবাদে আরও প্রকাশ পায়, ভেনেজুয়ালার গেরিলাদের হাতে বন্দী আমেরিকান কর্নেলের সঙ্গে ভিয়েত কং নুয়েন ভ্যান ত্রয়ীর জীবন বিনিময় করবার প্রস্তাব ভেনেজুয়ালার বিপ্লবী পরিষদ ঘোষণা করেছে। সংবাদে আরও প্রকাশ, যদি ত্রয়ীকে হত্যা করা হয়, তবে একঘণ্টার মধ্যে কর্নেল স্মোলেন-কে খুন করা হবে।

ভেনেজুয়ালা কোথায় কুয়েন জানে না। আনন্দাশ্রু যেন তার বাধা মানে না।

তারপর সায়গন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'ল:

—*The man who tried to kill McNamara is saved!*

—*The man who made the attempt on McNamara's life is saved!*

—*Nguyen Van Troi's Execution Postponed!*

—*Viet Cong Nguyen Van Troi saved by a phone call from the Communists.*

অন্যদিনের মত সেদিনও কুয়েন ত্রয়ীকে সকালে দেখতে এসেছিল। কোন দিন অনুমতি পাওয়া যায়, আবার কখনও প্রতীক্ষাই শুধু সার হয়। চী হোয়া জেল গেটের সামনের ফিরিওয়ালাদের সঙ্গে কুয়েনের জানাশোনা। সবাই চেনে কুয়েনকে। ত্রয়ীর কথা কারো আজ আর অজানা নয়। এমন কী যে পুলিশগুলো

পাহারায় থাকে তাদের মধ্যেও অনেকের ব্যবহারে একটা সম্ভ্রম ও কুণ্ঠা লক্ষ্য করা যায়।

আজ থামতে হ'ল। জেল সংলগ্ন হোয়া হং স্ট্রীটেও পুলিশ বেষ্টনী। একটা নতুন কফিন জেলের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখা গেল। হতভাগ্য বন্দীদের কেউ হয়তো মারা গেছে। অন্য দিনের মত ফিরিওয়ালার কাছে কমলালেবু কিনল কুয়েন। অনেক কথা মনে মনে সাজিয়ে এসেছিল আজ। কুয়েন বুঝতে পারে, ত্রয়ী শুধু মনের জোরে কথা বলে। শরীরটা তার দুর্বল। নিদারুণ অত্যাচারে পর্যুদস্ত।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল। ঘন্টা খানেক বাদে একজন পুলিশ ফিরে এসে বলে,

—আজ দেখা হবে না। জেলে বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। অন্য দিন আসবেন।

—আজকের অনুমতিপত্র আমার সঙ্গে আছে।

—জানি, কিন্তু বিশেষ জরুরী ব্যাপারে আজ দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ।

—কিন্তু দেখা আমাকে করতেই হবে।

—অসম্ভব।

কুয়েন কয়েক মুহূর্ত ভাবে। তারপর বলে,

—এই ফলগুলো।

—বিকেলে আনবেন। এখন কোন কিছুই সম্ভব নয়।

ফিরে আসছিল কুয়েন। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয়। জেল গেটের সামনে এক গাদা রিপোর্টার ব্যস্ততা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে। অন্যদিনের চেয়ে আজ সর্বত্র পাহারাও বেশি।

একজন রিপোর্টার অপর একজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মন্তব্য করে,

—ভ্যান ত্রয়ীর স্ত্রী!

—ভ্যান ত্রয়ীর স্ত্রী। এঁর স্বামীই ম্যাকনামারার প্রাণনাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন !!

—বেচারা!

ঘুরে তাকাতেই স্থানীয় এক বৃদ্ধা ফলওয়ালীকে কুয়েন এগিয়ে আসতে দেখে। কেমন যেন সন্দেহ হয়। একটা অস্বাভাবিক গুমোট, থমথমে ভাব কুয়েনকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে।

—ফিরে এলে কেন মা। তোমাকে আজ ভেতরে ঢুকতে দিল না? স্বামীর সঙ্গে তোমার শেষ দেখা হ'ল না?

অদৃশ্য প্রচণ্ড আঘাতে যেন স্তব্ধ হয়ে যায় কুয়েন। সাদা একটা ম্লান ফুল যেন বাতাসে মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠল। বুকটা নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় দ্রুত ওঠানামা শুরু করে,

—আমার স্বামীর মৃত্যুদণ্ড স্থগিত আছে। কাগজেও বেরিয়েছে। ওরা আমাকে বিকেলে আসতে বললো।

বৃদ্ধা যেন অপ্রস্তুত। করুণা ও বেদনা মিশ্রিত কণ্ঠে বলে,

—কাগজের কথা বলছো! কাগজ কী সত্যি কথা বলে!

চোখাচোখি হতেই উপস্থিত রিপোর্টারদের অনেকেই চোখ সরিয়ে নিলেন। এতক্ষণে কুয়েন লক্ষ্য করে সবাই তাকে দেখছে। ফিরিওয়ালা, ট্যাক্সি ড্রাইভার সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ কফিনটার কথা মনে হ'ল। বৃদ্ধা ফলওয়ালীর স্নেহস্পর্শ কুয়েনের সমস্ত বিশ্বাস ও সঞ্চয়কে মুহূর্তে যেন রিক্ত করে দিল। চীৎকার নয়, বেসুরো একটা কান্নাও নয়—কুয়েনের প্রাণশক্তির অজস্রতা মুহূর্তের মধ্যে যেন নিঃশেষে খানখান হযে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল।

—ত্রয়ী!

মাটিতে কমলা লেবুগুলো গড়াচ্ছে।

সবুজ নীলাকাশ আবর্তন করে এক ঝাঁক পায়রা জেলের উঁচু পাঁচিলে আবার ফিরে আসছে। রাইফেলের শব্দে শুধু নাড়া খেয়ে নয়—ত্রয়ীর শেষ কথাগুলো আকাশের বুকে ছড়িয়ে দিয়ে ওরা আবার ফিরে আসছে,

—জন্মভূমিকে প্রণাম!

—ভিয়েতনাম দীর্ঘজীবী হোক।

ইচ্ছে থাকলেও আগ্রহ মোটেই ছিল না।

ক্যাপ্টেন জলি চওড়া করিডোরের মুখে আঙুলের ডগায় একটু সময় চেয়ে নিয়ে বললেন,

—চট করে আমার বন্ধুর খবরটা নিয়ে আসি। এখনই এসে পড়বো। একটু দাঁড়ান।

রাস্তার দু'পাশে সারি সারি গাড়ি। ট্যাক্সিতেও লোক আসছে যাচ্ছে। সবাই ছুটছে দোতলায়। ক্যাপ্টেন জলির "মজার জায়গা" আমাকে একটু ভাবিয়ে তোলে।

—আপনি কী সতেরো নম্বর ব্যাটালিয়নে আছেন? এডওয়ার্ড গিলমোরকে চেনেন? গিলমোর ওকিনহাওয়া থেকে ফিরেছে? তাঁকে একটা খবর দিতে পারবেন?

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন। ফিরে তাকাতেই দেখি এক ভদ্রমহিলা। একজন ভিয়েতনামী যুবতী। শুকনো মুখ, শরীরটা স্ফীতকায়া। ভদ্রমহিলা অন্তঃসত্বা।

—আমি আর্মির লোক নই। এডওয়ার্ড গিলমোরকে আমি চিনি না।

—সতেরো নম্বর ব্যাটালিয়নের কাউকে আপনি চেনেন?

—না।

মেয়েটির চোখে একটা শূন্য দৃষ্টি। কিছুটা অন্যমনস্ক। পোষাকে দীনতার ছাপ সুস্পষ্ট। খুব অস্বস্তি লাগছিল।

—আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন?

কথাটা আমি শুনেও শুনলাম না। দু'পা সরে দাঁড়ালাম। ক্যাপ্টেন জলিকে দেখলাম ফিরে আসছেন।

—আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, খুবই দুঃখিত। আসুন।

মেয়েটির দিকে এক নজর ফিরে তাকাতেই ক্যাপ্টেন জলি আমার হাতে চাপ দিয়ে বললেন,

—সাবধান, এখনই এডওয়ার্ড গিলমোরের সন্ধান জানতে চাইবে। আমি কাউকে ভয় পাইনে কিন্তু পাগলীকে আমি ডরাই। বাপস্।

—এডওয়ার্ড গিলমোরটা কে?

—সুন্দরীর প্রিয়তম। গোলমাল করে দিয়ে পালিয়েছে। ওকিনহাওয়া থেকে গিলমোর বিয়ে করতে আসবে। মেয়েটা একেবারেই অনভ্যস্ত তাই মাথাটা নষ্ট হয়ে গেছে।

সিড়ির বাঁকের মুখে ফিরে তাকালাম। মেয়েটি আর একজনকে পাকড়াও করেছে।

—মেয়েটাকে আমি দেখছি মাস তিনেক। রোজ বিকেলে এখানে আসে। সবাইকেই ঐ একই প্রশ্ন। হয়তো গিলমোর মেয়েটাকে নিয়ে এখানে স্ফূর্তি করতো। মেয়েটা দেখছি আনাড়ির মত গিলমোরকে ভালবেসেছিল।

পর পর দুটো দরজা অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকতে হ'ল। ঘরের মধ্যে ঢুকে আমি যেন চমকে উঠলাম। সে এক ভয়াবহ আনন্দোৎসব। ইলেকট্রিক গীটার আর ড্রামের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে এ গো-গো তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে।

ক্যাপ্টেন জলি আমাকে পথ দেখিয়ে কোণের দিকে নিয়ে গেলেন। ঠাণ্ডা মানুষ। কদম ছাঁট চুল। সুন্দর আমেরিকান সামরিক পোষাকে প্রায় জনা পঞ্চাশেক হৈহুল্লোড় চালাচ্ছে। জনা দশেক মেয়েও আছে দেখলাম। তীব্র ইলেকট্রিক গীটারের আওয়াজের সঙ্গে টুইস্ট-এর ক্ষিপ্রতা ক্রমশঃ বাড়ছে।

কিন্তু মজার জায়গায় সবচেয়ে বড় আকর্ষণ শরীরের ওপরে নীচে দু' টুকরো অতি অল্প পরিচ্ছদে জনা কয়েক মেয়ে ওয়েট্রেস। তাদের নিয়ে যেন কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। ক্যাপ্টেন জলি বলেন,

—টপলেস আমার ভাল লাগে না। এই বেশ।

বিবিধ সিগারেট ও পানীয়ের গন্ধে সারা পরিবেশ ভরপুর। টুইস্টের অতি ক্ষিপ্র চড়া শব্দ ক্রমে ধাতস্থ হয়। টেবিলের কোণা বাঁচিয়ে, চেয়ারের ছোঁয়া ঠেকিয়ে অতি তুচ্ছ দু' টুকরো পোষাকে এক সুন্দরী চলনে এক ছন্দ তুলে এসে দাঁড়ালো। ভরা বড় পেগ ছলকে যায়নি এতটুকু। প্রচুর অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। পেশাদারী হাসি, চোখে গণিকার ভাবগর্ভ চাউনি। মুক্ত দেহটা অতি অল্প দু' ফালি আবরণে আরও তীব্র ও ঝাঁজালো মনে হয়।

গীটারের বড় বড় বীট-এর সঙ্গে ক্যাপ্টেন জলি জুতোতে তাল ঠুকছিলেন। সিগারেট শেষ হতেই শুরু করলেন—এ-গো-গো !

আমার কাছে গোটাটাই অর্থহীন, সময় ও শরীরের নিতান্তই বাজে খরচ মনে হলেও আমি জানি কেউ আমাকে সমর্থন করবে না। টিন-এজার-এর ঘাড়ে

গায়ের দিয়ে লাভ নেই, দ্রুত শরীর নাচানো আর একটানা সুরের তোতলামোতে আজ বুড়ো খোকারাও পিছিয়ে নেই। *Would you want your daughter to marry a Rolling Stone?* এমন কথা যাকে বলতে শুনেছি তাঁকেও দেখেছি ব্যাণ্ডো ড্রামের তালের সঙ্গে হারিয়ে গিয়ে বুড়িকে নিয়ে পশ্চাৎদেশের কাঁপুনি শুরু করেছেন।

রক-এন-রোল, টুইস্ট, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা বিটলস্, ড্রেন-পাইপ, স্টিপ্‌টিজ আর টপলেস যেন একই সঙ্গে গাঁথা। বয়োবৃদ্ধরা পোড খাওয়া। তাঁরা সামলে নেন। কিন্তু এদের মধ্যে তাজা তাজা এক শ্রেণীর তরুণচিত্ত ভয়াবহ জীবনী শক্তিতে উদ্দীপিত হয়ে ঐ দ্রুত সঙ্গীতের অনুরণন তাদের রক্তে জাবিয়ে নেয়। সে স্পীড্ চায়। সে যৌবন জোয়ার আনে না, গেঁজা ওঠা প্লাবন ডেকে আনে। আজ *juvenile delinquency*-র চরিত্র বদলেছে।

অতি বড দুর্ঘটনা বিশারদও বলতে পারেন না ড্রাইভারের সিটে কে ছিল। ষোল বছরের বান্ধবীকে নিয়ে অটোবাণ-এ স্পীড খুঁজতে গিয়েছিল। তাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খুজে জড়ো করতে হয়। গাড়িটা সম্পূর্ণ একটা ধ্বংসস্তূপ। ট্রানজিস্টার রেডিওটা শুধু অক্ষত আছে। তখনও তার অফুরন্ত প্রাণ শক্তি— এ-গো-গো। এ গো-গো।।

উত্তেজনার বশে মেরে দেওয়া নয়—টেক্সাসের জনশূন্য খোয়াইয়ের মধ্যে তিনটি মেয়েকে উলঙ্গ করে পাথর দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে বাইশ বছরের এক ছোকরা। পর পর তিন দিন। শাবল দিয়ে কবর সে আগেই খুঁড়ে গিয়েছিল। পুলিশ যখন আসামীকে গ্রেপ্তার করে তখন পকেটে ছিল, মেয়েদের বস্ত্রা করার শত গল্প। আর একটা নোটবুক। মেয়েদের নাম, ঠিকানা আর ফোন নম্বর। ঐ তিনটি মেয়ে ছিল অবাধ্য। কিছুতেই "ডেট" দিতে চাযনি।

ক্লিপটোম্যানিয়া নয়—অর্থাভাব আদৌ নয়। নিতান্তই স্পোর্টস। উনিশটা গাড়ি চুরি করার পর ধরা পড়ে হতাশায় ভেঙে পড়ে—আমি চব্বিশটাতে রেকর্ড করতে চেয়েছিলাম।

Sex among teenagers is a joking game—তাই টিভি-তে বিকিনি পরে হাসতে হাসতে কবুল করতে হয় '*I didn't know what puberty was until I had almost past it*'.

স্কুলের ছেলে যখন ডিনার টেবিলে দুম করে বলে বসে,—আমার বান্ধবী অন্তঃসত্ত্বা, তখন ছোট ভাই বিস্ময় প্রকাশ করে,

—পেরেছে, তুমি তোমার এ্যালউন্স হারালে।

স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা আজকাল মল্টি ভিটামিন ট্যাবলেট-এর চেয়ে কনট্রাসেপটিভ পিল বেশি খায়। সাবধানের মার নেই। তাই কারণে-অকারণে এই বটিকা সেবনে তারা আজ অভ্যস্ত। চতুর ছোকরা দু'চার কথার পর বান্ধবীর শরীর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে চায়: পিল-টিল চলে টলে? পরি-সংখ্যান থেকে দেখা যায় প্রোষিত-ভর্তৃকাদের মধ্যেই এই পিল সেবনের প্রচলন সবচেয়ে বেশি। টিকা নিষ্প্রয়োজন। আমেরিকার অতি বনেদী পত্রিকা মন্তব্য করে, '*the number of illegitimate children born to teen-age mothers rose from 8'4 per thousand in 1940 to 16 in 1961, in the 20 to 25 age group from 11'2 per thausand to 41'2.*

হার্ভাড ও র‍্যাডক্লিফ হেলথ সার্ভিসেব ডাঃ গ্রেহাম বি. ব্লাইন-এর মতে, *Within the past 15 years the number of college boys who had intercourse before graduation rose from 50% to 60%, the number of college girls from 25% to 40%*

সাহিত্যেও পিছিয়ে নেই মোটেই। রক্তমাংসের যে কোন লেডী চ্যাটার্লি তা দেখে আঁৎকে উঠবেন। পর্নোগ্রাফী বলে নাক সিঁটকোলে কিছু মাত্র যায়-আসে না। লক্ষ লক্ষ কপি আইসক্রিমের মত বিক্রী হচ্ছে। তলায় ওপরে দু' টুকরো অতি তুচ্ছ পোষাকের হাজারো ছলাকলার হাজারো পত্রিকার পাতা জুড়ে জুড়ে গোটা আমেরিকা আজ ঢেকে দেওয়া যায় স্বচ্ছন্দে। তা'ছাড়া আছে উলঙ্গ নারীদেহের চকচকে মলাটের রসালো ছেনালীর রঙীন কাহানীয়া—

—*Lust Hop, Lust Jungle, Lust Kicks, Lust Lover, Lust Lease, Lust Moll, Lust Team, Lust Girls.*

শুধু লাস্ট আর লাস্ট। এ ক্ষুধার শেষ নেই।

সবটাই আসছে স্পীড্ থেকে। ইলেকট্রনিক কম্পিউটার কবিতা লিখবে, জুতো বুরুশ করছে মেকনিক্যাল গ্যাজেট! হাত দুটো করবে কী? শরীর?

চেয়ার শূন্য। ক্যাপ্টেন জলি টুইস্ট্ করতে উঠে গেছেন। ছিমিয়ে গিয়েছিল, ইলেকট্রিক গীটারের বিট আবার বাড়ছে।

খোদ ইয়াঙ্কী মুলুকের কিছু সমালোচক বলেছিলেন—'*rock would roll over and die the day after tomorrow.*' দশ বছর অতিক্রান্ত—রক-এন রোল আজ অপরাজেয়। রক-এন-রোল আজ সর্বত্র। আবার টুইস্ট-এর জন্ম হয়েছে। টি, ভি, সিনেমা, রেডিও, বার, নাইট ক্লাব, বাচ্চাদের স্কুল বাসেও।

টিন-এজারদের হাত থেকে ভি. আই. পি-কে স্পর্শ করেছে। যুগোস্লাভার প্রাক্তন সম্রাট পিটার থেকে টেনেসি উইলিয়ম কোমর দুলোনোতে আনন্দ পান। নিউ ইয়র্ক সেনেটর জ্যাকব জেভিটস-এর স্ত্রী বলেন, *'My husband and I just love to frug.'* ববী কেনেডী আর এথেল দাপাদাপি করতে করতে বলেন,—*'can't believe all that action on such a small floor.'* আদলই স্টিভেনশন, মহারানী অব বরোদা, উইণ্ডসরের ডিউক ও ডাচেস তাঁরাও এর মধ্যে আছেন। জ্যাকুলিন কেনেডী আবার তাঁর নিজের জীবনে ফিরে এসেছেন। প্রেস মন্তব্য করে : *She's best at the twist. The other dance are new to her.*

রক-এন-রোল আজ সর্বত্র। টুইস্টের দাপাদাপি আজ বিশ্বময়। ভিয়েনা থেকে ভিয়েনটিয়েন। লস এঞ্জেলস থেকে সারওয়াক। স্টকহলম থেকে নয়াদিল্লী। রক-এন-রোল আজ এক আন্তর্জাতিক সঙ্গীত। অস্থির তারুণ্যের স্পন্দন ইলেকট্রিক গিটারের বিট-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুত বাড়ছে। হিরোশিমার আকাশে সেই করাল মাসরুম মিলিয়ে গেছে বহুদিন। চায়ের দোকান, আজ সেখানেও—ও ও ও ও—হুয়া! ওয়ারশ র কমিউনিস্ট ইয়থ ক্লাবে আজ ক্লান্তিহীন এ-গো-গো। প্রবীণদের কাছে পোল্যাণ্ডের মাটিতে নাজী ট্যাঙ্ক গড়ানোর গল্প শুনতে এতটুকু ভাল লাগে না আজ। টিন-এজারদের পাছা দুলানো, মাসরুম ঢংয়ের চুলওয়ালা, আঁটো পোষাকের বিটলমার্কা তরুণ দেখে মনে হবে শিকাগো বা লস এঞ্জেলস। "প্রাভদা", "ইজভেস্তিয়া" নাক সিঁটকোয়, তবু কোন বাধা আসে না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমার মনে এলো। খুব বেশি দিনের কথা নয়, নাজী ২৫৮ ইনফ্যানট্রি ডিভিশন মস্কোর উপকণ্ঠে ঢুকে পড়েছে। বিপন্ন হয়েছে ক্রেমলিন। তখন শুধু রেড আর্মি নয়—কলকারখানার মেহনতী মানুষ হাতুড়ি আর বাটালি নিয়ে ভয়াবহ শত্রুর মুখে কাতারে কাতারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মস্কোকে তারা বাঁচাবেই। সে অবিশ্বাস্য আত্মবিসর্জন। বাইরে টেম্পারেচার তখন মাইনাস ৩২ ডিগ্রী। রক্তস্রোত ছিল না—জমাট দলা দলা রক্ত তুষারের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। হাতুড়ি ও বাটালিও শেষ পর্যন্ত হাত থেকে ছুটে যায়। শুরু হয় হাতাহাতি যুদ্ধ। জীবনপণ ঘুষোঘুষি।

নাজী জেনারেল ভন বক্ ও ভন ক্লুগো এই ঐতিহাসিক প্রতিরোধ সংগ্রামে ভীত হয়ে পিছু হটলেন। দ্বিতীয় একটি ভার্দুন হতে চলেছিল। ফুয়েরার-এর কাছে রেডিও ম্যাসেজ পাঠানো হয়—মস্কো অধিকার করা অসম্ভব।

ভোলা যায়! এতবড় ইতিহাস কী কখনও ভোলা যায়। মস্কোর সহস্র সহস্র মেহনতী তরুণের অবিশ্রান্ত সেই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধসংগ্রাম ও নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পবিত্র মাতৃভূমিকে নাজী বুটের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করতে অগণিত তরুণ যে মরণের সাথে মহান রক্তাক্ত 'টুইস্ট বেছে নিয়েছিল সে কথা কী এত সহজে ভোলা যায়!!

মস্কোর যুবসম্প্রদায়ের জোড়ায় জোড়ায় মুখোমুখি, শূন্যে মিথ্যে ঘুষোঘুষির উন্মত্ততা তাই আজ আশ্চর্যরকম সিম্বলিক মনে হয়।

টুইস্ট আজ অপরাজেয়। রক-এন-রোল আজ অপ্রতিহত। জোড়ায় জোড়ায় মুখোমুখি, শূন্যে মিথ্যে ঘুষোঘুষি, পশ্চাৎদেশ বা নিতম্ব সঞ্চালন দেখে মনে হয়, অন্তর্বাসের শক্ত বিষগেরো খুলে ফেলবার চেষ্টা চলেছে ক্লান্তিহীন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দুনিয়াকে অনেক কিছুই দিয়েছে। দিয়েছে ট্রানজিস্টার, টেরিলিন। দিয়েছে সস্তা পেপার ব্যাক। স্বাধীনতার মোড়কে দিয়েছে নিও-কলোনিয়ালিজম। দুনিয়াকে ছাই করে ফেলবার ল্যাবরেটারী। আরও বহু, নানান কিছু। হাইতির তুলোর মাঠ, কিউবার আখের ক্ষেত ও পানামার কাদা-মাটি ভেঙ্গে উঠে এসেছে আজ রক-এন-রোল।

'*Rhythm and Blues*' আদতে নিগ্রো লোকসঙ্গীত। কালো কালো মেহনতী মজুর ও ভূমিহীন কৃষকের এক ধরনের আর্তসঙ্গীত। একচেটিয়া মুনাফার ষড়যন্ত্রে পর্যুদস্ত মানুষের দুরন্ত হৃদয়াবেগ অদৃশ্য চাবুকের আঘাতে আঘাতে আছড়াতে থাকে—আঃ-আঃ-আঃ। নিষ্ফল বন্য উন্মাদনা, শৃঙ্খলিত নিরীহ জানোয়ারের আর্তকণ্ঠের মত।

কালো রক্তেও প্রাণের স্পন্দন। স্বাদ পছন্দ হয়নি কিন্তু স্পন্দনটা কানে বেজেছে। চিকাগো, স্যান-ফ্রান্‌সিস্কো আর লস এঞ্জেলস থেকে ছুটে গেছেন সঙ্গীত বিশারদ। লক্ষ লক্ষ ফুটেজ ঘুরে ঘুরে টেপ করে গেছেন। বন্য মানুষের "আঃ আঃ-আঃ"—বোবা কান্না ইলেকট্রিক গীটার আর ড্রাম-এর ওপর ছেড়ে দিয়ে একটু মাজাঘষা চললো। মুডি ওয়াটার, বো ডিডলে ও জন লী প্রথম রেকর্ড করলেন।

এ সঙ্গীতে কান্নার সুর নেই, আর্তকণ্ঠ অনুপস্থিত। মন নেই তাতে—আছে শরীর। দেহ, দাহ আর দহন। নিষ্পেষিত হৃদয়ের আছড়ানো নেই—নতুন সুরে নৈকট্য সুখ বঞ্চিত বায়োলজির নীচের তলা যেন আঁটো পোষাকে প্রয়োগ ব্যথায় অস্থির।

এলেন এ্যালেন ফ্রিড। তারপর এলভিস প্রিসলে। বিলিয়ন ডলার ও মিলিয়ন টিন-এজার তার পেছনে ছুটতে শুরু করলো। তিনি ডাক দিলেন,

—আ ওয়ায়া হন ইউ হু! আ না হি হো হিউ হু!!

নানা ধরনের বাইপ্রডাক্ট। বিবিধ ছলাকলা।

বছর পাঁচেক আগে ফিলাডেলফিয়ার মুর্গীওয়ালা চাবি চেকার ছুঁচোলো জুতো, চামড়ার মত সেঁটে থাকা ট্রাউজারর্স পরে আবির্ভূত হলেন। তাঁর আঙুল নাড়াতেও নাকি যাদু আছে। টিন-এজার বিভ্রান্ত। চেকার মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন,

C' mon, baby let's do the twist.

চাবি চেকার পাগল করে তুললেন। নাইট ক্লাবের আকর্ষণ কমেছে। টুইস্ট আজ পথে ঘাটে সর্বত্র। দু'জনে মুখোমুখি মিথ্যে ঘুষোঘুষি। অন্তর্বাসের বিষ গেরো তারা যেন খুলে ফেলবেই।

ক্যাপ্টেন জলি কিন্তু বেল্ট টানতে টানতেই এলেন। সহাস্যে বলেন,

—এ সব আপনার জানার দরকার।

—কিন্তু বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। এ পথে এসেছি গিয়েছি বহুবার, কিন্তু আপনার "মজার জায়গা"টি যে এখানে আমি একদম জানতাম না।

—এ রকম অনেক আছে। তবে এ জায়গাটা অনেক বেশি সুরক্ষিত। ভিয়েত কং-দের প্লাস্টিক-বোম আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তা'ছাড়া এখানে নিয়মিত গার্ড থাকে।

—অনেক দিন এসেছি। আপনার এই মজার জায়গা নতুন দেখলাম।

—এ আর কী দেখলেন মিঃ সেন। সিওলে আমাদের পাকাপাকি ব্যবস্থা দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। ওখানে সন্ত্রাসবাদ নেই। ভিয়েত কং-দের মত চোরাগোপ্তা আক্রমণের ওখানে আশঙ্কা নেই। প্রথমে আমার মনে হয়েছে পেশাদারী মেয়ে। তারপর দেখলাম দস্তুর মত কলেজে পড়ছে। আমেরিকানদের অসম্ভব পছন্দ করে। চলতে ফিরতে শুনবেন,—*Come on to my hooch.* '*Hooch*' কথাটা আসছে *Uchi* থেকে। অর্থ হ'ল বাড়ি। আসলে ওটা বাড়িও নয়—আস্তানা! এক একটা আস্তানা রাখতে খরচ লাগে দুশো থেকে তিনশো ডলার। কোন ঝামেলা নেই। রোগের ভয় নেই। সে এক চমৎকার ব্যবস্থা। প্রথম চোটে একটু খরচা বেশি—ফার্নিচার, ঘরের কিছু প্রয়োজনীয় আসবাব। রেডিও। কিন্তু আদতে ঠকতে হয় না। কোরিয়া ছেড়ে যাবার সময় নতুন যারা

আসছে তাদের কাছে বিক্রী করে দেওয়া যায়। এতে অনেকে দোষ দেবেন। কিন্তু জি. আই. দের দিকটা কেউ ভেবে দেখে না।

আমি কিন্তু ভাবছিলাম।

ক্যাপ্টেন জলি প্রচুর মাল খেয়েছেন। ঠোঁট স্বাভাবিক নয়। সিগারেটের ডগায় আগুন লাগাতে গিয়ে নাকে সেঁকা লাগালেন। ঝিমিয়ে পড়া পরিবেশ আবার ওদিকে জমে উঠছে।

ঘণ্টাখানেক পর ক্যাপ্টেন জলিকে নিয়ে ফ্লোর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। পাল্লার পর পাল্লা সরিয়ে মুক্ত জায়গায় এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। সিঁড়ি বেয়ে নিচে এলাম। প্রায় বেরিয়েই এসেছিলাম, হঠাৎ কানে এলো,

—একটু শুনুন!

সেই মেয়েটা।

পাশ থেকে একজন ইয়াঙ্কী সেনা মন্তব্য করে,

—পেটটা কেমন উঁচু, মেয়েটা গর্ভবতী না প্লাস্টিক বোমা লুকোনো রয়েছে! ভিয়েত কং-রা সব পারে।

উৎকট রসিকতায় সাথীদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় বয়ে যায়। মেয়েটাও হাসছে। গা ভাসানো অর্থহীন হা হা হা হা হাসি। শুনে কেমন যেন ভয় করে।

অপেক্ষা করলাম না। বেরিয়ে এলাম। দোতলায় ইলেকট্রিক গিটার, ড্রাম্‌স আর ব্যাঞ্জোর বিট তখন চূড়ান্ত উন্মাদনায় পৌঁছেছে—এ গো-গো। এ-গো-গো।

জয় হোক! কেনেথ গলব্রেথ-এর এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির জয় হোক!!

আলাপ করতে গিয়ে আমাদের হাবভাব দেখে মাদাম কোয়াত চটুল হেসে বলেন,

—কী মজা! আপনাদের পরিচয় আছে নাকি?

—মিঃ সেন একজন সাহসী রিপোর্টার। আমি এঁকে যথেষ্ট চিনি। আমেরিকান প্রেস যে কত মুক্ত, কত বেশি গণতান্ত্রিক—মিঃ সেনের রিপোর্টিং থেকে আমরা জানতে পারি।

তৃতীয় মানুষটি মিঃ রিচার্ড লী। আমেরিকান সিকিউরিটি অফিসার। ভিয়েতনামে যে গ্যাস যুদ্ধ হচ্ছে, তাতে প্রাণহানির আদৌ আশঙ্কা নেই যিনি আমাকে বোঝাতে এসেছিলেন—সেই রিচার্ড লী। আমার জার্ম ওয়ার-ফেয়ারের ওপর গোটা লেখাটি যে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়, কিছুটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপভাষণ, যিনি হাসতে হাসতে অত্যন্ত ভদ্র ভাবে আমার কাছে কবুল করে গেছেন—সেই রিচার্ড লী।

মাথার সামনের দিকে অল্প একটু চুল। চশমার পুরু লেন্সের মধ্যে চোখ দুটো জলজলে। অসম্ভব অমায়িক। চলা ফেরা ও গোটা জেশ্চার দেখে মনে হয় এই মানুষটির সবচেয়ে বড় গুণ—ক্ষিপ্রতা। কিছু বলবার আগেই যেন বুঝতে পারেন। কিছু দেখবার আগেই যেন ধরতে পারেন।

মাদাম কোয়াতের বাড়ি রিচার্ড লী-কে দেখবো আশা করিনি। গল্প করবার জন্যে টেলিফোনে আমাকে ডেকে পাঠানোর কী এমন দরকার ছিল বুঝলাম না। ইদানীং এই মহিলা সম্পর্কে আমার আগ্রহ কমেছে। সেদিনের অভিজ্ঞতা আমি মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারি না। রহস্যময়ী মাদাম কোয়াতের রহস্য ভেদ করবার ইচ্ছে থাকলেও সাহস আমার নেই। উৎসাহী ডাঃ থিনের পরিণতি আমার স্বচক্ষে দেখা।

একটু পরেই এলেন ভিয়েতনামের এগারো নম্বর রেঞ্জার ডিভিশনের কর্নেল নো দিন হাট। ভদ্রলোকের হিংস্রতা কল্পনাতীত। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের আজ খুবই প্রিয়। নুয়েন কাও কী ক্ষমতায় আসবার পর এঁকে মেকং অঞ্চলে দেওয়া হয়েছে। কর্নেল হাট অতিশয় কড়া ধাতের মানুষ। সামরিক শাসনের অতিশয় যোগ্য ব্যক্তি।

প্রসঙ্গ উঠেছিল নিগ্রোদের নিয়ে। অমায়িক রিচার্ড লী বলেন,

—যদিও আমাদের দেশে বিপ্লবের পর থেকেই নিগ্রোরা সব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে কিন্তু পৃথক ব্যাটালিয়নে আলাদা ইউনিটে তারা লড়াই করেছে। একমাত্র ভিয়েতনামে আমরা দেখছি নিগ্রোরা সাদা আমেরিকানের পাশে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সাদা-কালো বিভেদকে আমাদের প্রেসিডেণ্ট জনসন যেভাবে ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন, ইতিপূর্বে আর কেউ এতটা সাহস করেননি। আপনার কী মত মিঃ সেন?

নিজের কথার সমর্থন চাওয়া রিচার্ড লী-র একটা স্বভাব। আমি ভাবে ভাব রেখে বলি,

—কোরিয়াতেও প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সাদা-কালো-র বিভেদ অবশ্য তুলে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু কাজের হয়নি। নিগ্রোদের সঙ্গে সাদা আমেরিকানরা থাকতে চায়নি।

—*We see only one Colour and that's olive drab Viet Cong.*

মাদাম কোয়াত সোফার নরম বালিশটা কর্নেল হ্যাটের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ঘৃণা মিশ্রিত তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বলেন।

কথার মাঝখানে একটা ফোন এলো। মাদাম কোয়াত তাঁর কুকুরের শারীরিক অসুস্থতা সম্পর্কে ডাক্তারের সঙ্গে দু'চার কথা বললেন। কিছুই যে খাওয়ানো যাচ্ছে না সে সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। ফোন নামিয়ে রাখতেই রিচার্ড লী বললেন,

—আপনার কুকুরের আবার কী হ'ল?

তিন দিন ধরে খুবই অসুস্থ! কিছুই খেতে চাইছে না। আলোতে আনলেই চীৎকার শুরু করে। মনে হয় ক'দিন আগে সামনের রাস্তায় কয়েকটা যে পটকা ফেটেছিল সেই শব্দ শোনার পর থেকেই বেচারা কেমন যেন হয়ে পড়েছে। আমি অবশ্য ডাক্তারের সব কথাই মেনে চলছি, তবু খুব একটা উন্নতি দেখছি না। কিছুই খেতে চাইছে না।

—আপনার অনুমান খুব একটা ভুল নয়। পটকা বা বোমার শব্দে কুকুর ভয় পায়। আমাদের বাড়িতে একটা এ্যালশেসিয়ন বড়দিনের আতসবাজীর শব্দ সহ্য করতে না পেরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। ব্যাপারটা বোঝবার আগেই বেচারা মারা যায়। ডাক্তার দেখাতে সময় পাইনি।

—জানি না আমার ডাক্তার শেষ পর্যন্ত কী করবেন। তিন দিন হয়ে গেল কিন্তু কোন উন্নতি নেই দেখে আমার কেমন ভয় ভয় করছে।

—আচ্ছা আমার জানা রইলো, আমাদের প্রতিটি আর্মি কমাণ্ডের সঙ্গে এ্যালশেসিয়ানের এক একটা ইউনিট আজকাল কাজ করছে আপনি জানেন। তাদের দেখাশোনা করার জন্যে বিচক্ষণ ডাক্তারও আছেন। মিচিগানের একজন ডাক্তারকে আমি বিশেষ চিনি। আপনার কুকুরের কথা আমি কালই বলবো।

মাদাম কোয়াত এক রাউণ্ড হুইস্কী পরিবেশন করে পাশের ঘরে গেলেন। রিচার্ড লী একটা বড় চুমুক দিয়ে কর্নেল হ্যাটের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—আপনি একা। আপনার সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুয়েন বিন দিন্ আসছেন, মাদাম কোয়াত ফোনে আমাকে বলেছিলেন।

—ব্রিগেডিয়ার এখনই এসে পড়বেন। এত ব্যস্ত মানুষ। তারপর গত পরশু-র ব্যাপারটা নিয়ে বেশ চিন্তিত। ব্যাপারটা জেনারেল কী-র কানেও উঠেছে। ব্রিগেডিয়ার খুব অস্বস্তির মধ্যে আছেন। তাঁর গোটা অপারেশন নষ্ট হয়েছে—পুরো একটা ব্যাটালিয়ন পিঁপড়ের মত মরেছে।

পর্দা সরিয়ে মাদাম কোয়াত ঘরে ঢুকে বললেন,

—গ্রাউণ্ড আর্মি আসলে দনং বেসের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতে পারেনি। আমাদের অপারেশন টেকনিক ভুল ছিল। ব্রিগেডিয়ার দিন্ এসে তাঁর মুখে অনেক কিছু শোনা যাবে। কিন্তু আমার অবাক লাগে যেখানে আপনারা আক্রমণ পরিচালনা করছেন সেখানে নিজেদের কমাণ্ড পোস্ট কী ভাবে হাত ছাড়া হয়ে যায়।

রিচার্ড লী বলেন,

—ভিয়েত কং-রা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। তীর ধনুক থেকে শুরু করে তারা মর্টার পর্যন্ত চালিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, কমাণ্ড পোস্ট থেকে হেভি ট্রান্সমিটার অত অল্প সময়ে ভিয়েত কং-রা কী ভাবে সরালো।

কর্নেল হ্যাট বিস্ময় প্রকাশ করেন,

—আপনি ট্রান্সমিটার সরানোর কথা জানলেন কেমন করে?

—আপনাদের কাছেই জেনেছি।

কর্নেল হ্যাট হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। পোর্টিকোর দিকে এগিয়ে গিয়ে ফিরে এলেন। বললেন,

—ব্রিগেডিয়ার দিন্ এসে গেছেন।

মাদাম কোয়াত খুশিতে ঝলমল করে ওঠেন,

—এবার সব শোনা যাবে।

লক্ষ্য করলাম বাঁক নিয়ে একটা গাড়ি বাগান পেরিয়ে আসছে। মাদাম কোয়াত পর্দা সরিয়ে হয়তো সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। রিচার্ড লী ও কর্নেল দিন্-এর সঙ্গে আমি পোর্টিকোতে এসে দাঁড়াই।

তার পরেই ব্যাপারটা ঘটলো। রিচার্ড লী লক্ষ্য করেছেন প্রথমে। ব্রিগেডিয়ার দিন্ গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতেই স্পষ্ট লক্ষ্য করা গেল, ক্রিকেট বলের মত মাদাম কোয়াতের এ্যালসেশিয়ানটা ব্রিগেডিয়ার দিন্-এর দিকে ছুটে আসছে। আলো-আধাঁরীর মধ্যে ঠিক বোঝা গেল না। শুধু দেখলাম অতর্কিত আক্রমণে ব্রিগেডিয়ার সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। আমরা তিন জনেই নির্বাক। মাদাম কোয়াত পাশে এসে দাঁড়াতেই রিচার্ড লী চীৎকার করে উঠলেন,

—আপনার কুকুর ব্রিগেডিয়ার দিন্-কে আক্রমণ করেছে।

কর্নেল হ্যাট বিস্ফারিত নেত্রে বলেন,

—মাদাম কোয়াত, ব্রিগেডিয়ার গাড়ির সামনে পড়ে গেছেন।

মাদাম কোযাত বিস্ময় প্রকাশ করেন,

—আমার কুকুর শেকলে বাঁধা।

রিচার্ড লী আর দাঁড়ালেন না। আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন,

—চলুন, নিচে চলুন। মনে হয় ব্রিগেডিয়ারকে জখম করেছে।

সে এক করুণ দৃশ্য। কাটা মুরগীর মত ছটফট করছেন ব্রিগেডিয়ার দিন্। গলা থেকে অজস্র ধারায় রক্তপাত হচ্ছে। সামরিক পোষাক সম্পূর্ণ ভিজে গেছে।

আমি বললাম,

—আলোতে নিয়ে চলুন। আসুন ঘরে নিয়ে যাই।

রিচার্ড লী বলেন,

—এখনই হাসপাতালে পাঠানো দরকার। আঘাত মারাত্মক।

কর্নেল হ্যাট বলেন,

আমি আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করছি।

মাদাম কোয়াত যেন প্রাণহীন। সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ধরাধরি করে ব্রিগেডিয়ার দিন্-এর দেহটা ঘরে আনা হয়। সোফার ওপর শুইয়ে দিয়ে রিচার্ড লী বিস্ময়োক্তি করেন,

—ভয়াবহ আক্রমণ।

কর্নেল হ্যাট আর্মি হাসপাতালে ফোন করছেন।

ব্রিগেডিয়ার দিন্-এর গলা থেকে বেশ কয়েক আউন্স মাংস খসিয়ে নেওয়া হয়েছে। কণ্ঠনালী ছিঁড়ে গেছে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটা মুহূর্তে এত অল্পক্ষণের মধ্যে ঘটে গেল, আমরা কেউই বুঝে উঠতে পারি নি।

ব্রিগেডিয়ার দিন্ ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন। দু'হাতে মুখ ঢেকে মাদাম কোয়াত বসে আছেন। হাটু গেড়ে বসে রিচার্ড লী ব্রিগেডিয়ারের নাড়ী পরীক্ষা করছেন। কর্নেল হ্যাট উদ্‌ভ্রান্তের মত বাইরে তাকাচ্ছেন। আপন মনেই বলছেন—এখনই এসে পড়বে। এখনই হাসপাতালে সরিয়ে ফেলা দরকার।

রিচার্ড লী হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন,

—মাদাম কোয়াত কোথায়?

শূন্য আসন। মাদাম কোয়াত ঘরে নেই।

আমার কেমন যেন ভয় করে। রিচার্ড লী ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পর মুহূর্তেই রিচার্ড লী-র কণ্ঠ শোনা গেল। মাদাম কোয়াতের সঙ্গে কথা বলছেন,

—যাবেন না, যাবেন না মাদাম কোয়াত। আপনি এখন আর ওর প্রভু নন। আপনাকেও শেষ করে ফেলবে।

—আমাকে ছেড়ে দিন। আমি ওকে চরম শাস্তি দেব।

—মাদাম কোয়ত, পাগলা কুকুর সাপের চেয়ে ভয়ানক। অন্ধকারে কোথায় আছে আপনি জানেন না।

—না, সে তার নিজের আস্তানায় ফিরে গেছে। রক্তের দাগ লক্ষ্য করছেন না!

ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এলাম। দেখলাম সিঁড়ির সামনে রিচার্ড লী মাদাম কোয়াতকে নিরস্ত্র করবার চেষ্টা করেছেন। পারলেন না। উদ্ধত রিভলভার নিয়ে মাদাম কোয়াত এগিয়ে চললেন। বললেন,

—আপনারা আসবেন না। আমি জানোয়ারটার সঙ্গে শেষ মোকাবিলা করে আসি।

নিদারুণ মুহূর্তগুলো সময়ের ওপর বয়ে যায়। পরক্ষণেই পর পর দুটো গুলির আওয়াজ হ'ল। রিচার্ড লী পকেট থেকে রিভলভার বার করছেন। আমাকে বললেন,

—আসুন।

রক্তপ্লুত অপর একটা দৃশ্য। মেঝের মধ্যে কয়েকবার দাপাদাপি করে কুকুরটা

টানটান হয়ে স্থির হয়ে গেল। অশ্রুসজল মাদাম কোয়াতের বাহু স্পর্শ করে রিচার্ড লী বললেন,

—গলার চেন দেখে মনে হচ্ছে মোটা চেন কুকুরটা ছিঁড়ে ফেলেছিলো। গুলি করে মারতে হয়তো হতো, কিন্তু আপনি একটা বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়েছিলেন। পূর্বের সমস্ত চরিত্র ওর পাল্টে গিয়েছিল। আপনাকেও হয়তো আক্রমণ করতো। চলুন ঘরে চলুন।

ঘরে এলাম। সব শেষ। ব্রিগেডিয়ার দিন নেই। কর্নেল হ্যাট হাঁটু গেড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। রিচার্ড লীর কাঁধে ভর দিয়ে মাদাম কোয়াত সোফায় এসে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। নীরব অশ্রুধারা যেন বাধা মানে না।

হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে সঙ্গেই এল সিকিউরিটি পুলিশ। ডাক্তার ব্রিগেডিয়ারকে পরীক্ষা করে ঘোষণা করলেন—দেহে প্রাণ নেই। স্ট্রেচার বাহিত ব্রিগেডিয়ারের দেহ আড়িকে মাদাম কোয়াত এতক্ষণে হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

রিচার্ড লী আমার বাহু স্পর্শ করে বলেন,

—মাদাম কোয়াত ব্রিগেডিয়ারকে বিয়ে করবার জন্যে মনস্থির করেছিলেন। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

সিকিউরিটি পুলিশ মামুলী তদন্ত করে চলে গেল। অফিসার মাদাম কোয়াতের পরিচিত। জীপে ওঠবার সময় বললেন,

—কুকুর পোষাই আমি অপছন্দ করি।

কর্নেল হ্যাট এ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে গেলেন। রিচার্ড লী আমাকে একটু নিভৃতে ডেকে বলেন, আমার আর অপেক্ষা করলে চলবে না। কাল সকালে একবার আসবো, মাদাম কোয়াতকে বলবেন। আপনি কিছুক্ষণ থাকুন। ভদ্রমহিলা সাংঘাতিক শক্ পেয়েছেন। একজন কাছে থাকা দরকার। দুর্ঘটনা সব সময়ই দুঃখের ও অসম্ভব রকম যুক্তিহীন। ঐ রকম একটা মোটা ছেকল ছেঁড়া সোজা কথা!

ঘরে ঢুকতেই মাদাম কোয়াত ধরা গলায় বলেন,

—আমাকে একটু সাহায্য করবেন মিঃ সেন। মনে হচ্ছে আমি যেন পায়ের শক্তি হারিয়েছি।

বিনা বাক্যব্যয়ে মাদাম কোয়াতকে সোফা ছেড়ে উঠতে সাহায্য করি। হাত

ছাড়িয়ে মাদাম কোয়াত তারপর নিজেই হাঁটতে শুরু করেন। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে হাঁপতে শুরু করলেন,

—ওঁরা সব চলে গেছেন?

—হ্যাঁ।

—আপনি থাকলেন কেন?

—আমিও যাব।

—আপনার কি খুব তাড়া।

—তাড়া কিছুই নেই। আপনি বল্লে আমি আরও অনেকক্ষণ থাকতে পারি।

—আর একটু বসুন।

মাদাম কোয়াত আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে এলেন। সুন্দর সাজানো ঘর। প্রাচুর্যের ছাপ সর্বত্র। মাদাম কোয়াত ক্রমে সুস্থ হচ্ছেন। আকস্মিক বিপর্যয়ে অসম্ভব রকম পযুদস্ত হয়েছিলেন। ব্রিগেডিয়ার দিন্-কে বিয়ে করতে মনস্থির যদি করে থাকেন, তাহলে তাঁর পক্ষে এতবড় আঘাত সহ্য করা নিশ্চয়ই মুস্কিল।

মাদাম কোয়াত বলেন,

—দয়া করে ও ঘর থেকে হুইস্কীর পাত্রটা আনবেন। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে। কষ্ট হচ্ছে। একটু খেতাম।

একটা সিগারেট ধরিয়ে পাশের ঘর থেকে গ্লাস বানিয়ে আনলাম। অনেক কিছু ভাবছিলাম। আমার কিছুই যেন মাথায় নিচ্ছিল না।

হঠাৎ নজরে পড়লো। মাদাম কোয়াতের হাতে একটা গ্লাস তুলে দিয়ে নিজের আসনে ফিরে আসবার সময় চোখে পড়লো। ভারী চীনা কার্পেটের ওপর একটা রুমাল। অতি তুচ্ছ জিনিষ। কিন্তু মাথাটা আমার ঘুরে গেল। রুমালের এক পাশে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা—এন. বি ডি—অর্থাৎ নুয়েন বিন দিন্।

লুকোনোর কোন চেষ্টাই আমি করিনি। অতি তুচ্ছ ব্যাপারটা আমার চোখে পড়লেও উপেক্ষাই হয়তো করতাম। কিন্তু মাদাম কোয়াতকে আমি চিনি। তাই উন্মত্ত এ্যালশেসিয়ানের ছুটে গিয়ে ব্রিগেডিয়ারের টুঁটি চেপে ধরার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য না করলেও একটা অসঙ্গতি আমাকে বারবার ভাবিয়ে তুলেছিল। সবটাই কি দুর্ঘটনা!

একটার পর একটা চিন্তা দ্রুত আমার মাথার মধ্যে বয়ে যায়। হুইস্কীর বড় পেগটা টক্ করে মেরে দিয়ে মাদাম কোয়াতের দিকে তাকাই। মাদামও দেখলাম স্থিরনেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি আমার সিদ্ধান্তে পৌঁছে

যাই। নত হয়ে কার্পেট থেকে রুমালটি টেনে তুললাম। রুমালের এক প্রান্তে খাকী সুতোয় এন. বি. ডি চিহ্নটি আর একবার নিরীক্ষণ করি। মাদাম কোয়াতের দিকে তুলে ধরে বললাম,

—যদি কিছু মনে না করেন ব্রিগেডিয়ার দিন্-এর এই রুমালটা আপনি নষ্ট করে ফেলুন।

আমার স্থির দৃষ্টি। মাদাম কোয়াতের নিষ্পলক আঁখি। চিত্রার্পিত মাদাম কোয়াতের অদ্ভুত মুখশ্রী।

রুমালটা আমার হাতে তখনও ধরা। ফিউজ্ খোলা গ্রানেড-এর সামনে যেন আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। যে কোন মুহূর্তের জন্যে আমিও তৈরি হয়ে গেছি।

—আমি আপনাকে চিনেছি।

মাদাম কোয়াত নীরব।

—শুধু এটুকু কথা দিতে পারি, আপনার সামান্য রকম ক্ষতি হোক আমি চাই না। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

মাদাম কোয়াতের অভিব্যক্তিহীন স্থির অচঞ্চল মুখশ্রীর এতটুকু পরিবর্তন হল না।

—মাদাম কোয়াত, আপনি কি আমাকে অবিশ্বাস করেন?

—আপনাকে আমি বন্ধু বলে জেনেছি।

—আমার অনুমান নির্ভুল বলে দাবী করতে পারি?

—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু রিচার্ড লী কি এঘরে ঢুকেছিলেন?

—না।

—আমার ব্লাউজের মধ্যে থেকে রুমালটা অসতর্ক মুহূর্তে কখন যে পড়ে গেছে একদম খেয়াল করিনি। এমন ভুল আমার হওয়া উচিত নয়।

—আপনি ব্রিগেডিয়ার দিন্‌কে হত্যা করলেন কেন?

—ব্রিগেডিয়ার দিন-কে না সরালে হয়তো তিনি এতক্ষণে আপনাদের সামনেই আমাকে গুলি করে মারতেন। তিনি আমাকে খুন করতে এসেছিলেন।

—কেন?

—কারণ ব্রিগেডিয়ার আমাকে চিনে ফেলেছিলেন। ব্রিগেডিয়ার বুঝেছিলেন সমস্ত সামরিক গোপন খবর আমি জেনে ফেলেছিলাম। সামরিক কোড

আমি তাঁর অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে সংগ্রহ করেছি। মিথ্যে প্রেমের অভিনয় করে দিনের পর দিন গোপন সামরিক সংবাদ সংগ্রহ করেছি। গত পরশু দিন্-এর চূড়ান্ত পরাজয়ের সবচেয়ে বড কারণ আমি। সন্দেহ হয়তো হয়েছিলো, কিন্তু নিশ্চিত হয়েছেন আজ। আমি দুপুরেই জানতে পেরেছি ব্রিগেডিয়ার আমাকে চিনতে পেরেছেন। ফোনে যখন জানালেন সন্ধ্যেতে আমার এখানে আসছেন, সে ধারণা তখন আমার দৃঢ় হ'ল। তাই কর্নেল হ্যাট-কেও আমি সঙ্গে আনতে বলি। ব্রিগেডিয়ার যাতে কর্নেল হ্যাটকে সন্দেহ করেন। রিচার্ড লী-কে ডেকেছিলাম আগেই। তিনি আমার কাছে সায়গনী শাসকদের মতিগতির সন্ধান নেন। আমার একজন শুভার্থীকে পাশে রাখবার জন্যে আপনাকে ডেকেছি।

—কিন্তু আমার মনে হয় আপনি আর আত্মগোপন করে থাকতে পারবেন না। যে কোন সময়ে ধরা পডবার আশঙ্কা।

—জানি। আগামী চ'ব্বিশ ঘণ্টা আমার সবচেয়ে বড পরীক্ষা। তবে আমি কোন ঝুঁকি নেব না।

—আপনার এ্যালশেসিয়ান কি অসুস্থ ছিল?

—মোটেই নয়। না খাইয়ে ওকে আমি আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছিলাম। ব্রিগেডিয়ারের গাডি বাগানে ঢুকতেই আমি রুমাল শুঁকিয়ে ব্রিগেডিয়ারকে চার্জ করতে বলেছিলাম। রুমালটা আপনি পেয়েছেন আমার ভাগ্য। রিচার্ড লীর হাতে পড়লে আমি বিপদে পডতাম।

—রিচার্ড লী কে?

—ইয়াঙ্কী। আমার অনুমান মিঃ লী একজন সি আই. এ প্রতিনিধি।

—রুমালটা থেকেই আমি শুধু আন্দাজ করিনি--আপনি যে একজন বিপ্লবী আমি আগেই জেনেছিলাম। শুধু রুমালটা থেকে এতবড রকমের সন্দেহ হয়তো আমার হ'ত না।

—জানি।

—আপনি জানতেন আমি আপনাকে চিনি?

—জানতাম।

—আপনি জানতেন যে আমি আপনাকে একজন বিপ্লবী বলে চিনতে পেরেছি?

—জানতাম মিঃ সেন। সায়গন নদীর ধারে আমার শরীরে অস্ত্রোপচারের দাগ দেখবার জন্যে আপনি যেদিন কৌতূহলী হয়েছিলেন, সেদিনই আমি বুঝতে

পেরেছি। আপনার মত একজন লোক আমার নগ্ন শরীর দেখবার লোভ সামলাতে পারছিলেন না, এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। অবশ্য গোটা ব্যাপারটাই আমার তৈরি। কিছুদিন থেকে আমার সন্দেহ হচ্ছিল—তাই সায়গন নদীতে স্নান করবার ছুঁতো করে, অল্প একটু পোষাকে আপনাকে যাচাই করবার চেষ্টা করেছিলাম। আপনি কাঁকড়া বিছের প্রসঙ্গ তুলে ব্যাপারটা চাপা দিতে চেষ্টা করেছেন। আপনার আশ্চর্য রকম জেশ্চাবের স্বপক্ষে একটা যুক্তি খাড়া করেছিলেন। কিন্তু আপনাকে আমি ধরে ফেলেছিলাম। বুঝলাম ডাঃ থিন আপনাকে সব কথাই বলে গেছেন।

—এয়ার পোর্টের মধ্যে ম্যাক্সওয়েল টেলরের বিমান নষ্ট করবার ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে দিলেন সেদিন !

—হ্যাঁ, ডাঃ থিনের ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্যেই ঐ একটা সাজানো ব্যাপার আমাকে তৈরি করতে হয়েছিল। আমার প্রতি যদি কোন সন্দেহও আসে, সেটুকু নির্মূল করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। ডাঃ থিনকেই আমি একজন দলত্যাগী বিপ্লবী বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে নিজেকে আড়াল করেছি। আমরাই বিস্ফোরক এয়ারপোর্টে রেখেছিলাম। ডাঃ থিন আমাকে কোন কথাই বলে যান নি। তিনি তার আগেই মারা গিয়েছিলেন।

—সন্দেহ হলেও পুরোপুরি কোন সময়ই আমি ভাবতে পারিনি আপনি একজন বিপ্লবী। এই রকম বিশ্বাস করতেই ভাল লেগেছে।

—আপনার সম্পর্কেও আমি ভেবেছিলাম—কিন্তু যখন দেখলাম ডাঃ থিনের ব্যাপারের পর কোন রকম সন্দেহের মধ্যে আমাকে পড়তে হ'ল না, তখন বুঝলাম আপনি যে কোন কারণেই হোক আমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছেন না। তারপর ক্রমে আপনাকে বিশ্বাস করতে পেরেছি। বুঝেছি আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর আপনার প্রকৃত শ্রদ্ধা আছে। আপনার রিপোর্টিং নির্ভিক ও ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ খুলে দেবার চেষ্টা করে। আপনাকে ধীরে ধীরে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছি।

—ব্রিগেডিয়ার দিন-এর ব্যাপারটা সহজেই মিটে যাবে বলে মনে হয় ?

—বলা মুস্কিল। তবে আমার নাগাল পাওয়া দুষ্কর। রিচার্ড লী থাকাতে আরও সুবিধা হয়েছে।

—ব্রিগেডিয়ার দিন্ কি সত্যিই আপনার ক্ষতি করতো ?

মাদাম কোয়াতের দুটি চোখ মুহূর্তে জলে ওঠে।

—আপনি ওকে চেনেন না, আমি জানি। ব্রিগেডিয়ার দিন্-এর মত হিংস্র ভয়াবহ সামরিক অফিসার সায়গনী শাসনে হাতে গোনা যায়। দিনের পর দিন এই ঘরে তাঁর সঙ্গে আমি প্রেম করেছি। জানোয়ারটা আমাকে রিক্ত করেছে—আমিও তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছি। একটার পর একটা সফলতা আমাকে আরও উন্মাদ করে তোলে। সব কথা আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না—পুরো অপারেশন টেকনিক আমি বদল করে দিয়েছি। ভুল ম্যাপ রেখে ভুল জায়গায় ভুল যুদ্ধ বাধিয়েছি। সামরিক কোড জেনে নিয়ে আত্মঘাতী বোমাবর্ষণ ডেকে এনেছি। আজ সকালে আমার কাছে গোপন সংবাদ আসে ব্রিগেডিয়ার আমাকে সন্দেহ করেছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা ঘোষণা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সামরিক আদালতের বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হ'ত। আমাকে তিনি তাই নিভৃতে পেয়ে হত্যা করতে মনস্থির করেছিলেন। আমাকেও তাই প্রস্তুত হতে হয়েছে ?

—আপনার সমস্ত কথাই আমার কেমন রহস্যজনক মনে হয়।

—আমি যে রহস্যময়ী। কিন্তু এ জীবন থেকে আমি মুক্তি চাই। গুপ্তচর ঘেঁষা কাজ আমার ভাল লাগে না। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে এই বৃত্তি আমাকে মেনে নিতে হয়েছে। তবে অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের মুক্তিফ্রন্ট হয়তো সায়গনে আমাকে আর রাখবে না।

—মুক্ত এলাকা দেখবার আমার খুবই ইচ্ছে।

—আমি আপনাকে সুযোগ করে দিতে পারি কিন্তু আবার ফিরে আসা আপনার পক্ষে হয়তো একটু কঠিন হবে। যা হোক আমি দেখছি। মুক্ত এলাকা আমাদের প্রয়োজনেও আপনার দেখা দরকার। আমি আপনাকে খবর দেব। তবে আপনার এতটুকু ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে আমি কোন ঝুঁকি নেব না।

মাদাম কোয়াত মৃদু হাসলেন। নিজেকে প্রকাশ করে দেবার একটা অনাবিল আনন্দসুখ তাঁর চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সুন্দর টসটসে মুখশ্রীতে একটা ক্লান্তির ছাপ। অসাধারণ মাদাম কোয়াত আমাকে যেন নির্বাক করে দিয়েছেন। আমি ভেবেছি অনেক কথা। সবচেয়ে বেশী মনে হয়েছে মাদাম কোয়াতের জীবনে এ সবের কী প্রয়োজন ছিল! এই বাড়ি, এই বাগান, এত সুন্দর আসবাব, এত সুন্দর চেহারা—সবই তো ছিল। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভয়াবহ এই রাজনৈতিক জীবন বেছে নেবার কোন দরকারই ছিল না।

দেরাজের ওপর রাখা ফটো ফ্রেমের ওপর চোখ পড়ে। মাদাম কোয়াত তাঁর স্বামীর পাশে সাদা ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

—আপনি কি কমিউনিস্ট?

—হাঁ আমি কমিউনিস্ট।

—আপনি মার্ক্সবাদ পড়েছেন?

—পড়েছি।

—লিবারেশন ফ্রন্টের সঙ্গে আপনার কিভাবে যোগাযোগ হ'ল?

—শুরু থেকেই আমি লিবারেশন ফ্রন্টের কাজে অংশ গ্রহণ করি। বিয়ের পর আমার স্বামীর সঙ্গে সায়গন চলে আসি।

—আপনার স্বামী তো আর্মি অফিসার ছিলেন।

—হ্যাঁ।

—তিনি কি আপনার রাজনৈতিক চরিত্রের কথা জানতেন?

—আমাদের দু'জনের রাজনীতির ক্লাসেই পরিচয় হয়। রাজনীতি তিনিই আমাকে শিখিয়েছেন। আমার স্বামী ফরাসী ও জাপানীদের বিরুদ্ধে গেরিলা লড়াইতে ছিলেন। দেশ বিভাগের পর দিয়েম যখন প্রাক্তন ফরাসী-বিরোধী ভিয়েতমীনদের ধরে ধরে গ্রেপ্তার শুরু করেন তখন তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন। সায়গনের প্রাক্তন শাসক জেনারেল খাঁনও ফরাসী আর্মিতে যোগ দেন। রাজনৈতিক পূর্ব-চরিত্র সকলেই বিসর্জন দেন। জেনারেল খাঁন যুদ্ধবিদ্যার সঙ্গে ফ্যাসিস্ট চরিত্রটি কব্জা করে এসেছেন। আমার স্বামীর কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি আর্মিতে থেকে ভেতরে ভেতরে কাজ করেছিলেন। পরে দু নৌকাতে পা রাখা মুস্কিল হ'ল—হয়তো প্রয়োজনও ফুরিয়েছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত জঙ্গলে চলে যান। আমার স্বামী হিসাবে সামরিক মর্যাদায় অন্য একটা দেহ কবর দেওয়া হয়। একমাত্র আমরাই সে কথা জানি। আমার স্বামী এখন লিবারেশন ফ্রন্টের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দায়িত্ব পালন করছেন।

মাদাম কোয়াত আমাকে অবাক করেছেন বহু আগেই, কিন্তু এতটা হতবাক পূর্বে কখনও হইনি। এত অকপট সত্য ভাষণ, এত সোজা, এবং তীব্র ভাবে যে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

—আপনি যখন ব্রিগেডিয়ারের রুমাল আমার চোখের সামনে মেলে ধরলেন, তখন আমি ভেবেছি এত বড় একটা মারাত্মক ভুল আমি কিভাবে করলাম।

—কিন্তু আমি ভেবেছিলাম হয়তো আমাকে উদ্যত পিস্তলের মুখে পড়তে হবে।

মৃদু হাসলেন মাদাম কোয়াত। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

—মুক্ত এলাকায় স্বাধীন ভাবে ঘুরে দেখবার ব্যবস্থার আমি চেষ্টা করবো। আগামী চব্বিশ ঘণ্টা আমি একটা উৎকণ্ঠায় কাটাবো। কোন সূত্রে যদি আমি বিপদাপন্ন হই, তার মুখোমুখি হবার জন্যেও আমাকে তৈরি থাকতে হবে।

—ব্রিগেডিয়ারের রুমালটা আপনি নষ্ট করে ফেলুন।

—কোন দরকার নেই। নীচের ঘরে তাঁর টুপি আছে। হাতের ছড়িটাও দেখলাম রাখা আছে—রুমালটা সেখানে থাকতে পারে। এই রুমাল দিয়েই আমি কাল সকালে সিকিউরিটি পুলিশের সামনে চোখ মুঁছবো। আমার জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না। চলুন, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আমি একটু হাসপাতালে যাই। ব্রিগেডিয়ার দিন্-এর দেহ নিশ্চয়ই এখন সামরিক হাসপাতালে রাখা আছে।

—আমি আপনার সঙ্গেও থাকতে পারি।

—অযথা এসবের মধ্যে আপনার না থাকাই ভাল। চলুন আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দি।

মাদাম কোয়াত যখন আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিলেন তখন অনেক রাত। আলো-আঁধারীর মধ্যে মাদাম কোয়াতকে অসম্ভব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। একটুকরো হাসলেন।

সে হাসিটুকুর ব্যাখ্যা নেই।

বেশ বেলা করেই হোটেলে ফিরেছি। চাবি আর পায়রার খোপ থেকে দিনের ডাক নিয়ে লিফ্টের দিকে পা বাড়িয়েছি এমন সময় পেছন থেকে কাউকে যেন ডাকতে শুনলাম,

—মিঃ সেন!

কাউন্টারের পরিচিত কর্মচারী। কায়দা দুরস্ত, অতিশয় ভদ্র। অমায়িক হেসে একটা কার্ড আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে,

—ইনি আপনাকে হোটেলে ফিরেই ফোন করতে বলেছেন।

কার্ডের ওপর চোখ পড়তেই দেখলাম মেজর কিম ভ্যান মিন, স্পেশাল অফিসার, ভিয়েতনামীজ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন।

—কখন এসেছিলেন?

—ঘণ্টা খানেক আগে।

-আচ্ছা আমি ফোন করবো

ফোন নম্বর দেওয়া ছিল। অনেক কথা ভাবতে ভাবতে ওপরে উঠে চললাম। মেজর কিম ভ্যান মিনকে আমি চিনি না। নিজে এসেছিলেন দেখা করতে। আবার ফোন করতেও বলে গেছেন। জরুরী প্রয়োজন নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার সঙ্গে মেজর মিন-এর কী বিশেষ দরকার বুঝলাম না।

ফোনটা অনেকক্ষণ বেজে চললো। বিরক্ত হয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখছিলাম, অবশেষে একজন ধরলেন।

—হ্যালো!

মেজর মিন নন, সুরেলা এক বামা কণ্ঠ।

—হোটেল ক্যারাভেলি থেকে বলছি, আমি মেজর মিন-কে চাই। তাঁকে একটু দয়া করে দিন না।

—একটু ধরুন।

অপর প্রান্তে রিসিভার রাখার শব্দ হ'ল। জুতোর শব্দ। বুঝলাম মেজর মিন ঘরে নেই। রিসিভার কানে চেপে ধরে দুটো জুতোই খুলে ফেললাম। টাই-এর ফাঁস আলগা করে এক হাতে ডাকের চিঠি খোলবার চেষ্টা করছি এমন সময় অপর প্রান্তের রিসিভারটা নড়ে উঠলো। পূর্বের নারী কণ্ঠ শোনা গেল,

—মেজর মিন এখন নেই। আমি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী। আপনি আমাকে বলতে পারেন।

—মেজর মিন কিছুক্ষণ আগে আমার হোটেলে এসেছিলেন। আমাকে তিনি ফোন করতে বলেছিলেন। আমি মিঃ সেন, ফরেন করস্পণ্ডেন্ট। হোটেল ক্যারাভেলি থেকে বলছি।

—আপনার কিছু জানানোর আছে?

—তিনি কখন আসবেন?

—যে কোন সময় এসে পড়তে পারেন। লাঞ্চের পর আর ফেরেন নি।

—দয়া করে জানাবেন আমি ফোন করেছিলাম। সন্ধ্যে পর্যন্ত হোটেলেই থাকবো। প্রয়োজন হলে তিনি যেন যোগাযোগ করেন।

—ঠিক আছে। আমি বলবো।

—ধন্যবাদ।

—ধন্যবাদ।

রিসিভার নামিয়ে রেখে উঠতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ চোখে পড়লো, অনেকটা

ছাই। সোফার পাশে কার্পেটের ওপর অসতর্ক মুহূর্তে চুরুটের আগুনের ডগা থেকে খসে যাওয়া জমাট গোল ছাই। নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। তবু কেমন যেন সন্দেহ হল। আমার অনুপস্থিতিতে কেউ ঘরে ঢুকেছিল বলে মনে হ'ল। যতদূর মনে করতে পারি চুরুট খান এমন কেউ গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার ঘরে আসেন নি। আরও আমার স্পষ্ট মনে আছে, আজ সকালে ঘরটা বিশেষভাবে পরিষ্কার করা হয়। সোফার ওয়াড়ও নতুন পাল্টানো হয়েছে। ঘর থেকে বেরোনোর আগে পর্যন্ত ঘরে বসেই রিপোর্ট টাইপ করেছি। আমার স্মরণশক্তি খুব নিচুমানের নয়। সকাল থেকে এ পর্যন্ত আমার ঘরে কেউ ঢুকেছেন বলে মনে করতে পারি না।

সিগারেট লাইটার ঘর থেকে খোয়া গেছে সে সম্পর্কেও নিশ্চিত করে কিছু বলা চলে না। সেটা সরিয়ে নেবার যুক্তি হয়তো আছে। কিন্তু নতুন ক'রে আমার ঘরে কিসের তাগিদে আসা।

ভিয়েতনামীজ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন আমার কাছে কী চায়? মেজর মিন কী প্রয়োজনে এসেছিলেন? ফোন করতেই বা বলেছেন কেন?

চুপচাপ বসে রইলাম অনেকক্ষণ। দুশ্চিন্তা আমার হয় না, তবে কেমন যেন বিরক্তির সঞ্চার করে।

আঁদ্রে মরিশও এ অভিযোগ একদিন করেছিলেন। আরও দু'একজনের এ ধরনের অভিযোগও আমার কানে এসেছে। হোটেল ক্যারাভেলির এক দুর্নাম আছে। আন্তর্জাতিক বহু মতলববাজ মানুষ এখানে ওঠেন। কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি হাতেনাতে ধরাও পড়েছেন। শোনা যায় দিয়েমের পতনের সময় এই হোটেলে বিদ্রোহী আর্মি জেনারেল ও মার্কিন কূটনৈতিক কর্মচারীদের কয়েক দফা বৈঠক হয়ে গেছে। এডমিরাল হ্যারী ফ্লিট্ সায়গন না ছাড়া পর্যন্ত বিমান ঘাঁটি যেন দিয়েম বিরোধী ফৌজ দখল না করে সেই ধরনের একটা ফোন এই হোটেল থেকে করা হয়েছে। হেনরী ক্যাবট লজ তাঁর ওয়াশিংটন যাত্রা স্থগিত রেখেছেন একথাও এখান থেকেই জানাজানি হয়েছিল।

মেজর মিন আমাকে ঘণ্টা খানেক বাদে ফোন করলেন। নিখুঁত ইংরেজী উচ্চারণ। শিষ্টাচারের বহর একটু বেশী,

—আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম। অতি জরুরী প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়া দরকার। গাড়ি পাঠিয়ে দেব কী?

—আমার সঙ্গেই বিশেষ প্রয়োজন? ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন।

—এসেই সব শুনবেন। আমি যেতাম, কিন্তু তাতে কাজ হবে না—দয়া করে আপনাকেই আসতে হবে। অন্যেরা আছেন—আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম।

—সন্ধ্যের পর আমার কাজ আছে। গাড়ি পাঠিয়ে দিন কিন্তু আমাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

—ঠিক আছে। আমরা বেশীক্ষণ সময় নেব না।

ভিয়েতনামীজ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন হোটেল ক্যারাভেলি থেকে খুব একটা দূরের পথ নয়। দীর্ঘ টো ডো স্ট্রীটের অপর প্রান্তেই বলা চলে। পুরোনো ফরাসী ঢঙের বাড়ি। আজ থেকে দশ বছর আগে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের ঢঙে সায়গনের এই গোয়েন্দা দপ্তর তৈরি করে গেছেন। আপাতদৃশ্য সর্বস্তরেই ভিয়েতনামী কর্মচারী বহাল থাকলেও সমস্ত অপারেশন টেকনিক ঝানু মার্কিন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যুরোর নিজস্ব ফরেনসিক ডিপার্টমেণ্ট অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতী ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সজ্জিত। এক জোন থেকে অন্য জোনে চলাফেরা করবার ছাড়পত্রও ব্যুরোর হাতে। মোবাইল চেক পয়েণ্টে বাস ও যানবাহন আটকে নাগরিকদের সার্চ করবার কাজে ব্যুরোর একশ্রেণীর নিষ্ঠুর কর্মচারীর সামনে আমাকেও ব্যাগ খুলে দাঁড়াতে হয়েছে কয়েকবার। এমন কী 'স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে আমেরিকান দেশবাসী কর্তৃক প্রদত্ত' মার্কামারা বড় বড় দুধের ভ্যানও ব্যুরো সার্চ করতে ছাড়ে না।

মেজর মিন যেন আমার অপেক্ষাই করছিলেন। হুড়হুড় করে কথা বলেন। চালচলনে অসম্ভব ক্ষিপ্রতা। মজবুত চেহারা। বয়স চল্লিশের বেশী নয়।

—আপনাকে আমি দুপুর থেকে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছি। আপনি ফোন করেছিলেন আমি জানি। প্রেস ব্যুরোতে খোঁজ করেছি, শুনলাম আপনি বেরিয়ে গেছেন। তাই হোটেলে বলে আসতে হ'ল। যাক ভালই হ'ল।

—আমাকে আপনারা এত খোঁজ করে বেড়াচ্ছেন কেন?

—অল্পক্ষণ বিরক্ত করবো। আসুন।

মেজর মিন আমাকে পথ দেখিয়ে নিজেই নিয়ে চললেন। অনেক কথাই বললেন কিন্তু আমাকে যে কী কারণে ডাকা সে সম্পর্কে কিছু জানা গেল না।

করিডোরের অপর প্রান্তে চওড়া একটা ঘরে আমাকে আনা হল। ছাড়ানো মুরগীর মতো চেহারার প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক বিরাট ঘরে বসে আছেন। সামনের

টেবিলটা অস্বাভাবিক বড়। অন্তি কম বিশ খানা চেয়ার টেবিলটাকে ঘিরে থাকতে পারে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসতে বললেন। মনে হ'ল পূর্বেই আমার সম্পর্কে তাঁকে ওয়াকিবহাল করা হয়েছে। মেজর না বসে সেলাম ঠুকে চলে গেলেন। কানে কানে আমাকে বলে গেলেন, ইনিই ব্যুরোর সর্বময় কর্তা—লী-কোয়াং ভাঙ।

শীর্ণকায় মানুষটি ছোট্ট করে তাকিয়ে ঠোঁটে একটু হাসলেন। বোতাম টিপলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজন এসে হাজির হল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক-মুখ তুলে বললেন,

—চা!

একটা সিগারেট ধরিয়ে সোজা হয়ে বসলাম। জানতে চাইলাম,

—আমাকে কী জন্যে ডাকা হয়েছে আমি এখনও কিছু জানি না।

—বিশেষ কিছু নয়। কতগুলো প্রশ্ন করবো আপনাকে। আপনার পাশপোর্ট, প্রেস কার্ড ইত্যাদি একটু দেখাবেন।

ব্রিফ কেস খুলে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র বার করলাম।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ওসব কিছুই দেখলেন না। আবার বোতাম টিপলেন। একটা ঠাণ্ডা হিমশীতল মানুষ। কথার মধ্যে চড়া সুর নেই, বিনয়েরও কিছু মাত্র আভাস নেই।

পূর্বের লোকটা আবার এল। টেবিলে রাখা আমার কাগজপত্তরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন,

—নিয়ে যাও।

আমার নথিপত্র সবই লোকটা নিয়ে গেল।

—কতদিন আছেন এখানে?

—আট মাস!

—এর আগে আপনি কোথায় ছিলেন?

—কঙ্গো—লিয়োপোল্ডভিল।

—আপনি আমেরিকান প্রেসের সঙ্গে কতদিন কাজ করছেন?

—সাত বছর!

—এশিয়ার অন্য কোথাও আমেরিকান প্রেসের হয়ে কাজ করেছেন?

—না!

—ম্যানিলাতে ছিলেন কখনও?

—কিছুদিন, সায়গন আসবার আগে ছ' সপ্তাহ ম্যানিলায় ছিলাম।

—সায়গনে হোটেল ক্যারাভেলি ছাড়া অন্য কোথাও ছিলেন ?

—না।

—আমাদের সায়গন প্রেসের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে ?

—খুব। অনেকেই আমার বন্ধু।

—মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে আপনার কী রকম জানাশোনা ?

—অনেকেই আমার পরিচিত। কাজের খাতিরে নিত্য নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে।

—আচ্ছা আপনি একজন সুরেন লীন কে চেনেন ?

—সুরেন লীন ! তিনি কী একজন ভিয়েতনামী সাংবাদিক ?

—বলতে পারবো না। তাঁর পেশা আমি জানি না। দেখুন তো চিনতে পারেন কি না।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক টানা থেকে একটা চওড়া খাম টেনে বার করলেন। একটি ফটোগ্রাফ বার করে আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে বললেন,

—দেখলে হয়তো চিনতে পারবেন।

বেশ কিছুক্ষণ দেখলাম। একজন পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের ভিয়েতনামী যুবা, চুলগুলো ছোট করে কাটা। একটা চোখ কাণা। হঠাৎ মাথায় এল, ডাঃ থিন একটা কাণা লোককে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁকে স্যাডো করতে দেখেছিলেন।

—চিনতে পারলাম না। দেখেছি বলেও মনে হচ্ছে না।

চা এল। পট থেকে দু'কাপ ঢেলে দিয়ে লোকটা চলে গেল।

চা খেতে খেতে ভদ্রলোক ক্ষণিকের জন্য মুখ তুললেন। শীর্ণ মুখটার মধ্যে চোখদুটো যেন জ্বল জ্বল করছে। হাতের আঙুলগুলো অস্বাভাবিক রকম শুকনো। সোনালী ফ্রেমে বাইফোকাল চশমা। প্রশ্নগুলের মধ্যে একটা নির্লিপ্ততা—উত্তর শোনাতেও খুব একটা আগ্রহ নেই। খাম থেকে অপর একটা ছবি টেনে নিয়ে আমার হাতে দিলেন,

—দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা ?

ছবিটার ওপর চোখ পড়তেই যেন একটা তড়িৎপ্রবাহ আমার সারা শরীরের মধ্যে বয়ে গেল,

—চিনি, ইনি মাদাম কোয়াত !

—কতদিন চেনেন ?

—বেশ কিছুদিন। চারদিন আগেও তাঁর বাড়িতে একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনার সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম।

—আপনার সঙ্গে কী ধরনের মেলামেশা ছিল ?

—পরপুরুষের সঙ্গে একজন অভিজাত মহিলার যেটুকু সুস্থ বন্ধুত্ব থাকা সম্ভব। মাদাম কোয়াতকে আমি বিলক্ষণ চিনি। ভাল করেই জানি।

—কতটুকু জানেন ?

—মাদাম কোয়াতের স্বামী যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। অভিজাত পরিবার, মাদাম কোয়াত সরকারী দপ্তরে কাজও করেন।

—মাদাম কোয়াতের সঙ্গে আপনার কবে শেষ দেখা হয় ?

—দুর্ঘটনার রাত্রেই আমাদের শেষ দেখা। মাদাম কোয়াত আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে যান।

—তারপর আপনার সঙ্গে মাদাম কোযাতের আর দেখা হয় নি ?

—না।

দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের আগ্রহ দেখলাম বেশী। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন। অনেক কিছুই জানতে চাইলেন। আমি কেমন অস্থির হয়ে পড়ছিলাম। দেখলাম বোকার মত শুধু প্রশ্নের উত্তর দিলে প্রৌঢ় আমাকে পেয়েই বসবে। একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললাম,

—সেদিন আমার মত আরও দু'জন মাদাম কোয়াতের বাড়ি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের ডাকলেও আপনি এসব কথা শুনতে পেতেন।

—তাঁদের ডেকেছিলাম। তাঁদের কথা আমার শোনা হয়ে গেছে।

—আপনি কী মাদাম কোয়াতকে কোন রাজনৈতিক কারণে সন্দেহ করেন ?

—হয়তো করি।

—তাঁকে ডেকে এসব প্রশ্ন করা যেতে পারে।

—মাদাম কোয়াতের সঙ্গে আপনার শেষ দেখা কবে হয়েছে ?

—দুর্ঘটনার দিন তাঁর বাড়িতেই। তিনি আমাকে হাসপাতালে যাবার রাস্তায় হোটেলে নামিয়ে দিয়ে যান।

—তারপর আর দেখা হয়নি ?

—না।

—কোন কথা হয়েছে ?

—না। দু'দিন আমি সায়গনে ছিলাম না। জরুরী কাজে বিয়েন হোয়া গিয়েছিলাম।

—দুর্ঘটনার পর মাদাম কোয়াতের কোন খোঁজই আপনি রাখেন নি ?

—বললাম তো, সেই রাত্রেই আমাদের শেষ দেখা।

—মাদাম কোয়াতের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক কার সঙ্গে ছিল বলতে পারেন ?

—বলা মুস্কিল, তবে শুনেছিলাম নিহত ব্রিগেডিয়ারকে বিয়ে করবার জন্যে তিনি মনস্থির করেছিলেন।

—একথা আপনি কোথায় শুনলেন।

—আমেরিকান সিকিউরিটি অফিসার রিচার্ড লী দুর্ঘটনার দিনই একথা আমাকে জানিয়েছিলেন।

—রিচার্ড লী কে আপনি জানেন ?

—জানি।

—মাদাম কোয়াত সম্পর্কে আপনার কী ধারণা।

—অভিজাত, শিক্ষিতা ও সুন্দরী ভদ্রমহিলা। আমাকে পছন্দ করেন, আমিও মাদাম কোয়াতকে শ্রদ্ধা করি।

—মাদাম কোয়াতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে আপনার কী অভিমত ?

—বিশেষ কোন রাজনৈতিক চরিত্র আছে বলে আমি জানি না। তবে, সামরিক উচ্চমহলে ও মার্কিন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট পরিচয় থাকায় মনে হয় তিনি বর্তমান শাসনের একজন উৎসাহী সমর্থক। তবে আমার প্রশ্ন, মাদাম কোয়াতকে ডেকে এসব প্রশ্ন স্বচ্ছন্দে করা যেতে পারে। আমি মাদাম কোয়াতকে কতটুকু চিনি ! আপনি মাদাম কোয়াতকে ডাকলেই তো পারেন।

—দুর্ঘটনার দিন আপনি কী দেখেছিলেন মনে পড়ে ?

—আমরা ঘরে ছিলাম এমন সময় মাদাম কোয়াতের কুকুরটা—

বাধা দিয়ে প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন,

—মাদাম কোয়াত ঘরেই ছিলেন ?

—হ্যাঁ, ঘরেই ছিলেন। যতদূর মনে আছে আমরা তিনজনই দোতালার পোর্টিকোর সামনে ছিলাম।

—ভাল করে ভেবে দেখুন তো।

—আমি যতদূর স্মরণ করতে পারি মাদাম কোয়াত ঘরেই ছিলেন।

—মাদাম কোয়াতের দৈনন্দিন জীবনে কখনও সন্দেহভাজন কোন মানুষ আপনার চোখে পড়েছে? কারো নাম মনে করতে পারেন?

—তাঁর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিতান্তই তুচ্ছ। কখনও কখনও আমার হোটেলে আসেন। আমিও তাঁর বাড়িতে যাই। তাঁর সম্পর্কে আরো কিছু জানার থাকলে মাদাম কোয়াতকেই ডেকে এসব প্রশ্ন করা উচিত।

প্রৌঢ় মানুষটি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর টিপে টিপে বললেন,

—মাদাম কোয়াতকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে গত চব্বিশ ঘন্টা আমাদের ব্যুরো ও পুলিশবাহিনী গোটা দক্ষিণ ভিয়েতনাম চষে বেড়াচ্ছে জানেন?

—মাদাম কোয়াতকে পাওয়া যাচ্ছে না!

—আমাদের বড় দেরি হয়ে গেছে। আমার মনে হয় মাদাম কোয়াত অনেক আগেই আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছেন।

—তিনি পালিয়েছেন?

—আপনি অবাক হচ্ছেন, আমরাও কম বিস্মিত হয়নি। প্রৌঢ় এবার একটু প্রগলভ হয়ে ওঠেন,

—মাদাম কোয়াত ছিলেন সায়গনে ভিয়েত কং নেটওয়ার্কের অন্যতম কেন্দ্র-বিন্দু। প্রায় দু'বছর তিনি নির্বিঘ্নে এই ধ্বংসাত্মক কাজের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। এত নিখুঁত তাঁর কাজ, ব্যুরো কোন দিন সন্দেহ করতে পারেনি। তাঁর পরিচিত পৃথিবীর তালাশ চলছে গত চব্বিশ ঘন্টা।—অনুসন্ধানে জানতে পাচ্ছি হয় আপনি, নয় রিগার্ড লী, ব্রিগেডিয়ার, উইং কমাণ্ডার, ব্যুরোর অন্যতম চীফ, এমন কী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হোমড়া-চোমড়া—দলের মানুষের কোন পাত্তা করতে পাচ্ছি না।

—কল্পনা করা যায় না।

—পুরো ব্যাপারটাই অসম্ভব বিভ্রান্তিকর। আগে একবার কোন কারণে সন্দেহ হয়েছিল—ওপর থেকে ধমক খেয়ে ইনভেস্টিগেশন বন্ধ করে দিতে হয়।

—আপনি হয়তো জানেন না, হোটেল ক্যারাভেলিতে একবার এক ডাক্তারের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী অনুসরণ করে এয়ারপোর্টের রানওয়ে থেকে তিনি একবার মলোটভ ককটেল উদ্ধার করেন। ম্যাক্সওয়েল টেলর আসার কথা ছিল সেই সময়

—সব জানি। গত চব্বিশ ঘণ্টায় মাদাম কোয়াতের সমস্ত সংবাদ আমার হাতে এসেছে।

—তাঁর স্বামী যুদ্ধে নিহত হন। ভিয়েত কং-দের হাতেই তিনি নিহত হয়েছেন। কিন্তু মাদাম কোয়াত—

—ভিয়েত কং-দের হাতে তিনি নিহত হয়েছেন বলা চলে না। তিনি আদৌ নিহত হয়েছেন কিনা আমার ঘোরতর সন্দেহ হয়।

—মাদাম কোয়াত যে ভাবে চলাফেরা করতেন তাতে মনে হয়েছে তাঁর আর্থিক প্রাচুর্য যথেষ্ট।

—মাদাম কোয়াতের চেহারা আর এ্যারিস্টোক্রেসী আমাদের বেকুব বানিয়েছে। তিনি সর্বস্তরে তাঁর লোক রেখে গেছেন। দিনের পর দিন সামরিক নথি, গুরুত্বপূর্ণ দলিল বার করে নিয়ে গেছেন। আমরা সন্দেহ করছি শেষ পর্যন্ত ব্রিগেডিয়ার সব জানতে পেরেছিলেন, তাই নিছক এক দুর্ঘটনার আমদানী করে মাদাম কোয়াত বাঁচতে চেষ্টা করেছিলেন। আরও মজার কথা কী জানেন, আমরা যখন ঠিক করলাম মাদাম কোয়াতকে গ্রেপ্তার করা দরকার তখন তিনি সায়গন ত্যাগ করেছেন। আমাদের ব্যুরোর গোয়েন্দা মাদাম কোয়াতকে শেষ দেখেছে পরশু বিকেলে। ব্রিগেডিয়ারের কবরের পাশে এক স্তবক সাদা ফুল সাজিয়ে কালো পোষাকে মাথা নত করে বসে আছেন। ঐ দিন তিনি ব্যাঙ্ক থেকে বিস্তর টাকা তুলেছেন। বিনা নোটিশে একসঙ্গে অত টাকা তোলা যায় না—এজেন্ট সুন্দরী দেখে ভুলে গিয়েছিলেন।

—আমার কাছে খুবই অসম্ভব মনে হচ্ছে।

—আপনাকে ডেকে পাঠাতে আমরা বাধ্য হয়েছি। নতুন কিছু আপনি বলতে পারবেন না আমি জানতাম। কিন্তু যদি কোন সূত্র পান, কখনও যদি সন্দেহ হয় আপনি সরাসরি আমাকে ফোন করবেন।

—মাদাম কোয়াত এতবড় একজন ষড়যন্ত্রকারী স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

—সত্যি কথা বলতে কী এই ভদ্রমহিলা দীর্ঘদিন ওপর মহলে বিচরণ করে, গোপনীয় সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু বার করে নিয়ে গেছেন। নিজেদের অজ্ঞাতে অতি দায়িত্বপূর্ণ সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি মাদাম কোয়াতকে দীর্ঘদিন সাহায্য করে গেছেন।

—সঠিক প্রমাণ কিছু পাওয়া গেছে? তাঁর পলায়নকে হয়তো আপনারা অযথা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

—প্রমাণ এ পর্যন্ত যেটুকু পেয়েছি সেটুকুই যথেষ্ট। অনেকে ,নিজেদের মুখ বাঁচানোর জন্যে সব কিছুই অস্বীকার করবেন। কিন্তু বুঝতে পারি,মাদাম কোয়াত কী সর্বনাশ করে গেছেন। মিথ্যে পারমিটে তিনি প্রায় আশি হাজার পিয়াস্ত্রার ওষুধ বার করে নিয়ে গেছেন গত সপ্তাহে। বিভিন্ন জায়গায়, নানা স্তরে তিনি যে ফাটল সৃষ্টি করে গেছেন তা একদিনে ধরা অসম্ভব।

—সত্যিই তিনি একজন উঁচুদরের রহস্যময়ী রমণী! আপনারা কবে তাঁকে পুরোপুরি সন্দেহ করলেন।

—রিচার্ড লী আমাদের সাহায্য করেন। কুকুরের মৃতদেহ বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়। তাতে তার অস্বাভাবিক কোন কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। শুনে আপনি আরও অবাক হবেন, কুকুরের ডাক্তারকেও আমরা কোন পাত্তা করতে পাচ্ছি না। মাদাম কোয়াতকে অনুসরণ করে যে সমস্ত সূত্র পাওয়া গেছে তাতে এ পর্যন্ত একজনকেও গ্রেপ্তার করা যায়নি।

—মাদাম কোয়াতের বাড়ি সার্চ করে……

—বাড়িটা এখন আমাদের অধিকারে। কিন্তু বিস্তর অনুসন্ধান চালিয়েও কোন কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

—আপান কি মনে করেন মাদাম কোয়াত লিবারেটেড জোন-এ পা লয়ে গেছেন?

—আমার তাই মনে হয়।

—সত্যিই, এতবড় একটা ব্যাপার কল্পনাও করতে পারি না।

—এইখানেই ব্যাপারটা মিটে গেলে খুব একটা অনুশোচনা থাকতো না। কিন্তু মাদাম কোয়াত কোথায় কি ভাবে তাঁর গেরিলা নেটওয়ার্ক রেখে গেলেন, সেই কথা ভেবে আমাদের দুশ্চিন্তা বাড়ছে।

পাশপোর্ট ও অন্যান্য নথিপত্র একজন আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। ব্রিফ কেসে পুরে রেখে মুখ তুলে চাইতেই প্রৌঢ় মানুষটি বললেন,

—বিশেষ আর কিছু জানার নেই। আপনি আসতে পারেন। যদি কোন সময় মাদাম কোয়াত সম্পর্কে কিছু খবর পান আমি আশা করবো আপনি সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

—আপনার কথা আমার মনে থাকবে।

ঘর ছেড়ে চওড়া করিডোর অতিক্রম করে এলাম। নিদারুণ এক অস্বস্তি আমাকে তছনছ করছিলো। একটার পর একটা চিন্তা কিছুমাত্র যোগসূত্র না

রেখে সামনে উদয় হয়। মাদাম কোয়াত কি সত্যিই পালাতে পারবেন! দুর্ধর্ষ গোয়েন্দার চোখে ধুলো দিয়ে নিরাপদ অঞ্চলে তিনি সত্যিই কি প্রবেশ করতে পেরেছেন!

ব্যুরো থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। ট্যাক্সি নেবার আগে কয়েক মুহূর্ত ভাবলাম। হোটেলে আর ফেরা হল না। সোজা প্রেস ক্লাবে যাওয়াই স্থির করি।

স্পেশাল করসপণ্ডেন্ট মিঃ ক্লার্ক মিলার-কে আহত অবস্থায় সায়গনে আনা হয়েছে। আঁন্দ্রে মরিশের সঙ্গে খবর পেয়েই সামরিক হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাই।

মিঃ ক্লার্ক মিলার একজন দক্ষ রিপোর্টার। নির্ভীক এই মানুষটি কাউকেই ছেড়ে কথা বলেন না। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে আমাদের একটা মিল আছে। গাল্ফ অফ টনকিনের তুচ্ছ অজুহাতের সুযোগ নিয়ে উত্তর ভিয়েতনামে ক্রমাগত নপাম বৃষ্টি করবার সামরিক পরিকল্পনার সমালোচনা করে তাঁর *'Another Goearnica'* প্রবন্ধটি দস্তুরমত সাড়া তুলেছিল। নানা বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। সায়গনের দূতাবাস মিলারের প্রবন্ধটি সম্পর্কে মন্তব্য করে: *The American commitment has been badly hampered by irresponsible, astigmatic and sensationalized reporting.*

মিঃ ক্লার্ক মিলার হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন,

—দূতাবাসের ভয়ে যদি আমার লেখার ঢং পাল্টাতে হয় তবে আমেরিকান প্রেসই আমি ছেড়ে দেবো।

সায়গন থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে বেনকাট্-এর কাছে তের নম্বর হাইওয়ে যেখানে বাউবা পৌঁছেছে সেই উপদ্রুত অঞ্চল থেকে মিঃ মিলারকে কাল নিয়ে আসা হয়েছে। 'ডাস্ট অফ' আর্মি হেলিকোপ্টারে সময় লেগেছে সামান্যই।

ভিয়েতনামের কাদামাটি, জংলা আর পাহাড়ী অঞ্চল থেকে যুদ্ধে হতাহতদের অপসারণের কাজ তুলনাহীন। দ্রুতগামী জেট ও হেলিকোপ্টার ও অতি উচ্চ শিক্ষিত মেডিক্যাল ইউনিট রেডিও ম্যাসেজের অপেক্ষায় চব্বিশ ঘণ্টা সদাজাগ্রত।

এখানকার ফিল্ড হসপিট্যাল-এর তৎপরতা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। বড় ধরনের সার্জারীর কোন ঝুঁকি অবশ্য নেওয়া হয় না। রক্তপাত বন্ধ করা, পোড়া জায়গা পরিষ্কার ও ড্রেস করে বা প্রয়োজনীয় রক্ত দিয়ে আহতদের প্যাসেফিক থিয়েটার বা সোজা আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পনের দিনের বেশি যাকে হাসপাতালে থাকতে হবে তাকে পাঠানো হয় জাপান, ওকিনহাওয়া অথবা অন্যতম মেডিক্যাল সেন্টার লুজন-এর ক্লার্ক এয়ারবেস। চার মাসের বেশি যাকে হাসপাতালে থাকতে হবে তাকে তার হোমটাউনের কাছের কোন হাসপাতালে

পাঠানো হয়। এই ধরনের আহত সেনাকে ধরে নেওয়া হয় ভিয়েতনামে তার পুরো মেয়াদের সৈনিক জীবন শেষ হয়েছে। অন্তত ন' মাসের মধ্যে তাকে আর ফিরতে হবে না। দ্রুতগামী জেট এই অসাধ্যসাধন করেছে। কোরিয়ার যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহতদের সরিয়ে এনে এতদূর পথ পাড়ি দিতে সময় লাগতো দশ দিন। আজ সি-১৪১ জেট, হেলিকোপ্টার অপারেশন ও দুর্গম জঙ্গলেও টেলি কমনিকেশন নেট ওয়ার্ক সময় সংক্ষেপ করেছে কল্পনাতীত। ভিয়েতনামের যে কোন অঞ্চল থেকে যাত্রা করে মার্কিন হাসপাতালে পৌছতে আজ সময় লাগে আঠারো থেকে বিশ ঘণ্টা। কোরিয়ার যুদ্ধের সময় বিমানে আহতদের বহন করবার অন্য ঝুঁকিও ছিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃতপ্রায় সৈনিকের আকাশে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের অভাব ঘটতো। বর্তমান জেটে স্বয়ংক্রিয় এয়ার প্রেশার ও অক্সিজেনের সুন্দর ব্যবস্থা। মিলিটারি এয়ার ট্রান্সপোর্ট-এর এরোমেডিক্যাল এভাকুয়েশনের নির্দেশে জেটের কেবিন বিশেষভাবে নির্মিত। ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্টের হিসেব থেকে দেখা যায় আহতদের উপদ্রুত অঞ্চল থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শতকরা ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। কোরিয়ার যুদ্ধের সময় মারা গেছে ২.৫ জন। ভিয়েতনামে বর্তমান হিসেব দাঁড়াচ্ছে ১'৬ জন।

ডাঃ পার্কার মিঃ মিলারকে চিনলেন। মিঃ মিলার একমাত্র অসামরিক ব্যক্তি বাউশাং-এ আহত হয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই হেসে বললেন,

—ভালই আছেন। মিঃ মিলারের আঘাত পায়ে। এ সপ্তাহটা দেখবো। মাস খানেকের আগে মিঃ মিলার হাঁটতে পারবেন বলে মনে হয় না।

আঁদ্রে মরিশ বললেন,

—আমি জানি দেখা করা মুস্কিল কিন্তু আপনি যদি বিশেষ অনুমতি দেন দয়া করে। আমাদের কিছু খবর জানার আছে।

ডাঃ পার্কার কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন,

—অনুমতি আমি দিতে পারি না, তবে আমি ফোন করে দিচ্ছি আপনারা ক্যাপ্টেন উইলিয়ম স্কার্ট-এর সঙ্গে দেখা করুন। তিনি অনুমতি দেন। আমার মনে হয় তিনি আপনাদের আটকাবেন না।

বেশ বোঝা গেল ক্যাপ্টেনের কাছে পৌছোবার আগেই ডাঃ পার্কার টেলিফোনে সুপারিশ করেছেন। ক্যাপ্টেন যেন তৈরি হয়েই ছিলেন। ছবি নেওয়া সম্পর্কেও কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। একজন নার্স শুধু

আমাদের পরিচয় লিখে নিলেন। পথ দেখিয়ে নিজেই আমাদের নিয়ে চললেন।

মিঃ মিলারের পৃথক ব্যবস্থাই ছিল। কেবিনটা নাতিদীর্ঘ। তবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত নয়। মিঃ মিলার টোকিও-র নামকরা এক ইংরেজী সাপ্তাহিক পাঠ করছেন। ডান পা উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখা। বিছানার মাথার দিকটা ভাঁজ করে উঁচু করা।

প্রসন্ন হেসে কাগজটা এক পাশে সরিয়ে রেখে মিঃ মিলার বললেন,

—আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে আরও কাহিল অবস্থায় দেখবেন আশা করেছিলেন!

আঁদ্রে মরিশ বললেন,

—ভিয়েত কং-দের অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে আমি ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছি।

রসিকতায় যোগ দিয়ে বললাম,

—সামান্য আঘাতের জন্যে এত ঘটা করে হাসপাতালে ভর্তি হবার দেখছি কোন দরকার ছিল না। রয়টার পর্যন্ত আহত হবার সংবাদ সরবরাহ করেছে। তাই প্রথমে ভেবেছিলাম দু' একটা গুলি-টুলি বা ফসফরাস গ্রেনেড বার্স্ট আপনাকে কাহিল করেছে।

—একটু বেশি রকম কাহিল করলে মন্দ হতো না, কিন্তু সজ্ঞানে বিছানায় পড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব! শুয়ে শুয়ে '*Proletarian heroine to bourgeois feline*' পড়ছিলাম।

জাপানী সাপ্তাহিকে দৈবাৎ ঐ বেরসিক প্রবন্ধটি আমার পড়া ছিল। স্ট্যালিন অনেক সর্বনাশই নাকি করে গেছেন। সোভিয়েত মেয়েদের সুন্দরী হতেও তিনি নাকি প্রবল বাধা দিয়েছেন। মেয়েদের ওপর এই অযথা নিগ্রহ ক্রুশ্চেভ সহ্য করতে পারেননি। তিনি নিজে কতটা দর্শনীয় সে প্রশ্ন তর্কের, কিন্তু '*perfection of the human face and body*' সম্পর্কে যথেষ্ট উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। চালু হ'ল *hemline revolution.* কাঁধ, গলা, বুক ও হাতা থেকে স্ট্যালিনের লৌহ যবনিকা সরিয়ে ফেলা হল। স্ত্রীলোকের শরীর সুন্দর ও লোভনীয় করে তোলবার গবেষণা শুরু হয়। পুরোনো দর্জিওয়ালাদের সাইবেরিয়ায় নিক্ষেপ করা হয়েছে কিনা জানি না কিন্তু প্যারী ও নিউ ইয়র্কের কাটা ছেঁড়ায় বিশেষজ্ঞদের আজ আর অভাব নেই। মস্কোর গোর্কি স্ট্রীটের *Institute of Cosmetology*-তে মায়েদেরও ব্যস্ত আনাগোনা আজ

নিত্য। এলিজাবেথ অডেন ও প্যারিস একাডেমী অফ বিউটি 'সুন্দরী তুমি যেমন ইচ্ছে সাজো'র অন্যতম রূপকার। ঠোঁট, বুক, কোমর ও মাথার চুল দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় করবার হাজারো ছলাকলা। এমন কি গব্দা গব্দা নাকও উপযুক্ত শোধনের পর টিকালো নাসিকায় রূপান্তরিত হচ্ছে—*Institute's plastic surgery department will offer a complete line of nose bobs at a flat rate of 50 rubles per Capita.*

মিঃ মিলারের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পায়ের দিকে তাকিয়ে আন্দ্রে মরিশ বললেন,

—আপনি কী অবস্থায় আহত হলেন? আপনি কী এডভান্স আর্মির সঙ্গে ছিলেন, না স্নাইপার স্নাটিং রেঞ্জের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন?

মিঃ মিলার এক টুকরো হেসে বললেন,

—সে সব কিছুই নয়। একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা বলতে পারেন।

—দুর্ঘটনা।

—দুর্ঘটনা ছাড়া কি বলবো। ভিয়েত কং দের সঙ্গে সংঘর্ষ যেখানে হয়েছে সেখান থেকে অতিকম দশ কিলোমিটার দূরে আমেরিকান বেস ক্যাম্পে বসে আমি তখন রিপোর্ট টাইপ করছিলাম। বেস ক্যাম্পের মধ্যেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। আমার ভাগ্য ভালো ব্যাপারটা ঘটবার ঠিক ত্রিশ সেকেণ্ড আগে আমি ক্যামেরা আনবার জন্যে ঘরে ঢুকেছিলাম। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমি সেই কারণেই হয়তো রক্ষা পেয়েছি।

মিঃ মিলার ধীরে ধীরে দুর্ঘটনাটি বর্ণনা করলেন।

দু'পাশে জঙ্গল, ধানক্ষেত আর ছোট ছোট নালা। প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল। বেনকাট্ ও বাউবাং-এর মধ্যে তের নম্বর হাইওয়ের একটা সাপ্লাই পার্টির সঙ্গে মিঃ মিলার ফিরে আসছিলেন।

হঠাৎ কনভয়টা দাঁড়িয়ে যায়। বেশ কয়েক রাউণ্ড গুলি চালাচালি হ'ল। খবর পাওয়া গেল নলখাগড়া ও লম্বা লম্বা ঘাসের আড়ালে নালা দিয়ে কয়েকটা নৌকো লক্ষ্য করা গেছে। গাড়ি থেকে ফৌজ তখন নেমে পড়েছে। উঁচু রাস্তার সুবিধে থাকায় যথেষ্ট ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও নৌকাগুলোর হদিশ করা গেল।

মিঃ মিলার বললেন,

—ছোটখাটো একটা সংঘর্ষ বলা চলে। কয়েকটা নৌকো পালিয়ে গেল। একটা উল্টে গেল। ছবি তোলবার জন্যে অনেকটা নিচে নেমে এসেছি। দুটো গেরিলা গুলিতে মারা পড়েছে। এমন সময় অন্য একটা বোট আটকানো

হ'ল। একটা স্পীড বোট। তাতে একজন জ্যান্ত ধরা পড়েছে। ব্যাপারটা দেখবার জন্যে আরও নীচে নেমে এলাম।

অল্পবয়সী একজন যুবা—বয়স বাইশ-তেইশ-এর বেশি নয়। পরনে কালো পাজামা, প্যারাসুট কাপড়ের জামা। পায়ে হো-চি-মিন স্যাণ্ডাল। স্পীড বোটটা দেখে অবাক হ'লাম। আমাদেরই জিনিষ। করমর্দনরত দু'টি হাতের বিশেষ চিহ্নই শুধু নয়, নতুন স্পীড-বোটে আমাদের ছাপ তখনও স্পষ্ট পড়া যাচ্ছিল—*This is a gift of the people of the U. S. A. Not to be sold or exchanged.*

স্পীড বোট অতিরিক্ত বিস্ফোরক বহন করছিল। একজন সেনা আমাকে জানালো জঙ্গলের ভিয়েত কং গোলাবারুদের কারখানা থেকে অগ্রবর্তী গেরিলাদের কাছে এই মাল পাচার হচ্ছিল।

—এই স্পীড-বোট তুমি কোথায় পেয়েছ?

গেরিলা অবুঝের ভান করে। তারপর মৃত গেরিলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে,

—ও জানে।

নালার ধারেই প্রচণ্ড মারধর চললো। গেরিলাটা যেন পাথর। সব কথার একই জবাব—আমি কিছুই জানি না।

বেস্ ক্যাম্পে লোকটাকে ধরে আনা হ'ল। জীবন্ত অবস্থায় গেরিলা ধরা হয়তো সোজা কিন্তু ভিয়েতনামের গেরিলা যোদ্ধার নাগাল পাওয়া দুষ্কর। ইলেকট্রোনিক কমপিউটর বলে, একজন ভিয়েত কং গেরিলাকে জীবিত ও মৃত অবস্থায় হাতে পেতে ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড-এর খরচা পড়ছে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ডলার। স্পীড বোটের মজুত অস্ত্র-শস্ত্রও সব বেস্ ক্যাম্পে আনা হ'ল। অদ্ভুত ধরনের সব মাইন, হাত বোমা। সেই সঙ্গে বিস্তর কার্তুজ। জি. আই ক্যাম্প অফিসার মিঃ মিলারকে বলেন,

—গোটা ব্যাপারটা বড় করে লিখবেন মিঃ মিলার। ভিয়েত কং শুধু জীবন্ত অবস্থায় ধরিনি, এত গোলাবারুদ আটক করেছি এটাও কম কথা নয়। লোকটার কাছ থেকে গোলাবারুদের কারখানার হদিশ জানতে হবে।

গোলাবারুদের মধ্যে অদ্ভুত আকৃতির ভারী ভারী কতগুলো বিস্ফোরক সেনাদের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি করে। অনেক জল্পনা-কল্পনার পর সবাই মেনে নিল বেয়াড়া আকৃতির বিস্ফোরকগুলো ভিয়েত কং-দের হাতুড়ে মাইন ছাড়া আর কিছু নয়।

মিঃ মিলারের হাতে কাজ ছিল। প্রয়োজনীয় রিপোর্ট তিনি তখন ঘরে বসে টাইপ করছিলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড হৈ হল্লা, চীৎকার ও চেঁচামেচি শুনে তিনি বাইরে আসেন। দেখলেন গোলাবারুদের ব্যবহার নিয়ে মার্কিন সেনারা গেরিলাটার সঙ্গে হাজারো ঠাট্টা তামাশায় মেতেছে। ক্যাম্প ক্যাপ্টেনেরও মাথায় ঢুকেছে আটক ঐ বেয়াড়া আকৃতির মাইনগুলোর ব্যবহার না জানলে ওগুলোর অধিকার পাওয়া বৃথা। গেরিলাটাকে হেলিকোপ্টার থেকে ছুঁড়ে ফেলবার আগে অন্তত ঐ বৃহদাকার মাইনগুলোর ব্যবহার জানা দরকার।

লোকটা প্রথমে অস্বীকার করলো। কিন্তু প্রচণ্ড বিদ্রূপের পর স্বীকার করল ঐ মাইনের ব্যবহার সে মোটামুটি জানে।

ক্যাম্প ক্যাপ্টেন বললেন,

—ঐ মাইনগুলোর ব্যবহার আমাদের শিখিয়ে দিতে পারো? গেরিলাটা কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো,

—পারি, কিন্তু এক সর্তে আমি রাজি আছি।

—কি চাই তোমার! কি সর্ত?

—আমি দলে পড়ে ভিয়েত কং দের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। এই মাল নিয়ে আমি যাচ্ছিলাম কিন্তু ভিয়েত কং-দের আমি পছন্দ করি না। আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে চাই। আমার ওপর যদি অত্যাচার না চালান তবে আমি যেটুকু জানি সব বলবো। আমাকে আপনারা ছেড়ে দিলেও ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

গেরিলাটা অসম্ভব ভয় পেয়েছিল। প্রাণভয়ে সে যেন অস্থির হয়ে উঠেছে।

ক্যাম্প ক্যাপ্টেন খুশি হন। তবু বললেন,

—আমাদের তুমি সব খবর দিতে রাজি থাকলে তোমার ওপর অত্যাচার করা হবে না। তোমাকে আমাদের দরকার হবে।

—আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে চাই।

গেরিলার চোখে যেন আহত জানোয়ারের অসহায় দৃষ্টি।

—বেশ তো, আগে তুমি ভিয়েত কং-দের হাতে তৈরি ঐ মাইন ফাটানোর কৌশলটা শিখিয়ে দাও। তারপর তোমার সঙ্গে অন্য কথা হবে।

ক্যাম্পের সমস্ত সেনা গোল হয়ে ভিড় করেছে। সবাই চেঁচাচ্ছে। নানা রকম মন্তব্য করছে। সেনারা মাইন ফাটানো দেখতে চায়।

—এটা কি ইলেকট্রিক মাইন?

—হ্যাঁ!

—মাইন ফাটানোর কায়দাটা আমাদের শিখিয়ে দিতে পারবে?

—পারবো।

ক্যাম্প ক্যাপ্টেন চারজন মার্কিন সেনাকে বেছে নিলেন। মাইন ফাটানোর কৌশলটা তাদের জেনে নেবার আদেশ দিলেন। ক্যাম্প থেকে প্রায় নব্বই মিটার দূরের একটা উঁচু জায়গা দেখিয়ে বললেন,

—কৌশলটা শিখে নেবার পর আমরা নিজেরাও পরীক্ষা করে দেখবো। ইলেকট্রিক মাইন বলছে কিন্তু মাইনের মুখটা বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা ভাল করে দেখবে। নিয়ে যাও ওখানে।

প্রচণ্ড ভীতিতে কুঁকড়ে থাকা মানুষটা এবার ক্রমে সহজ হয়। তারপর ক্যাম্প ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে এসে বলে,

—আমার হাতখানেক ইলেকট্রিক তার লাগবে। যে কোন ইলেকট্রিক তার হলেই চলবে।

ক্যাপ্টেন মাথা নেড়ে বললেন,

—সব দিচ্ছি। চালানোটা শিখিয়ে তারপর উঁচু জায়গায় ফাটাবে।

মিঃ মিশ্র বললেন,

—ছবি তোলবার কথা আমার মনে হ'ল। একজন সেনা তার সংগ্রহে গেল। সেনা বেষ্টনীর মধ্যে গেরিলাটা এবার সহজ ভাবে চলাফেরা শুরু করে। মাঝখানে স্তূপীকৃত বিস্ফোরকের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা বেয়াড়া সাইজের মাইন হাতে তুলে নিল। বেশ ভারি। দশ-বার কেজির কম নয়। আমি ঘরে ঢুকে ক্যামেরাটা বার করলাম ব্যাগ থেকে। টেলি-ফটো লাগাতে লাগাতে বাইরে আসছিলাম এমন সময় হঠাৎ কানে এলো,

—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক!

—আমি দৌড়ে যেই দরজার সামনে এসেছি, দেখলাম ভারি মাইনটা লোকটা স্তূপীকৃত গোলাবারুদের ওপর ছুঁড়ে দিল। সে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস অবশ্য হ'ল না কিন্তু লোকটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সেনা বেষ্টনী মুহূর্তে একটা করুণ বেদনাদায়ক দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। রক্তাক্ত বীভৎস সে দৃশ্য। গোটা ক্যাম্প যেন একটা ধ্বংসস্তূপ। আর্মার্ড কার, জিপ—যা কিছু সামনে ছিল সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। আঘাতটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। মোজা জুতো রক্তে ভিজে উঠতে খেয়াল হ'ল। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশজন

প্রাণ হারায়। অসহায় সেনাদের আগুন আর রক্তস্রোতের মধ্যে আর্ত চীৎকার আমি জীবনেও ভুলতে পারবো না।

—মাইনটা ক্যাম্পের মধ্যে সবার সামনে চার্জ করলো, কেউ দেখলো না!

আঁদ্রে মরিশের কথায় মিঃ মিলার বললেন,

—সবাই দেখলো। আমিও দেখেছি কিন্তু গেরিলাটাকে সন্দেহ করবার কোন কারণই ছিল না। ভিয়েত কং টি অসম্ভব চতুর। বোকা বোকা কথা বলে, আর ইলেকট্রিক তার চেয়ে প্রথমত সে সবাইকে বিভ্রান্ত করে। তা'ছাড়া নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে ওখানেই সে অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করবে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। বিস্ফোরকটা আদৌ মাইন ছিল না।

আমি নির্বাক। সম্পূর্ণ হতবাক। রসিক মানুষ আঁদ্রে মরিশ, তাঁকেও দেখলাম ভাবলেশহীন চাউনি মেলে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

নীরবতা ভেঙ্গে মিঃ মিলার কিছুক্ষণ পর বললেন,

—এরাই ভিয়েত কং। রাশিয়ার কথা আমার মনে পড়ছে। কবি আর বুদ্ধিজীবীরা জারকে ধ্বংস করবার জন্যে এই রকম ভয়াবহ আত্মবিসর্জন হাসতে হাসতে মেনে নিতেন।

কিছুক্ষণ পর বিদায় নিয়ে চলে আসছিলাম। মিঃ মিলার করমর্দন শেষ করে হাতটা না ছেড়েই বললেন,

—মিঃ থর্নডাইক আজ সায়গন আসছেন। শুনলাম আপনাকে তিনি এখান থেকে সরাতে চান।

—বলেন কী।

—শুনলাম।

—সায়গনে কাকে আনতে চান?

—জানি না। গত সপ্তাহে ম্যানিলাতে কাজকর্ম নিয়ে কথা হচ্ছিল। চতুর লোক বিশেষ ভাঙলেন না, শুধু মনে হ'ল সায়গন থেকে আপনাকে অন্যত্র বদলী করা হবে। মিঃ থর্নডাইক আসছেন সে খবর রাখেন তো?

—হ্যাঁ, সন্ধেতে এয়ারপোর্টে যা'বার কথা আছে। কিন্তু আমার ব্যাপারটা আপনার কাছে নতুন শুনলাম।

—দেখুন না মিঃ থর্নডাইক কী বলেন। আমি এই রকম আভাস পেয়েছি।

হাসপাতাল থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন প্রায় দুপুর। আঁদ্রে মরিশের

সঙ্গে মিঃ মিলারের কল্পনাতীত দুর্ঘটনার কথা আলোচনা করতে করতে অনেকটা পথ এসেছিলাম।

সায়গন আজ যেন আরও ব্যস্ত শহর। দোকানপাট আজ থেকেই পরিষ্কার হচ্ছে। পেট্রল পাম্পে দাড়িওয়ালা এক্সমাস্ ফাদার বসানো হয়েছে। মদের দোকানে আলোর মালা সাজানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সকাল থেকেই। মানুষের ব্যস্ততা ও গাড়ির মিছিল দেখে মনেই হয় না পৃথিবীর অন্য কোথাও এতবড় একটা অশান্ত দেশ আজ আর নেই।

বেশ বেগেই আসছিল গাড়ি। হঠাৎ গতি হ্রাস হ'ল। লক্ষ্য করলাম অনেকগুলো গাড়ি রাস্তার একদিকে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিকে মানুষের ভিড় ফুটপাত থেকে রাস্তায় নেমেছে।

—মাদাম কোয়াতের বাড়ি আবার নতুন করে কি হ'ল?

মশিঁয়ে মরিশের কথায় চমকে উঠলাম। এ যে সত্যিই মাদাম কোয়াতের বাড়ি। সেখানেই জনতার ভিড়।

দু'জনেই নেমে এলাম গাড়ি থেকে। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করি। ভিড়ের জন্যে কিছু দেখা গেল না। শুধু একটা ঘণ্টা ধ্বনি কানে এলো। আঁদ্রে মরিশ বললেন,

—চলুন ব্যাপারটা এগিয়ে দেখি।

বেশি দূরে আসতে হ'ল না। দু'পাশের মানুষের মধ্যে পথ করে সামনে যেতেই চোখে পড়লো। সমস্ত কিছুই ঘর থেকে টেনে নামানো হয়েছে। বাগান ও ফুটপাত একাকার হয়ে গেছে। গোটাটাই পুলিশ নিয়ন্ত্রিত। মাদাম কোয়াতের সমস্ত কিছুই আজ নিলামে উঠেছে।

—পুরো ডিনার সেট। ফ্রান্সে তৈরি। এ জিনিস সায়গনে আর পাওয়া যাবে না। পুরো ডিনার সেট! ফ্রান্সে তৈরি। মাত্র ১১০০ পিয়াস্ত্রা। আর কেউ কিনতে চান? কেউ দাম দেবেন? ১১০০ পিয়াস্ত্রা। পুরো একটা ডিনার সেট ফ্রান্সে তৈরি—মাত্র ১১০০ পিয়াস্ত্রা। ১১০০ পিয়াস্ত্রা এক! ১১০০ পিয়াস্ত্রা দুই! ১১০০ পিয়াস্ত্রা তিন!

প্রৌঢ়া এক ভিয়েতনামী ভদ্রমহিলা ১১০০ পিয়াস্ত্রায় মাদাম কোয়াতের ডিনার সেট কিনে নিলেন।

বহুবিধ সামগ্রী। সোফা সেট, কার্পেট, পিয়ানো, ফ্রিজিডিয়ার, সারি সারি আলমারী, খাট ও ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। আরও অনেক কিছু বাগান ও ফুটপাতে সাজিয়ে রাখা।

উপস্থিত সবাই দেখলাম বিত্তবান। গাড়িওয়ালা এক শ্রেণীর মানুষ বউ নিয়ে ভিড় করেছে। পছন্দসই জিনিস সস্তায় কিনে ঘর সাজাবেন। নিচু পর্দায় নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত। এটা সেটা নাড়াচাড়া করছেন। বড়দিনের মেজাজ। বাড়তি রোজগার ও উৎসবের একটা আনন্দও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বিবিধ দ্রব্যসামগ্রীর অনেক কিছুই আমার চেনা। আজ নিলামের হাটে সবই বিকিয়ে যাবে। মাদাম কোয়াত সমস্ত ফেলে গেছেন। এ সমস্তই তাঁর কাছে নিতান্তই স্থূল মনে হয়েছে।

নজরে পড়লো। সেই ছবিটা।

ফ্রেমে আঁটা মাদাম কোয়াত সাদা ফুল হাতে নিয়ে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠোঁটে লেগে থাকা টুকরো হাসিটুকু ম্লান হয়নি।

খারাপ লাগছিল। আঁদ্রে মরিশ ইশারা করতেই ভিড় ঠেলে গাড়ির দিকে এগিয়ে চললাম। লোক যেন ক্রমশঃ বাড়ছে।

পেশাদারী গলার নিলামের ডাক দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে,

—ফোর ট্রাক টেপ রেকর্ডার—জর্মনীর। ৩০০০ পিয়াস্ত্রা—একদম নতুন! ৬৫ মডেল—গ্রুণ্ডিগের তৈরি। ফোর ট্রাক টেপ রেকর্ডার—মাত্র ৩০০০ পিয়াস্ত্রা—কেউ দাম দেবেন? অসম্ভব সস্তায় বিক্রী হয়ে যাচ্ছে—আর কেউ আছেন—ফোর ট্রাক টেপ রেকর্ডার—৬৫ মডেল—মাত্র ৩০০০ পিয়াস্ত্রা……

গাড়ি বাঁক নিতেই নিলামের ডাক হারিয়ে গেল।

মাদাম কোয়াতের কথা বার বার আজ মনে পড়ছিল। তিনি এখন কোথায়? শেষ পর্যন্ত তিনি কি নিরাপদ এলাকায় সরে যেতে পেরেছেন? এত সুখ, এত সম্ভার ফেলে হয়তো তিনি আজ জঙ্গল আর কাদামাটি ভেঙে সঙ্গীদের মধ্যে ফিরে গেছেন। জঙ্গলের হাসপাতালে হয়তো আহতের শুশ্রূষায় তাঁর বিনিদ্র রজনী কাটবে দিনের পর দিন। শত্রুসেনার অপেক্ষায় রাইফেল বুকে নিয়ে হয়তো তিনি কোন গিরিগহ্বরে অপেক্ষায় আছেন। হয়তো তিনি নিয়মিত সৈনিক জীবনই বেছে নিয়ে পুরো গেরিলা ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। ফ্রান্সে তৈরি ডিনার সেট নিলামের হাটে বিকিয়ে যাবার দুঃখ তাঁর কোন দিনই হবে না। কচুর পাতায় শুকনো ভাত ভাগাভাগি করে খেতে তিনি আজ অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। লাস্যময়ী মাদাম কোয়াতের মিথ্যে আভিজাত্যের খোলস আজ খুলে গেছে। বারুদের গন্ধ গায়ে, হাতে মুখে আজ কাদামাটি আর রক্তের দাগ। কাঁটা

তাব ও এ্যান্টি গ্রানেড গ্রীল্‌ও বুকে হেঁটে তাঁর শত্রুর নাগাল পেতে হবে। নরম ভিভানের কথা তাঁর নিশ্চয় মনেই পড়বে না। আকাশের বুকে স্পটার বোম্বার তাঁর একমাত্র লক্ষ্য—পূর্ণিমার চাঁদও মাদাম কোযাতের জীবনে আজ মিথ্যে হয়ে গেছে।

এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল ক্যারাভেলি অনেকটা পথ। মিঃ থর্নডাইক সারা রাস্তা নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করে গেলেন। পেম পেন সফর শেষ করে আসছেন। প্রিন্স নরদম সিহানুকের গল্প করলেন অনেকক্ষণ। সিহানুকের কন্যা বোপা দেবী নাকি কম্বোডিয়ান ব্যালেট ট্রুপের প্রাইমা ব্যালেরিনা। তাঁর থাই ল্যাণ্ড নৃত্য দেখে মিঃ থর্নডাইক মুগ্ধ হয়েছেন। আমেরিকার সঙ্গে তিক্ততা ও কালো চাংকে সিহানুক কখনও বরদাস্ত করবেন না একথাও জানালেন। ছয়টি বিবাহ ও চৌদ্দটি সন্তানের পিতা হওয়া সত্ত্বেও সিহানুকের যুবকোচিত চরিত্রটি নাকি তারিফ করবার। ছয় স্ত্রীর মধ্যে আধা ইটালিয়ান আধা কম্বোডিয়ান বিউটি কনটেস্ট্ উইনার মনিয়াক্ এখন সিহানুকের ফার্স্ট লেডি। সিহানুকের প্রতিভাও নাকি অনন্য সাধারণ। তিনি গান কম্পোজ করেন। *Fleur de vientiane* বেগুলার হিট সঙ্। কবিতা লেখেন। ছবি আঁকার হাতও সুন্দর। ঘোড় দৌড়, মোটর দৌড় নিয়ে ছেলেমানুষের মত মাঠে হৈ হল্লা করেন। সিনেমাতে আগ্রহের নাকি কমতি নেই। একখানা বই করেছেন— ভলেন ও ডিটেকটিভের দ্বৈত ভূমিকায় সিহানুককে শক্তিশালী নট হিসাবে দেখা গেছে।

হোটেলে এসেও অনেক কথা হ'ল। মিঃ মিলারের বিপজ্জনক দুর্ঘটনার গোটা ব্যাপারটা খুলে বললাম। কোন মন্তব্য করলেন না। চোখমুখেরও কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। শুধু জানালেন কাল একবার সময় করে হাসপাতালে মিঃ মিলারকে দেখতে যাবেন।

মিঃ থর্নডাইকের ঘর যখন ছেড়ে এলাম তখন রাত ন'টা।

রাতের কাজ সারছিলাম। অনেক কথাই ভাবছিলাম। মিঃ থর্নডাইকের ইচ্ছের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। আমার কাজকর্ম সম্পর্কে কোন কিছুই জানতে চাইলেন না। দু'একটা লেখা নিয়ে কৃত্রিম বোধ প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু ওসব কোন কথাই তুললেন না। বার বার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল মিঃ থর্নডাইক হয়তো আমাকে সায়গন ছেড়ে পেন পেম-এর ভার নিতে বলতে পারেন। হাজারো প্রসঙ্গ থাকতে নরদম সিহানুকের কাহিনী আমাকে শোনানোর কি প্রয়োজন ছিল!

মিঃ থর্নডাইক আমার প্রেস ডিপার্টমেন্টের অতি দুঁদে প্রবীন এ্যাডমিনিস্ট্রেটার। পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তাঁর এলাকা। প্রেসের কাজ দেখে দেখে বেড়ান। অতি

উচ্ছৃঙ্খলে বিচরণ। শুনেছি টেক্সাসের খামারে তাঁর জীবন শুরু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিউনেসিয়া ও সিসিলিতে করসপণ্ডেণ্ট ছিলেন। যুদ্ধের পর এক মার্কিন সংবাদ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাংহাই আসেন। মিলিয়ন কমিউনিস্ট গেরিলা যখন ইয়াংসীর ওপারে পৌঁছে গেছে তখনও তিনি সাংহাইতে। রাজধানী ক্যাণ্টনে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মাদাম চিয়াং কাইশেক বিভিন্ন দূতাবাসে ক্রেসেনথামাস এর শেষ উপহার পাঠিয়ে ওয়াশিংটন পাড়ি দিয়েছেন। চিয়াং কাইশেক লী সুং জেন-এর হাতে সামরিক দায়িত্বভার দিয়ে দেশের নিরাপদ এলাকায় সরে গেছেন। তবু মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডাঃ স্টুয়ার্ট ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার স্টিভেনসন ভরসা তখনও হারাননি। মিঃ থর্নডাইক যখন বলেছেন, সাংহাই ছাড়ার সময় হয়েছে এর পর আর আমরা সময় পাবো না। ডাঃ স্টুয়ার্ট হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন, —লক্ষ লক্ষ লাল ফৌজ নিয়ে ইয়াংসী অতিক্রম করা এত সহজ নয়। এখনও সময় লাগবে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডাঃ স্টুয়ার্ট আমেরিকান সামরিক বিশেষজ্ঞদের কথা শুনে চলছিলেন। কিন্তু মিঃ থর্নডাইকের অনুমানই ঠিক ছিল। ঠিক ছত্রিশ ঘণ্টা পর অতি প্রত্যুষেই গেরিলা ফৌজ সাংহাই প্রবেশ করতে শুরু করে। ভয়াবহ ইয়াংসী আছড়াচ্ছে—কিন্তু পিঁপড়ের মত সারে সারে কাতারে কাতারে পিপলস্ আর্মির সাংহাই উঠে আসার বিরাম নেই। মিঃ থর্নডাইক বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে দূতাবাসে যখন ছুটে এসেছেন, তখন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডাঃ স্টুয়ার্ট প্রবল জ্বরে হি হি করে কাঁপছেন।

মিঃ থর্নডাইকের বিস্তর অভিজ্ঞতা। আজ প্রৌঢ়—বয়স পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন, ছ' ফুট লম্বা সাল প্রাংশু চেহারা। শোনা যায় নির্বাচনের সময় গোল্ডওয়াটারের জন্যে বিস্তর পরিশ্রম করেছিলেন। মিঃ থর্নডাইক ধূমপান করেন না।

সকাল বেলা দেখলাম মিঃ থর্নডাইকের মেজাজটা বেশ ভাল। এক গাল হেসে বললেন,

—সায়গনে আমি ঠিক সময়েই এসেছি। ভিয়েত কং-রা বোমা মেরে আর উড়িয়ে দিতে পাচ্ছে না।

কাগজের বড় বড় হরফের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন,

—দেখেছেন!

খবরটা বেশ বড় করেই ছেপেছে।

—এ যে ত্রিশঘণ্টার যুদ্ধবিরতি! ভিয়েত কং-রা চব্বিশ ঘণ্টা যুদ্ধবিরতী য়েছিল।

—জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড ছ'ঘণ্টা মেয়াদ আরও বাড়িয়েছেন।

প্রাতঃরাশের টেবিলে হুম করে কথাটা তুললেন,

—সায়গনে আপনার কতদিন হ'ল?

—আট মাস।

—কেমন লাগছে?

—ভালই লাগছে।

—বেশ উত্তেজনায় দিন কাটছে।

—দেশটাই তো চরম উত্তেজনাব মধ্যে চলেছে।

মিঃ থর্নডাইক অনেক কথা বলে চললেন। আমি আশাতীত ভালো কাজ করছি এ কথাও জানালেন। ডিমের প্লেট সামনে টেনে বললেন,

—আপনাদের এখন অনেক সুবিধে। গোলমাল তো লেগেই আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চল্লিশটা সীমিত যুদ্ধ হয়েছে, কাল তার রিপোর্ট দেখছিলাম। আপনাদেব বয়সে 'আমরা এমন গুরুত্বপূর্ণ দুর্যোগের রাজনৈতিক পটভূমি আদৌ পাইনি। উত্তেজক পটভূমি আপনার ভাল লাগে?

—বেশ লাগে। ঘটনাব পেছনে দৌড়তে আমার ভালই লাগে।

—আপনাকে অন্য এক অশান্ত পটভূমিতে পাঠানোর কথা উঠেছে। মাস য়েকেব জন্যে আপনাকে হয়তো যেতে হবে।

—সায়গনেব বাইরে? ভিয়েতনামের বাইরে অন্য কোন জায়গার কথা লছেন?

—আমার মনে হয় না আপনার অপছন্দের কারণ হবে। বরং রাজনৈতিক ঘূর্ণি আপনি জাকার্তায় অনেক বেশী পাবেন। শকুনের ঠোঁট থেকেই অনেক খবর পাবেন। ইন্দোনেশিয়ায় এখন আর কিছু নেই, শুধু মৃতদেহ আর শকুন। মালয়েশিয়ায় সুকর্ণ প্যারাট্রুপার নামাতে পারেন নি। টুঙ্কু আবদুল রহমান কিন্তু শকুন পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

নিজের রসিকতায় হো হো করে হাসতে থাকেন মিঃ থর্নডাইক।

—মিঃ স্টিলওয়েল তো জাকার্তায় আছেন।

—বিশেষ কারণে তাঁকে সরিয়ে নিতে হচ্ছে। তিনিও জাকার্তা ছাড়তে চান। আজ রাত্রে আমি টোকিও যাচ্ছি। পরশু যাচ্ছি ম্যানিলা। সামনের

সপ্তাহেই আপনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেয়ে যাবেন। মনে হচ্ছে নতুন বছরে দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতেই আপনাকে মিঃ স্টিলওয়েল-এর কাছ থেকে কাজ বু' নিতে হবে। জাকার্তায় আপনি ভালই কাজ করতে পারবেন। অন্তত মাস ছয়েক আপনাকে এখন জাকার্তায় থাকতে হবে।

পছন্দ অপছন্দের প্রশ্নই ওঠে না। মিঃ থর্নডাইক সব ঠিকই করে এসেছেন।

—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাকার্তা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মজা এই, তেব মিলিয়ন ডলারে মস্কোর তৈরি বাং কর্ণ স্পোর্টস প্যালেসে ঢুকতেই আপনাকে আজ ব্যানার দেখে থমকে দাঁড়াতে হবে—মার্ক্সবাদ ধ্বংস হোক। পি. কে. আই.-এব শক্ত ঘাঁটি পূর্ব ও মধ্য জাভা আজ একটা কসাইখানা ছাড়া কিছু নয। আমাব আরও অবাক লাগে মিঃ সেন, যখন ভাবি '*amok*' শব্দটা জাভা থেকে আসছে।

মিঃ থর্নডাইকের ঠাসা প্রোগ্রাম. এখনই যাবেন মার্কিন দূতাবাস। সেখান থেকে যাবেন জেনারেল ওয়েস্টমোবল্যাণ্ডেব অফিসে। প্রেস ক্লাবের জরুরী মিটিং সারবেন। সায়গনের বৌদ্ধ প্যাগোডায় নেতাদের এক বৈঠকে মিলিত হবেন। রাত্রে টোকিওর পথে সায়গন ত্যাগ করবেন।

প্রাতঃরাশের পরই মিঃ থর্নডাইক হোটেল ত্যাগ করলেন। প্রেস ক্লাবের জরুরী মিটিং-এর শেষে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবেন একথাও জানালেন।

অসম্ভব একটা অস্বস্তি নিয়ে ঘরে এলাম। এই মুহূর্তে জাকার্তার অশান্ত রাজনৈতিক পটভূমিব আকর্ষণ আমাব আছে সামান্যই। আমাব সমস্ত মন জুড়ে আছে ভিয়েতনাম।

যীশুর জন্মদিনে সাময়িক যুদ্ধবির।তব নজীর সাম্প্রতিক ইতিহাসে নেই। প্রথম মহাযুদ্ধের সময বাইফেল নামিয়ে রেখে বৃটিশ ও জর্মন সেনা পবস্পবে সসার খেলেছে শুনেছি। তবে ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড এই ত্রিশ ঘণ্টার যুদ্ধাবিরতিকে কৌশলগত দিক থেকে গ্রহণ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। প্রেসিডেণ্ট জনসন শান্তির চেষ্টা করছেন। আর্থার গোল্ডবার্গ যাবেন রোমে, পোপের কাছে শান্তি বার্তা নিয়ে। তাবপর আসবেন প্যাবী। দ্য গলের সঙ্গে আলোচনা শেষে হ্যারল্ড উইলসনের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন লণ্ডনে। শান্তির মহান বার্তা নিয়ে রোভিং এ্যাম্বাসাডার হ্যারীম্যান আসবেন ওয়ারশ। গুমুল্কা-কে বোঝাবেন। বেলগ্রেডে মার্শাল টিটোর সঙ্গেও একদফা আলোচনা হবে। তারপর হ্যারীম্যান যাবেন নয়াদিল্লী। ওদিকে মিঃ বুণ্ডি, কানাডা সফরে প্রধান মন্ত্রী পিয়ারসনকে মার্কিন শান্তি নীতি বোঝাতে চেষ্টা করবেন। মস্কোতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পদগনি ও পার্টি নাম্বার টু ম্যান শিলিপিনের

সঙ্গে কয়েকদফা সাক্ষাৎ করবেন। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারী বিল মোয়েরস্ ঘোষণা করেছেন—প্রেসিডেণ্ট জনসন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নেতাদের কাছে তার ভিয়েতনাম ও এশিয়া নীতি তুলে ধরবেন।

. লেডি ম্যাকবেথ রক্তের দাগ হাত থেকে তুলতে পারেননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আজ তিনং ডাইনীর হাতে বন্দী। স্টেট ডিপার্টমেণ্ট আগুনের তা প হাত সেঁকছে আর কুমন্ত্রণায় অস্থির—*We will stand in Viet Nam.* সি. আই. এ.-র কানে কানে সতর্কবাণী—*If we lose Asia, we lose the Pacific lake.* নপামের আগুন পোহায় আব উল্লসিত হয় পেণ্টাগন—*Whoever holds the pe ula, holds the gate to Asia.*

যীশুর জন্মদিনে তাই এই শান্তির বাণী যেন দানবেব ঠোঁটের হাসি। তিরিশটি মুদ্রার বিনিময়ে জুডাস যেদিন যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, সেদিন তাঁর ঠোঁটেও এই একই হাসি দেখেছিলাম। তাই এই শান্তিব বাণী যেন আরও অশুভ ও তীব্র অমঙ্গলের পদধ্বনি। হ্যানয়. হাইফং আজ জ্বলছে। শুধু শিল্পাঞ্চল নয়, সেতু ও সড়ক নয় মোটেই; নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ, ধান ক্ষেত, স্কুল ও হাসপাতাল নপামের আগুনে জ্বলছে। তিন ডাইনীর উল্লাস থেকে মাতা ও শিশুসন্তানেরও রেহাই নাই।

দুনিয়ার সাধারণ মানুষ আজ ভিয়েতনামের জন্যে চিন্তিত। কিন্তু এই উৎকণ্ঠাই আজ যথেষ্ট নয়। মানুষের শুভবুদ্ধি ও সুস্থ বিবেকই যদি যথেষ্ট হ'ত, তবে ফুয়েরার জর্মনীর ক্ষমতা দখল করতে পারতেন না। নপামের বিস্ফোরণকে নিষ্প্রভ করে গণমানসের সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য ভিয়েতনামে আজ ফেটে পড়া উচিত। শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানের আফিমের ঘোরে জর্জরিত এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা আমেরিকার জাগ্রত বিবেকের ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব পৌছে দিয়ে হয়তো জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখতে পারেন। আব্রাহাম লিঙ্কন জাগছে বা লড রাসেলের নির্ভীকতার কথা শুধু কাগজে ছেপে প্রগতির আঙ্গিনায় হয়তো জায়গা পাবেন। আলফ্রেড নোবেলের ডিনামাইট-এর শান্তি সভায় বিশ্বের অদ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হতে পারেন। কিন্তু তাঁদের জানা থাকা উচিত, কফিন অনুসরণ করে নকল কান্নায় শোকযাত্রার সাথীর চেয়ে তাঁদের মর্যাদা বেশি নয়।

শক্তি সংহত করবার ছলনায় আজ পৃথিবীর অন্য কোথাও পীস্-কনফারেন্সের নতুন সভায় সাম্রাজ্যবাদ তার লেলিহান লক্লকে হিংস্রতা ঢেকে আর একটা ভদ্রলোকের চুক্তির জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু সে তো শুধু কাল-হরণের অপেক্ষায়। বৈঠক হয়েছে অনেক, আলোচনা হয়েছে বিস্তৃত। কথার দিন